বঙ্গবন্ধুর এই মার্চের ভাষণ

সংবাদপত্রের আধেয় বিশ্লেষণ

মো. মিনহাজ উদ্দীন

বঙ্গবন্ধুর এই মার্চের ভাষণ সংবাদপত্রের আধেয় বিশ্লেষণ | মো. মিনহাজ উদ্দীন

বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ
সংবাদপত্রের আধেয় বিশ্লেষণ

মো. মিনহাজ উদ্দীন

প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)
গবেষণা ও তথ্য সংরক্ষণ বিভাগ
৩ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা–১০০০

প্রকাশক
জাফর ওয়াজেদ
মহাপরিচালক
প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)

প্রথম প্রকাশ
জুন ২০২১

প্রচ্ছদ
সোহেল আশরাফ খান

কম্পিউটার বিন্যাস
ছৈয়দ মোহাম্মদ আবু সোহেল

মুদ্রাকর
এসোসিয়েটস প্রিন্টিং প্রেস
১৬৪ ডিআইটি এক্সটেনশন রোড
ফকিরাপুল, মতিঝিল, ঢাকা

মূল্য
৳ ৭২৫.০০

© পিআইবি কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

Bangabandhur Sat-e Marcher Bhation : Songbadpotrer Adheo Bislation
Published by Press Institute Bangladesh (PIB), 3 Circuit House Road, Dhaka-1000.
Price : 725 Taka. $ 9 Only
ISBN : 978-984-732-058-8
Phone : 9333403, 9330081-84, Fax : 880-02-48317458
E-mail : research@pib.gov.bd, Website : পিআইবি.বাংলা; http://www.pib.gov.bd
বইটি অনলাইনে পেতে হলে: www.rokomari.com

উৎসর্গ ...

ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলার অবিনাশী কাব্যের
অমর কবি
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ
সংবাদপত্রের আধেয় বিশ্লেষণ

গবেষণা উপদেষ্টা পরিষদ

ড. সাখাওয়াত আলী খান
অনারারি অধ্যাপক, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

অধ্যাপক ড. গোলাম রহমান
সাবেক প্রধান তথ্য কমিশনার
তথ্য কমিশন, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়

ড. শেখ আবদুস সালাম
অধ্যাপক, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ড. মো. মফিজুর রহমান
অধ্যাপক, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

গবেষণা সমন্বয়

ড. কামরুল হক
গবেষণা বিশেষজ্ঞ (চলতি দায়িত্ব)

মু | খ | ব | ন্ধ

প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি) এর গবেষণা ও তথ্য সংরক্ষণ বিভাগ গণযোগাযোগের বিভিন্ন বিষয় এবং সমাজের ওপর এর প্রভাব ও কার্যকারিতা নিয়ে গবেষণাকর্ম পরিচালনা করে। প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার বিভিন্ন বিষয় নিয়ে পাঠক-দর্শক-শ্রোতাদের দৃষ্টিভঙ্গি ও চাহিদা এসব গবেষণার বিষয়বস্তু হয়ে থাকে। একই সঙ্গে এই বিভাগ সমসাময়িক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ও সমাজের ওপর প্রভাব বিস্তারকারী বিষয়ে ইলেকট্রনিক মিডিয়ার বিভিন্ন অনুষ্ঠান এবং সংবাদপত্রে প্রকাশিত খবর, সম্পাদকীয়, উপসম্পাদকীয়, কলাম, প্রবন্ধ, নিবন্ধ, চিঠিপত্র, ছবি ও বিজ্ঞাপনসহ বিভিন্ন আধেয় বিশ্লেষণ করে থাকে।

গণমাধ্যমের বৃহত্তর উন্নয়নের লক্ষ্যে পিআইবি তার গবেষণাকর্মকাণ্ডকে আরো ব্যাপক পরিসরে নিয়ে যাওয়ার জন্য নিজস্ব গবেষকদের পাশাপাশি সারাদেশের গবেষকদের গণমাধ্যম গবেষণায় সম্পৃক্ত করার উদ্যোগ নিয়েছে। এই উদ্যোগের অংশ হিসেবে 'অতিথি গবেষণা কর্মসূচি' হাতে নেয় এবং এই কর্মসূচির জন্য একটি উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করে। এই পরিষদের সদস্য ছিলেন পিআইবি'র মহাপরিচালক জনাব মো. শাহ আলমগীর। গবেষণাকর্ম চলার সময় তিনি পরলোকগমন করেন। তথাপি কাজের ধারাবাহিকতা অব্যাহত ছিল।

২০১৪ সালের এপ্রিল মাসে সাতটি সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিয়ে পিআইবি প্রথমবারের মতো আগ্রহী গবেষকদের কাছ থেকে গবেষণা প্রস্তাব আহ্বান করে। এই আহ্বানের পরিপ্রেক্ষিতে ১১৭টি গবেষণা প্রস্তাব পাওয়া যায়। উপদেষ্টা পরিষদ দুই ধাপে বাছাই করে ১১টি গবেষণা প্রস্তাবকে গ্রহণ করার জন্য সুপারিশ করে এবং পরে এই গবেষণাকর্মগুলো সম্পন্ন হয়।

দ্বিতীয় পর্যায়ে ২০১৭ সালের নভেম্বরে আটটি সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিয়ে পুনরায় গবেষণা প্রস্তাব আহ্বান করা হয় এবং ৮৪টি গবেষণা প্রস্তাব পাওয়া যায়। উপদেষ্টা পরিষদ দুই ধাপে বাছাই করে ৯টি গবেষণা প্রস্তাবকে গ্রহণ করার জন্য সুপারিশ করে। বাছাইকৃত গবেষণা প্রস্তাব সমূহের অন্যতম 'বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ : সংবাদপত্রের আধেয় বিশ্লেষণ' শীর্ষক এই গবেষণাকর্ম।

গবেষণা প্রস্তাব বাছাই প্রক্রিয়ায় মূল্যবান সময় প্রদান করার জন্য উপদেষ্টা পরিষদের সদস্যদের প্রতি কৃতজ্ঞতা। এই গবেষণাকর্মের গবেষক মো. মিনহাজ উদ্দীনকে ধন্যবাদ গবেষণাকর্মটি সম্পন্ন করার জন্য। অধ্যাপক ড. মফিজুর রহমানের কাছে কৃতজ্ঞতা গবেষণাকর্মটি তত্ত্বাবধান ও মূল্যায়ন করার জন্য। ধন্যবাদ অতিথি গবেষণা কর্মসূচির সমন্বয়ক গবেষণা বিশেষজ্ঞ (চলতি দায়িত্ব) ড. কামরুল হককে।

এই গবেষণাকর্মটি গণমাধ্যম গবেষক, গণমাধ্যমকর্মী ও সংশ্লিষ্ট সবার কাজে লাগলে আমাদের শ্রম সার্থক হবে বলে মনে করি।

জাফর ওয়াজেদ
মহাপরিচালক

গবেষণা তত্ত্বাবধায়কের বক্তব্য

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাঙালি জাতির অবিসংবাদিত নেতা ও স্বাধীন বাংলাদেশের মহান স্থপতি। ৭ই মার্চের ভাষণ তাঁর অনবদ্য সৃষ্টি, অমর কাব্য। রাজনীতির কবি বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ তাঁর অমর কবিতা। এ প্রসঙ্গে নির্মলেন্দু গুণের কবিতার পঙ্‌ক্তি:

অতঃপর কবি এসে জনতার মঞ্চে দাঁড়ালেন।
[...]
গণসূর্যের মঞ্চ কাঁপিয়ে কবি শোনালেন তাঁর অমর কবিতাখানি–
'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম,
এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম'
সেই থেকে স্বাধীনতা শব্দটি আমাদের।

৭ই মার্চের ভাষণ নিয়ে ইতোমধ্যে বহুমাত্রিক বিশ্লেষণ হয়েছে। প্রেক্ষাপট, ঐতিহাসিক তাৎপর্য, ভাষাশৈলী ও জনবক্তৃতা হিসেবে কালোত্তীর্ণ প্রভাব, সমাজ কাঠামো বিনির্মাণের দার্শনিক ভাবনা এবং জনযোগাযোগের কার্যকর শৈলীপূর্ণ জাদুকরী আখ্যান এই ভাষণকে বিশ্ব ইতিহাসের অন্যতম শ্রেষ্ঠতম ভাষণের মর্যাদা দিয়েছে। তাৎক্ষণিকভাবে প্রদত্ত মাত্র ১৯ মিনিটের এই ভাষণে ছিল যুক্তি ও আবেগের সমন্বয়ে বাঙালি জাতির অতীত ইতিহাস ও তাৎকালীন বর্তমানের নিরিখে ভবিষ্যৎ আশা, আকাঙ্ক্ষা ও স্বপ্নের রূপরেখা এবং তা অর্জনের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা।

মূলত দীর্ঘ ২৩ বছরের অন্যায়, অত্যাচার, বৈষম্য ও বঞ্চনার ইতিহাসের পটভূমিতে পশ্চিম পাকিস্তান কর্তৃক রাজনীতি ও রাষ্ট্র পরিচালনায় বাঙালির গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক অধিকার অস্বীকার এবং অধিকার আদায়ে বাঙালির আত্মত্যাগের ঐতিহাসিক মহিমা ও রক্তে রঞ্জিত কীর্তিগাথা উল্লেখপূর্বক অবিসম্ভাবী স্বাধীনতা সংগ্রামের দিক নির্দেশনার 'মাস্টার পিস' হয়ে উঠে বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ। খোন্দকার আশরাফ হোসেনের ভাষায়: 'বহুমাত্রিক এই ভাষণটি যেমন কাব্যিক ছন্দময়তায় গঠিত, তেমনই বেদনা, আক্ষেপ, অহংকার, হুংকার, নির্দেশ, স্বপ্ন, বাস্তব পরিকল্পনা এবং নাটকীয় নানা তরঙ্গবিভঙ্গে উচ্চকিত। করুণ রসের সঙ্গে বীর রস, অতীত থেকে নিমিষে

বর্তমানে আসা আবার ভবিষ্যতের রূপরেখা অঙ্কন করা, হতাশা-বেদনা-আশা-স্বপ্ন এবং আশঙ্কা নানা বিবাদী-সংবাদী স্বরের এক অর্কেস্ট্রা...।' বজ্রকণ্ঠী বঙ্গবন্ধুর এই ভাষণের প্রতিটি শব্দ ও পঙ্‌ক্তিমালা মুক্তিকামী বাঙালির রক্ত-ধমনিতে শিহরণ জাগানিয়া, এর তাল ও লয়ে সৃষ্ট অভিঘাত প্রচণ্ড মাত্রায় মুক্তিকামী জনতার রক্ত কণিকায় নাচন জাগায় এবং সম্মোহনী শক্তির মতো সর্বসাধারণের মাঝে কাঙ্ক্ষিত ফল লাভে অবিনাশী ও অব্যর্থ।

গণমাধ্যম হিসেবে সংবাদপত্র ইতিহাসের দলিল। আজকের সংবাদপত্র মূলত সুবিন্যস্তভাবে রচিত আগামী দিনের ইতিহাস। পৃথিবীর দেশে দেশে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন ও মুক্তিসংগ্রামে সংবাদপত্রের শক্তিশালী ভূমিকা অনস্বীকার্য। জাতীয়তাবাদের উপাদানসমূহ তথা ভাষা, সংস্কৃতি, অভিন্ন ইতিহাস ও গণজাগরণের লক্ষ্যে প্রদত্ত বার্তা সংবাদপত্র ও গণমাধ্যমবাহিত হয়ে সমজাতীয় জনগোষ্ঠীর মধ্যে ঐক্যের মেলবন্ধন তৈরি করে। সমমন্ত্রে জনমানসকে উদ্বেলিত করে জাতির রূপ দেয় এবং লক্ষ্য অর্জনে সহায়তা করে। এক্ষেত্রে বিদ্যমান সমাজ কাঠামো, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা চরিত্র, প্রাধান্যশীল নীতি প্রবণতা ও প্রান্তিক প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর এবং এসবের মধ্যকার মিথস্ক্রিয়া গণমাধ্যমের আধেয় চরিত্র নির্ধারক। তাই ১৯৭১ সালে বঙ্গবন্ধু প্রদত্ত ৭ই মার্চের ভাষণ কীভাবে তৎকালীন সংবাদপত্রে উপস্থাপিত হয়েছে, তা পদ্ধতিগত গবেষণার মধ্য দিয়ে অনুসন্ধান করা প্রয়োজন। সেই গুরুত্ব উপলব্ধি করে প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি) 'বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ: সংবাদপত্রের আধেয় বিশ্লেষণ' শীর্ষক গবেষণা প্রকল্প হাতে নিয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক মো. মিনহাজ উদ্দীন একজন নবীন গণমাধ্যম গবেষক। আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধ ও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু বিষয়ে নতুন উপাত্ত সংগ্রহ, তথ্য অনুসন্ধান ও জ্ঞান সৃষ্টি তাঁর অন্যতম আগ্রহের বিষয়। গণমাধ্যম গবেষণায় তাঁর পদ্ধতিগত প্রশিক্ষণ ও বিষয়সংশ্লিষ্ট আগ্রহের কারণে বর্তমান গবেষণা তৎকালীন সংবাদপত্র, রাজনীতি, বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্ব, ভাষণ এবং সর্বোপরি আমাদের মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপট সংশ্লিষ্ট নতুন জ্ঞান সৃষ্টিতে কাজে লাগবে বলে আমার বিশ্বাস। মিনহাজ উদ্দীনের বর্তমান গবেষণায় মূল গবেষণা প্রশ্ন ছিল জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ তৎকালীন সংবাদপত্রে কীভাবে উপস্থাপিত হয়েছিল, তা খুঁজে বের করা। এর উত্তর অনুসন্ধানে তিনি কতিপয় গবেষণা উপপ্রশ্ন ব্যবহার করেছেন: (ক) বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণকে কেন্দ্র করে আগে-পরে সংবাদপত্রে উপস্থাপিত

আধেয় (১-১৪ মার্চ ১৯৭১) কীভাবে, কোন পরিসরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকেন্দ্রিক ছিল? (খ) সংবাদপত্রে উপস্থাপিত ভাষণকেন্দ্রিক আধেয়ের ধরন ও চরিত্র কেমন ছিল? (গ) ৭ই মার্চের ভাষণ সংক্রান্ত সংবাদপত্রের আধেয়ের সঙ্গে পূর্বাপর ঘটনার সংশ্লেষ কীভাবে উপস্থাপিত হয়েছে? (ঘ) সর্বোপরি মার্চের উত্তাল সেই দিনগুলোয় পাকিস্তানি রাষ্ট্রকাঠামোর অধীনে সংবাদ প্রকাশের ক্ষেত্রে সংবাদমাধ্যমগুলোর প্রস্তুতি, পরিস্থিতি এবং সার্বিক অবস্থার সঙ্গে আধেয় উপস্থাপনে কী ধরনের ক্ষমতা সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল?

আধেয় বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রাপ্ত সংখ্যাতাত্ত্বিক তথ্যে তিনি গুণগত বিশ্লেষণ পদ্ধতি ব্যবহার করেছেন। ফলে এই গবেষণার মধ্য দিয়ে নির্ধারিত গবেষণা প্রশ্নগুলোর সংখ্যাভিত্তিক উত্তর ও নির্দিষ্ট তাত্ত্বিক কাঠামোর ব্যবহারজাত ফল হিসেবে ঘটনাপরম্পরা, সংশ্লিষ্ট ঘটনার আন্তঃসম্পর্ক, সর্বোপরি গবেষণা প্রপঞ্চসমূহের মধ্যকার ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণে মিনহাজের দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিফলিত হয়েছে। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ঐতিহাসিক প্রপঞ্চের গুণগত বিশ্লেষণে গবেষণায় অনুসৃত তাত্ত্বিক কাঠামো, গবেষকের বিশ্লেষণী ক্ষমতা ও গবেষণা প্রশ্নের বিষয়ে গবেষকের ব্যক্তিগত অবস্থান দ্বারা নির্ধারিত হয়। এতে গবেষণা বিষয়ে বহুমাত্রিক ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের যেমন সুযোগ তৈরি হয় আবার গবেষকের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণকে সহজেই চ্যালেঞ্জ করা যায়। প্রতিবেদন পাঠে এই বিষয়গুলো বিবেচনায় রাখতে হবে।

গবেষক ৭টি (আজাদ, দৈনিক ইত্তেফাক, পূর্বদেশ, দৈনিক পাকিস্তান, সংবাদ, পাকিস্তান অবজারভার ও দ্য পিপল) সংবাদপত্রের ওপর গবেষণাকর্ম সীমাবদ্ধ রেখেছেন। যদিও প্রাতিষ্ঠানিক বছরব্যাপী পরিকল্পনা ও কর্মসম্পাদনের কাঠামোগত সীমাবদ্ধতা বর্তমান গবেষণার পরিধি নির্ধারক; কিন্তু এর ফলে নমুনাবহির্ভূত তৎকালীন অন্যান্য সংবাদপত্রের আধেয়ভিত্তিক তথ্য, উপাত্ত ও বিশ্লেষণ এখানে অনুপস্থিত। উপরন্তু নমুনায়ত সংবাদপত্রগুলোর সব সংখ্যাও গবেষক খুঁজে পাননি। দীর্ঘকাল আগে সংঘটিত ঘটনার সংবাদপত্রের আধেয় অনুসন্ধানে আমাদের মতো দেশে এটি একটি সাধারণ ব্যত্যয়। সম্পূরক হিসেবে প্রাপ্ত তথ্যের বিশ্লেষণে গবেষক ১০টি গভীরতর সাক্ষাৎকার থেকে সংগৃহীত উপাত্ত ব্যবহার করেছেন। অধ্যাপক ড. সাখাওয়াত আলী খান, তোয়াব খান, অধ্যাপক ড. সৈয়দ আনোয়ার হোসেন, অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক, আবেদ খান, কামাল লোহানী, এবিএম মূসা, নির্মলেন্দু গুণ, সায়মন জন ড্রিং ও

জাফর ওয়াজেদের সাক্ষাৎকার থেকে প্রাপ্ত তথ্য বর্তমান গবেষণাকে ভিন্ন মাত্রা দিয়েছে। তবে অধিকতর আন্তঃআখ্যান বিশ্লেষণ ও আলোকচিত্রের চিহ্নতাত্ত্বিক আধেয় পর্যালোচনা বর্তমান গবেষণাকে আরও সমৃদ্ধ করতে পারত।

মিনহাজ উদ্দীন একজন মেধাবী ও পরিশ্রমী গবেষক। গণমাধ্যমকেন্দ্রিক ঐতিহাসিক গবেষণার অন্তরায়গুলো অতিক্রম করে তিনি বর্তমান গবেষণাটি সম্পাদন করতে পেরেছেন। তাঁকে অভিনন্দন। প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি) জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকীতে এ অনন্য সাধারণ গবেষণাকর্ম গ্রহণ করে জাতির পিতার ৭ই মার্চের ভাষণকেন্দ্রিক নতুন জ্ঞান সৃষ্টির সুযোগ তৈরি করেছে। এজন্য পিআইবি প্রশাসনকে অভিনন্দন ও ধন্যবাদ।

এই গবেষণাকর্ম ৭ই মার্চের ভাষণ, বঙ্গবন্ধু, তৎকালীন রাজনীতি ও গণমাধ্যমের মিথস্ক্রিয়া সম্পর্কে জানতে সাহায্য করবে বলে আমার বিশ্বাস। গণমাধ্যম অধ্যয়ন ও পঠনপাঠনেও এই গবেষণার গুরুত্ব অনস্বীকার্য। আমি মিনহাজ উদ্দীন, পিআইবি প্রশাসন ও গবেষণাসংশ্লিষ্ট সবার মঙ্গল কামনা করি।

ড. মো. মফিজুর রহমান
গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক
ও
অধ্যাপক
গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

গবেষকের কথা

মুক্তিযুদ্ধ বাঙালি জাতির ইতিহাসে হাজার বছরের এক বিশেষ মাহেন্দ্রক্ষণ। স্বাধীনতা এ জাতির শ্রেষ্ঠ অর্জন। মহান মুক্তিযুদ্ধের গৌরবোজ্জ্বল ঐতিহাসিক নানা ঘটনাপ্রবাহের অনেক গল্প এখনো অন্তরালে রয়ে গেছে। এই অবিস্মরণীয় অর্জনের মহানায়ক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সম্পর্কেও অনেক ঘটনা এখন অজানা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের শিক্ষার্থী এবং বর্তমানে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক হিসেবে আমি মুক্তিযুদ্ধের অনেক ঘটনাপ্রবাহ নতুন করে, ভিন্ন লেন্সের মাধ্যমে দেখতে আগ্রহী। এই আগ্রহ থেকেই মুক্তিযুদ্ধ এবং এর মহান চরিত্র সম্পর্কে জানাতে আমার সামান্য চেষ্টা।

সংবাদপত্রে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ই মার্চের ভাষণ নিয়ে কাজ করার সুযোগ আমার জন্য বিশেষ এক অর্জন। এই সুযোগ করে দেওয়ার জন্য আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)-এর প্রতি। আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি সংস্থাটির সাবেক মহাপরিচালক প্রয়াত শাহ আলমগীরের প্রতি। কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি পিআইবি'র বর্তমান মহাপরিচালক জাফর ওয়াজেদের প্রতিও। গবেষণাটি সম্পন্ন করতে জাফর ওয়াজেদ পিআইবি কার্যালয়ে আমাকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা সময় দিয়েছেন। পেয়েছি প্রয়োজনীয় নির্দেশনা। এছাড়া তিনি বাংলা একাডেমির গ্রন্থাগার থেকে গবেষণার নমুনা সংগ্রহে বিশেষভাবে সহযোগিতা করেছেন। একই সঙ্গে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি সংস্থাটির গবেষণা বিশেষজ্ঞ (চলতি দায়িত্ব) ড. কামরুল হককে।

আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি এই গবেষণার তত্ত্বাবধায়ক, আমার শিক্ষক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের অধ্যাপক ড. মো. মফিজুর রহমান স্যারের প্রতি। তাঁর একান্ত দিকনির্দেশনা ও ধৈর্যের কারণেই এই গবেষণা শেষ করা সম্ভব হয়েছে।

এই গবেষণা সম্পন্ন করতে বিশেষভাবে সহযোগিতা করেছেন আমার সহধর্মিণী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের শিক্ষক তাহমিনা হক দিনা। তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা। বইটির অক্ষর বিন্যাস ও মেকআপে অত্যন্ত যত্ন সহকারে সময় দিয়েছেন পিআইবি'র কম্পিউটার অপারেটর ছৈয়দ মোহাম্মদ আবু সোহেল। তাঁর প্রতিও কৃতজ্ঞতা। নানা

কাজে সহযোগিতা করেছেন জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের শিক্ষার্থী আমানউল্লাহ ও নূর ইসলাম টিপু। তাদের দুজনকেও বিশেষ ধন্যবাদ।

গবেষণার নমুনা সংগ্রহ করতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার ও বাংলা একাডেমি পুরোনো সংবাদপত্র শাখার সহযোগিতা নেওয়া হয়েছে। কৃতজ্ঞতা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও বাংলা একাডেমি কর্তৃপক্ষের প্রতি।

শেষকথা হিসেবে বলতে চাই, বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ অনেক বড়ো ঘটনা। এর ক্যানভাস সুবিশাল। প্রভাব অপরিসীম। ঐতিহাসিকভাবে অমূল্য এই ভাষণ সম্পর্কে একেবারে পরিপূর্ণ কাজ করা খুবই কঠিন। কারণ সবাই ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে এই ভাষণটিকে বিশ্লেষণ করে থাকেন। তাই এই গবেষণার সব অপূর্ণতা, সীমাবদ্ধতা ও অনিচ্ছাকৃত ভুলত্রুটির দায় একান্তই আমার। গবেষণা সংক্রান্ত ভুলত্রুটি সংশোধন ও নতুন পরামর্শ সাদরে গ্রহণ করা হবে।

সবাইকে ধন্যবাদ।

মো. মিনহাজ উদ্দীন
সহকারী অধ্যাপক
গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা
minhaz_uddin_du@yahoo.com

'There is no limit to the power of a dedicated people with a dedicated leader; when such a leader appears, it is as if the people everywhere heard a new and mystical kind of music. Then noting can stop their march.'—Henry Bergson.

(5th March 1971, *The People*)

(জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে উদ্দেশ্য করে *দ্য পিপল* সংবাদপত্রে এই উক্তিটি বক্স কনটেন্ট হিসেবে প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৭১ সালের ৫ মার্চ)

সূ | চি | প | ত্র

প্রথম অধ্যায়		
১.১	ভূমিকা	২৩
১.২	৭ই মার্চ ভাষণের পটভূমি	২৪
১.২.১	১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচন ও শেখ মুজিবুর রহমান	২৬
১.৩	গবেষণার মূল বিষয়সমূহ	২৯
১.৩.১	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান	২৯
১.৩.২	সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি শেখ মুজিবুর রহমান: বিবিসি বাংলা বিভাগ	৩৪
১.৩.৩	রাজনীতির কবি: নিউজউইক	৩৬
১.৩.৪	সংক্ষেপে বঙ্গবন্ধুর জীবনপ্রবাহ	৩৮
১.৪	৭ই মার্চের ভাষণ	৪০
১.৪.১	বিশ্ব প্রমাণ্য ঐতিহ্য ৭ই মার্চের ভাষণ	৪৬
১.৪.২	সংক্ষেপে ৭ই মার্চ ভাষণের তথ্যকণিকা	৪৭
১.৫	সংবাদপত্রের প্রেক্ষাপট	৪৮
১.৬	গবেষণার প্রশ্ন	৫০
১.৭	গবেষণার লক্ষ্য	৫১
১.৮	গবেষণার যৌক্তিকতা	৫১
১.৯	গবেষণার সীমাবদ্ধতা	৫২
দ্বিতীয় অধ্যায়		
২.১	গবেষণা পদ্ধতি	৫৩
২.২	গবেষণার নমুনা	৫৫
২.৩	গবেষণার তাত্ত্বিক কাঠামো	৬৩
তৃতীয় অধ্যায়		
৩.১	প্রাসঙ্গিক সাহিত্য পর্যালোচনা	৬৯
৩.২	রেসকোর্সের শেখ মুজিবকে মনের কথা বলতে বলেছিলেন বেগম মুজিব: শেখ হাসিনা	৭৫
৩.৩	ইতিহাস বিকৃতির অপচেষ্টা ও অতঃপর	৮০
চতুর্থ অধ্যায়		
৪.১	উপাত্ত উপস্থাপন	৮৩
৪.২	মূল গবেষণা প্রশ্নের উপাত্ত উপস্থাপন: আধেয়ের ধরন ও চরিত্র	৮৪
৪.৩	আধেয়র গুরুত্ব (পৃষ্ঠাগত অবস্থান, আকার ও শিরোনামভিত্তিক)	১২১
৪.৩.১	পৃষ্ঠাগত অবস্থানে প্রকাশিত আধেয়ের গুরুত্ব	১২১

৪.৩.২	আকারের ভিত্তিতে প্রকাশিত আধেয়ের গুরুত্ব	১৩০
৪.৩.৩	শিরোনামের ভিত্তিতে প্রকাশিত আধেয়ের গুরুত্ব	১৩৮
৪.৪	আধেয়র ছবির উপাত্ত উপস্থাপন (সব ছবি)	১৪৬
৪.৫	আধেয়র ছবি (শুধু ৭ই মার্চ) উপাত্ত উপস্থাপন	১৫৪
৪.৬	আধেয়তে বঙ্গবন্ধু	১৫৯
৪.৬.১	১-১৪ মার্চ অসহযোগ আন্দোলন ও ৭ই মার্চের ভাষণ সংবাদে শেখ মুজিবের সংশ্লিষ্টতা ও মূল বার্তা সংক্রান্ত আধেয়	১৫৯
৪.৭	৭ই মার্চের ভাষণ সংবাদের পূর্বাপর ঘটনাপরম্পরা, ক্ষমতা কাঠামো ও সাংবাদিকতা	১৬৫
৪.৭.১	'সেনা কর্তৃপক্ষের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করেই ৭ই মার্চের ভাষণ এবং শেখ মুজিবুর রহমানের সব খবর প্রকাশিত হয়েছে প্রথম পাতাতে, সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে' –কামাল লোহানী (পূর্বদেশ)	১৬৬
৪.৭.২	'দৈনিক পাকিস্তান ৭ই মার্চের ভাষণ খুব ভালো কাভারেজ দিয়েছিল। ব্যানার হেডলাইন ছিল: 'সংগ্রাম চলবেই'। এছাড়া শিরোনামের উপর বক্স করে শেখ মুজিবুর রহমানের চার দফা ঘোষণা প্রকাশ করে।' –সাখাওয়াত আলী খান (দৈনিক পাকিস্তান)	১৬৯
৪.৭.৩	'সভায় মানুষের আবেগ-উচ্ছ্বাস ছিল অসাধারণ। অর্থ না বুঝলেও আমি কিন্তু ঠিকই অনুধাবন করলাম শেখ মুজিবের নেতৃত্বে অনীবার্য কিছু ঘটতে যাচ্ছে।' –সায়মন জন ড্রিং (দ্য টেলিগ্রাফ)	১৭১
৪.৭.৪	'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম' শিরোনামে প্রতিবেদন তৈরি করেছিলাম। যেটা সংশোধন করে চার দফার ভিত্তিতে প্রতিবেদন চূড়ান্ত হয়, যা 'গণবাংলা'-এর টেলিগ্রাম সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।' –নির্মলেন্দু গুণ (দ্য পিপল)	১৭৩
পঞ্চম অধ্যায়		
৫.১	ফলাফল পর্যালোচনা	১৭৯
৫.১.১	আধেয়র শিরোনাম এবং ধরন-চরিত্র: পরিমাণগত ও গুণগত পর্যালোচনা	১৮২
৫.১.২	অসহযোগ আন্দোলন ও বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ সংক্রান্ত আধেয়: নিবন্ধের পরিমাণগত ও গুণগত পর্যালোচনা	২২৩
৫.১.৩	অসহযোগ আন্দোলন ও বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ সংক্রান্ত আধেয়: সম্পাদকীয় পরিমাণগত ও গুণগত পর্যালোচনা	২২৭
	• দ্য পিপল-এর বিশেষ সম্পাদকীয়	২৩১
	• দৈনিক ইত্তেফাক ও পাকিস্তানের যৌথ সম্পাদকীয়	২৩৩
৫.১.৪	অসহযোগ আন্দোলন ও বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ সংক্রান্ত আধেয় পর্যালোচনা: আধেয়ের পৃষ্ঠাগত অবস্থান ভিত্তিতে	২৩৫

৫.১.৫	অসহযোগ আন্দোলন ও বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ সংক্রান্ত আধেয় পর্যালোচনা: আধেয়ের আকারের ভিত্তিতে	২৩৭
৫.১.৬	অসহযোগ আন্দোলন ও বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ সংক্রান্ত আধেয় পর্যালোচনা: আধেয়ের শিরোনামের ভিত্তিতে	২৩৮
৫.২	৭ই মার্চের ভাষণের আধেয় পর্যালোচনা (৮ই মার্চ ১৯৭১ প্রকাশিত)	২৪০
	• ৭ই মার্চের ভাষণের আধেয়: পরিমাণগত পর্যালোচনা	২৪২
	• ৭ই মার্চের ভাষণের আধেয়: গুণগত পর্যালোচনা	২৪২
৫.৩	• অসহযোগ আন্দোলন ও বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ সংক্রান্ত সংবাদ-ছবির আধেয় পর্যালোচনা	২৬০
	• শেখ মুজিবের তর্জনী ও সমাবেশের জনতাই ছিলেন ৮ মার্চের সংবাদ ছবির উপাদান	২৮১
৫.৩.১	দৈনিক পাকিস্তানের ঐতিহাসিক ফটোফিচারের (৮ই মার্চ ১৯৭১) প্রেক্ষাপট পর্যালোচনা	২৮২
৫.৪	সিদ্ধান্তসমূহ	২৮৩
৫.৫	সুপারিশসমূহ	২৮৪
ষষ্ঠ অধ্যায়		
৬.১	উপসংহার	২৮৫
৬.২	তথ্যসূত্র	২৮৮
সপ্তম অধ্যায়		
৭.১	জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণ	২৯৩
৭.২	আজাদ ৮ই মার্চ ১৯৭১, প্রথম পৃষ্ঠার সব সংবাদ	৩০০
৭.৩	'দি পাকিস্তান অবজারভার' ৮ই মার্চ, ১৯৭১, প্রথম পৃষ্ঠার সব খবর	৩০৮
৭.৪	'দ্য পিপল' ৮ই মার্চ, ১৯৭১, প্রথম পৃষ্ঠার সব খবর	৩২২
৭.৫	'১১০নং সামরিক আদেশ জারী' (৩ মার্চ ১৯৭১, আজাদ)	৩৩১
৭.৬	'জনারণ্যে কয়েকজন' (১১ মার্চ ১৯৭১, আজাদ, ৭ই মার্চ ভাষণ সংক্রান্ত ফিচার)	৩৩১
৭.৭	'একমাত্র পথ' (৯ মার্চ ১৯৭১, আজাদ, ৭ই মার্চ ভাষণ সংক্রান্ত সম্পাদকীয়)	৩৩৪
৭.৮	'বিধিনিষেধ প্রত্যাহার না করিলে লঙ্ঘন করা হইবে': ইপিইউজে'র সিদ্ধান্ত (আজাদ, ৫ মার্চ ১৯৭১)	৩৩৭
৭.৯	১৯৭১ সালের সংবাদপত্রের প্রথম ও অন্য কয়েকটি পৃষ্ঠার কপি (১-১৪ মার্চ, ১৯৭১), (আজাদ, দৈনিক ইত্তেফাক, দৈনিক পাকিস্তান, পূর্বদেশ, সংবাদ, The Pakistan Observer, The People)	৩৩৯

৭.১০	East pakistan leader could declare UDI - Peter Hazelhurst (*6th march 1971, The Times)*	৪২১
৭.১১	Pakistan hesitates before making the final choice between compromise and head-on collision - Paul Martin (*8th march 1971, The Times*)	৪২৩
৭.১২	Mujib gives 10-point programme. (8th March, 1971, *The Dawn, Karachi*)	৪২৫
৭.১৩	Mujib asks people to obey his companions during his absence, (8th March, 1971, *The Dawn, Karachi*)	৪২৭
৭.১৪	Pakistan plunges into civil war (5th April, 1971, *Newsweek*)	৪২৮
৭.১৫	তথ্য সংগ্রহ প্রক্রিয়া (Coding Sheet)	৪৩৬
৭.১৬	গবেষণা তথ্য সংগ্রহ প্রক্রিয়া গভীরতর সাক্ষাৎকার প্রশ্নপত্র (In-depth Interview questionnaire)	৪৩৯
৭.১৭	আমি কেন স্বাধীনতার ঘোষক নই? মেজর জেনারেল (অব.) সুবিদ আলী ভূঁইয়া	৪৪০
৭.১৮	সাক্ষাৎকার: বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চ ভাষণের সংবাদ –জাফর ওয়াজেদ মহাপরিচালক, প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)	৪৪৯

সারসংক্ষেপ

৭ই মার্চের ভাষণ বাংলাদেশের স্বাধীনতার ইতিহাসে এক ঐতিহাসিক সন্ধিক্ষণ। ১৯৭১ সালের এই দিনে ঢাকার সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে ২০ লাখ জনতার সামনে গুরুত্বপূর্ণ এই ভাষণটি দিয়েছিলেন বাঙালি জাতির অবিসংবাদিত নেতা শেখ মুজিবুর রহমান (দ্য পিপল, ৮ মার্চ ১৯৭১)। মুক্তিপাগল একটি জাতিকে তিনি দিয়েছিলেন স্বাধীনতার চূড়ান্ত দিকনির্দেশনা। সঙ্গে ছিল প্রতিরোধ আর গণতান্ত্রিকভাবে অধিকার আদায়ের সুস্পষ্ট নির্দেশনা। এই ভাষণের মাধ্যমে তিনি গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ বজায় রেখে স্বাধীনতার লক্ষ্যে নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের জন্য একটি জাতিকে প্রস্তুত করেছিলেন। সম্প্রতি জাতিসংঘের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতিবিষয়ক বিশেষ সংস্থা ইউনেসকো এই ভাষণটিকে বিশেষ মর্যাদা দিয়েছে। ২০১৭ সালের ৩১ অক্টোবর সংস্থাটির ওয়েবসাইটে 'মেমোরি অব দ্য ওয়ার্ল্ড' (Memory of the World—MoW) কর্মসূচির অওতায় ৭৮টি দলিলকে বিশেষ স্বীকৃতি দেওয়া হয়। যার মধ্যে অন্যতম বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ই মার্চের ভাষণটি, যেটি ৪৮তম দলিল হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে (ইউনেসকো: ২০১৯)।

এই গবেষণার মূল লক্ষ্য ছিল ১৯৭১ সালের মার্চে প্রকাশিত সংবাদপত্রের আধেয়ের আলোকে জাতির পিতা শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ই মার্চের ভাষণ সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানা। ইয়াহিয়া খান কর্তৃক ২ মার্চ গণমাধ্যমের ওপর প্রেস সেন্সরশিপ (১১০ নম্বর সামরিক বিধি) জারি করার পরও এই ভাষণটি সংবাদপত্রে কীভাবে, কোন পরিসরে, কতটা গুরুত্বসহকারে প্রকাশিত হয়েছিল, সে সম্পর্কে বিস্তারিত অনুসন্ধান করা। মূল কথা, ৭ই মার্চের ভাষণের সংবাদের আধেয় সম্পর্কে জানা।

আধেয় বিশ্লেষণ (Content Analysis) ও গভীরতর সাক্ষাৎকার (In-depth Interview) পদ্ধতিতে পরিচালিত এই গবেষণায় ১৯৭১ সালের ৭টি সংবাদপত্রের ১–১৪ মার্চ পর্যন্ত সময়ের আধেয় বিশ্লেষণ করা হয়েছে। আর পারিপার্শ্বিক সার্বিক পরিস্থিতি এবং ভাষণ পূর্ব ও পরবর্তী সময়ের ঘটনাপ্রবাহ সম্পর্কে জানতে ১০ জন বিষয়সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির গভীরতর সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছে।

গবেষণায় ৭টি সংবাদপত্রের ৭৩৭টি সংবাদ বিশ্লেষণ করা হয়েছে, যার মধ্যে ৭ই মার্চের তথা ৮ই মার্চ প্রকাশিত সংবাদ ছিল ৫২টি। এছাড়া সুনির্দিষ্ট প্রশ্নের ভিত্তিতে বিশ্লেষণ করা ছবির সংখ্যা ছিল ১৭৬টি, যার মধ্যে ৮ই মার্চ প্রকাশিত ছবির সংখ্যা ৫২টি। নথিভুক্ত সংবাদ ও ছবিগুলো বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, ১ মার্চ থেকে শুরু হওয়া অসহযোগ আন্দোলনের প্রধান কেন্দ্রীয় চরিত্র ছিলেন শেখ মুজিবুর রহমান। একজন শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর

দল আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক কর্মসূচি-অনুষ্ঠান-সমাবেশ-নির্দেশনার ভিত্তি করেই প্রকাশিত হয়েছে বেশির ভাগ সংবাদ। পাকিস্তানের রাষ্ট্র কাঠামোর মধ্য থেকেই ১১০ নম্বর সামরিক বিধি পাশ কাটিয়ে অত্যন্ত সাহসিকতার সঙ্গে শেখ মুজিবুর রহমান, অসহযোগ আন্দোলন তথা বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের সংবাদ প্রকাশ করেছে সংবাদপত্রগুলো। এক্ষেত্রে অনেক সময় জনতার আকাঙ্ক্ষা বা এজেন্ডা প্রভাবিত করেছে সংবাদমাধ্যমগুলোর আধেয় ও আলোচ্যসূচিকে।

১ মার্চ জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত করার পর এই প্রবণতা দিনে দিনে আরও বেড়েছে। সময় গড়ানোর সাথে সাথে শেখ মুজিবুর রহমান আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছেন। আর শেখ মুজিবুর রহমানরে ৭ই মার্চের সমাবেশ ছিল বিশেষ ফলাফল নির্ধারণী ঘটনা, যা নিয়ে গণমাধ্যমের বিশেষ আগ্রহ ছিল। সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে (তৎকালীন রেসকোর্স) হতে যাওয়া ওই সমাবেশের খবর আগে থেকেই পত্রিকাগুলো ফলাও করে প্রকাশ করতে থাকে। আর ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চের সংবাদ তথা ৮ই মার্চ প্রকাশিত পত্রিকাগুলোয় সর্বাধিক গুরুত্ব পায় শেখ মুজিবুর রহমানের ভাষণ। ব্যানার হেডলাইন, পৃষ্ঠাজুড়ে ছবি, ফটো ফিচার আর সংবাদের বিবরণীতে ছিল স্বাধীনতা অর্জনের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত।

৮ই মার্চ আজাদের শিরোনাম ছিল '*এবারের সংগ্রাম, মুক্তির সংগ্রাম*', দৈনিক ইত্তেফাকের সংবাদ শিরোনাম '*পরিষদে যাওয়ার প্রশ্ন বিবেচনা করিতে পারি, যদি-*', পূর্বদেশ শিরোনাম করে '*শেখ মুজিবের ঘোষনা*', দৈনিক পাকিস্তানের মূল শিরোনাম '*সংগ্রাম চলবেই*', সংবাদ শিরোনাম করে '*এবার স্বাধীনতার সংগ্রাম: মুজিব*', এছাড়া দ্য পাকিস্তান অবজারভারের শিরোনাম *'Sheikh Mujib Speaks'* অপর ইংরেজি দৈনিক দ্য পিপলের প্রধান শিরোনাম ছিল *'Mujib's call to fight for freedom'.*

গভীরতর সাক্ষাৎকার (In-depth Interview) থেকে প্রাপ্ত ফলাফলে জানা যায়, পাকিস্তান রাষ্ট্রকাঠামোর অধীনে থেকে সরাসরি স্বাধীনতার কথা বা ইঙ্গিতের কথা প্রকাশ করা সহজ ছিল না। বলবৎ ছিল কঠোর সামরিক নিষেধাজ্ঞা, যা অমান্য করে পত্রিকাগুলো সমাবেশের ছবি প্রকাশ ও বাক্য-বক্তব্যের মাধ্যমে ৭ই মার্চের ভাষণ প্রেক্ষিতে স্বাধীনতার বিষয়টিই তুলে ধরেছে। যার মূল ভরকেন্দ্রে বা চরিত্র ছিলেন বাংলার অবিসংবাদিত নেতা জাতির পিতা শেখ মুজিবুর রহমান। একই সঙ্গে সংবাদ আধেয়তে দেখা যায়, ভাষণ শেষ করার সময় শেখ মুজিবুর রহমান 'জয় বাংলা' ছাড়া অন্য কোনো শব্দগুচ্ছ ব্যবহার করেননি।

মূল শব্দ: ১৯৭১ সালের অসহযোগ আন্দোলনের সংবাদ, ৭ই মার্চ ভাষণের গণমাধ্যম আধেয়, ৭ই মার্চের ভাষণের ট্রিটমেন্ট, ১৯৭১ সালের গণমাধ্যম, শেখ মুজিবুর রহমান, স্বাধীনতার ঘোষণা।

প্রথম অধ্যায়

১.১. ভূমিকা

২৩ বছরের ইতিহাস মুমূর্ষু নর-নারীর করুণ আর্তনাদের ইতিহাস। যে ইতিহাসই দৃপ্তকণ্ঠে ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ শেখ মুজিবুর রহমান উচ্চারণ করেছিলেন সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে।

১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ বাঙালি জাতির জীবনে বিশেষ এক দিন। ক্রান্তিকালের ওই দিনে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মুক্তিপাগল বাঙালি জাতিকে দিয়েছিলেন মুক্তির চূড়ান্ত দিকনির্দেশনা। তৎকালীন রেসকোর্স বর্তমান সোহরাওয়ার্দী ময়দানে লাখ লাখ মানুষের সামনে তিনি আবৃত্তি করেছিলেন এক অমর কবিতা। যার প্রতিটি বাক্যে ছিল বাঙালির মুক্তির দিশা। ২৩ বছরের শোষণ বঞ্চনার সুনির্দিষ্ট তথ্য। ছিল প্রতিরোধ আর অধিকার আদায়ের সুস্পষ্ট দিক নির্দেশনা। গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ বজায় রেখে নিয়মতান্ত্রিকভাবে একটি জাতিকে কীভাবে চূড়ান্ত সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত করা যায়, এর এক অনন্য উদাহরণ তৈরি করেছিলেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। অনন্য ওই ভাষণে তিনি যেমন নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের কথা বলেছেন, ঠিক তেমনই আঘাত এলে ঘরে ঘরে দুর্গ তৈরির নির্দেশনা দিয়েছিলেন। এই ভাষণ শুধু বাঙালি জাতির জন্য নয়, প্রকৃতপক্ষে ৭ই মার্চের ভাষণ ছিল বিশ্বের মুক্তিকামী মানুষের জন্য বিশেষ এক ঐতিহাসিক ঘোষণাপত্র–যা যুগে যুগে অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে স্বাধীনতাকামীদের। এই ভাষণে বক্তব্যের স্পষ্টতা, বাচনভঙ্গির ওজস্বিতা ও অভিঘাত বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। একই সঙ্গে লিখিত ভাষণের কপি পাশ কাটিয়ে অত্যন্ত কার্যকরভাবে কিছু আঞ্চলিক শব্দের ব্যবহার করে এই ভাষণকে তিনি পরিণত করেছিলেন এই ছন্দময় কাব্যে। মানুষের মন আর মননে যার আবেদন কালজয়ী (হাই: ২০০৯)।

সারাবিশ্বে প্রভাবশালী ব্রিটিশ ব্রডকাস্টিং সেন্টারের (বিবিসি) জরিপে নির্বাচিত হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের এই ভাষণটি সম্প্রতি নতুন করে স্বীকৃতি পেয়েছে। জাতিসংঘের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতিবিষয়ক বিশেষ সংস্থা ইউনেসকো এই ভাষণটিকে বিশেষ সম্মানে ভূষিত করেছে। ৩১শে অক্টোবর সংস্থাটির ওয়েবসাইটে মেমোরি অব দ্য ওয়ার্ল্ড কর্মসূচির অধীনে ৭৮টি দলিলকে বিশেষ স্বীকৃতি দেওয়া হয়। যার মধ্যে অন্যতম বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ই মার্চের ভাষণটি। ৭৮টি মনোনীত দলিলের মধ্যে ৭ই মার্চের ভাষণ স্থান পেয়েছে ৪৮তম দলিল হিসেবে। ইউনেসকোর ভাষ্য অনুযায়ী বিশ্বে ঐতিহ্য ও গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার আন্তর্জাতিক তালিকা মূলত মেমোরি অব দ্য ওয়ার্ল্ড। এই তালিকার মাধ্যমে

ইউনেসকো বিভিন্ন ঐতিহাসিক ঘটনার তথ্য সংরক্ষণ ও সবার কাছে পৌঁছানোর চেষ্টা করছে (ইউনেসকো: ২০১৯)।

ইউনেসকোর স্বীকৃতির পর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের এই ভাষণটি এখন বিশ্বপরিসরে নতুন করে আলোচনার বিষয়বস্তু। এই গবেষণায় বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চ ভাষণের সংবাদ কীভাবে পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল, তা খতিয়ে দেখা হয়েছে। আধেয় বিশ্লেষণ (Content Analysis) পদ্ধতিতে এই গবেষণা পরিচালিত হয়েছে। আধেয় বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে পরিমাণগত ও গুণগত (Quantitative and Qualitative) উভয় স্তর ব্যবহার করা হয়েছে। সঙ্গে নেওয়া হয়েছে ওই সময়ের সাংবাদিক, সম্পাদক ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের গভীরতর সাক্ষাৎকার (In-depth interview)। ঐতিহাসিক ঐ ঘটনাপ্রবাহ জানতে একজন ইতিহাসবিদের সাক্ষাৎকারও নেওয়া হয়েছে। যার মাধ্যমে ওই সময়ের সংবাদের আগে-পরের ঘটনাপ্রবাহ জানা যায়। যার মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ই মার্চের ভাষণের নতুন দিক ও প্রেক্ষাপট উন্মোচিত হয়েছে।

১.২ ৭ই মার্চ ভাষণের পটভূমি

৭ই মার্চের ভাষণ হঠাৎ করে ঘটে যাওয়া কোনো ঘটনা বা রাজনৈতিক কর্মসূচি নয়। একজন শেখ মুজিবুর রহমান একটি কর্মসূচি ডেকে ভাষণ দিয়ে দিলেন আর তাতেই পুরো জাতি স্বাধীনতার জন্য প্রস্তুত হয়ে গেল, বিষয়টি এমন সহজসরল ছিল না। প্রকৃতপক্ষে এই দিনটি বাঙালি জাতির ইতিহাসে হাজার বছরের এক সন্ধিক্ষণ (The juncture of two ages)। যেদিন শোষকদের কাছে পদানত, গণতান্ত্রিকভাবে ক্ষমতার প্রশ্নে বারবার প্রতারিত এই জাতি, তাঁদের গণতান্ত্রিক অধিকারের কথা দৃপ্ত উচ্চারণে শাসকগোষ্ঠীকে জানিয়ে দিয়েছিল। এই দিনেই একজন শেখ মুজিবুর রহমান ইতিহাস সৃষ্টি করে উচ্চারণ করেছিলেন 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।'

এই ভাষণটির প্রেক্ষাপট বুঝতে একজন শেখ মুজিবুর রহমানের রাজনৈতিক দর্শন সম্পর্কে জানা খুবই প্রয়োজন। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এমন একজন রাজনীতিক, যিনি একটি জাতিকে স্বাধীনতার দিশা দেখাতে পেরেছিলেন। এই ভূ-খণ্ডে শেখ মুজিবুর রহমানের আগে অনেক জনপ্রিয় ও প্রভাবশালী রাজনৈতিক নেতা রাজনীতি করেছেন কিন্তু বাঙালি জাতিকে স্বাধীনতার স্বপ্ন একমাত্র শেখ মুজিবুর রহমানই দেখাতে পেরেছিলেন। রাজনীতির ইতিহাস বিবেচনায় এটি এক ভীষণ সাহসী ও অনন্য ঘোষণা। রাজনৈতিক প্রজ্ঞা, সততা, সাহস, শ্রম ও মেধার মাধ্যমে তিনি নিজেকে নিয়েছিলেন অন্য উচ্চতায়। আর এ কারণেই সুভাষচন্দ্র বসু, চিত্তরঞ্জন দাশ, শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও মওলানা ভাসানীকে ছাড়িয়ে তিনি পরিণত হয়েছেন বাংলার অবিসংবাদিত

নেতায় (Undisputed leader)। বিবিসি বাংলার জরিপে অত্যন্ত যৌক্তিকভাবে নির্বাচিত হয়েছিলেন হাজার বছরের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি হিসেবে।

ব্রিটিশ আমলে পাকিস্তান সৃষ্টিতে তরুণ শেখ মুজিব আন্তরিকতার সঙ্গে কাজ করলেও খুব দ্রুতই এই কৃত্রিম, অস্বাভাবিক রাষ্ট্রের প্রতি তাঁর মোহভঙ্গ ঘটে। পাকিস্তান সৃষ্টির পরপরই কলকাতা থেকে ঢাকায় ফেরার সময় তিনি পূর্ব বাংলায় (পূর্ব পাকিস্তান) নতুন করে কিছু করার কথা বলেছিলেন তাঁর রাজনৈতিক সহকর্মীদেরকে। যার একটি চিত্র পাওয়া যায় জাতির পিতা শেখ মুজিবুর রহমানের 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' (২০১২)তে। তাতে শেখ মুজিবুর রহমান লিখেছেন,

> 'আমরা স্বাধীন হয়েছি ১৯৪৭ সালে আর চীন স্বাধীন হয়েছে ১৯৪৯ সালে। যে মনোভাব পাকিস্তানের জনগণের ছিল, স্বাধীনতা পাওয়ার সাথে সাথে আজ যেন তা ঝিমিয়ে গেছে। সরকার তা ব্যবহার না করে তাকে চেপে মারার চেষ্টা করেছে। আর চীনের সরকার জনগণকে ব্যবহার করেছে তাদের দেশের উন্নয়নমূলক কাজে। তাদের সাথে পার্থক্য হল, তাদের জনগণ জানতে পারল ও অনুভব করতে পারল এই দেশ এবং এদেশের সম্পদ তাদের। আর আমাদের জনগণ বুঝতে আরম্ভ করল, জাতীয় সম্পদ বিশেষ গোষ্ঠীর আর তারা যেন কেউই নন। ফলে দেশের জনগণের মধ্যে ও রাজনৈতিক কর্মীদের মধ্যে হাতাশা দেখা দিয়েছে। একমাত্র পরিবর্তন লক্ষ করা যাচ্ছিল। সাদা চামড়ার জায়াগায় কালা চামড়ার আমদানি হয়েছে।' (রহমান; ২০১২: ২৩৪)

সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সম অধিকারের স্বপ্ন নিয়ে বাঙালিরা পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা করলেও দীর্ঘ ২৩ বছর পাঞ্জাবিরা শুধুই বঞ্চিত করেছে বাঙালি জাতিকে। অর্থনৈতিক বঞ্চনা-বৈষম্য ছিল লাগামহীন। বাংলার পাট বিদেশে রফতানি করে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হয়েছে, তা দিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানে নতুন রাজধানী তৈরি হয়েছে। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানে ছিল ক্ষুধা আর দারিদ্র্য। একজন শেখ মুজিবুর রহমান এই বঞ্চনা ও বৈষম্য দূর করতেই আজীবন রাজনীতি করেছেন। ধাপে ধাপে ধীরে ধীরে তিনি নিজেকে নিয়েছেন অনন্য এক দায়িত্বশীল উচ্চতায়, যেখানে তিনিই এক পর্যায়ে পরিণত হয়েছিলেন বাঙালি জাতির মুক্তির একমাত্র কণ্ঠস্বরে।

নিজের রাজনৈতিক দর্শন নিয়ে শেখ মুজিবুর রহমান 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী, (২০১২)তে বিস্তারিত তুলে ধরেছেন। তিনি চেয়েছেন মানুষের মুক্তি। মূলত অর্থনৈতিক মুক্তি। শেখ মুজিবুর রহমান স্পষ্ট করেই লিখেছেন,

> 'আমি নিজে কমিউনিস্ট নই। তবে সমাজতন্ত্রে বিশ্বাস করি এবং পুঁজিপতি অর্থনীতিতে বিশ্বাস করি না। একে আমি শোষণের যন্ত্র হিসেবে মনে করি। এই পুঁজিপতি সৃষ্টির অর্থনীতি যতদিন দুনিয়ায় থাকবে ততদিন দুনিয়ার মানুষের উপর থেকে শোষণ বন্ধ করতে পারে না।' (রহমান; ২০১২: ২৩৪)

১.২.১ ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচন ও শেখ মুজিবুর রহমান

১৯৬৬ সলের ৮ই মে শেখ মুজিবুর রহমান আটক হয়েছিলেন দেশরক্ষা আইনে। ১৯৬৮ সালের ১৭ই জানুয়ারি কারাগার থেকে মুক্ত হলেও ওইদিনই তিনি আবার জেল গেটে আটক হন। এবার তাঁকে জড়ানো হয় আগরতলা মামলায়। শেখ মুজিবুর রহমানকে এক নম্বর আসামি করে মোট ৩৫ জনের বিরুদ্ধে দায়ের করা হয় মামলা। ১৯শে জুন ১৯৬৮ শুরু হয় আগরতলা মামলার শুনানি (মামুন: ২০১৬)।

প্রবল গণআন্দোলনের মুখে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা থেকে শেখ মুজিবুর রহমান নিঃশর্ত মুক্তি পান ১৯৬৯ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি। ২৩ ফেব্রুয়ারিতে সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ তাঁকে এক গণসংবর্ধনায় 'বঙ্গবন্ধু' উপাধীতে ভূষিত করে। এদিকে আইয়ুব খান লাহোরে ডাকেন গোল টেবিল বৈঠক। সেই বৈঠকে শেখ মুজিবুর রহমান যোগ দেন। পশ্চিম পাকিস্তানি নেতাদের কঠোর অবস্থানের কারণে এই বৈঠক ব্যর্থ হয় ১৩ই মার্চ, ১৯৬৯। এদিকে অল্প সময়ের মধ্যেই পাকিস্তানের রাষ্ট্রযন্ত্রে আসে নতুন পরিবর্তন। সেনাবাহিনীর প্রবল চাপে ২৫শে মার্চ আইয়ুব খান ক্ষমতা ছেড়ে দেয়। পুরোপুরি ক্ষমতা নিয়ে পাকিস্তানের রাষ্ট্রপ্রধানের পদে আসীন হন জেনারেল ইয়াহিয়া খান (মুরশিদ: ২০১০)।

ইয়াহিয়া খান ক্ষমতা নিয়েই সেনা শাসন দীর্ঘয়িত করার পরিকল্পনা করেন। কিন্তু পূর্ব-পশ্চিম পাকিস্তানে রাজনৈতিক নেতাদের প্রবল চাপে সেই কট্টর পরিকল্পনা থেকে সরে আসতে বাধ্য হন ইয়াহিয়া খান। পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের নেতাদের সঙ্গে আলোচনা করে 'এক ব্যক্তি, এক ভোট' এই দাবি মেনে নিতে বাধ্য হন। এই দাবিটি মূলত ছিল শেখ মুজিবুর রহমানের। এদিকে ১৯৭০ সালের ৩১ মার্চ এলএফও (লিগ্যাল ফ্রেমওয়ার্ক অর্ডার) ঘোষণা করা হয়। যার ভিত্তিতে পাকিস্তানে প্রথম সাধারণ নির্বাচনের তারিখ ঘোষিত হয় ১৯৭০ সালের ৭ অক্টোবর। পরে নির্বাচনের তারিখ দুই মাস পিছিয়ে নতুন তারিখ নির্ধারিত হয় ৭ ডিসেম্বর ১৯৭০। তবে ঘূর্ণিঝড়ের আঘাতে বিদ্ধস্ত হওয়ায় উপকূলীয় ৯টি আসনে নির্বাচন হয় ১৭ জানুয়ারি ১৯৭১ (মুরশিদ: ২০১০)।

নির্বাচনের পূর্বে এলএফও (লিগ্যাল ফ্রেমওয়ার্ক অর্ডার) নিয়ে ব্যাপক আলোচনা চললেও শেখ মুজিবুর রহমান দেখছিলেন নতুন সম্ভাবনা। তিনি জানতেন সাড়ে সাত কোটি বাঙালির অধিকারের দাবিকে দমিয়ে রাখা সম্ভব নয়। আর সে কারণেই ওই নির্বাচনে শেখ মুজিবুর রহমান ছয়-দফাকে সামনে রেখে নির্বাচনের প্রচার-প্রচারণা শুরু করেন। আওয়ামী লীগ অত্যন্ত কার্যকরভাবে প্রচার করে এই নির্বাচন ছয়-দফা বাস্তবায়নে এক ধরনের গণভোট। আর সে কারণেই মানুষের উচিত এই নির্বাচনে ছয়-দফার পক্ষে

মত দেওয়া। ভোটের প্রচারণার মধ্যেই ১২ নভেম্বর ১৯৭০ প্রলয়ংকরী এক ঘূর্ণিঝড় বাংলাদেশে আঘাত করে। বিশ্বব্যাপী এই ঘূর্ণিঝড়টি 'ভোলা সাইক্লোন' নামে বেশি পরিচিত। এই সাইক্লোনে অগণিত মানুষের প্রাণ যায়। এই প্রাকৃতিক দুর্যোগে ঠিক কত মানুষ মারা গেছেন, তা নির্ণয় করা সম্ভব হয়নি। তবে শেখ মুজিবুর রহমান বিভিন্ন ভাষণ ও বক্তৃতা-বিবৃতিতে উল্লেখ করেন এতে মৃতের সংখ্যা ১০ লাখের বেশি। মার্কিন পররাষ্ট্র দফতরের তথ্য অনুযায়ী জলোচ্ছ্বাসে মৃতের সংখ্যা ছিল ৫ লাখের বেশি। এই দুর্যোগের পরও পাক প্রশাসন ছিল চরম উদাসীন। পশ্চিমারা পূর্ব বাংলার জনগণের পাশে দাঁড়ায়নি। এদিকে দুর্যোগের প্রেক্ষাপটে কোনো কোনো রাজনৈতিক দল ভোট পেছানের দাবি করলেও তা শেষ পর্যন্ত ধোপে টিকেনি।

১৯৭০ সালের ঐতিহাসিক এই নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তানে শেখ মুজিবুর রহমানের আওয়ামী লীগ নৌকা প্রতীকে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। পাকিস্তানের জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদে একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে আওয়ামী লীগ। ফলাফলে দেখা যায়, পূর্ব পাকিস্তানে জাতীয় পরিষদের ১৬২টি আসনের মধ্যে ১৬০টি পেয়েছেন শেখ মুজিব। আর সংরক্ষিত ৭টি আসন যোগ করলে এই আসনের সংখ্যা দাঁড়ায় ১৬৭টিতে। আর প্রাদেশিক পরিষদের ৩০০ আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগ জয় পায় ২৮৮টিতে। যাকে নির্বাচনি ভাষায় বলা হয় ভূমিধ্বস বিজয় (Landslide Victory)।

পাকিস্তান জাতীয় পরিষদ নির্বাচন ১৯৭০
(পূর্ব পাকিস্তানে বিভিন্ন দলের অবস্থান)

দল	প্রাপ্ত আসন	প্রাপ্ত ভোট (%)
আওয়ামী লীগ	১৬০	৭৫.১১
মুসলিম লীগ (কাইয়ুম)	-	১.০৭
মুসলিম লীগ (কনভেনশন)	-	২.৮১
মুসলিম লীগ (কাউন্সিল)	-	১.০৬
পিডিপি	১	২.৮১
ন্যাপ (ওয়ালি)	-	২.০৬
জামায়াতে ইসলামী	-	৬.০৭
জমিয়াতুল উলেমা ই-ইসলাম	-	০.৯২
নেজামে ইসলাম	-	২.৮৩
অন্যান্য দল	-	১.২৫
স্বতন্ত্র	১	৩.৩৭

সূত্র: আহমদ, মহিউদ্দিন (২০১৬), আওয়ামী লীগ: উত্থান পর্ব (১৯৪৮-১৯৭০), ঢাকা: প্রথমা প্রকাশন। পৃষ্ঠা: ২৪২

পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচন ১৯৭০

দল	প্রাপ্ত আসন	প্রাপ্ত ভোট (%)	জামানত বাজেয়াপ্ত হওয়া প্রার্থী (%)
আওয়ামী লীগ	২৮৭	৭০.৪৫	০
মুসলিম পিপলস পার্টি	-	০.০২	১০০
মুসলিম লীগ (কাইয়ুম)	-	১.১১	৯৪.৫
মুসলিম লীগ (কনভেনশন)	১	৩.৫৪	৮৯.৯
মুসলীম লীগ (কাউন্সিল)	-	১.২২	৯৩
পিডিপি	২	১.৯৮	৯২
ন্যাপ (ওয়ালি)	১	৩.২৭	৭৪.৮
জামায়াতে ইসলামী	১	৪.৫০	৭৮
জমিয়াতুল উলেমা ই-ইসলাম	-	১.৪৮	৬৩.৫
অন্যান্য দল	-	১.১৬	১০০
স্বতন্ত্র	৮	১০.৭৬	৮২.৫

সূত্র: আহমদ, মহিউদ্দিন (২০১৬), *আওয়ামী লীগ: উত্থান পর্ব (১৯৪৮-১৯৭০)*, ঢাকা: প্রথমা প্রকাশন। পৃষ্ঠা: ২৪৩

নির্বাচনের পর ১৯৭১ সালের ৩ মার্চ পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদের অধিবেশন সভা আহ্বান করেছিলেন রাষ্ট্রপতি ইয়াহিয়া খান। অধিবেশন সভা বসার কথা ছিল ঢাকায়। তবে চতুর ভুট্টোর কূটকৌশল আর পাঞ্জাবি সেনা শাসকগোষ্ঠীর প্ররোচণায় সেই অধিবেশন ইয়াহিয়া খান স্থগিত করেন ১৯৭১ সালের ১ মার্চ। দুপুর ১টা ৫মিনিটে পাকিস্তান রেডিয়োতে এক ঘোষণায় ইয়াহিয়া খানের এই সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হয়। পাকিস্তান রেডিয়োতে সম্প্রচারিত ওই ঘোষণায় বলা হয়, রাজনৈতিক সংকটের প্রেক্ষাপটেই আহূত অধিবেশন স্থগিত করা হলো আর শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতা হস্তান্তরে এই সিদ্ধান্ত খুবই প্রয়োজনীয় ছিল! ইয়াহিয়া খানের এই ঘোষণা পরদিন পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের সব পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয়। করাচি ও ঢাকা থেকে প্রকাশিত 'মর্নিং নিউজ' পত্রিকার ২ মার্চ ১৯৭১ সালের পত্রিকায় ইয়াহিয়া খানের ঘোষণা নিয়ে 'Yahya puts off National Assembly session' শিরোনামের খবরে বলা হয়:

> '... The position briefly is that the majority party of West Pakistan namely, the Pakistan People's, as well as certain other political parties, have declared their intention no to attend the National Assembly sessions on the third of march,1971. In addition, the general situation of tension created by India has further complicated the whole position. I have therefore decided to postpone the summing of National Assembly to a later date.' (Bangladesh Documents, 1999: 189)

ইয়াহিয়া খানের এই ঘোষণায় বুঝতে পারা যায় কতটা একপক্ষীয় ছিল এই সিদ্ধান্ত। প্রকৃতপক্ষে ইয়াহিয়া শুনেছিলেন ভুট্টোর কথা। তিনি নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের কোনো কথাই শোনেননি। আওয়ামী লীগের ক্রিয়া বা প্রতিক্রিয়ার কোনো কথাও চিন্তা করেননি। বলা যায়, একতরফাভাবে অগণতান্ত্রিকভাবে তিনি ভুট্টোর প্রস্তাব অনুযায়ী জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত করেছেন। ইয়াহিয়া খানের এই ঘোষণা তীব্র ক্ষোভ তৈরির পাশাপাশি নতুন এক যুগের সূচনা করে।

১.৩ গবেষণার মূল বিষয়সমূহ

১.৩.১ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

রাজনীতিবিদ। বাঙালি জাতির অবিসংবাদিত নেতা (Undisputed Leader)। স্বাধীন বাংলাদেশের মহান স্থপতি। বাঙালি জাতির পিতা। তাঁর পদবি 'বঙ্গবন্ধু' (বাংলার আপামোর জনসাধারণের বন্ধু)। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের প্রথম রাষ্ট্রপতি। বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে সম্মোহনি শক্তিসম্পন্ন (Charismatic Leader) একজন জননেতা। তাঁর জন্ম ফরিদপুর জেলার গোপালগঞ্জ মহকুমার (বর্তমানে গোপালগঞ্জ জেলা) টুঙ্গীপাড়ায় ১৯২০ সালের ১৭ মার্চ।

পিতা শেখ লুৎফর রহমান, মাতা সায়েরা খাতুন। পরিবারে ছয় ভাইবোনের মধ্যে শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন তৃতীয়। স্থানীয় গিমাডাঙ্গা স্কুলে তিনি প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন। এরপর ১৯৪২ সালে গোপালগঞ্জ মিশনারি স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাস করেন। ১৯৪৪ সালে কলকাতার ইসলামিয়া কলেজ থেকে আইএ পাস করেন। আর বিএ পাশ করেন ১৯৪৭ সালে একই কলেজ থেকে। কলকাতার এই কলেজ বঙ্গবন্ধুর জীবন আলেখ্যে বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এই কলেজে পড়ার সময়ই তিনি রাজনীতিতে সক্রিয়ভাবে যুক্ত হন। এই কলেজে পাঠরত অবস্থায় তিনি পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে যুক্ত ছিলেন। ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের অভিঘাতে সৃষ্ট ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা থামাতে কলকাতায় জীবনের ঝুঁকি নিয়ে অক্লান্ত পরিশ্রম করেন।

১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পর ঢাকায় ফেরেন শেখ মুজিব। ভর্তি হন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগে। কিন্তু সেখানে তাঁর পড়াশোনা শেষ করা হয়নি। বিশ্ববিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীদের অধিকার আদায়ের আন্দোলনে যুক্ত হন তিনি। এই আন্দোলনে সক্রিয় থাকার কারণে ১৯৪৯ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কৃত হন। বলা যায়, এখানেই শেখ মুজিবুর রহমানের আনুষ্ঠানিক শিক্ষাজীবনের সমাপ্তি ঘটে।

ছাত্রজীবন থেকেই রাজনীতি সচেতন ছিলেন শেখ মুজিবুর রহমান। পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ গঠনে বিশেষ ভূমিকা রাখেন। ১৯৪৮ সালে এই সংগঠনটি আত্মপ্রকাশ করে। উদ্যমী যুবক মুজিব রাজনীতিতে বিশেষভাবে সক্রিয় থাকায় পাকিস্তান শাসকগোষ্ঠীর রোষানলে পড়েন। বারবার তাঁকে কারাবরণ করতে হয়। ১৯৪৯ সালে মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানীর নেতৃত্বে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠিত হয়। নতুন এই দলে শেখ মুজিবুর রহমান গুরুত্বপূর্ণ পদ পান। দায়িত্ব পান আওয়ামী মুসলিম লীগের যুগ্ম সম্পাদকের। যুবক মুজিব এই গুরুত্বপূর্ণ পদ পাওয়ায় অনেকেই ঈর্ষাকাতর হন। বিশেষ করে খন্দকার মোশতাক আহমদ। তখন শেখ মুজিবুর রহমানের বয়স তখন মাত্র ৩২ বছর। এত অল্প বয়সে এত বড়ো পদ পাওয়ার যোগ্য রাজনীতিবিদ ছিলেন শেখ মুজিব। কিন্তু এতে নাখোশ হন মোশতাক। বাংলাদেশের রাজনীতিতে যার প্রভাব ছিল সুদূরপ্রসারী (আহমদ: ২০১৬)।

দেশভাগের পর প্রথম সর্বাত্মক আন্দোলন ছিল ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন। এই আন্দোলনে মূলত দুটি পর্ব ছিল। ১৯৪৮ সালে আন্দোলনের সূচনা এবং ১৯৫২ সালে ভাষার দাবিতে রক্ত দেওয়ার মাধ্যমে চূড়ান্ত জাগরণ। ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারির তুঙ্গ মুহূর্তগুলোর আন্দোলনের সময় শেখ মুজিবুর রহমান জেলে ছিলেন। জেলখানা থেকেই ভাষা শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা ও গুলিবর্ষণের প্রতিবাদে অনশন করেন। এছাড়া ভাষা আন্দোলনে সক্রিয় বাম

নেতাদের সঙ্গে গোপনে যোগাযোগ স্থাপন করে এই আন্দোলন নিয়ে নানা ধরনের দিক নির্দেশনা দেন। ১৯৫২ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি রাতে তাঁর মুক্তির আদেশনামা কারাগারে যায়। শেখ মুজিবুর রহমান ওই আদেশবলে ২৮ ফেব্রুয়ারি সকালে ফরিদপুর জেল থেকে ছাড়া পান। এরপর তিনি তাঁর জন্মভূমি গোপালগঞ্জে যান। টানা অনশন করায় এ সময় তাঁর শরীর বেশ দুর্বল হয়ে পড়েছিল। বেশ কিছুদিন বিশ্রাম নেওয়ার পর ঢাকা ফেরেন।

রাজনীতিতে নিবেদিতপ্রাণ, কঠোর পরিশ্রমী ও উদ্যমী শেখ মুজিবুর রহমান খুব দ্রুতই একজন সক্রিয় কর্মী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন। যার ফলও তিনি পান স্বল্প সময়ের মধ্যেই। অতি দ্রুত তিনি জনপ্রিয় নেতায় পরিণত হন। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৫৩ সালে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। যে পদে তিনি টানা ১৯৬৬ সাল পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৬৬ সালেই দলের সভাপতির দায়িত্ব পান শেখ মুজিবুর রহমান।

পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর শোষণ-পীড়ন আর বঞ্চনার প্রেক্ষাপটে দেশভাগের মাত্র দুই বছরের মাথায় যাত্রা শুরু করেছিল আওয়ামী মুসলিম লীগ (প্রতিষ্ঠাকালীন অধিবেশন ২৩-২৪ জুন, ১৯৪৯, রোজ গার্ডেন)। দ্রুতই এই দলটি জনপ্রিয় রাজনৈতিক দলে পরিণত হয়। কিন্তু দলের সঙ্গে মুসলিম শব্দটি থাকায় দলটি সার্বজনীন বা সবার কাছে গ্রহণযোগ্য রূপ পাচ্ছিল না। এমনই এক প্রেক্ষাপটে ১৯৫৫ সালে দলের নাম থেকে 'মুসলিম' শব্দটি বাদ দেওয়া হয়। যাতে শেখ মুজিবের বিশেষ অবদান ছিল।

পূর্ব পাকিস্তান তথা বাংলাদেশের ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ একটি ঘটনা ছিল ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্টের নির্বাচন। রাজনীতিতে নানা সমীকরণের পর ১৯৫৩ সালে ৪ ডিসেম্বর যুক্তফ্রন্ট গঠিত হয়েছিল। ২১ দফার ভিত্তিতে নির্বাচনে অংশ নেয় যুক্তফ্রন্ট। যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনি প্রতীক ছিল নৌকা। ১৯৫৪ সালের ৮–১২ মার্চ এই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। যাতে যুক্তফ্রন্ট ভূমিধ্বস জয় অর্জন করে। কিন্তু অতি অল্প সময়ের মধ্যে কেন্দ্র থেকে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা বাতিল করা হয়। এরপর নানা নাটকীয়তার পর পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হন শেখ মুজিবুর রহমানের রাজনৈতিক গুরু হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী। পূর্ব পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী হন আওয়ামী লীগের আতাউর রহমান খান। তখন প্রাদেশিক মন্ত্রিসভার সদস্য ছিলেন শেখ মুজিবুর রহমান। কিছুদিন পর দলের স্বার্থে, দলকে সময় দেওয়ার প্রেক্ষাপটে তিনি মন্ত্রিত্বের পদ ছেড়ে দেন। এরপর কেন্দ্রে সোহরাওয়ার্দী মন্ত্রিসভা বরখাস্ত হলে আবারও রাজনৈতিক টানাপোড়েন শুরু। ১৯৫৮ সালের ৭ অক্টোবর পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতি মেজর জেনারেল ইস্কান্দার মীর্জা সামরিক শাসন জারি করেন। অন্যান্য শীর্ষ নেতাদের সঙ্গে গ্রেফতার হন শেখ মুজিবুর রহমান। চরম দুর্দশায় পতিত হয় আওয়ামী লীগ।

এদিকে নানা বিরোধের জেরে দল থেকে বেরিয়ে যান আব্দুল হামিদ খান ভাসানী, অন্যদিকে বৈরুতে মারা যান হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী (৫ ডিসেম্বর, ১৯৬৩)। দল হিসেবে আওয়ামী লীগ যখন বিপর্যস্ত, তখন দলকে পুনরুজ্জীবিত করার উদ্যোগ নেন শেখ মুজিবুর রহমান। ১৯৬৪ সালে আওয়ামী লীগের কাউন্সিল অধিবেশনে শেখ মুজিবুর রহমান দলের সাধারণ সম্পাদকের পদ পান। এরপর তিনি দলকে গোছাতে কার্যকর পদক্ষেপ নেন। দলের তরুণ-যুবাদের কছে তিনি ভীষণ জনপ্রিয় ছিলেন। এরপর ১৯৬৬ সালে শেখ মুজিবুর রহমান লাহোরে তাঁর ঐতিহাসিক ছয়-দফা কর্মসূচি ঘোষণা করেন। এর কিছুদিন পরই আইয়ুব খান সরকার তাঁকে গ্রেফতার করে। জেলে থাকা অবস্থায়ই শেখ মুজিবুর রহমানের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহ মামলা দায়ের করে পাকিস্তান সরকার। এই মামলা আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা নামেই অধিক পরিচিত। ১৯৬৮ সালের ৬ জানুয়ারি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র দফতর একটি প্রেসনোট দিয়ে তাদের ভাষায় ষড়যন্ত্রের কথা প্রকাশ করেন। যাতে আসামি হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হন শেখ মুজিবুর রহমান ও শামসুর রহমান খান। এই মামলার অন্যতম আসামি ছিলেন পাকিস্তান নৌবাহিনীর লে. কমান্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন। তবে এই মামলার মূল লক্ষ্য ছিল শেখ মুজিবুর রহমান। মামলাটির শিরোনাম ছিল 'রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিবুর রহমান ও অন্যান্য'। এই মামলার মূল অভিযুক্ত ছিলেন ৩৫ জন। প্রধান অভিযুক্ত শেখ মুজিবুর রহমান। এই মামলার বিচারকাজ পরিচালিত হয়েছিল ঢাকা ক্যান্টনমেন্টের ভেতরের সুরক্ষিত স্থানে (আহমদ: ২০১৬)।

এরপর এক গণঅভ্যুত্থানের প্রেক্ষাপটে শেখ মুজিবুর রহমানকে নিঃশর্ত মুক্তি দিতে বাধ্য হয় আইয়ুব খান। ওই সময় পূর্ব পাকিস্তানে আইয়ুব বিরোধী আন্দোলনে বিশেষ ভূমিকা রাখেন মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী। এ সময় ছাত্ররা ১১ দফা নিয়ে মাঠে নেমেছিল। অন্যদিক আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা চলাকালীন সার্জেন্ট জহুরুল হক নিহত হলে আন্দোলনের স্ফুলিঙ্গ ছড়িয়ে পড়েছিল সারাদেশে। পশ্চিম পাকিস্তানেও শুরু হয় প্রতিবাদ। তীব্র আন্দোলনের মুখে ১৯৬৯ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি আগরতলা মামলা প্রত্যাহার করা হয়। মুক্ত শেখ মুজিবুর রহমান যোগ দেন গোলটেবিল বৈঠকে। এর আগে ঢাকার সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে ২৩ ফেব্রুয়ারি শেখ মুজিবুর রহমানকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। যাতে তাঁকে উপাধি দেওয়া হয় 'বঙ্গবন্ধু' তথা বাংলার বন্ধু।

এরপর নানা আন্দোলন-সংগ্রাম ও ঘটনার পর আসে ১৯৭০ সালের নির্বাচন। যে নির্বাচনের মাধ্যমে শেখ মুজিব পূর্ব পাকিস্তানের একমাত্র মুখপাত্রে পরিণত হন। যার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ পাকিস্তান জাতীয় পরিষদে পূর্ব পাকিস্তানের জন্য বরাদ্দ ১৬৯টি আসনের মধ্যে ১৬৭টি আসনে জয় লাভ করে। আর প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ পায় ২৮৭টি আসন। এতেও নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায় শেখ মুজিব।

দৈনিক পাকিস্তান
DAINIK PAKISTAN

সর্বত্র আওয়ামী লীগের সাফল্য

নির্বাচন

শেখ মুজিবের জয়লাভ

ভুট্টোর পার্টি এগিয়ে আছে

প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেছিঃ ইয়াহিয়া

শান্ত পরিবেশে ঢাকায় ভোট গ্রহণ শেষ হয়েছে

ঘোষণা

তবে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী শেখ মুজিবুর রহমানের হাতে ক্ষমতা না দিতে নানাবিধ ষড়যন্ত্র শুরু করে। ১৯৭১ সালের ১ মার্চ ইয়াহিয়া খান ৩ মার্চ বসতে যাওয়া গণপরিষদের অধিবেশন স্থগিত করেন। ক্ষোভে ফুঁসে উঠে পুরো বাংলা। ওই সময় পুরো পূর্ব পকিস্তানের একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারী হন শেখ মুজিবুর রহমান। এরপর ৭ই মার্চে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে ঐতিহাসিক ভাষণ দেন শেখ মুজিব। যাতে ছিল স্বাধীনতার সুস্পষ্ট ঘোষণা। নিময়তান্ত্রিক ওই ঘোষণার মাধ্যমে পুরো জাতিকে স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত করেছিলেন। ২৫শে মার্চ কালরাত্রিতে ধানমন্ডির ৩২ নম্বর বাড়ি থেকে শেখ মুজিবুর রহমানকে গ্রেফতার করা হয়। পাকিস্তান সেনাবাহিনীর

লেফট্যানেন্ট কর্নেল জহির আলমের নেতৃত্বে একটি দল তাঁকে গ্রেফতার করে। ৩২ নম্বর থেকে তাঁকে নেওয়া হয় ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে। এরপর তাঁকে নেওয়া হয় পশ্চিম পাকিস্তানে। যেখানে বন্দি অবস্থাতেই তার বিচারকাজ শুরু হয় (মুরশিদ: ২০১০)।

এদিকে ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ শুরুর কিছুদিনের মধ্যে প্রবাসী সরকার গঠন করে বাংলাদেশ। যে সরকার পরিচিত ছিল মুজিবনগর সরকার নামে। ওই সরকারের রাষ্ট্রপতির ছিলেন শেখ মুজিব। যদিও তখন শেখ মুজিব পাকিস্তানের কারাগারে বন্দি। মুক্তিযুদ্ধের ৯ মাস পাকিস্তানের কারাগারে থাকলেও বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের নায়ক ছিলেন শেখ মুজিব। এ কথা অস্বীকার করার সুযোগ নেই যে ১৯৭১ সালে শেখ মুজিবুর রহমানের নামেই বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ পরিচালিত হয়েছে। ১৬ই ডিসেম্বর দেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১০ জানুয়ারি ১৯৭২ স্বাধীন বাংলাদেশে ফেরেন মুজিবুর রহমান। দায়িত্ব নেন প্রধানমন্ত্রীর। সীমিত সম্পদ নিয়ে একটি যুদ্ধবিদ্ধস্ত দেশকে গড়ে তোলার চেষ্টা করেন। কিন্তু ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট সেনাবাহিনীর কিছু বিপথগামী সদস্যের হাতে সপরিবারে নিহত হন হাজার বছরের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি শেখ মুজিবুর রহমান।

১.৩.২ সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি শেখ মুজিবুর রহমান: বিবিসি বাংলা বিভাগ

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এমন একজন রাজনীতিবিদ যার হাত ধরে বাঙালি জাতি স্বাধীনতা অর্জন করে। এর আগে যুগে যুগে অনেক বাঙালি রাজনৈতিক নেতা স্বাধীনতার লক্ষ্যে রাজনীতি করলেও চূড়ান্ত সফলতা পাননি। উল্লেখ্য, ১৯৭১ সালে আন্দোলন-সংগ্রামের সময় মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী কয়েকবার স্বাধীনতার ডাক দেন। কিন্তু তাতে তেমন

সাড়া ছিল না। শেখ মুজিবুর রহমানের হাত ধরেই বাঙালি অর্জন করে কাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা। ব্রিটিশ-ভারত থেকে পাকিস্তান আর পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশ অর্জনের আন্দোলনে শেখ মুজিবুর রহমানকে সীমাহীন ত্যাগ স্বীকার করতে হয়। বঙ্গবন্ধুর জীবনকাল মাত্র ৫৪ বছরের। এই স্বল্প সময়ের জীবনে বঙ্গবন্ধু ৪ হাজার ৬৮২ দিন কারাগারে ছিলেন। ব্রিটিশ আমলে কারাগারে ছিলেন সাতদিন আর পাকিস্তান আমলে তিনি জেল খাটেন ৪ হাজার ৬৭৫ দিন (প্রথম আলো: ৮ মার্চ, ২০১৭)। বছরের হিসাবে যা ১২ বছরের বেশি।

বঙ্গবন্ধুর এই সংগ্রামী রাজনৈতিক জীবন তাঁর দলকে বাংলাদেশের একমাত্র জনপ্রিয় দলে পরিণত করে। যার ফলে ১৯৭০ সালের নির্বাচনে ভূমিধ্বস বিজয় অর্জন করে শেখ মুজিবুর রহমানের আওয়ামী লীগ। ১৯৭০ সালে পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের ওই নির্বাচনে (৭ ডিসেম্বর ১৯৭০, দুর্যোগকবলিত ৯টি জাতীয় পরিষদ ও ২১টি প্রাদেশিক পরিষদে নির্বাচন হয় ১৭ জানুয়ারি ১৯৭১) শেখ মুজিবুর রহমানের আওয়ামী লীগ পেয়েছিল ১৬০টি আসন। নৌকা প্রতীকে ভোটের হার ৭৫.১১ শতাংশ। যার সাথে ৭টি সংরক্ষিত মহিলা আসন যুক্ত হয়ে মোট আসন সংখ্যা হয় ১৬৭টি। পূর্ব পাকিস্তানের অন্য দুটি আসনে জয় পেয়েছিল স্বতন্ত্র প্রার্থী পার্বত্য চট্টগ্রামে চামকা রাজা ত্রিদিব রায় আর পিডিপির নুরুল আমিন (আহমদ: ২০১৬)।

ব্রিটিশ ব্রডকাস্টিং করপোরেশন বা বিবিসি সারাবিশ্বে অন্যতম গ্রহণযোগ্য গণমাধ্যম। বাংলাদেশেও এই গণমাধ্যমটির বিশেষ গ্রহণযোগ্যতা রয়েছে। ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে এই গণমাধ্যম বিশেষ ভূমিকা রেখেছিল। নানা বিষয়ে সমালোচনা থাকলেও এই গণমাধ্যমটি সারাবিশ্বেই পেশাদারিত্বের জন্য আজও সমাদৃত। বিবিসির বাংলা সার্ভিস ২০০৪ সালে সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি নির্ধারণে এক ধরনের বিশেষ জরিপ পরিচালনা করে। এটা ছিল মূলত শ্রোতা জরিপভিত্তিক আয়োজন। বিবিসি বাংলার প্রভাতী অনুষ্ঠানকে নতুন করে সাজানোর প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে এই জরিপ করার পরিকল্পনা করা হয়েছিল। যে জরিপে ২০ জন কীর্তিমান বাঙালিকে তাঁদের অবদানের পরিপ্রেক্ষিতে পর্যায়ক্রমে স্থান দেওয়া হয়। যাতে প্রথম স্থান তথা সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি হিসেবে নির্বাচিত হন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। এই তালিকায় দ্বিতীয় অবস্থানে ছিলেন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথে ঠাকুর। তালিকায় মওলানা ভাসানী, জিয়াউর রহমান, শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক ও নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুও স্থান পান। তবে যেহেতু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে বাঙালি জাতি একটি স্বাধীন দেশ অর্জন করে, সেই প্রেক্ষাপটে শেখ মুজিবুর রহমান নির্বাচিত হন সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি হিসেবে। বিবিসি বাংলার এই কার্যক্রমটি স্বল্প পরিসরে 'পাইলট' ভিত্তিতে শুরু হলেও ওই সময় এই আয়োজন ভীষণ সাড়া ফেলে। বাংলাদেশের প্রায় সব জাতীয়

দৈনিক ধারাবাহিকভাবে বিবিসির এই আয়োজনের সংবাদ প্রকাশ করে। আর ২০০৪ সালে বিএনপি-জামায়াত চারদলীয় জোট সরকারের আমলে এই ধরনের একটি আয়োজন যাতে শেখ মুজিবুর রহমানকে সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি নির্বাচন করা হলে তা নিয়ে ব্যাপক সাড়া পড়েছিল (বিবিসি বাংলা: ২০১৯)।

১.৩.৩ রাজনীতির কবি: নিউজউইক

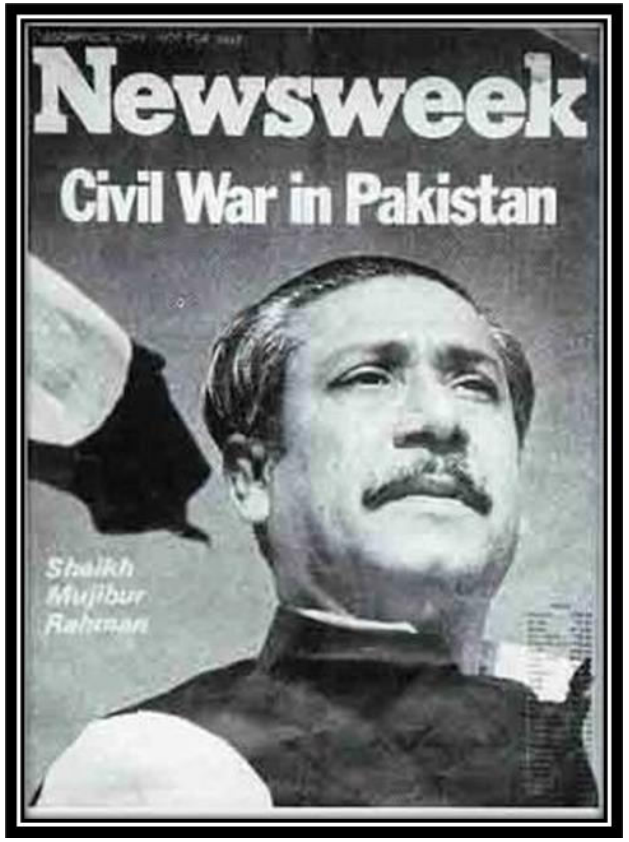

কীর্তিমান শেখ মুজিবুর রহমানের বেশ কয়েটি রাজনৈতিক উপাধী আছে। যেগুলোর মধ্যে অন্যতম রাজনীতির কবি বা 'Poet of politics' ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন প্রভাবশালী সাময়িকী Newsweek একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করে, যার শিরোনাম: 'Pakistan plunges into civil war' (5th April, 1971).

ওই প্রতিবেদনে শেখ মুজিবুর রহমানকে **Poet of politics** উপাধীতে অভিহিত করা হয়। ওই প্রতিবেদনে শেখ মুজিবুর রহমানের রাজনৈতিক জীবন নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছিল। তাতে বলা হয়:

> "When Sheikh Mujibur Rahman proclaimed the independence of Bangla Desh last week some of his critics declared that he was merely yielding to the pressure of his extremist, seeking to ride the crest of a wave in order to avoid being engulfed by it. But in a sense Mujib's emergence as the embattled leader of a new Bengali 'nation' is the logical outcome of a lifetime spent fighting for Bengali nationalism. Although Mujib may be riding the crest of a wave, his presence there is no accident. Born just 51 years ago to a well-to-do landowner in a village near Dacca, Mujib went through his early schooling without distinguishing himself by intellectual accomplishment. He was outgoing and popular as a boy, fond of talk and people and sports- and by the time he went to Calcutta's Islamia College for a liberal Arts degree he had come to the attention of his elders as a Muslim League activist. His mentor then was H.S Suhrawardy, Prime Minister of Bengal under British Raj, who, later, served one year as Prime Minister of Pakistan. Mujib studied law, but unlike Suhrawardy, a moderate, he soon developed a penchant for direct action. In the late 40s both men realised that their native state of Bengal was getting less than its due in the new nation of Pakistan. Surawardy, in 1949, founded a new party, the Awami League, dedicated to united 'Bengal for the Bengalis.' Mujib took to the streets and was twice arrested and jailed for leading illegal strikes and demonstrations.
>
> Tall for a Bengali (he stands 5 feet 11 inches), with a shock of graying hair, a bushy mustache and alert black eyes, Mujib can attract a crowd of a million people to his rallies and hold them spell-bound with great rolling waves of emotional rhetoric. "Even when you are talking alone with him," says a diplomat, 'he talks like he's addressing 60,000 people.' Eloquent in Urdu, Bengali and English, three languages of Pakistan, Mujib does not pretend to be an original thinker. **He is a Poet of politics**, not an engineer, but the Bengalis tend to be more artistic than technical, anyhow, and s his style may just what was needed to unite all the classes and ideologies of the region."
>
> (Bangladesh Genocide and World Press: 2013; p. 61-62)

নিউজউইকের এই খেতাবটি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। যাতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে 'Poet of politics' হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। মনে রাখা জরুরি, ওই সময় শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানের কারাগারে বন্দি।

বাংলাদেশে স্বাধীনতা সংগ্রাম চলছে, যা নিয়ে নানা সংকট মোকাবিলা করছে মুজিবনগর সরকার (সরকার গঠন: ১০ এপ্রিল, শপথ: ১৭ এপ্রিল ১৯৭১)। নিউজউইকের ওই প্রতিবেদনের মাধ্যমে শেখ মুজিবুর রহমানের প্রভাব ও রাজনৈতিক প্রজ্ঞা তুলে ধরা হয় অত্যন্ত সুনিপুণভাবে। যার মাধ্যমে বিশ্বজুড়ে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পরিচিত হন ভিন্ন আঙ্গিকে, রাজনীতির কবি হিসেবে।

১.৩.৪ সংক্ষেপে বঙ্গবন্ধুর জীবনপ্রবাহ

শেখ মুজিবুর রহমান

পুরো নাম:	শেখ মুজিবুর রহমান
রাজনৈতিক উপাধি:	বঙ্গবন্ধু, জাতির পিতা
ডাকনাম:	খোকা
পিতা:	শেখ লুৎফর রহমান
মাতা:	সায়েরা খাতুন
স্ত্রী:	বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুননেছা মুজিব
জন্ম:	সকাল ৮টা, ১৯২০ সালের ১৭ মার্চ
জন্মস্থান:	গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়া
ভাই-বোন:	দুই ভাই ও চার বোন
স্কুল:	গিমাডাঙ্গা প্রাথমিক বিদ্যালয়, মাদারীপুর ইসলামিয়া হাইস্কুল, মিশন স্কুল
মেট্রিক পাস:	১৯৪২ সালে
কলেজ:	ইসলামিয়া কলেজ, কলকাতা, ভারত (বর্তমানে মওলানা আবুল কালাম আজাদ কলেজ)

আইএ পাস	১৯৪৪ সাল, ইসলামিয়া কলেজ, কলকাতা, ভারত (বর্তমানে মওলানা আবুল কালাম আজাদ কলেজ)
বিএ পাস	১৯৪৭ সাল, বিষয়: ইতিহাস ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান, ইসলামিয়া কলেজ, কলকাতা, ভারত (বর্তমানে মওলানা আবুল কালাম আজাদ কলেজ)
বিশ্ববিদ্যালয়	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, আইন বিভাগ, ভর্তি হন ১৯৪৭ সালে
পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ	১৯৪৯ সালের ২৩-২৪ জুন পুরান ঢাকার টিকাটুলীর রোজ গার্ডেনে এক সম্মেলনে দলটির যাত্রা শুরু
রাজনৈতিক পদ	১৯৪৯ সালে নবগঠিত পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগের যুগ্ম সম্পাদক
ভাষা আন্দোলন	এই আন্দোলনের চূড়ান্ত পর্বে শেখ মুজিব কারাগারে ছিলেন। বন্দি থেকেই ভাষার দাবিতে ছাত্র হত্যার প্রতিবাদ ও বাংলা ভাষার অধিকার রক্ষায় অনশন করেন
প্রাদেশিক আইনসভার সদস্য	১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনে ফরিদপুর জেলা গোপালগঞ্জ থেকে প্রাদেশিক আইনসভার সদস্য নির্বাচিত হন
মন্ত্রিত্ব	ফজলুল হকের প্রাদেশিক মন্ত্রিসভায় কৃষিঋণ, সমবায় ও পল্লী উন্নয়ন মন্ত্রীর দায়িত্ব পান
আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক	১৯৫৫ সালে দলের দ্বিতীয় দ্বিবার্ষিক সভায় আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন
চাকরি জীবন	জেনারেল ম্যানেজার, পূর্ব পাকিস্তান আলফা ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি
ছয়-দফা	বাঙালি জাতির মুক্তির সনদ নামে পরিচিত এই রাজনৈতিক দাবিনামা লাহোরে ঘোষণা করা হয়, ১৯৬৬ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি
আওয়ামী লীগের সভাপতি	১৯৬৬ সালের ১৮-২০ মার্চ সময়ে অনুষ্ঠিত আওয়ামী লীগের কাউন্সিলে দলের সভাপতির দায়িত্ব পান
আগরতলা মামলা	১৯৬৮ সালের ৩ মার্চ মোট ৩৫ জনের বিরুদ্ধে এই মামলা দায়ের করা হয়। মামলার এক নম্বর আসামি ছিলেন শেখ মুজিবুর রহমান।
বঙ্গবন্ধু উপাধি	তীব্র গণআন্দোলনের মুখে আগরতলা মামলা থেকে নিঃশর্ত মুক্তির পর ছাত্রসমাজ ২৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯ তাঁকে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধীতে ভূষিত করে
আওয়ামী লীগের সভাপতি	১৯৭০ সালে জানুয়ারিতে পুনরায় আওয়ামী লীগের সভাপতি নির্বাচিত হন
১৯৭০-এর সাধারণ নির্বাচন	বঙ্গবন্ধুর আওয়ামী লীগ ১১ দফার ভিত্তিতে নির্বাচনি ইশতেহার ঘোষণা করে নির্বাচনে নিরঙ্কুশ জয় অর্জন করে
৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ	১ মার্চ ইয়াহিয়া খান গণপরিষদের অধিবেশন স্থগিত করলে উত্তাল হয়ে ওঠে পুরো দেশ। ৭ই মার্চ ১৯৭১ রেসকোর্স ময়দান বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে ঐতিহাসিক ভাষণ দেন। উচ্চারণ করেন স্বাধীনতার অমর কাব্যিক স্লোগান 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রাম'

পশ্চিম পাকিস্তানের কারাগার	২৫ মার্চের মধ্যরাতে পাকিস্তানি সেনাদের হাতে আটক হন। ৩১ মার্চ বঙ্গবন্ধুকে করাচি নেওয়া হয়
পাকিস্তান থেকে মুক্তি	১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর দেশ স্বাধীন হওয়ার পর ৮ জানুয়ারি ১৯৭২ করাচি থেকে লন্ডনের উদ্দেশে যাত্রা
স্বদেশ প্রত্যাবর্তন	১০ জানুয়ারি ১৯৭২ স্বপ্নের স্বাধীন বাংলাদেশে ফেরেন শেখ মুজিব
প্রধানমন্ত্রিত্ব	১৯৭২ সালের ১২ জানুয়ারি তিনি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হন
দলের সভাপতি	১৯৭২ সালে স্বাধীন বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত আওয়ামী লীগের প্রথম অধিবেশনে দলের সভাপতি নির্বাচিত হন
দলীয় সভাপতির পদ থেকে অব্যাহতি	১৯৭৪ সালে অনুষ্ঠিত দলের কাউন্সিলে তিনি দলের সভাপতির পদ থেকে অব্যাহতি নেন
বাকশাল	বাংলাদেশ কৃষক, শ্রমিক, আওয়ামী লীগ বাকশাল গঠিত হয় ১৯৭৫ সালের ৭ জুন। বঙ্গবন্ধু নতুন গঠিত দলের চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন। তিনি একই সাথে রাষ্ট্রপতি হিসেবে দায়িত্ব নেন। প্রধানমন্ত্রীর বদলে দেশে রাষ্ট্রপতিশাসিত সরকারের যাত্রা শুরু হয়
বর্বর হত্যাকাণ্ড	১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট সেনাবাহিনীর বিপথগামী একদল সদস্যের হাতে ধানমন্ডির ৩২ নম্বরের বাড়িতে সপরিবারে শহিদ হন।
৭ই মার্চের ভাষণের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি	জাতিসংঘের বিশেষ সংস্থা ইউনেসকো এই ভাষণটিকে বিশেষ সম্মানে ভূষিত ২০১৭ সালে। ওই বছর ৩১ অক্টোবর সংস্থাটির ওয়েবসাইটে 'মেমোরি অব দ্য ওয়ার্ল্ড' কর্মসূচির অধীনে ৭৮টি দলিলকে বিশেষ স্বীকৃতি দেওয়া হয়। যার মধ্যে অন্যতম বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ই মার্চের ভাষণটি। ৭৮টি মনোনীত দলিলের মধ্যে ৭ই মার্চের ভাষণ স্থান পেয়েছে ৪৮তম দলিল হিসেবে।

তথ্যসূত্র

- রহমান, শেখ মুজিবুর (২০২০), *আমার দেখা নয়াচীন*, ঢাকা: বাংলা একাডেমি।
- মামুন, মুনতাসীর (২০১৬), *বঙ্গবন্ধু ৭ই মার্চ ও বাংলাদেশ*, ঢাকা: জার্নিম্যান বুকস্।
- *স্বাধীনতার মহাকাব্য (২০১৬)*, সম্পাদনা: মোহাম্মদ শাহজাহান, ঢাকা: বাংলা প্রকাশনী।

১.৪ ৭ই মার্চের ভাষণ

বাংলাদেশের ইতিহাস সন্ধিক্ষণের এক যুগান্তকারী ঘটনা। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে (তৎকালীন রেসকোর্স ময়দান) এই ভাষণ দেন। তখন শেখ মুজিবুর রহমান আওয়ামী লীগের সভাপতি ছিলেন। তাঁর নেতৃত্বে ১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ পাকিস্তানের সাধারণ নির্বাচনে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন

করে। কিন্তু ক্ষমতা হস্তান্তরের বিষয়ে ইয়াহিয়া খান গড়িমসি শুরু করলে পূর্ব পাকিস্তানে তীব্র গণআন্দোলন শুরু হয়। এক রেডিয়ো বার্তায় ১ মার্চ ইয়াহিয়া খান ঢাকায় ৩ মার্চ অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত করলে পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। তখন পূর্ব পাকিস্তানে প্রশাসন থেকে শুরু করে সবকিছুর প্রধান নিয়ন্ত্রক হয়ে উঠেন শেখ মুজিবুর রহমান। তাঁর নির্দেশনা অনুযায়ী (Directives) চলতে থাকে সব কিছু। রাজপথ মিছিলে মিছিলে প্রকম্পিত হয়ে ওঠে। 'বীর বাঙালি অস্ত্র ধরো, বাংলাদেশ স্বাধীন করো', 'তোমার আমার ঠিকানা, পদ্মা মেঘনা যমুনা', 'জাগো জাগো, বাঙালি জাগো'–এমন স্লোগানে তীব্র আন্দোলন গড়ে ওঠে পাড়া-মহল্লা-শহর-বন্দর-গ্রামে।

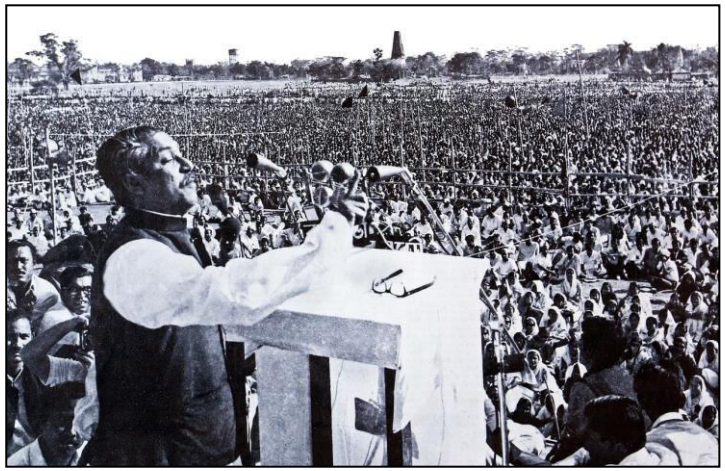

১ মার্চ ১৯৭১ গণপরিষদের অধিবেশন স্থগিত করার ঘোষণা সম্প্রচারের সময় শেখ মুজিবুর রহমান মতিঝিলে হোটেল পূর্বাণীতে একটি বৈঠকে ছিলেন। ওই বৈঠক শেষেই তিনি তাৎক্ষণিকভাবে ২ ও ৩ মার্চ সারাদেশে হরতালের ঘোষণা দেন। আর ৭ই মার্চ সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে (রেসকোর্স ময়দান) সমাবেশের ঘোষণা দেন শেখ মুজিব। নির্বাচিত সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের সভাপতি শেখ মুজিবুর রহমানের এই ভাষণে বিপুলসংখ্যক মানুষ যোগ দেন। জনাকীর্ণ ওই সমাবেশে ছাত্র-যুবা-কৃষক-শ্রমিক-শিক্ষক সব শ্রেণি-পেশার মানুষ যোগ দেন। তাঁদের অনেকের হাতেই ছিল লাঠি-বল্লমসহ দেশীয় নানা ধরনের অস্ত্র।

ঐতিহাসিক এই গণজমায়েতে শেখ মুজিবুর রহমান লাখ লাখ জনতার সামনে একমাত্র বক্তা হিসেবে মাত্র ১৯ মিনিট ভাষণ দেন। যাতে তিনি অত্যন্ত স্বতঃস্ফূর্তভাবে বাঙালি জাতির ন্যায়সংগত অধিকার অর্জনের

প্রেক্ষাপট তুলে ধরে সবাইকে চূড়ান্ত সংগ্রামের জন্য আহ্বান জানান। এই ভাষণে তিনি মূলত চারটি দাবি তুলে ধরেন:

১. সামরিক আইন প্রত্যাহার।
২. জনগণের প্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর।
৩. গোলাগুলি বন্ধ করে সেনাবাহিনীকে ব্যারাকে ফিরিয়ে নেওয়া।
৪. গুলি করে বাঙালি হত্যার কারণ খুঁজে বের করতে বিচার বিভাগীয় তদন্ত করা।

এই দাবিগুলো তুলে ধরে শেখ মুজিবুর রহমান ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলার আহ্বান জানান। এছাড়া পুরো ভাষণে নানা বিষয় অত্যন্ত স্বতঃস্ফূর্তভাবে তুলে ধরে তিনি ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণটি শেষ করেন,

> 'সাত কোটি মানুষকে দাবায়ে রাখতে পারবা না। আমরা যখন মরতে শিখেছি, তখন কেউই আমাদের দাবায়ে রাখতে পারবে না। ... রক্ত যখন দিয়েছি রক্ত আরও দেবো। এই দেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো ইনশা-আল্লাহ। এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। জয় বাংলা।' (মুরশিদ; ২০১৯:৭০)

এই বাক্যগুলো বলে।

বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ নিয়ে নানা ধরনের প্রত্যাশা ছিল। যুব ও ছাত্রনেতারা সরাসরি স্বাধীনতার ঘোষণার পক্ষে ছিলেন। এজন্য শেখ মুজিবুর রহমানের ওপর চাপও ছিল। কিন্তু শেখ মুজিব ছিলেন গণতান্ত্রিক রাজনীতিবিদ। তিনি নিজেকে বিচ্ছিন্নতাবাদী হিসেবে পরিচিত করাতে চাননি। ফলে তিনি নিয়মতান্ত্রিকভাবে ক্ষমতা হস্তান্তরের সব পথ খোলা রাখেন। ৭ই মার্চ শেখ মুজিবুর রহমান কী ভাষণ দেবেন তা নিয়ে আওয়ামী লীগের শীর্ষ পর্যায়ে বৈঠক হয়েছিল ধানমন্ডির ৩২ নম্বরে। ৭ই মার্চের জনসভার বক্তব্য নিয়ে আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির ওই বৈঠকটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল ৬ মার্চ। তাতে ভাষণের দিকনির্দেশনার বিষয়গুলো নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। ওই বৈঠকের মধ্যেই আওয়ামী লীগ নেতারা জানতে পারেন সারাসরি স্বাধীনতার প্রশ্নে ইয়াহিয়া কড়া জবাব পাঠিয়েছেন। এরপর ওই বৈঠক মুলতুবি হয়ে যায়। আর শেখ মুজিবুর রহমান ড. কামাল হোসেকে বলেন একটি খসড়া বক্তৃতা লিখে ফেলতে। বৈঠকে আলোচিত অন্য অভিমতের ভিত্তিতে ড. কামাল হোসেন ইংরেজিতে একটি বক্তৃতা তৈরি করেন, যা অন্য জ্যেষ্ঠ নেতাদের দেখানো হয়। ইংরেজি কপিটি তাজউদ্দীন আহমদের কাছে রেখে দেওয়া হয় যাতে ওই কপিটি বিদেশি সাংবাদিকদের সরবরাহ করা যায়। এই খসড়াকে কেন্দ্র করেই শেখ মুজিবুর রহমান পরদিন অসাধারণ সেই ভাষণটি দেন (হাসান: ২০১৫)।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের এই ভাষণ নিয়ে মুক্তিকামী বাঙালির উচ্ছ্বাস ও আকাঙ্ক্ষার কমতি ছিল না। বেশির ভাগেরই প্রত্যাশা ছিল শেখ মুজিবুর রহমান অবিস্মরণীয় কোনো ঘোষণা দেবেন, যার মাধ্যমে স্বাধীন

হবে বাংলাদেশ। শেখ মুজিবের ঘোষণা শোনার জন্য প্রস্তুত ছিল পুরো ঢাকা নগরী, সাড়ে সাত কোটি বাঙালি। ৭ই মার্চের এই ঐতিহাসিক ভাষণ দিনটির সঙ্গে সরাসরি যুক্ত ছিলেন ছাত্রনেতা তোফায়েল আহমেদ। তিনি ৭ই মার্চ নিয়ে 'নিরস্ত্র বাঙালির সশস্ত্র জাতিতে রূপান্তর' শিরোনামের নিবন্ধে লিখেছেন সেই দিনের ঘটনাপ্রবাহ, যা মোহাম্মদ শাহজাহান সম্পাদিত 'বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ: স্বাধীনতার মহাকাব্য' (২০১৬) গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। তাতে তিনি এই দিনটি সম্পর্কে লিখেছেন,

> 'দিনটি ছিল রবিবার। সকাল থেকেই ধানমন্ডির ৩২ নম্বরের বঙ্গবন্ধুর বাসভবনটি আওয়ামী লীগের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ও স্বাধীন বাংলা কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের ছাত্রনেতৃবৃন্দের উপস্থিতিতে সরগরম। পূর্বঘোষিত সময় অনুযায়ী বেলা ২টায় সভা শুরু হওয়ার কথা। জ্যেষ্ঠ নেতৃবৃন্দসহ আমাদেরকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ প্রদান করে বঙ্গবন্ধু জনসভার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। রাজ্জাক ভাই, সিটি আওয়ামী লীগের সভাপতি গাজী গোলাম মোস্তফা, মনি ভাই, ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি আবদুর রউফ, সাবেক সাধারণ সম্পাদক খালেদ মোহাম্মদ আলী, নূরে আলম সিদ্দিকী, আবদুল কুদ্দুস মাখন, সিরাজুল আলম খানসহ আমরা একটি গাড়িতে রওয়ানা করি। নিরাপত্তার জন্য রাজ্জাক ভাই ও গাজী গোলাম মোস্তফা ড্রাইভারকে ৩২ নম্বর সড়কের পশ্চিম দিক দিয়ে যেতে বলেন। রেসকোর্স ময়দানে তখন মুক্তিকামী মানুষের ঢল।
>
> রেসকোর্স ময়দানে লাখ লাখ মানুষের মহাসমাবেশ ঘটেছিল সার্বিক জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের পরবর্তী কর্মসূচী সম্পর্কে পথনির্দেশ লাভের জন্য। আমরা যারা সেদিনের সেই জনসভার সংগঠক ছিলাম, যারা আমরা মঞ্চে বঙ্গবন্ধুর পদতলের পাশে বসে ময়দানে উপস্থিত নারী, অশীতিপর বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, কচি-কিশোর, তরুণ-যুবক, কৃষক-শ্রমিক-জনতার চোখে-মুখে প্রতিবাদ-প্রতিরোধের যে অগ্নিশিখা দেখেছি, তা আজও স্মৃতিপটে ভাস্বর হয়ে আছে। কিন্তু তারা ছিল শান্ত-সংযত। নেতার পরবর্তী নির্দেশ শোনার প্রতীক্ষায় তারা ছিল ব্যগ্র-ব্যাকুল এবং মন্ত্রমুগ্ধ। প্রবল উত্তেজনাময় এবং আবেগঘন মুহূর্ত ছিল সেদিন। বঙ্গবন্ধু যখন বক্তৃতা শুরু করেন জনসমুদ্র যেন প্রশান্ত এক গাম্ভীর্য নিয়ে পিনপতন নিস্তব্ধতার মধ্যে ডুবে যায়। এতো কোলাহল, এতো মুহুর্মুহু গর্জন নিমেষেই উধাও। আবার পরক্ষণেই সেই জনতাই সংগ্রামী শপথ ঘোষণায় উচ্চকিত হয়েছে মহাপ্রলয়ের উত্তাল জলধির মতো– যেন 'জনসমুদ্রে নেমেছে জোয়ার।' জোয়ার-ভাটার দেশে এই বাংলাদেশ, আশ্চর্য বাঙালির মন ও মানস।' (আহমেদ; ২০১৬:৭৯)

৭ই মার্চের এই ভাষণ ও রেসকোর্স ময়দানের একটি বর্ণনা পাওয়া যায় শহিদ জননী জাহানারা ইমামের একাত্তরের দিনগুলিতে। তিনি লিখেছেন,

> 'রেসকোর্স মাঠের জনসভায় লোক হয়েছিল ত্রিশ লাখের মতো। কত দূর-দূরান্ত থেকে যে লোক এসেছিল মিছিল করে, লাঠি আর রড ঘাড়ে করে- তার কোন লেখাজোখা নেই। টঙ্গী, জয়দেবপুর, ডেমরা–এসব জায়গা থেকে তো বটেই, চব্বিশ ঘণ্টা পায়ে হাঁটা পথ পেরিয়ে

> ঘোড়াশাল থেকেও বিরাট মিছিল এসেছিল গামছায় চিড়েগুড় বেঁধে। অন্ধ ছেলেদের মিছিল করে মিটিংয়ে যাওয়ার কথা শুনে হতবাক হয়ে গেলাম। বহু মহিলা, ছাত্রী মিছিল করে মাঠে গিয়েছিল শেখের বক্তৃতা শুনতে।' (ইমাম; ২০০৫:২২)

প্রকৃতপক্ষে এমনই ছিল ৭ই মার্চের ভাষণের অবয়ব। সেদিন পুরো জাতি একাত্ম হয়েছিল। একটি ঘোষণা শোনার জন্য। যার মাধ্যমে অর্জিত হবে কাঙ্খিত লক্ষ্য–স্বাধীনতা। বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ সংক্রান্ত এক জীবন্ত বর্ণনা পাওয়া যায় লেখক-গবেষক মহিউদ্দিন আহমদের স্মৃতিকথায়। তিনি 'এই দেশে একদিন যুদ্ধ হয়েছিল' স্মৃতিকথায় ওইদিনের বিস্তারিত বর্ণনা তুলে ধরেছেন। মহিউদ্দিন আহমদ লিখেছেন:

> 'সাতই মার্চ শেখ মুজিব রেসকোর্সে ভাষণ দেবেন। মানুষ পাগলের মতো ছুটছে সেদিকে। মুহসীন হল থেকে আমরা একটা মিছিল নিয়ে সেদিকে রওনা হলাম। 'কৃষক শ্রমিক অস্ত্র ধরো-বাংলাদেশ স্বাধীন করো' এটা আমার একটা প্রিয় শ্লোগান। আমি কিছুক্ষণ পরপরই এই শ্লোগান দিচ্ছি। এমন সময় হঠাৎ কোথা থেকে শেখ শহীদ উদয় হলো। তিনি আমার কাছে এসে বললেন 'বীর বাঙালি, বীর বাঙালি'। অর্থাৎ আমি যাতে কৃষক না বলে 'বীর বাঙালি' বলি। কৃষক-শ্রমিকের মধ্যে কমিউনিজমের গন্ধ এতো প্রবল ছিল যে ছাত্রলীগের অনেকেরই এটা সহ্য হতো না। রেসকোর্সে বক্তা ছিলেন একজনই, শেখ মুজিব। তিনি বক্তৃতা শুরু করলেন। সুর আস্তে আস্তে চড়া হচ্ছে। ধীরে ধীরে তিনি খোলস পাল্টে বাইরে এলেন। আবেগ আর কনটেন্ট মিলিয়ে উচ্চারণ করলেন জীবনের শুদ্ধতম স্টেটমেন্ট। ... শেখ মুজিব বক্তৃতা শেষ করলেন 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম' এই শ্লোক উচ্চারণ করে।' (আহমদ; ২০১৮: ৮৩)

৭ই মার্চের ভাষণ নিয়ে বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন সাবেক ছাত্রনেতা ও মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক সিরাজুল আলম খানও। নিভৃতচারী এই রাজনীতিক 'আমি সিরাজুল আলম খান' নামের একটি বইয়ে লেখক শামসুদ্দিন পেয়ারাকে ৭ই মার্চ নিয়ে বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন। তাতে তিনি উল্লেখ করেন এই ভাষণ নিয়ে ১৯৭১ সালের ৫ মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিএলএফ (বাংলাদেশ লিবারেশন ফোর্স) নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করেন। একই সঙ্গে এই ভাষণ নিয়ে শেখ মুজিবুর রহমান আওয়ামী লীগের হাইকমান্ডের সঙ্গেও আলোচনা করছিলেন। সিরাজুল আলম খান উল্লেখ করেন, এই ভাষণে তিনটি বিষয়ের ওপর গুরুত্ব দেওয়ার বিষয় বিভিন্ন বৈঠকে আলোচনা হয়। সে তিনটি বিষয় হলো:

ক. সংক্ষেপে ইতিহাস বর্ণনা।
খ. নির্বাচনে ম্যান্ডেট অনুযায়ী ক্ষমতা হস্তান্তরের দাবির পাশাপাশি যুগপৎভাবে অসহযোগ ও স্বাধীনতার আন্দোলন চালিয়ে যাওয়া।
গ. স্বাধীনতার আহ্বান জানিয়ে বক্তৃতা শেষ করা। (পেয়ারা: ২০১৯)

বাংলার অবিসংবাদিত নেতা শেখ মুজিবুর রহমান ৭ই মার্চ রেসকোর্সে ভাষণটি দিয়েছিলেন স্বতঃস্ফূর্তভাবে। সেখানে লিখিত কোনো কপি ছিল না। তবে তাঁর ভাষণে তিনটি স্তর ছিল। যাতে ২৩ বছরের শোষণ-বঞ্চনার ইতিহাস ছিল। এছাড়া তিনি ঐতিহাসিক এই ভাষণটি শেষ করেন স্বাধীনতার আহ্বান জানিয়ে।

শুধু ছাত্র-জনতাই নয়, শেখ মুজিবুর রহমানের এই ভাষণ নিয়ে ব্যাপক আগ্রহ ছিল পাকিস্তানি সেনা কর্তৃপক্ষ, অন্যান্য রাজনৈতিক দল ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের। ৭ই মার্চ ১৯৭১ সকালে পাকিস্তানে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত জোসেফ ফারল্যান্ড বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানে সাথে সাক্ষাৎ করেন। তাতে তিনি একপাক্ষিক স্বাধীনতার ঘোষণা প্রেক্ষাপটে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থান সম্পর্কে শেখ মুজিবুর রহমানকে বার্তা দেন। অন্যদিকে সতর্ক ছিল পাকিস্তানের সেনা সূত্রগুলো। ঐতিহাসিক ওই দিনটিকে পাকিস্তানি সেনা কর্তৃপক্ষের মনোভাব সম্পর্কে একটি বিস্তারিত বর্ণনা পাওয়া যায় পাকিস্তানি সেনা কর্মকর্তা সিদ্দিক সালিকের (Siddik Salik) 'উইটনেস টু সারেন্ডার' ('Witness to Surrender') বইয়ে। ৭ই মার্চের বর্ণনা দিতে দিয়ে এক অংশে তিনি লিখেছেন:

> 'Next Morning (7 March), The U.S. Ambassador to Pakistan Mr. Farland called on Mujib. A Bengali journalist, Mr. Rahman, phoned me a little later to say that the U.D.I. has been averted. G.W. Chaudhry tells us more about Farland's call on Mujib. He says U.S. policy was made clear to Mujib by ambassador Farland who advised him not to look towards Washington for any help for his secessionist game. Then the crucial hour stuck. Mujib's speech was to commence at 2.30p.m. (local time) and the Dacca station of Radio Pakistan, on its own initiative, had made arrangement to broadcast it live. The radio announcers were already speaking from Race Course telling the listeners about the unprecedented enthusiasm of million strong audiences. The headquarters of chief Martal Law Administrator intervened and directed Dacca to stop this 'nonsense'. I conveyed the orders to radio station. The Bengali friend at the receiving end reacted sharply to the order. He said 'if we can't broadcast the voice of seventy-five million people, we refused to work'. With that the station went off the air.' (Salik; 1997:53)

সিদ্দিক সালিকের এই বর্ণনা থেকে ৭ই মার্চ সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ একটি নির্দেশনা পাওয়া যায়। যাতে বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক এই ভাষণ সম্প্রচার নিয়ে রেডিয়ো পাকিস্তানের ঢাকা অফিসের প্রস্তুতি ও জোসেফ ফারল্যান্ডের কার্যকম সম্পর্কে বিস্তারিত জানা যায়। উল্লেখ্য, শেখ মুজিবুর রহমানের এই ভাষণটি ৭ই মার্চ সেনা হস্তক্ষেপে সরাসরি সম্প্রচার করা না গেলেও পরের দিন ৮ই মার্চ সকালে এই ভাষণটি রেডিয়ো পাকিস্তানের ঢাকা অফিস সম্প্রচার করে।

এদিকে শেখ মুজিবুর রহমানের এই ভাষণটি বৈশ্বিক গণমাধ্যমেও বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছিল। ওই ভাষণের আগে ও পরে বিশেষ সংবাদ প্রকাশ করেছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক সংবাদমাধ্যম *দ্য টাইমস্*। যে সংবাদটির প্রতিবেদক ছিলেন Peter Hazelhurst. তার বরাত দিয়ে ১৯৭১ সালের ৬ মার্চ পত্রিকাটি ছাপে 'East Pakistan leader could declare udi' শিরোনামের সংবাদটি। এখানে UDI বলতে বোঝানো হয়েছে Unilateral Declaration of Independence (একক বা একতরফা স্বাধীনতার ঘোষণা) ৭ই মার্চ প্রকাশিত প্রতিবেদনে বলা হয়:

> 'East Pakistan leader Sheikh Mujibur Rahman is left with two courses of action as the country totters on the edge of disintegration: he can make a unilateral declaration of independence or he can call his own session of the Constituent Assembly and invite leaders of both East and West Pakistan to attend. Mr. Z. A. Bhutto, the West Pakistan leader, would definitely refuse to attend the assembly session but it is likely that many other leaders from the minority provinces of West Pakistan would be prepared to join hands with Sheikh Mujibur.
>
> The Punjab province in West Pakistan which has wielded military, economic and political power for two decades, realizes that if the nation's two wings are to stay together on peaceful terms, they will have to submit to the rule of the Bengali's who have a large majority in the National Assembly by virtue of their larger population. There can be no doubt that the doves in the Administration who believe that the Bengalis must be given their just share of power, have lost and President Yahya Khan's latest moves have, perhaps, been motivated by advice form the Punjabi chauvinists and strengthened by fears within the Army the defense machine will be cut down to size if the Bengalis come to power'. ('Assignment Bangladesh 71': 1999;70)

শুধু *দ্য টাইমস্*ই নয়, ওই সময় বেশির ভাগ বিদেশি গণমাধ্যমই শেখ মুজিবুর রহমানের ভাষণ নিয়ে ভাষণের আগে ও পরে বিস্তারিত সংবাদ প্রকাশ করে। যাতে গুরুত্ব সহকারে উঠে আসে পশ্চিম পাকিস্তানের দুই দশকের অবহেলা আর বঞ্চনার কথা। আর বাংলাদেশের স্বাধীনতার প্রেক্ষাপটে বাংলার অবিসংবাদিত নেতা হিসেবে উঠে আসে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নাম।

১.৪.১ বিশ্ব প্রমাণ্য ঐতিহ্য ৭ই মার্চের ভাষণ

শেখ মুজিবুর রহমানের এই ৭ই মার্চের ভাষণটি নিয়ে আলোচনা দীর্ঘদিনের। এই ভাষণ আব্রাহাম লিংকনের *গেটিসবার্গ অ্যাড্রেস* (১৮৬৩), উইনস্টন চার্চিলের উই শ্যাল ফাইট অন দ্য বিচেস (১৯৪০), মহাত্মা গান্ধীর ভারত ছাড় আন্দোলনের ভাষণ (১৯৪২) ও মার্টিন লুথার কিং জুনিয়রের *আই হ্যাভ এ ড্রিম* (১৯৬৩)-এর সঙ্গে তুলনীয়। অনেক রাষ্ট্রবিজ্ঞানী বঙ্গবন্ধুর ভাষণকে এই ভাষণগুলোর উপরে স্থান দেন। কারণ এই ভাষণের মাধ্যমে শেখ মুজিবুর রহমান একটি জাতিকে মুক্তিসংগ্রামের চূড়ান্ত নির্দেশনা দিয়েছিলেন। একইসঙ্গে গণতান্ত্রিক পন্থায় সংকট সমাধানের সব পথ খোলা রেখেছিলেন (ফিরোজ; ২০১৪)।

২০১৭ সালের শেষদিকে শেখ মুজিবুর রহমানের এই ভাষণটিকে বিশেষ স্বীকৃতি দেয় জাতিসংঘের বিশেষায়িত সংস্থা ইউনেসকো। সংস্থাটি 'বিশ্ব প্রমাণ্য ঐতিহ্য' হিসেবে ইউনেসকোর 'মেমোরি অব দ্য ওয়ার্ল্ড ইন্টারন্যাশনাল রেজিস্টার' এ যুক্ত হয়। ইউনেসকো মহাপরিচালক ইরিনা বোকোভা (Irina Bokova) প্যারিসে এক ঘোষণার মাধ্যমে এই তথ্য বিশ্ববাসীকে জানান। ইউনেসকো সূত্রে জানা যায় 'মেমোরি অফ দ্য ওয়ার্ল্ড-এমওডব্লিউ কর্মসূচির ইন্টারন্যাশনাল অ্যাডভাইজরি কমিটি ২৪ থেকে ২৭ অক্টোবর প্যারিসে দ্বিবার্ষিক বৈঠক শেষে বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণসহ মোট ৭৮টি দলিলকে ওই বছর 'ডকুমেন্টারি হেরিটেজ' হিসেবে 'মেমোরি অব দ্য ওয়ার্ল্ড ইন্টারন্যাশনাল রেজিস্টার'-এ যুক্ত করার সুপারিশ করে। এরপর সংস্থাটির মহাপরিচালক প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দিয়ে প্রস্তাবটি ইউনেসকোর নির্বাহী পরিষদে পাঠিয়ে দেন (ইউনেসকো : ২০১৯)।

১.৪.২ সংক্ষেপে ৭ই মার্চ ভাষণের তথ্যকণিকা

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের
ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণ

দিন	রোববার, ৭ মার্চ ১৯৭১, ২২ ফাল্গুন, ১৩৭৭
সময়	বিকাল সাড়ে ৩টার দিকে
স্থান	সোহরাওয়ার্দী উদ্যান (রেসকোর্স ময়দান)
সমাবেশে বক্তা	একমাত্র বক্তা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
সভা শুরুর নির্ধারিত সময়	দুপুর ২টা। শেখ মুজিবুর রহমান মঞ্চে আসেন ৩টা ১৫ মিনিটের দিকে
ভাষণ শুরু	বিকাল ৩টা ২০ মিনিটের দিকে
ভাষণের ব্যাপ্তি	১৯ মিনিট
শব্দ সংখ্যা	১১০৮ শব্দ
ভাষণের ধরন	অলিখিত
জনসমাগম	লাখ লাখ। রূপক অর্থে জনসমুদ্র। অনেকেই উল্লেখ করেছেন ১০-১২ লাখ। দ্য পিপল ও দ্য পাকিস্তান অবজারভার সংবাদপত্রের ভাষ্য অনুযায়ী জনসমাগম ছিল অন্তত ২০ লাখ
ভাষণের আগে মার্কিন প্রচেষ্টা	৭ই মার্চ সকালে শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে তাঁর ৩২ নম্বরের বাসায় দেখা করেন মার্কিন রাষ্ট্রদূত জোসেফ ফারল্যান্ড। তার মূল বার্তা ছিল সরাসরি স্বাধীনতার ঘোষণা দিলে তাঁর সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থাকবে না
রেডিয়ো সম্প্রচার	বঙ্গবন্ধুর এই ভাষণটি রেডিয়োতে সরাসরি সম্প্রচার করার কথা ছিল। কিন্তু শেষ মুহূর্তে পাকিস্তানি সেনা কর্তৃপক্ষের নির্দেশে সম্প্রচার বন্ধ রাখা হয়। তবে রেডিয়োর প্রকৌশলীরা পুরো ভাষণ রেকর্ড করেন, যা রেডিয়োত সম্প্রচার করা হয় ৮ মার্চ ১৯৭১, সাকাল ৮টা ৩০ মিনিটে।

তথ্যসূত্র

১. সাক্ষাৎকার, অধ্যাপক ড. সৈয়দ আনোয়ার হোসেন (২০১৯)।
২. ইমাম, জাহানারা (২০০৫), *একাত্তরের দিনগুলি*। ঢাকা: সন্ধানী প্রকাশনী।
৩. মুরশিদ, গোলাম (২০১০), *মুক্তিযুদ্ধ ও তারপর*। ঢাকা: প্রথমা প্রকাশন।
৪. মামুন, মুনতাসীর (২০১৬) *'বঙ্গবন্ধু ৭ই মার্চ ও বাংলাদেশ'*। ঢাকা: জার্নিম্যান বুকস্।
৫. আহমেদ, তোফায়েল (২০১৬), *নিরস্ত্র বাঙালির সশস্ত্র জাতিতে রূপান্তর*, পৃষ্ঠা: ৭৭-৮১, স্বাধীনতার মহাকাব্য: সম্পাদনা মোহাম্মদ শাহজাহান, ঢাকা: বাংলা প্রকাশনী।

১.৫ সংবাদপত্রের প্রেক্ষাপট

'অন্তত প্রতি সপ্তাহে একবার করে প্রকাশিত সাধারণের মধ্যে প্রচারিত মুদ্রিত কোনও সংবাদ প্রধান পত্রিকাকে সংবাদপত্র বলে' –ড. পার্থ চট্টোপাধ্যায়। (চট্টোপাধ্যায়; ২০১৮; ১৪২)

সংবাদপত্র মুদ্রণযন্ত্রের প্রধান অবদান। ১২২১ খ্রিষ্টাব্দে মুদ্রণযন্ত্র বা ছাপাখানার প্রাথমিক আবিষ্কার হয় চীনে। সেসময় কাঠের বিভিন্ন টাইপ সাজিয়ে ছাপার কাজ চলত। পরে দেশটিতে মাটির ব্লক ব্যবহার করে ছাপার কাজ শুরু হয়। এরপর ছাপাখানা প্রযুক্তির আরও উন্নতি করেন জোহান গুটেনবার্গ (Johannes Gutenberg, 1400-1469)। ধাতব পাত ব্যবহার করে জার্মান এই উদ্ভাবক মুদ্রণযন্ত্রের বেশ উন্নতি সাধন করেন, যা পরে গুটেনবার্গ প্রেস নামে পরিচিতি পায়। তাঁর আবিষ্কৃত প্রেস ছিল স্থানান্তরযোগ্য। এই প্রেস ব্যবহার করে এক পাতার কাগজে প্রথম সংবাদপত্র প্রকাশিত হয় জার্মানির নুরেমবার্গ শহর থেকে ১৪৫৪ সালে (চট্টোপাধ্যায়:২০১৮)। এ সময় ইউরোপের বিভিন্ন দেশ সমান্তরালে সংবাদপত্র প্রকাশত হতে থাকে। তবে সেগুলোর কোনোটিই দৈনিক প্রকাশিত সংবাদপত্র ছিল না। প্রতিদিনের জন্য প্রকাশিত সংবাদপত্রের ধারা শুরু হয় ইংল্যান্ডে। ১৭০২ সালে লন্ডন থেকে প্রথম দৈনিক সংবাদপত্রটি প্রকাশিত হয়েছিল, যার নাম ছিল *'দ্য ডেইলি কৌরান্ট'* ('The Daily Courant'). (Dary:1973)

ধারণা করা হয়, রোমান সম্রাট জুলিয়াস সিজারের আমলে খ্রিষ্টপূর্বাব্দ ৫০ সালে সংবাদপত্রের প্রচলন ছিল। ওই সময় তার সাম্রাজ্যে দায়িত্বপ্রাপ্ত একশ্রেণির কর্মচারী বিভিন্ন এলাকা ঘুরে মেয়াদান্তিক ও সময়োপযোগী তথ্য সংগ্রহ করত। যার নাম ছিল 'Acta-diurma'. এই 'Acta-diurma' রোম সাম্রাজ্যের বিভিন্ন জনাকীর্ণস্থানে সাঁটিয়ে দেওয়া হতো। একেই অনেক গবেষক প্রাচীন সংবাদপত্র হিসেবে উল্লেখ করে থাকেন। মধ্যযুগে ভেনিস, অষ্টাদশ শতকে ভারতবর্ষে হাতে লেখা সংবাদপত্রের নমুনা পাওয়া যায়। আধুনিক ভারতবর্ষে কলকাতা থেকে প্রথম সংবাদপত্র প্রকাশ করেন জেমস আগাস্টাস হিকি (James Augustus Hickey)। তাঁর প্রকাশিত সংবাদপত্রের নাম ছিল *হিকির গেজেট* বা *কলকাতা জেনারেল অ্যাডভারটাইজার*। আর পূর্ববাংলা থেকে প্রকাশিত প্রথম সংবাদপত্র *রঙ্গপুর বার্ত্তাবহ*। ১৮৪৭ সালে গুরুচরণ রায়ের তত্ত্বাবধায়নে সংবাদপত্রটি প্রকাশিত হয়েছিল। ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পর ঢাকাকেন্দ্রিক সংবাদ প্রকাশিত হওয়া শুরু করে। কলকাতাকেন্দ্রিক সংবাদপত্র *আজাদ* ঢাকা থেকে প্রকাশিত হওয়া শুরু করে ১৯৪৮ সালের ১৯ অক্টোবর। হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীও তাঁর পত্রিকা *ইত্তেহাদ* ঢাকায় স্থানান্তর করেন। ১৯৪৯ সালের শেষদিকে সাপ্তাহিক *ইত্তেফাক* প্রকাশিত হয় মওলানা ভাসানীর তত্ত্বাবধায়নে। ১৯৫৩ সালে *ইত্তেফাক* দৈনিক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। তখন সংবাদপত্রটির প্রধান ব্যক্তি ছিলেন তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া। এরপর নানা উত্থানপতনের মধ্য দিয়ে এগিয়েছে দেশের সংবাদপত্র (রায়: ২০১১)। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তথ্য মন্ত্রণালয়ের চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে ২০১৯ সালের ৩১ ডিসেম্বর প্রকাশিত তালিকা অনুযায়ী দেশে প্রকাশিত পত্রিকার সংখ্যা ৩ হাজার ১৬৪টি। যার মধ্যে ১ হাজার ২৭৭টি

দৈনিক সংবাদপত্র। বিস্তারিত তথ্যবিবরণী থেকে জানা যায়, রাজধানী ঢাকা ও ঢাকা জেলা থেকে প্রকাশিত দৈনিক সংবাদপত্রের সংখ্যা ৫২০টি। বর্তমানে বাংলাদেশের প্রধান বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র প্রথম আলো, সমকাল, যুগান্তর, ইত্তেফাক, কালের কণ্ঠ, মানবজমিন ইত্যাদি। আর প্রধান ইংরেজি দৈনিক The Daily Star, Dhaka Tribune, The Sun ইত্যাদি।

সংবাদপত্র সময়ের চিত্র ধারণ করে। সংবাদপত্র ইতিহাস গবেষণার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ তথা পূর্ব পাকিস্তানে সংবাদপত্রের ছিল বেশ কার্যকর প্রভাব। ওই সময় ঢাকা থেকে অন্তত ২০টি দৈনিক সংবাদপত্র বের হতো। যার মধ্যে বেশ কয়েকটি ছিল ইংরেজি। এছাড়াও ছিল অনেক সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রিকা। ষাটের দশকের শুরু থেকেই বাঙালি জাতির অভূতপূর্ব জাগরণ যাত্রা শুরু হয়। আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে মূলধারার রাজনৈতিক আন্দোলনের পাশাপাশি ছিল শিক্ষা আন্দোলন ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন। যে বিষয়গুলো সংবাদপত্রের পাতায় উঠে আসছিল অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে। এই ধারাবাহিক প্রেক্ষাপটেই ১৯৭১ সালের অসহযোগ আন্দোলনের ঘটনাপ্রবাহ সংবাদপত্রগুলো প্রকাশ করেছিল সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে। যে কারণে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ভাষণের আধেয় বিশ্লেষণ ও নতুন জ্ঞান সৃষ্টির জন্য ১৯৭১ সালের ৭টি সংবাদপত্র নমুনা হিসেবে নেওয়া হয়েছে। গবেষণায় ভাষণের সংবাদ বলতে এখানে ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ রেসকোর্স ময়দানে শেখ মুজিবুর রহমানের ভাষণকেন্দ্রিক সংবাদকে বোঝানো হয়েছে। সার্বিক বিবেচনায় ১৯৭১ সালের ১–১৪ মার্চ পর্যন্ত পত্রিকার আধেয়কে গবেষণায় গ্রহণ করে তা নথিভুক্ত ও পর্যালোচনা করা হয়েছে।

১.৬ গবেষণা প্রশ্ন

এই গবেষণার মূল প্রশ্ন ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ জাতির পিতা শেখ মুজিবুর রহমান যে ভাষণ দিয়েছিলেন, সেই ভাষণ সংক্রান্ত আধেয় সংবাদপত্রে কীভাবে উপস্থাপিত হয়েছিল তার ধরন ও চরিত্র সম্পর্কে-বিষয়ে বিস্তারিত জানা। এছাড়া এই গবেষণার আরও কয়েকটি উপ-প্রশ্ন ছিল নিম্নরূপ:

ক. ৭ই মার্চের ভাষণকেন্দ্রিক আগে-পরে উপস্থাপিত আধেয় (১-১৪ মার্চ, ১৯৭১) কীভাবে, কোন পরিসরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-কেন্দ্রিক ছিল, তা অনুসন্ধান করা।

খ. সংবাদপত্রে উপস্থাপিত ৭ই মার্চের ভাষণকেন্দ্রিক (৮ মার্চ, ১৯৭১ প্রকাশিত) আধেয়ের ধরন ও চরিত্র কেমন ছিল, সে বিষয় সম্পর্কে জানা।

গ. ১-১৪ মার্চ, ১৯৭১ সময়ে প্রকাশিত ছবির আধেয় সম্পর্কে জানা।

ঘ. মার্চের উত্তাল সেই দিনগুলোয় পাকিস্তানি রাষ্ট্র কাঠামোর অধীনে সংবাদপত্রগুলোর পরিস্থিতি এবং সার্বিক অবস্থানের সঙ্গে আধেয় উপস্থাপনের কী ধরনের সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল, তা পর্যালোচনা করা।

১.৭ গবেষণার লক্ষ্য

বাঙালি জাতির অবিসংবাদিত নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ই মার্চের ভাষণ নানা দিক দিয়ে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এই ভাষণের নানা প্রেক্ষাপট আছে। ঐতিহাসিক এই ভাষণটি বিভিন্ন ক্ষেত্রে নানাভাবে আলোচিতও হচ্ছে। আগামী দিনেও নিশ্চয় গবেষকরা এই ভাষণকে নতুন নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করবেন। এই গবেষণার মূল লক্ষ্য ৭ই মার্চের ভাষণটি সংবাপদপত্রের প্রতিফলন ভিত্তিতে বিশ্লেষণ করা। উল্লেখ করা যেতে পারে, সংবাদপত্র সমাজের দর্পণ। ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান (ভট্টাচার্য:২০১৯)। এই দর্পণে সমাজ-রাজনীতি-রাষ্ট্রনীতি তথা ইতিহাসের উপাদান প্রতিফলিত হয়। এই গবেষণার মূল উদ্দেশ্য ছিল শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ই মার্চের ভাষণ সংবাদপত্রে কীভাবে প্রতিফলিত হয়েছে, তা পর্যালোচনা করে ইতিহাসভিত্তিক জ্ঞান সৃষ্টি করা। সাথে ভিন্ন আঙ্গিকের বিশ্লেষণ সামনে এনে নতুন দিকনির্দেশনা তৈরি করাও এই গবেষণার অন্যতম লক্ষ্য। উল্লিখিত প্রধান দুটি লক্ষ্যের পাশাপাশি অন্য আরও একটি লক্ষ্য ছিল সংবাদপত্রের ভিত্তিতে ইতিহাস অধ্যয়ন। আগামী দিনের পথ চলতে ইতিহাস অধ্যয়ন খুবই প্রয়োজন। আর বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে ৭ই মার্চের ভাষণ নিঃসন্দেহে এক গৌরবজনক মাইলফলক। ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে এ বিষয়ে অধ্যয়ন জাতীয় জীবনে খুবই জরুরি।

১.৮ গবেষণার যৌক্তিকতা

সন্দেহাতীতভাবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ই মার্চের ভাষণ একটি ঐতিহাসিক ঘটনা। বিশ্ব রাজনীতির ইতিহাসে এই ভাষণটি তাৎপর্য ব্যাপক। আর বাংলাদেশের স্বাধীনতার ইতিহাসের এটি একটি যুগান্তকারী ঘটনা। এই ভাষণ নিয়ে বিভিন্ন পরিসরে অনেক গবেষক, শিক্ষাবিদ ও সাংবাদিক আলোচনা করেছেন, যা থেকে নতুন নতুন জ্ঞানের সৃষ্টি হয়েছে। সামনে এসেছে নতুন প্রেক্ষাপট। এ কথা বলাই বাহুল্য যে আগামী দিনেও এ ভাষণটি নিয়ে নানা দিকে থেকে গবেষণার সুযোগ রয়েছে।

সাম্প্রতিক সময়ে শেখ মুজিবুর রহমানের এই ভাষণের আনুষ্ঠানিক আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির পর নতুন প্রেক্ষাপটে এই গবেষণার উদ্যোগ। মনে রাখা প্রয়োজন, ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ সময়ে বিক্ষোভ-বিদ্রোহে পূর্ব বাংলা উত্তাল থাকলেও তখনও পাকিস্তানি রাষ্ট্র কাঠামো বিদ্যমান। সেই কাঠামোর মধ্যেই ৭ই মার্চের ভাষণ নিয়ে আগে থেকেই সংবাদপত্রগুলো সংবাদ প্রকাশ করেছে। সেই সময়ের সংবাদপত্রে সংবাদ কীভাবে, কোন পরিসরে, কোন দৃষ্টিকোণ থেকে প্রকাশিত হয়েছে, সেই বিষয়টি অত্যন্ত তাৎপর্য বহন করে। এর মাধ্যমে যেমন ওই ভাষণের গুরুত্ব নতুন করে উপলব্ধি করার সুযোগ তৈরি হয়, ঠিক তেমনই সামনে চলে এসেছে নতুন তথ্য, জ্ঞান ও বিশ্লেষণ।

এই গবেষণায় ৭টি সংবাদপত্র নমুনা হিসেবে নেওয়া হয়েছে। যেগুলোর মধ্যে পাঁচটি বাংলা (আজাদ, দৈনিক ইত্তেফাক, দৈনিক পাকিস্তান, পূর্বদেশ, সংবাদ এবং দুটি ইংরেজি (The Pakistan Observer এবং The People.) এই নমুনা বাছাই করা হয়েছে মূলত সংবাদপত্রের গুরুত্ব ও প্রাপ্যতা বিবেচনায়। বাংলাদেশের সংবাদপত্রের ইতিহাস অধ্যয়ন করলে দেখা যায় ১৯৭১ সালে এই সাতটি ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ সংবাদপত্র (ধর: ১৯৮৬)। আর সংবাদপত্র বাছাইয়ের ক্ষেত্রে এর প্রাপ্যতার বিষয়টি মাথায় রাখতে হয়েছে। কারণ ২০২১ সালে এসে ১৯৭১ সালের সংবাদপত্রগুলো পাওয়া খুবই কষ্টসাধ্য বিষয়।

আর এই গবেষণায় ১৯৭১ সালে ১ থেকে ১৪ মার্চ সংবাদপত্রের নমুনা নেওয়া হয়েছে বিশেষ যৌক্তিক কারণে। গবেষণার মূল ভরকেন্দ্র ৭ই মার্চের ভাষণ। কিন্তু ১ মার্চ জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত হওয়ার পর বাংলাদেশের গতিপ্রকৃতি পুরোপুরি পরিবর্তিত হয়ে যায়। হঠাৎ করেই বদলে যায় সমাজ ও রাজনৈতিক অবস্থা। এই বিবেচনায় ৭ই মার্চের ঘটনাপ্রবাহ জানতে ওইদিনের আগের এবং পরের এক সপ্তাহ (১-১৪ মার্চ ১৯৭১) সময়টা বেছে নেওয়া হয়েছে।

১.৯ গবেষণার সীমাবদ্ধতা

১. এই গবেষণার মূল নমুনা ১৯৭১ সালের সংবাদপত্র। গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় সংবাদপত্র থেকে নমুনা সংগ্রহ করতে বেশ বেগ পেতে হয়েছে। উল্লেখ্য, আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের আদেশ অনুযায়ী বাংলা একাডেমিতে সংরক্ষিত ১৯৭১ সালের বেশির ভাগ সংবাদপত্র জব্দ করা রয়েছে। বাংলা একাডেমিতে থাকা ১৯৭১ সালের সব সংবাদপত্রের নমুনা সংগ্রহ ও পড়ার সুযোগ পেলে এই গবেষণা আরও সমৃদ্ধ হতে পারত।

২. এই গবেষণায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের সাহায্য নেওয়া হয়েছে। তবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংবাদপত্রগুলো ডিজিটালাইজড ফরমেটের। অর্থাৎ ওই সময়ের সংবাদগুলো কম্পিউটারে পড়তে হয়েছে। নমুনা সংগ্রহ করতে হয়েছে ডিজিটাল ভার্সনের কপি থেকে। মূল পত্রিকা পড়ার সুযোগ ছিল না। ডিজিটালাইজড ফরমেটে নমুনা সংগ্রহ করা সংবাদপত্রগুলো ছিল: দৈনিক ইত্তেফাক, সংবাদ, দৈনিক পাকিস্তান ও পূর্বদেশ। যদি এই সংবাদপত্রগুলোর মূল কপি পড়ার সুযোগ থাকত, তাহলে গবেষণার ফলাফলে গুণগত বিশ্লেষণ আরও সমৃদ্ধ হতে পারত।

৩. বাংলা একাডেমি ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার থেকে পাওয়া সংবাদ নমুনার অনেক ক্ষেত্রেই কিছু কিছু দিনের সংবাদপত্র পাওয়া যায়নি।

৪. কয়েকদিনের নমুনা সংবাদপত্র ক্ষতিগ্রস্ত ও পড়ার অযোগ্য ছিল।

৫. কিছু নমুনা ছবির মান বিশ্লেষণযোগ্য ছিল না।

দ্বিতীয় অধ্যায়

২.১ গবেষণা পদ্ধতি

এই গবেষণাটি মূলত পরিচালিত হয়েছে দুইটি পদ্ধতিতে। যথা:

১. পরিমাণগত পদ্ধতি (Quantitative Method)

২. গুণগত পদ্ধতি (Qualitative Method)

গবেষণার প্রধান ও অন্যান্য প্রশ্নের উত্তর পেতে পরিমাণগত পদ্ধতি ব্যবহার করতে গিয়ে আধেয় বিশ্লেষণ (Content analysis) করা হয়েছে। আর গুণগত বিষয়গুলো আলোচনার জন্য সাহায্য নেওয়া হয়েছে গভীরতর সাক্ষাৎকারের (In-depth Interview)।

এই গবেষণার মূল লক্ষ্য ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান রেসকোর্স ময়দানে যে ঐতিহাসিক ভাষণ দিয়েছিলেন, তা সংবাদপত্রে কীভাবে এসেছিল তার প্রতিফলন পর্যালোচনা করা। এর জন্য সাতটি দৈনিক সংবাদপত্রকে বাছাই করা হয়েছে। এই নমুনাগুলোর মধ্যে পাঁচটি বাংলা সংবাদপত্র আর দুটি ইংরেজি। এগুলো হলো: আজাদ, দৈনিক ইত্তেফাক, দৈনিক পাকিস্তান, পূর্বদেশ, সংবাদ, The Pakistan Observer এবং The People.

১৯৭১ সালের তৎকালীন আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ই মার্চের ভাষণ সংক্রান্ত সংবাদ এই পত্রিকাগুলোয় কীভাবে প্রকাশিত হয়েছে, সেটাই আলোচ্য বিষয়। তাই সহজেই অনুমেয় এই গবেষণা মূলত ৭ই মার্চের ভাষণের তথ্য-উপাত্ত পরিমাণগত (Quantitative) ও গুণগত (Qualitative) দিক থেকে আলোচনা করা হয়েছে। যার জন্য সাহায্য নেওয়া হয়েছে আধেয় বিশ্লেষণের। এই প্রেক্ষাপটে গবেষণাটি মূলত আধেয় বিশ্লেষণ (Content analysis) পদ্ধতিভিত্তিক। কিন্তু এখানে প্রথাগত আধেয় বিশ্লেষণ পদ্ধতির (কলাম/ইঞ্চির পরিমাণ) চেয়ে এখানে অন্তর্নিহিত ডিসকোর্সকেই পর্যালোচনার মূল উপজীব্য বা আলোচনার বিষয় করা হয়েছে।

আধেয় বিশ্লেষণ

গণমাধ্যম গবেষণায় আধেয় বিশ্লেষণ একটি বহুল ব্যবহৃত পদ্ধতি। গণযোগাযোগের বিভিন্ন বিষয় যেমন: প্রচার, প্রচারণা, বিজ্ঞাপন, অনুষ্ঠানমালার বিষয়, ধারা, স্টাইল, পরিবর্তন, পঠনযোগ্যতা বা গ্রহণযোগ্যতা ইত্যাদি ক্ষেত্রে আধেয় বিশ্লেষণ পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। এ পদ্ধতিকে দলিল বা নথিনির্ভর পদ্ধতি বলা হয়ে থাকে। কারণ এখানে মূলত 'Documents' বা যোগাযোগের যাবতীয় লিখিত বিষয়ের বিশ্লেষণ করা হয় (ইসলাম, ২০১০)। এই গবেষণায় পরিমাণগত (Quantitative) ও গুণগত (Qualitative) আধেয় বিশ্লেষণ পদ্ধতিতে তথ্যসমূহ পর্যালোচনা করা হয়েছে।

মুদ্রণ, সম্প্রচার অথবা অনলাইন–এই তিন মাধ্যমের গণমাধ্যম গবেষণায় আধেয় বিশ্লেষণ খুবই জনপ্রিয় গবেষণা পদ্ধতি। এটি অধিকতর কার্যকরও বটে। গণমাধ্যমের আধেয় বিশেষ করে সংবাদ, বিজ্ঞাপন ইত্যাদির বিষয়ে গবেষণালব্ধ ফলাফল পেতে গবেষকরা এই পদ্ধতি কার্যকরভাবে ব্যবহার করে আসছেন। আধেয় বিশ্লেষণ (Content analysis) পদ্ধতি প্রথম ব্যবহার করা হয় সুইডেনে। ১৭৪৩ সালে সৃষ্টিকর্তার উদ্দেশ্যে রচিত বিশেষ এক ধরনের ধর্মীয় গানের আধেয় বিশ্লেষণে (Content analysis) পদ্ধতি ব্যবহার করে গবেষণা পরিচালিত হয়েছিল। আর আধুনিক যুগে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় এই গবেষণা পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। তাতে জার্মানির নাৎসি বাহিনী কর্তৃক অধিকৃত ইউরোপের রেডিও স্টেশনগুলোয় প্রচারিত গানের আধেয় বিশ্লেষণ করা হয় (উইমার ও ডমিনিক: ২০১১)।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর এই পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছিল মূলত প্রচারণাকেন্দ্রিক (Propaganda) গবেষণার জন্য। ১৯৫২ সালে গবেষক Bernad Berelson আধেয় বিশ্লেষণ নিয়ে 'Content Analysis in Communication Research' শিরোনামে এই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বই প্রকাশ করেন, যা আধেয় বিশ্লেষণ গবেষণা পদ্ধতিকে আরও এগিয়ে নেয়। যার পর থেকেই অর্থাৎ ১৯৫২ সালের পর থেকেই আধেয় বিশ্লেষণ একটি অত্যন্ত কার্যকর গবেষণা পদ্ধতি। বলা যায়, গণমাধ্যম গবেষণায় অন্যতম প্রধান পদ্ধতি (উইমার ও ডমিনিক : ২০১১)।

আধেয় বিশ্লেষণ গবেষণা পদ্ধতির কার্যকর সংজ্ঞা দিয়েছেন এমএইচ ওয়ালিজার (M.H. Walizer) ও পিএল ওয়েনির (PL Wienir) নামের দুই গবেষক। তাদের ভাষায় আধেয় বিশ্লেষণ গবেষণা পদ্ধতি হলো, 'Any systematic procedure devised to examine the content of recorded information.' (Walizer and Wienir:1978)

অপর আলোচিত গবেষক কে. ক্রিপেনডরফ (K. Krippendorf) এই গবেষণা পদ্ধতির আরেকটি সংজ্ঞা দিয়েছেন। তাতে তিনি বলেছেন এই পদ্ধতি হলো: 'A research technique for making replicable and valid references from data to their context'. (Krippendorf: 2004)

গভীরতর সাক্ষাৎকার

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ই মার্চের ভাষণ নিয়ে পত্রপত্রিকার আধেয় বিশ্লেষণ পদ্ধতির এই গবেষণার অন্যতম লক্ষ্য ছিল ওই সময়ে পত্রিকাগুলোর আধেয় কীভাবে নির্ধারিত হয়েছিল, সেই বিষয়গুলো সম্পর্কে জানা। সঙ্গে তথ্য বিশ্লেষণের মাধ্যমে জ্ঞান সৃষ্টি। যে লক্ষ্যে গবেষণায় ওই সময়ে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বশীল সাংবাদিকের সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে

সাক্ষৎকার নেওয়া হয়েছে একজন ইতিহাসবিদের। যারা সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে ওই সময়ের ঘটনাপ্রবাহ ও পত্রপত্রিকা তথা গণমাধ্যমের আধেয় সম্পর্কে অতি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য-উপাত্ত তুলে ধরেছেন। এই গবেষণাকে সমৃদ্ধ করেছেন। আর গবেষণা পদ্ধতির বিষয়ে এই সাক্ষাৎকার গ্রহণের ঘটনাপ্রবাহকে তাত্ত্বিক কাঠামোতে বলা হচ্ছে গভীরতর সাক্ষাৎকার (In-depth Interview) পদ্ধতি। এটি মূলত ব্যবহার করা হয় গুণগত (Qualitative) আধেয় বিশ্লেষণ পদ্ধতির ক্ষেত্রে। অর্থাৎ কোন বিষয়ে পরিমাণকে ছাপিয়ে গুণাগুণ সম্পর্কে আলোচনার ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি একান্ত অপরিহার্য ও কার্যকর।

এই পদ্ধতির কার্যকারিতা নিয়ে অনেক গবেষকই বিশেষ আলোচনা করেছেন। তাদের অন্যতম মাউরাইস পানচ (Maurice Punch). তিনি এই গবেষণা পদ্ধতির কার্যকারিত সম্পর্কে বলেছেন, গুণগত গবেষণায় তথ্য সংগ্রহের জন্য সাক্ষাৎকার একটি অন্যতম পদ্ধতি। এটি এমন একটি পদ্ধতি যার সাহায্যে মানুষের ধারণা, অর্থ, কোনো অবস্থা এবং বাস্তবতার নির্মাণ সম্পর্কে জানা যায়। কাউকে বোঝার জন্য অন্যতম একটি শক্তিশালী পদ্ধতি হলো সাক্ষাৎকার (পানচ: ১৯৯৪)। উল্লেখ্য, এই গবেষণা পদ্ধতি গভীরতর সাক্ষাৎকার (In depth Interview) পদ্ধতি নামেও সমধিক পরিচিত।

এই সাক্ষাৎকারগুলোকে গবেষণার ভাষায় In depth interview হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে। যাদের সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছে, তাঁরা হলেন: সাখাওয়াত আলী খান (সাংবাদিক, দৈনিক পাকিস্তান), তোয়াব খান (সাংবাদিক, দৈনিক পাকিস্তান), জাফর ওয়াজেদ (মহাপরিচালক, প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ), অধ্যাপক সৈয়দ আনোয়ার হোসেন (ইতিহাসবিদ), অধ্যাপক আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক (গণযোগাযোগ বিশেষজ্ঞ), আবেদ খান (সাংবাদিক, ইত্তেফাক), কামাল লোহানী (সাংবাদিক, পূর্বদেশ), এ.বি.এম মূসা (সাংবাদিক, দ্য পাকিস্তান অবজারভার), সায়মন জন ড্রিং (সাংবাদিক, দ্য ডেইলি টেলিগ্রাফ, লন্ডন), নির্মলেন্দু গুণ (সাংবাদিক, দ্য পিপল)।

২.২ গবেষণার নমুনা

নমুনা গবেষণার অন্যমত অপরিহার্য উপাদান। গবেষণায় নমুনা পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও বিশ্লেষণ করে সমগ্রক সম্পর্কে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করা যায়। গবেষণায় নমুনা হলো সমগ্রকের প্রতিনিধিত্বশীল অংশ। আর নমুনায়ন হলো প্রতিনিধিত্বশীল অংশ তুলে ধরা (চৌধুরী : ২০১৭)।

এই গবেষণায় নমুনা হিসেবে ১৯৭১ সালের মার্চের ৭টি পত্রিকার আধেয়কে নেওয়া হয়েছে। আর পরিসর নির্ধারণ করা হয়েছে ১৯৭১ সালের ১–১৪ মার্চ পর্যন্ত। নমুনাগুলো সারণিতে তুলে ধরা হলো:

সারণি	
বাছাইকৃত সংবাদপত্র ১–১৪ মার্চ ১৯৭১	
বাংলা পত্রিকা	ইংরেজি দৈনিক পত্রিকা
১. আজাদ	১. The Pakistan Observer
২. দৈনিক ইত্তেফাক	২. The People.
৩. পূর্বদেশ	
৪. দৈনিক পাকিস্তান	
৫. সংবাদ	

সারণি	
সংবাদপত্রের সম্পাদক ও প্রতিষ্ঠাতা	
পত্রিকা	সম্পাদক/ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক ও প্রতিষ্ঠাতা
১. আজাদ	মোহাম্মদ বদরুল আনাম খান (ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক) পত্রকাটির প্রতিষ্ঠাতা: মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ
২. দৈনিক ইত্তেফাক	মঈনুল হোসেন (সম্পাদক) প্রতিষ্ঠাতা: তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া
৩. দৈনিক পাকিস্তান	আবুল কালাম শামসুদ্দীন (সম্পাদক)
৪. পূর্বদেশ	মাহবুবুল হক (সম্পাদক)
৫. সংবাদ	জহুর হোসেন চৌধুরী (সম্পাদক)
6. The Pakistan Observer	আবদুস সালাম (সম্পাদক)
7. The People	আবিদুর রহমান (সম্পাদক)

আজাদ

বাংলা সংবাদপত্র। এটি একসময় খুবই প্রভাবশালী সংবাদপত্র ছিল। এর পাঠকপ্রিয়তাও ছিল বেশ। ১৯৩৬ সালের অক্টোবরে সংবাদপত্রটি প্রকাশিত হওয়া শুরু করে। শুরুতে আজাদ ছিল মুসলিম লীগ সমর্থক ও পাকিস্তান আন্দোলন সমর্থক সংবাদপত্র (ধর: ১৯৮৬)। প্রথমে সংবাদপত্রটি কলকাতা থেকে প্রকাশিত হতো। আজাদকে এক সময় বাংলা ও আসামের মুসলমানদের মুখপত্রও মনে করা হতো। এর প্রতিষ্ঠাকালীন সম্পাদক ছিলেন মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ (১৮৬৮-১৯৬৮)। সংবাদপত্রটি আকরম খাঁর

আজাদ নামেই বেশি পরিচিত। মওলানা আকরম খাঁ নিজেও ছিলেন সক্রিয় মুসলিম লীগ নেতা। ১৯৪১-১৯৫১ সাল পর্যন্ত তিনি প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সভাপতি ছিলেন। আজাদ ৮ পাতায় প্রকাশিত হতো। সংবাদপত্রটির বিখ্যাত বার্তা সম্পাদক ছিলেন মোহাম্মদ মোদাবের। ১৯৪৭ সালে দেশভাগের পর সংবাদপত্রটি কলকাতা থেকে ঢাকায় স্থানান্তরিত হওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়। কলকাতা থেকে সংবাদপত্রটির শেষ সংখ্যা প্রকাশিত হয় ১৯৪৮ সালের ১২ অক্টোবর। ঢাকার ঢাকেশ্বরী রোডের পাশে একটি প্লট লিজ নিয়ে সংবাদপত্রটির অফিস গড়ে ওঠে। সেখান থেকেই সংবাদপত্রটি নিয়মিত প্রকাশিত হতে থাকে (ধর: ১৯৮৬)। সেই সময় আজাদই ছিল পূর্ব পাকিস্তানের প্রধান সংবাদপত্র। ঢাকায় স্থানান্তরিত হওয়ার পর সংবাদপত্রটির সম্পাদক হন আবুল কালাম শামসুদ্দীন। বিভিন্ন ইস্যুতে অবস্থানের কারণে আজাদ পাকিস্তান সরকারের রোষানলে পড়ে। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে আজাদ অত্যন্ত সাহসী ভূমিকা রাখে। ২১ ফেব্রুয়ারি বিশেষ ক্রোড়পত্র প্রকাশ করে সংবাদপত্রটি। যার ব্যানার হেডলাইন ছিল 'ছাত্রদের তাজা খুনে ঢাকার রাজপথ রঞ্জিত'। যে সংখ্যাটি বাজেয়াপ্ত করে মুসলিম লীগ সরকার। এদিকে ছাত্র হত্যার প্রতিবাদে সংবাদপত্রটির সম্পাদক আবুল কালাম শামসুদ্দীন পূর্ববঙ্গ ব্যবস্থাপকের সভা থেকে পদত্যাগ করেন। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা ও উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানে সংবাদপপত্রটি বিশেষ ভূমিকা রাখে। ১৯৬৯ সালে মওলানা আকরম খাঁর মৃত্যু হলে এই সংবাদপত্রের মালিকানা নিয়ে বিরোধ তৈরি হয়। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর সংবাদপত্রটি কিছুদিন সরকারি মালিকানায় প্রকাশিত হয়েছিল। ১৯৯০ সালে সংবাদপত্রটি পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যায় (সালাম: ২০১১)।

দৈনিক ইত্তেফাক

ইত্তেফাক বাংলাদেশের ইতিহাসে অন্যতম ঐতিহ্যবাহী সংবাদপত্র। বাংলাদেশ নামক এই রাষ্ট্রের অভ্যুদয় ইতিহাসের সঙ্গে সংবাদপত্রটির নাম জড়িয়ে আছে। সংবাদপত্রটির প্রতিষ্ঠাতা মজলুম জননেতা মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী। ভাসানীর ইত্তেফাক সাপ্তাহিক পত্রিকা ছিল। তখন এর সম্পাদক ছিলেন ফজলুর রহমান খান। ১৯৫৩ সালের ২৪ ডিসেম্বর থেকে পত্রিকাটি দৈনিক হিসেবে প্রকাশিত হওয়া শুরু করে। তখন এর সম্পাদক ছিলেন তফাজ্জল হোসেন (১৯১১-১৯৬৯)। যিনি মানিক মিয়া নামেই সবার

কাছে পরিচিত ছিলেন। কালের পরিক্রমায় মানিক মিয়া আর ইত্তেফাক প্রায় সমার্থক হয়ে ওঠে। মানিক মিয়া মোসাফির নামে নিয়মিত কলাম লিখতেন। পত্রিকাটি শুরু থেকেই ছিল মুসলিম লীগবিরোধী। কাজ করত আওয়ামী লীগের সাংগাঠনিক ভিত্তি বাড়াতে। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের ঐতিহাসিক বিজয়ে বিশেষ ভূমিকা রখে ইত্তেফাক। ১৯৬৬ সালে ছয় দফা ঘোষিত হলে এই রাজনৈতিক কর্মসূচির পক্ষে অবস্থান নেয় ইত্তেফাক। যার ধারাবাহিকতায় ষাটের দশকের মাঝামাঝি থেকে পত্রিকাটি পূর্ব বাংলার স্বাধীনতাকামী মানুষের কণ্ঠস্বরে পরিণত হয়। নানা কারণে দুই দফা ইত্তেফাকের প্রকাশনা বন্ধ করেছিল সামরিক শাসক আইয়ুব খান। কয়েকবার জেল খাটেন সম্পাদক মানিক মিয়া। ১৯৬৯ সালে মানিক মিয়ার মৃত্যুর পর সংবাদপত্রটির পুরো দায়িত্ব চলে যায় তাঁর দুই ছেলের কাছে। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ কালরাত্রিতে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ইত্তেফাক সংবাদপত্র ভবন জ্বালিয়ে দেয়। এরপর ১৯৭১ সালের ২১ মে থেকে বিশেষ ব্যবস্থাপনায় পত্রিকা আবার প্রকাশিত হওয়া শুরু করে। আজও বাংলাদেশের প্রথম সারির সংবাদপত্র দৈনিক ইত্তেফাক (সালাম: ২০১১)।

দৈনিক পূর্বদেশ

১৯৫৬ সালে ফেনী থেকে প্রাকাশিত হয়েছিল সাপ্তাহিক 'পল্লীবার্তা'। ১৯৬২ সালে প্রভাবশালী মুসলিম লীগ নেতা হামিদুল হক চৌধুরী 'পল্লীবার্তা'কে অবজারভার গ্রুপের অন্তর্ভুক্ত করে নেন। এরপর অবজারভার গ্রুপ থেকে 'পল্লীবার্তা' প্রকাশিত হতে থাকে। এ সময় 'পল্লীবার্তা' খুব পাঠকপ্রিয় হয়ে ওঠে। আইয়ুবের স্বৈরশাসনের বিরোধী অবস্থান ছিল সংবাদপত্রটির। ১৯৬২ সালের ১৪ আগস্ট 'পল্লীবার্তা' 'পূর্বদেশ' নামে পরিবর্তিত হয়। আর ১৯৬৯ সালের ১৪ আগস্ট সাপ্তাহিক পূর্বদেশ পরিবর্তিত হয়ে দৈনিক সংবাদপত্র হিসেবে প্রকাশ হওয়া শুরু করে। তখন সংবাদপত্রটির সম্পাদক ছিলেন মাহবুবুল হক। মাহবুবুল হক খুব গুণী মানুষ ছিলেন। কিন্তু পূর্বদেশের মালিক হামিদুল হক চৌধুরী ও বঙ্গবন্ধুবিদ্বেষের কারণে তিনি রাজনৈতিক মঞ্চে পাকিস্তানি হানাদারদের সহযোগী হয়ে উঠেন। ১৯৭১ সালে মার্চের উত্তাল দিনগুলোয় এই সংবাদপত্র অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে সংবাদ প্রকাশ করে। শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ই মার্চের ভাষণ নিয়ে এই সংবাদপত্র গুরুত্ব সহকারে সংবাদ প্রকাশ করেছিল। ২৬ মার্চ এই সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়নি। তবে ৩০ মার্চ থেকে এটি আবার প্রকাশিত হওয়া শুরু করে (ধর: ১৯৮৬)।

মুক্তিযুদ্ধের নয় মাস সংবাদপত্রটি পাক সেনাদের নির্দেশমতো সংবাদ প্রকাশ করে। বর্ষীয়ান সাংবাদিক ও সাংস্কৃতিক কর্মী কামাল লোহানী এই সংবাদপত্রে দীর্ঘদিন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছেন। ১৯৭১ সালে এই সংবাদপত্রের সম্পাদক ছিলেন মাহবুবুল হক (সালাম: ২০১১)।

দৈনিক পাকিস্তান (দৈনিক বাংলা)

প্রতিষ্ঠাকালীন এই পত্রিকার নাম ছিল দৈনিক পাকিস্তান। পাকিস্তান আমলে এই পত্রিকা ছিল পাকিস্তান প্রেস ট্রাস্টের মালিকানাধীন। স্বাধীনতার পর পত্রিকাটির নাম হয় দৈনিক বাংলা। এই সংবাদপত্রটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৬৪ সালের ৬ নভেম্বর। সম্পাদক ছিলেন আবুল কালাম শামসুদ্দীন। বার্তা সম্পাদক ছিলেন মোজাম্মেল হক। প্রধান প্রতিবেদক হিসেবে দায়িত্ব নিয়েছিলেন আলী আশরাফ। চিফ সাব-এডিটর ছিলেন তোয়াব খান। আইয়ুববিরোধী আন্দোলনের সময় এই সংবাদপত্রটি অনেকটা নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করে। ১৯৭১ সালের ১ মার্চ থেকে শুরু হওয়া অসহযোগ আন্দোলনের খবরাখবরও সংবাদপত্রটি গুরুত্ব সহকারে প্রকাশ করে। আন্দোলন-সংগ্রামের অনেক ছবি সংবাদপত্রটিতে অধিক গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশিত হতো। কিন্তু ২৫ মার্চের ক্র্যাকডাউনের পর পরিস্থিতি পালটে যায়। এরপর ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত সংবাদপত্রটি পাক জান্তা সরকারের মুখপত্র হিসেবে দায়িত্ব পালন করে (হায়দার: ২০১৭)। দেশ স্বাধীন হওয়া কয়েকদিন পর সংবাদপত্রটি আবার প্রকাশিত হওয়া শুরু করে। পরিবর্তিত নাম হয় দৈনিক বাংলাদেশ, পরে দৈনিক বাংলা। পত্রিকাটি প্রকাশিত হতো মতিঝিল থেকে। এই পত্রিকা অফিসকে কেন্দ্র করেই বাইতুল মোকাররম জাতীয় মসজিদের পূর্ব পাশের এলাকার নাম হয়েছে দৈনিক বাংলা মোড় (হায়দার: ২০১৭)।

সংবাদ

বাংলাদেশের অন্যতম পুরোনো ও প্রথম সারির সংবাদপত্র। অন্যতম প্রগতিশীল বাংলা দৈনিক। যদিও শুরুর দিকে এর চরিত্র আলাদা ছিল। সংবাদপত্রটি যাত্রা শুরু করে ১৯৫১ সালে। এর সম্পাদক ছিলেন খায়রুল

কবির। তিনি বার্তা সংস্থা এপিপির প্রভাবশালী সংবাদকর্মী ছিলেন। বংশাল এলাকায় ছিল এর প্রথম অফিস। সংবাদপত্রটির পৃষ্ঠা ছিল ৬টি, বিক্রি হতো ২ আনা পয়সায়। যাত্রা শুরু ভালোভবে হলেও পরবর্তীতে এই সংবাদপত্রকে কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়। সংবাদপত্রটি অর্থ সংকটে পড়ে। পরে কিছু দিনের জন্য সংবাদপত্রটি মুসলিম লীগের মুখপত্রে পরিণত হয় (সালাম: ২০১১)। এ সময় সংবাদপত্রটির মালিকানা ছিল মুসলিম লীগ নেতা নুরুল আমিনের। যে কারণেই ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি ভাষার প্রশ্নে ছাত্রদের ওপর গুলিবর্ষণের ঘটনা বেশ নেতিবাচকভাবে প্রকাশ করে সংবাদ। এতে বিক্ষুব্ধ জনতা ২২ ফেব্রুয়ারি সংবাদপত্রটির অফিস পুড়িয়ে দেয়। এ সময় নেতিবাচক সংবাদ প্রচারের জন্য বিক্ষুব্ধ ছাত্র-জনতা মর্নিং নিউজ-এর অফিসও পুড়িয়েছিল। ১৯৫৪ সালে পত্রিকাটির মালিকানা পরিবর্তিত হয় (ধর: ১৯৮৬)। এতে সংবাদপত্রটি মুসলিম লীগের প্রভাবমুক্ত হয়। এরপর থেকেই সংবাদ বাংলার মানুষের প্রত্যেকটি গণ-আন্দোলনে বিশেষ সংবেদনশীল ভূমিকা রাখতে শুরু করে। বস্তুনিষ্ঠতা বজায় রাখার সঙ্গে সঙ্গে সংবাদপত্রটি স্বাধীকার আন্দোলনের অন্যতম মুখপত্রে পরিণত হয়। ১৯৭১ সালে ২৮ মার্চ সংবাদ অফিস পুড়িয়ে দেয় পাক সেনারা। ওই আগুনে পুড়ে মারা যান মানসিক ভারসাম্য হারানো প্রতিভাধর সংবাদিক শহীদ সাবের (ধর: ১৯৮৬)। এই সংবাদপত্রে কাজ করেছেন জহুর আহমেদ চৌধুরী, আহমাদুল কবীর, বজলুর রহমান ও পিআইবির সাবেক মহাপরিচালক শাহ আলমগীরসহ আরও অনেক গুণী ও দেশবরেণ্য সাংবাদিক।

The Pakistan Observer (The Bangladesh Observer)

পাকিস্তান আমলে সংবাদপত্রটির নাম ছিল The Pakistan Observer. দেশ স্বাধীন হওয়ার পর নাম হয় The Bangladesh Observer. এটি বাংলাদেশের অন্যতম ঐতিহ্যবাহী সংবাদপত্র। নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে পত্রিকাটি আজও টিকে আছে। দ্য বাংলাদেশ অবজারভার বাংলাদেশের প্রাচীনতম ইংরেজি দৈনিক পত্রিকা। ১৯৪৯ সালের ১১ মার্চ পত্রিকাটি প্রকাশিত হওয়ার সময় নাম ছিল পাকিস্তান অবজারভার। প্রকাশক ছিলেন মুসলিম লীগ নেতা, প্রাদেশিক পরিষদের তৎকালীন মন্ত্রী হামিদুল হক চৌধুরী। ১৯৫৪ সালে সংবাদপত্রটি দ্য পাকিস্তান অবজারভার নামে প্রকাশিত হতে থাকে। ষাটের দশকে Observer বেশ ইতিবাচক ভূমিকা রাখে। উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের সময়ও বাঙালির বিভিন্ন আন্দোলন-সংগ্রামের পক্ষেই অবস্থান ছিল সংবাদপত্রটির। কিন্তু ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চের ক্র্যাকডাউনের পর The Pakistan Observer পাক সেনাবাহিনীর পক্ষে

প্রচারণা চালায়। শুধু তা-ই নয়, মুক্তিযুদ্ধের ৯ মাস এই সংবাদপত্রটির অফিস আলবদর ও রাজাকারদের অন্যতম ঘাঁটি ছিল। পাক সেনা কর্মকর্তারাও এই অফিসে আড্ডা দিতো। স্বাধীনতার পর পত্রিকাটি ১৯৭১ সালের ১৮ ডিসেম্বর প্রকাশিত হয়, তখন এর নাম ছিল The Observer. ২৩ ডিসেম্বর থেকে পত্রিকাটি The Bangladesh Observer নামে প্রকাশিত হতে থাকে। পত্রিকাটির সম্পাদক হামিদুল হক চৌধুরী ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধের সরাসরি বিরোধিতা করেছিলেন। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর তিনি পাকিস্তান চলে যান। তার নাগরিকত্বও বাতিল করা হয়। ১৯৭২ সালে সংবাদপত্রটির সম্পাদক নিয়োজিত হন ওবায়েদ-উল-হক। ৩৩, টয়েনবি রোড থেকে প্রকাশিত হতো সংবাদপত্রটি (সালাম: ২০১১)।

The People

ইংরেজি সংবাদপত্র। ১৯৭১ সালে এই সংবাদপত্রটি বাংলাদেশের স্বাধীনতাসংগ্রামে সক্রিয় ও ইতিবাচক ভূমিকা রাখে। আর যে কারণে পাক সামরিক জান্তার ২৫ মার্চের ধ্বংসযজ্ঞ পরিচালনায় অন্যতম লক্ষ্যবস্তু ছিল এই সংবাদপত্রটি। ২৫ মার্চ কালরাত্রিতে পত্রিকাটির প্রায় সব কর্মকর্তা-কর্মচারীই পত্রিকা অফিসে অবস্থান করছিলেন। তারা পরের দিনের জন্য সংবাদপত্র প্রস্তুত করছিলেন। ২৬ মার্চ প্রকাশ হতে যাওয়া সংবাদপত্রের প্রধান শিরোনাম নির্ধারিত হয়েছিল 'Remain Prepared for Supreme Sacrifice'। যদিও তা প্রকাশিত হতে পারেনি। কারণ অপারেশন সার্চলাইট শুরুর কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই পেট্রোল বোমা আর গোলার আঘাতে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয় পত্রিকাটির পরীবাগের অফিস। ঘটনাস্থলেই নিহত হন ছয় জন কর্মচারী (ধর: ১৯৮৬)। ১৯৭১ সালে এই সংবাদপত্রটির সম্পাদক ছিলেন আবিদুর রহমান। দ্য পিপল অসহযোগ আন্দোলনের দিনগুলোয়ও বিশেষ ভূমিকা রেখেছিল। ওই সময় সংবাদপত্রটি অনেক সাহসী কার্টুন প্রকাশ করে। সঙ্গে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীকে সংবাদপত্রটি আখ্যায়িত করেছিল 'অকুপেশন আর্মি' হিসেবে। ওই সময় এই দৈনিকটি বাংলাদেশে কর্মরত বিদেশি কূটনীতিক ও অন্য ভিনদেশি সাংবাদিকদের কাছে খুবই কাঙ্ক্ষিত ছিল (ধর: ১৯৮৬)। এই সংবাদপত্রে কাজ করতেন গুণী সাংবাদিক আনোয়ার জাহিদ। ১৯৭১ সালে দ্য পিপল হাউসের একটি সাপ্তাহিক প্রকাশনা ছিল। সাপ্তাহিকটির নাম ছিল 'গণবাংলা'। আনোয়ার জাহিদ 'গণবাংলা'র মূল দায়িত্বে ছিলেন। দ্য পিপল সংবাদপত্রে কাজ করার সুবাদে 'গণবাংলা'য় লেখালেখি করতেন দেশবরেণ্য সাহিত্যিক কবি নির্মলেন্দু গুণ।

প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি) থেকে প্রকাশিত 'সংবাদপত্রে মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা' (২০১৩) বইয়ের তথ্যে জানা যায়, ১৯৪৭ থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত সময়ে বাংলাদেশে (পূর্ব পাকিস্তান) ২৩টি সংবাদপত্র প্রকাশিত হতো। যেগুলোর মধ্যে গবেষণায় নমুনাভুক্ত সংবাদপত্রগুলো অন্যতম। ১৯৭১ সালে এই সংবাদপত্রগুলো ছিল প্রথম সারির, পাঠকপ্রিয় ও প্রভাববিস্তারকারী সংবাদপত্র। সেই বিবেচনায়ই এই ৭টি সংবাদপত্রকে বাছাই করা হয়েছে।

এই গবেষণায় নমুনা হিসেবে ৭ই মার্চের ভাষণ সংক্রান্ত সংবাদ বা ওই সময়ে সাংবাদিকতার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, সেরকম কয়েকজন জ্যেষ্ঠ সাংবাদিকের গভীরতর সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে শেখ মুজিবুর রহমানের ওই ভাষণ নিয়ে সার্বিক দিক বিশ্লেষণের জন্য একজন গণমাধ্যমবিষয়ক অভিজ্ঞ শিক্ষাবিদের সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছে। আর ঐতিহাসিক দিকগুলোর বিষয়ে খুঁটিনাটি জানতে সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছে একজন ইতিহাসবিদের।

গভীরতর সাক্ষাৎকারের তালিকা (In-depth Interview)	
নাম	**কর্মময় জীবন/পরিচয়/সংশ্লিষ্টতা**
১. অধ্যাপক ড. সাখাওয়াত আলী খান	সাংবাদিক, দৈনিক পাকিস্তান
২. তোয়াব খান	সাংবাদিক, দৈনিক পাকিস্তান
৩. অধ্যাপক সৈয়দ আনোয়ার হোসেন	ইতিহাসবিদ, গবেষক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
৪. অধ্যাপক আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক	গণযোগাযোগ বিশেষজ্ঞ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
৫. আবেদ খান	সাংবাদিক, ইত্তেফাক
৬. কামাল লোহানী	সাংবাদিক, পূর্বদেশ
৭. এ বি এম মূসা	সাংবাদিক, দ্য পাকিস্তান অবজারভার
৮. নির্মলেন্দু গুণ	সাংবাদিক, দ্য পিপল
৯. সায়মন জন ড্রিং	সাংবাদিক, দ্য ডেইলি টেলিগ্রাফ (লন্ডন)
১০. জাফর ওয়াজেদ	মহাপরিচালক, প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)

উল্লেখ্য, দ্য পাকিস্তান অবজারভারের সাংবাদিক এ বি এম মূসা ২০১৪ সালে পরলোক গমন করেছেন। ২০১৩ সালের মার্চে মোহাম্মদপুরের বাড়িতে গবেষককে এ বি এম মূসা ৭ই মার্চের ভাষণ নিয়ে একটি বিস্তারিত সাক্ষাৎকার দিয়েছিলেন। সেই সাক্ষাৎকারে বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ ও বঙ্গবন্ধুর জীবনে বেগম মুজিবের বিভিন্ন ভূমিকা নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য তুলে ধরেছিলেন। প্রাসঙ্গিক বিবেচনায় সেই সাক্ষাৎকারের কিছু তথ্য এই গবেষণায় ব্যবহার করা হয়েছে।

এই গবেষণায় সার্বিক অর্থে ১০ জন সাক্ষাৎকারদাতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিয়েছেন। যা শুধু এই গবেষণার জন্য নয়, বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসেও খুবই গুরুত্বপূর্ণ তথ্য। এই সাক্ষাৎকারগুলোর মধ্যে অন্যতম প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)-এর মহাপরিচালক জাফর ওয়াজেদের সাক্ষাৎকারটি। তিনি দীর্ঘ সময় ধরে একাধিক দিন গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিয়েছেন। যেসব তথ্য খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। বিশেষ গুরুত্ব বিবেচনায় প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)-এর মহাপরিচালক জাফর ওয়াজেদের সাক্ষাৎকারটি পরিশিষ্ট অংশে যুক্ত করা হয়েছে।

২.৩ গবেষণার তাত্ত্বিক কাঠামো

গণমাধ্যমের দৃশ্যমান লক্ষ্য–তথ্য জানিয়ে মানবকল্যাণ নিশ্চিত করা। সমাজের শৃঙ্খলা বজায় রেখে মানুষকে শিক্ষিত ও ইতিবাচক কাজে প্রভাবিত করা। তবে গণমাধ্যম এক সরল সমীকরণে চলে না। গণমাধ্যমের নিজস্ব লক্ষ্য থাকে। গণমাধ্যম অনেক সময় জনমত তৈরিতে কাজ করে। আবার গণমাধ্যম 'সম্মতি তৈরি' করে নেয়। একই সঙ্গে গণমাধ্যম 'জনতার মন নিয়ন্ত্রণ' করতে আধেয় তৈরি করে থাকে (চমস্কি: ২০১৬)।

নোয়াম চমস্কির এই প্রভাবিতকরণ, সম্মতি তৈরি ও জনতার মন নিয়ন্ত্রণের জন্য গণমাধ্যমের আধেয় তৈরি তাৎপর্যপূর্ণ একটি বিষয়। যে ক্ষেত্রে আলোচ্যসূচি নির্ধারণ তত্ত্ব (Agenda-setting theory) একটি গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব। যার মাধ্যমে আধেয়ের নানা দিক নির্ধারিত হয়। গবেষণায় এই তত্ত্বটি কার্যকরভাবে এসেছে। আর বিভিন্ন বিষয় ভিন্ন ভিন্ন আঙ্গিক থেকে ব্যবহারের জন্য আলোচনা করা হয়েছে ডিসকোর্স বিশ্লেষণ তত্ত্ব (Discourse analysis Theory).

মানুষের জানার আগ্রহ আর কৌতূহল চিরন্তন। মানুষ স্বভাবতই কোনো কিছু জানতে চায়। আর মানুষের এই জানার আগ্রহ প্রশমন করে গণমাধ্যম। বিশেষ করে সংবাদপত্র, বেতার বা টেলিভিশন। সভ্যতার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে গণমাধ্যমের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক আরও নিবিড়; কিছু কিছু ক্ষেত্রে আরও জটিল হয়েছে। আর যে কারণেই এখন গণমাধ্যমের সঙ্গে ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রের আন্তঃসম্পর্ক হয়েছে আরও বহুমুখী। আর এ কারণেই বিভিন্ন ঘটনার গণমাধ্যমে প্রতিফলন, গণমাধ্যমের আধেয়, আধেয় তৈরির প্রেক্ষাপট, সঙ্গে আধেয়ের বিষয়ে পাঠক বা শ্রোতা-দর্শকের প্রতিক্রিয়া (Feedbcak) নিয়ে নানা আলোচনা গণমাধ্যম গবেষণার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সেই প্রেক্ষাপটে অবধারিতভাবে সামনে চলে আসে ডিসকোর্স বিশ্লেষণের বিষয়টি (Discourse analysis)।

এই গবেষণায় মূলত দুইটি তাত্ত্বিক কাঠামোর আলোকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। যথা:

- আলোচ্যসূচি নির্ধারণ তত্ত্ব (Agenda-setting theory)
- ডিসকোর্স বিশ্লেষণ তত্ত্ব (Discourse analysis Theory)

আলোচ্যসূচি নির্ধারণ তত্ত্ব

গণমাধ্যম গবেষণায় আলোচ্যসূচি নির্ধারণ তত্ত্ব (Agenda-setting theory) একটি বহুল আলোচিত তত্ত্ব। গণমাধ্যম কাঙ্ক্ষিত চরিত্র বিবেচনায় স্বাধীন। কিন্তু গণমাধ্যমে কোন তথ্য কীভাবে সম্প্রচার বা প্রচার-প্রকাশ হবে, সেই বিষয়গুলোও অনেক কিছুর ওপর নির্ভর করে, যা মূলত আলোচিত হয় আলোচ্যসূচি নির্ধারণ তত্ত্বে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ই মার্চের ভাষণ নিয়ে এই গবেষণায় এই তত্ত্বটি বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক। এই তত্ত্বের মূল বক্তব্যের ভিত্তিতে গবেষণাটি আলোচিত হয়েছে। কারণ ১–১৪ মার্চ গণ-আন্দোলনের উত্তাল সময়ে পত্রপত্রিকার আধেয় কী হবে, তা নির্ধারিত হয়েছে আলোচ্যসূচি নির্ধারণ তত্ত্বের মাধ্যমে। প্রত্যেকটি সংবাদপত্রের নিজস্ব নীতিমালা থাকে, যা অনুযায়ী ওই পত্রিকা তার কাভারেজ নির্ধারণ করে থাকে। আর থাকে পারিপার্শ্বিক চাপ। ১৯৭১ সালে ছিল পাকিস্তান সেনা কর্তৃপক্ষের চাপ। যদিও ১ মার্চ ১৯৭১ সালের পর থেকেই সেই চাপ উপেক্ষা করেছে সংবাদপত্রগুলো। যার প্রতিফলন পাওয়া যায় সংবাদপত্রে।

গণমাধ্যমের এজেন্ডা-সেটিং তত্ত্ব সম্পর্কে বিস্তারিত ধারণা পাওয়া যায় ম্যাক্সওয়েল ম্যাককমবস ও ডোনাল্ড শ' (Maxwell E. MacCombs and Donald L. Shaw)-এর আলোচনায়। তাঁরা গণমাধ্যমের সেই সামর্থ্যের প্রতি আলোকপাত করেছেন, যার মাধ্যমে সুনির্দিষ্ট বিষয় সম্পর্কে গণমাধ্যম সরাসরি দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং বিষয়টিকে গণ-আলোচনার জন্য অপরিহার্য করে তুলতে পারেন। এই ধারণার মূল প্রেক্ষাপট হলো, সমাজ ও সমাজের মানুষ কী নিয়ে ভাববে, কী চিন্তা করবে এবং কীভাবে ভাববে, তা ঠিক করে দেয় গণমাধ্যম। অবশ্য ম্যাককমস ও শ'র অনেক আগেই ওয়ালটার লিপম্যান (১৯৯২) বিষয়টি তুলে ধরেছিলেন। তিনি মনে করেন, পৃথিবী সম্পর্কে আমাদের যে সম্যক ধারণা, এর ভিত্তি মূলত গণমাধ্যম। অর্থাৎ গণমাধ্যম যে বিষয়গুলোকে প্রণিধানযোগ্য করে তুলে ধরে, সে বিষয়গুলোই আমাদের মানসপটে ঘুরপাক খেতে থাকে এবং এর ভিত্তিতেই আমাদের মানসপটের বহিঃপ্রকাশ গড়ে উঠে। তিনি বলেছেন:

> 'What we, know about the world is largely based on what the media decide to tell us. More specifically, the result of this mediated view of the world is that the priorities of the media strongly influence the priorities of public. Elements prominent on the media agenda become prominent in the public mind.' (Severin, Tankard: 1988)

তিনি মনে করেন, আমাদের মানসপটে এই চিত্র ঠিক করে দেওয়ার ভূমিকাই গণমাধ্যমের এজেন্ডা-সেটিং ধারণার পথিকৃৎ।

যদিও গণমাধ্যমের এজেন্ডা-সেটিংয়ের ধারণাটির গোড়াপত্তনের সঙ্গে রাজনৈতিক প্রচারের বিষয়টি জড়িত; কিন্তু গণমাধ্যম পণ্ডিতরা সাধারণভাবে

একমত যে, গণমাধ্যম দৃষ্টি দেয় এমন যে কোনো জনসম্পৃক্ত বিষয়ে এটি ব্যবহৃত হতে পারে। বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে উঠে ম্যাককুয়েলসের বক্তব্যে, 'The core idea is that the news media indicate to the public what the main issues of the day are and this is reflected in what the public perceives as the main issues.' উন্নয়নের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো নিয়ে তথ্য প্রচার ও আলোচনার জন্য গণমাধ্যম এজেন্ডা নির্ধারণ করে জনসচেতনতা তৈরির মাধ্যমে উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার পেছনে ভূমিকা পালন করতে পারে।

আলোচ্যসূচি নির্ধারণের ক্ষেত্রে গণমাধ্যম কিছু কৌশল অবলম্বন করে। যথা:

*** দ্বাররক্ষণ**

গণমাধ্যমে দ্বাররক্ষণ (Gate Keeping) বলতে আধেয় নিয়ন্ত্রণের প্রক্রিয়াকে বোঝায়। প্রতিদিন আমাদের চারপাশে অনেক ঘটনা ঘটে। কিন্তু সব সংবাদ আসে না। অসংখ্য ঘটনার মধ্য থেকে নির্বাচিত কিছু সংবাদ গণমাধ্যমে প্রচার বা প্রকাশিত হয়। গণমাধ্যমে কোন আধেয় প্রকাশিত হবে, আর কোন আধেয় প্রকাশিত হবে না, তা পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ করেন দ্বাররক্ষকরা। গণমাধ্যমে সংবাদের প্রবাহ নিয়ন্ত্রণের এটা গেল একটা দিক। এছাড়া গণমাধ্যম থেকে কখনোই অপরিশোধিত তথ্য পাওয়া যায় না। অনেক পরিশোধনের মাধ্যমে তা পাঠক ও দর্শক-শ্রোতার কাছে আসে। সংবাদ বাছাই বা পরিশোধনের কাজটি নিয়ন্ত্রণ করেন গণমাধ্যমের উচ্চপর্যায়ের সাংবাদিক বা নীতিনির্ধারকরা। এক্ষেত্রে গণমাধ্যমের নিজস্ব নীতিমালা, ব্যবসায়িক স্বার্থ, চাপ প্রয়োগকারী গোষ্ঠী ইত্যাদি বিষয় বিবেচনা করা হয়। গণমাধ্যম তার আদর্শ, বিশ্বাস, ব্যাবসায়িক দৃষ্টিভঙ্গি ইত্যাদির আলোকে দ্বাররক্ষকের কাজটি করে।

*** ছাঁচিকরণ**

গণমাধ্যমে কিছু সংবাদ বেশ ফলাও করে প্রচার করা হয়। আর কিছু সংবাদ খুব সাদামাটাভাবে উপস্থাপিত হয়। অসংখ্য সংবাদের ভিড়ে ভিন্ন ভিন্ন ট্রিটমেন্টের মাধ্যমে গণমাধ্যম কোনো ইস্যুকে গুরুত্বপূর্ণ করে তোলে, আর কোনো কোনো ইস্যুকে কম গুরুত্ব দিয়ে উপস্থাপন করে। এভাবে গণমাধ্যম অডিয়েন্সকে বলে দেয়, কোন বিষয়টা তাঁদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। আলোচ্যসূচি নির্ধারণের ক্ষেত্রে গণমাধ্যমের এ ধরনের কার্যাবলিকে ছাঁচিকরণ (Priming) বলা হয়।

*** কাঠামোকরণ**

অনেক সময় লক্ষ করা যায়, এক একটি গণমাধ্যমে ভিন্নভাবে উপস্থাপন করা হয়। কোনো ঘটনা বা ইস্যুকে কোনো বিশেষ আঙ্গিকে উপস্থাপন করার কৌশলকে কাঠামোকরণ (Framing) বলে। যোগাযোগ গবেষক টোড গিটলিন কাঠামোকরণ সম্পর্কে বলেছেন:

> 'Frames are principles of selection, emphasis and presentation composed of little tact theories about what exists, what happens, and what matters.' (Gitlin: 1980)

আলোচ্যসূচি নির্ধারিত হওয়া উচিত গণমানুষের কল্যাণে, গণতন্ত্রের ভিতকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে। আলোচ্যসূচি নির্ধারণ গণমাধ্যমের এক বিশাল শক্তির উৎস । গণমাধ্যম যদি এ শক্তির অপব্যবহার না করে দেশ ও জাতির কথা ভেবে কাজ করে, তবেই গণমাধ্যম হয়ে উঠতে পারে গণমানুষের মাধ্যম (হায়দার ও সামিন: ২০১৪)।

গণমাধ্যমের আলোচ্যসূচি ও গণমানুষের আলোচ্যসূচি মিথস্ক্রিয়ার প্রেক্ষাপট

গণযোগাযোগ তাত্ত্বিক ম্যাককমস ও শ'-এর মতে, গণমাধ্যমের আলোচ্যসূচি বা সংবাদ গণমানুষের আলোচনার বিষয়বস্তু নির্ধারণ করে। এই বিষয়টি একদিক থেকে ঠিক। তবে এই গবেষণার আধেয় বিশ্লেষণ করতে গিয়ে দেখা গেছে, অনেক সময় জনগণের আলোচ্যসূচি সংবাদমাধ্যমের এজেন্ডায় পরিণত হয়েছে। এক্ষেত্রে সংবাদমাধ্যম তার মালিকানার চাপ ও অন্যান্য চাপকে পাশ কাটিয়ে আধেয় উপস্থাপন করেছে গণআন্দোলন বা গণমানুষের চাহিদা অনুযায়ী।

যেমন, এই গবেষণার নমুনার সাতটি সংবাদপত্রের মধ্যে কয়েকটির মালিকানা ছিল পাকিস্তানপন্থি রাজনীতিবিদদের। যে সংবাদপত্রগুলো প্রবলভাবে বাঙালির স্বায়ত্তশাসনের দাবির বিরোধী ছিল। মালিকদের আনুগত্য ছিল নিপীড়ক কর্তৃত্ববাদী পাকিস্তানি সেনা শাসকদের প্রতি। কিন্তু ১ মার্চ ১৯৭১ সালের পর দেখা গেছে এই শ্রেণির সংবাদপত্রেও অত্যন্ত সাহসী ও বাংলাদেশের স্বাধীনতার পক্ষে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে। আর অবধারিতভাবেই সংবাদপত্রের মূল আধেয় ছিল শেখ মুজিবুর রহমানকেন্দ্রিক। যিনি তখন নিরঙ্কুশভাবে ভোটে জিতে বাঙালি জাতির মুক্তির কণ্ঠস্বরে পরিণত হয়েছেন।

ডিসকোর্স বিশ্লেষণ তত্ত্ব

ডিসকোর্স (Discourse) প্রত্যয়টি ভাষাতত্ত্ব ও সামাজিক বিজ্ঞানে নানাভাবে ব্যবহৃত হয় (জিলেসপি, ২০০৬)। ডিসকোর্স শব্দটি ল্যাটিন শব্দ 'ডিসকার্সাস' থেকে এসেছে। যার অর্থ কথোপকথন বা বক্তব্য (ক্রিস্টাল,

১৯৯২)। একটি নির্দিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সামাজিক নানা অনুশীলনকে যেভাবে ভাষার মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয়, সেটিই হচ্ছে ডিসকোর্স (ফেয়ারক্লফ, ১৯৯৫)। মিশেল ফুকোর (Michel Foucault) ভাষায়, ডিসকোর্স হলো একগুচ্ছ বক্তব্য, যা আলোচনা করার ভাষা তৈরি করে জ্ঞানকে রিপ্রেজেন্ট করার উপায় বলে দেয়। তিনি আরও বলেন, ডিসকোর্স আলোচ্যবস্তু নির্মাণ করে। একটা আলোচ্যবস্তু যে উপায়ে অর্থপূর্ণভাবে আলোচিত হয় এবং যৌক্তিক হয়ে উঠে, তা পরিচালনা করে ডিসকোর্স (হল, ১৯৯৭)। মিশেল ফুকো এই বিষয়ে আরও বলেন, ক্ষমতা শক্তিশালী ও উৎপাদনশীল। ডিসকোর্স বিষয়টি চিন্তা ও কাজের নিশ্চিত উপায়ের কথা বলে। আমরা অনেকেই চিন্তা করি ক্ষমতা একদিক থেকেই প্রবহমান। উপর থেকে নিচ। একটা নির্দিষ্ট উৎস সরকার, রাষ্ট্র, শাসকশ্রেণি ইত্যাদি থেকে ক্ষমতা প্রবাহিত হয়। ফুকো উল্লেখ করেছেন, ক্ষমতা শেকল আকারে কাজ করে না। ক্ষমতা ছড়িয়ে পড়ে। এটি একটি নাম, যা একটি বিশেষ সমাজে একটি জটিল কৌশলগত পরিস্থিতিতে একজন আরোপ করে। ফুকো ফোর্স রিলেশনকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি উল্লেখ করেন, ক্ষমতা হলো ফোর্স রিলেশনের ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা একটি চলমান প্রক্রিয়া। এর মাধ্যমে সমাজে বৈষম্য সৃষ্টি হয় (ফুকো, ১৯৮০)। এই গবেষণায় ডিসকোর্স তত্ত্বের (Discourse analysis Theory) আলোকে খুঁজে বের করার চেষ্টা করা হয়েছে ১৯৭১ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ই মার্চের সংবাদ কীভাবে প্রকাশ করা হয়েছে। এছাড়া ১–১৪ মার্চ ১৯৭১ সময়ে পাকিস্তানি রাষ্ট্রকাঠামোর অধীনে কীভাবে বাংলার অবিসংবাদিত নেতা শেখ মুজিবুর রহমান ও চলমান আন্দোলন-সংগ্রামকেন্দ্রিক সংবাদ প্রকাশ করা হয়েছে, সেই বিষয়টিও আলোচনায় এসেছে। এখানে গবেষণার তিনটি বিষয়কে ডিসকোর্স তত্ত্বের ভিত্তিতে পর্যালোচনা করা হয়েছে। যথা: (ক) ৭ই মার্চের ভাষণ, (খ) সংবাদপত্রে ভাষণের প্রতিফলন এবং (গ) গভীরতর সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে ভাষণ ও সংবাদের প্রতিফলন পর্যালোচনা।

ক. ৭ই মার্চের ভাষণ: একটি ঐতিহাসিক ঘটনা। রাজনৈতিক কর্মসূচি। এই ভাষণের মাধ্যমেই বাংলাদেশের স্বাধীনতার চূড়ান্ত দিকনির্দেশনা দেওয়া হয়েছিল। এই ভাষণের মাধ্যমেই ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তুলে চূড়ান্ত সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত করেছিলেন শেখ মুজিবুর রহমান। গবেষণায় এই ভাষণের নানা দিক গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ ও ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

খ. সংবাদপত্রে ভাষণের প্রতিফলন: ১৯৭১ সালে সংবাদপত্র ছিল অন্যতম প্রভাবশালী গণমাধ্যম। এই মাধ্যমে প্রতিফলিত হয়েছিল অসহযোগ আন্দোলন এবং শেখ মুজিবুর রহমানের স্বাধীনতাসংগ্রামের নানা ঘটনাপ্রবাহ। ওই সময়

সংবাদপত্রগুলো অত্যন্ত প্রতিকূল পরিবেশে অসহযোগ আন্দোলন এবং শেখ মুজিবুর রহমান সংক্রান্ত সংবাদ প্রকাশ করে।

গ. গভীরতর সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে ভাষণ ও সংবাদের প্রতিফলন পর্যালোচনা: ৭ই মার্চের ভাষণের বিভিন্ন দিক রয়েছে, যা গভীরতর সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে আলোচিত হয়েছে। এর মাধ্যমে সামনে এসেছে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি, জ্ঞান ও পর্যালোচনা।

তৃতীয় অধ্যায়

৩.১ প্রাসঙ্গিক সাহিত্য পর্যালোচনা

১৯৭১ সালের ৭ই মার্চের ভাষণের আধেয় নিয়ে সরাসরি বড়ো পরিসরে কোনো গবেষণা পরিচালিত হয়নি। তবে ঐতিহাসিক এই ঘটনাপ্রবাহটি সংবাদপত্র, সংবাদপত্রের ইতিহাস ও রাজনৈতিক ইতিহাস গ্রন্থ, নানা নিবন্ধ-প্রবন্ধে, সাহিত্যে (কবিতা-গল্প-উপন্যাস) বারবার ভিন্ন ভিন্ন আঙ্গিকে এসেছে। এছাড়া এখনো নানা ইস্যুতে এই ভাষণ নিয়ে চলছে আলোচনা।

সংবাদপত্রে ৭ই মার্চের সংবাদ এবং ওই সময়ের রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে এক প্রতিচিত্র পাওয়া যায় সুব্রত শংকর ধরের 'বাংলাদেশের সংবাদপত্র' বইটিতে। বইটি ১৯৮৬ সালে বাংলা একাডেমি থেকে প্রকাশিত। এই গ্রন্থে স্বল্প পরিসরে ৭ই মার্চের ভাষণের সংবাদের প্রতিফলন পাওয়া যায়। পাওয়া যায় রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের একটি বর্ণনা।

৭ই মার্চের ভাষণ এবং সেই সময়ের রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে সুব্রত শংকর ধর লিখেছেন:

> '৭০-এর নির্বাচনে নির্বাচিত গণপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রশ্নটি আসতেই আবারও শুরু হলে গেলো পাকিস্তানের রাজনীতিতে ষড়যন্ত্র। অতীতের অভিজ্ঞতার আলোকে পূর্ব বাংলার জনগণের সেই ষড়যন্ত্রের স্বরূপ অনুধাবনে মোটেও বেগ পেতে হলো না। সর্বস্তরে জনগণের ব্যাপক অংশগ্রহণে এবং আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের ডাকে সারা বাংলাদেশব্যাপী শুরু হলো অসহযোগ আন্দোলন। এদেশের সব পত্রপত্রিকাও তখন এই আন্দোলনকে সমর্থন জানিয়েছে স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণকে সম্মান জানাতে গিয়ে। ব্যাপক জনসমর্থনের ফলে এই আন্দোলন এমনই এক অপ্রতিরোধ্য শক্তি অর্জন করেছিলো যে তাকে সমর্থন না জানিয়ে উপায় ছিলো না কোন পত্রিকারই।' (ধর; ১৯৮৬:৯৫)

সুব্রত শংকর ধরের এ পর্যালোচনা এই গবেষণার সঙ্গে খুবই প্রাসঙ্গিক। উল্লেখ করা প্রয়োজন, ১৯৭১ সালের ১ মার্চ থেকেই বাংলাদেশের রাজনীতিতে এসেছিল এক বড়ো পরিবর্তন। সেই সময় গণপরিষদের অধিবেশন স্থগিত করার পর যে গণজোয়ার তৈরি হয়েছিল, তা ছিল এক কথায়–অভূতপূর্ব। সেই সময় দুর্বার এই আন্দোলন সবকিছুকেই প্রভাবিত করেছে। গণমাধ্যম গবেষণার ভাষায় আমরা যেমন আলোচ্যসূচি নির্ধারণ তত্ত্বের (Agenda-setting theory) কথা বলি, সেই সময় জনগণের আলোচ্যসূচি (Agenda) বা জনগণের আকাঙ্ক্ষাকে বাস্তবায়নে সংবাদপত্রগুলো বাধ্য হয়েছে। অর্থাৎ ওই সময়ের পরিস্থিতি দ্বারা পরিচালিত

হয়েছে সংবাদপত্র। অর্থাৎ জনগণের আলোচ্যসূচির মাধ্যমে সংবাদপত্রের আলোচ্যসূচি (Newspaper Agenda) নির্ধারিত হয়েছে (ধর: ১৯৮৬)।

সুব্রত শংকর ধরের আরেকটি আলোচনা এখানে প্রাসঙ্গিক। উল্লেখ করা যেতে পারে সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ করতে পাকিস্তানের জান্তা সরকার ১ মার্চ ১১০নং সামরিক বিধি জারি করে। যে বিধির মূল কথা ছিল:

> 'পাকিস্তানের অখণ্ডতা ও সার্বভৌমত্বের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোন ছবি, খবর, অভিমত, বিবৃতি, মন্তব্য প্রভৃতি মুদ্রণ বা প্রকাশ থেকে সংবাদপত্রসমূহকে বারণ করা হচ্ছে। এই আদেশ লঙ্ঘন করা হলে সর্বোচ্চ শাস্তি ১০ বছরের কারাদণ্ড।' (ধর: ১৯৮৬:৯৫)

এই বিধির মাধ্যমেই মূলত পাকিস্তান সরকার সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ করতে চেয়েছিল। সংবাদপত্র ও সংবাদকর্মীদের ভীত করতে চেয়েছিল।

৭ই মার্চের ভাষণের প্রাসঙ্গিক সাহিত্য পর্যালোচনায় দৈনিক সংবাদ-এর একটি সম্পাদকীয় খুব প্রাসঙ্গিক, যা প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ভাষণের দিনে। ওই সম্পাদকীয়তে বলা হয়:

> 'পূর্ব বাংলার বীর জনতা গণতন্ত্র ও স্বাধিকারের যে আপোষহীন সংগ্রামী পতাকা তুলিয়া ধরিয়াছেন, উহাকে কোন অবস্থাতেই অবনমিত হইতে দিবেন না, কলুষিত হইতে দিবেন না। পরিষদের অধিবেশন বসুক আর নাই বসুক এই আন্দোলন বন্ধ হইবে না। জনগণের যে কোন দাবী একমাত্র সংগ্রামের মাধ্যমেই অর্জিত হইতে পারে, আপোষ বা আত্ম বিক্রয়ের পথে নয়।' (ধর; ১৯৮৬:৯৭)

সম্পাদকীয়টি দারুণভাবে এই গবেষণা আলোচনায় প্রাসঙ্গিক। এর মাধ্যমে সেই সময়ের পরিস্থিতি প্রতিফলিত হয়েছে। খুব সহজেই অনুধাবন করা যায় মুক্তিপাগল জনতার মনোভাব। একই সঙ্গে বঙ্গবন্ধু ৭ই মার্চের ভাষণের বিষয়েও এখানে স্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে। অর্থাৎ কোনো অবস্থাতেই যে আর পেছনে ফিরে যাওয়ার সুযোগ নেই, কোনো অবস্থাতেই সমঝোতার সুযোগ নেই, সেই বিষয়টি উঠে এসেছে এই আলোচনায়। আর যার প্রতিফলন ঘটেছিল ৭ই মার্চের ভাষণে। শেখ মুজিবুর রহমান কার্যত স্বাধীনতার ঘোষণাই দিয়েছিলেন; কিন্তু বজায় রেখেছিলেন গণতন্ত্রের চেতনা আর খোলা রেখেছিলেন শান্তিপূর্ণভাবে সংকট সমাধানের সব পথ।

সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে ১৯৭১ সালে ৭ই মার্চে শেখ মুজিবুর রহমানের ভাষণ ছিল বেশ সংক্ষিপ্ত। তবে এর প্রতিটি শব্দের উচ্চারণ ছিল বলিষ্ঠ। তেজস্বী বক্তৃতার লয়। এই ভাষণটি সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে উপস্থিত থেকে ২০ লাখের মতো মানুষ শুনেছেন (দ্য পিপল, ৮ মার্চ ১৯৭১)। আবার মুখে মুখে আর সংবাদমাধ্যমে এই ভাষণের খবর পৌঁছেছে বাংলাদেশের গ্রাম-গ্রামান্তর, পশ্চিম পাকিস্তানসহ সারাবিশ্বে। ১ মার্চ গণপরিষদের অধিবেশন স্থগিত ঘোষণার পর শেখ মুজিবুর রহমান নানা নির্দেশনা দিয়ে ৭ই মার্চ সমাবেশের ঘোষণা দিয়েছিলেন। সেই ঘোষণার দিকে আগে থেকেই দৃষ্টি

রেখেছিল দেশি-বিদেশি গণমাধ্যম। বর্তমান বিশ্বের অন্যতম প্রভাবশালী গণমাধ্যম 'The Times'। এটি একটি ব্রিটিশ দৈনিক পত্রিকা, প্রভাবশালী সাপ্তাহিক টাইম নয়। সেই সময়ে এই প্রত্রিকার প্রভাব ছিল ব্যাপক। ১৯৭১ সালেও পত্রিকাটি বেশ সমাদৃত ছিল। ওই সংবাদপত্রের প্রতিবেদক পিটার হেজেলহাস্ট্র (Peter Hazelhurst) সেসময় ঢাকা থেকে প্রতিবেদন পাঠাতেন। তাঁর 'East Pakistan leader could declare udi' (UDI: Unilateral Declaration Independence) শিরোনামের প্রতিবেদনটি 'The Times' প্রকাশ করে ৬ মার্চ। ওই প্রতিবেদনে উঠে আসে পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক সংকটের পূর্ণাঙ্গ চিত্র। উঠে আসে স্বাধীন একটি দেশের প্রতি বাঙালি জাতির আকাঙ্ক্ষার কথা। প্রাসঙ্গিকতা বিবেচনায় ওই প্রতিবেদনের কিছু অংশ এখানে আলোচিত হলো। ওই প্রতিবেদনে বলা হয়:

> 'East Pakistan leader Sheikh Mujibur Rahman is left with two courses of action as the country totters on the edge of disintegration: he can make a unilateral declaration of independence or he can call his own session of the Constituent Assembly and invite leaders of both East and West Pakistan to attend. Mr. Z. A. Bhutto, the West Pakistan leader, would definitely refuse to attend the assembly session but it is likely that many other leaders from the minority provinces of West Pakistan would be prepared to join hands with Sheikh Mujibur.
>
> But in the final analysis, it is difficult to see how Sheikh Mujibur and Mr. Bhutto could resolve their differences in the Constituent Assembly and frame a constitution which would not ratify a document which was unacceptable to Mr. Bhutto, the powerful Punjab and subsequently the Army. And here lies the point of no return for, if the President should refuse to ratify such a constitution, framed by the Bengalis with all the power of their majority behind them, the Sheikh would perhaps have no other option but to declare that the West had seceded from the rest of Pakistan and the two provinces would company for ever.' (Assignment Bangladesh '71: 1999: p. 70-71)

পিটার হেজেলহাস্ট্রের এই প্রতিবেদনের অন্যতম মূল বিষয় বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ। এই ভাষণের দিন সামনে রেখেই তাঁর এই প্রতিবেদন। যাতে তিনি পাকিস্তানের রাজনৈতিক সংকট ও সমাধানের নানা দিক নিয়ে আলোচনা করেছেন। যাতে পশ্চিম পাকিস্তান বিশেষ করে ভুট্টোর নানা একগুঁয়েমি ও ঘটনাপ্রবাহ তুলে ধরেছেন এই সাংবাদিক। এই প্রতিবেদনের মাধ্যমে শুধু পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ নয়, সারাবিশ্বের মানুষও জানতে পারেন বাঙালির মুক্তিসংগ্রামের কথা। যাতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় ছিল ৭ই মার্চের ভাষণ। যাতে একতরফা স্বাধীনতার ঘোষণা (UDI: Unilateral Declaration Independence) নিয়ে নানা জল্পনাকল্পনা ছিল। পিটার হেজেলহাস্ট্রের প্রতিবেদনে সে বিষয়টি খুবই স্পষ্টভাবে তুলে ধরেন।

১৯৭১ সালে পূর্ব পাকিস্তান তথা বাংলাদেশ ও পশ্চিম পাকিস্তানে অন্যতম প্রভাবশালী সংবাদপত্র ছিল ইংরেজি দৈনিক 'দ্য ডন' (The Dawn)। ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণের পর এই পত্রিকাটি শেখ মুজিবুর রহমানের ঘোষণা অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে প্রকাশ করে। ৮ মার্চ ১৯৭১ এই দৈনিক পত্রিকাটির শিরোনাম ছিল: Mujib asks people to obey his companions during his absence. এই খবরটির সাব-হেড ছিল: 'Special Prayers held for Martyrs'. পত্রিকাটি ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনায় প্রকাশ করে:

> '... The prayer was led by Maulana Abdur Rashid Tarkabagish, MNA-elect and former President of East Pakistan Awami League, before Sheikh Mujibur Rahman had announced the action programme on the struggle of seven crore Bengalis for their economic, political and social rights. Sheikh Sahib arrived at the meeting wearing his usual dress—Punjabi pajama and Bangla Bandhu coat.
>
> … A hush fell as soon as Sheikh Sahib stood up to deliver his speech. The vast gathering listened to his speech in pin-drop silence with great expectation to know what he would ask them to do. The silence of the meeting was broken frequently by slogans.
>
> The vast gathering raised their hands in unison to signify their support and approval when the Sheikh wanted to know whether they were ready to make sacrifice for the achievement of their rights.
>
> Sheikh Sahib appealed to Bengalis to obey the directive to his companions if they did not find him (Sheikh Mujib) in their midst during the movement. His 18-minutes speech began exactly at 3.20 p.m.' (Bangladesh Documents: 1999; 224)

৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ নিয়ে 'দ্য ডন'-এর এই প্রতিবেদনটি এক অনন্য দলিল। যাতে ৭ই মার্চের ভাষণের নানা অজানা দিক উঠে এসেছে। যেগুলোর মধ্যে অন্যতম এই ভাষণের আগে শহিদদের জন্য মোনাজাত, যা পরিচালনা করেছিলেন বর্ষীয়ান রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব মাওলানা তর্কবাগীশ। এছাড়া এই ভাষণের সংবাদে উঠে এসেছে বঙ্গবন্ধুর দুই পুত্র শেখ কামাল ও শেখ জামালের কথাও। তারা ওইদিন রেসকোর্স ময়দানে বঙ্গবন্ধুর পাশে ছিলেন। বর্ণনা আছে পুরো পরিবেশের। এমনকি শেখ মুজিবুর রহমানের পোশাকের, যা ইতিহাসের অনন্য তথ্যকণিকা।

এছাড়া ওইদিন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহামানের ভাষণ নিয়ে আরও একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করে, যার শিরোনাম: 'Awami league to attend national assembly session if 4 point demand is accepted.' এই খবরটির সাব-হেড: 'Announcement of Sheikh Mujibur Rahman's decisions at a Public meeting on March 7, 1971.' পত্রিকাটিতে ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ সম্পর্কে বলা হয়:

'Sheikh Mujibur Rahman, Leader of majority party Awami League, today announced his decision of participate in the National Assembly session provided his four points demand was accepted before the session. Addressing huge public meeting at the Ramna Race Course Madan here this afternoon, Sheikh Mujib listed his demand as (1) the withdrawal of martial law, (2) Sending of troops back to barracks, (3) Inquiry into the killings and (4) transfer of power to the elected representatives of the people.' (Bangladesh Documents: 1999; 216)

'দ্য ডন' পত্রিকাটিতে ৭ই মার্চের ঘটনা নিয়ে উপরের সংবাদটিও প্রকাশিত হয়। যাতে উঠে আসে ওই জনসভার মূল বক্তব্য। শেখ মুজিবুর রহমানের বরাত দিয়ে তাতে বলা হয়, সংখ্যাগরিষ্ঠ দল আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ মুজিবুর রহমান গণপরিষদে যোগ দেওয়ার প্রেক্ষাপটে চারটি শর্তের কথা বলেছেন। সেই শর্তগুলো ছিল (ক.) সামরিক আইন প্রত্যাহার করতে হবে। (খ.) সেনাদের ব্যারাকে ফিরে যেতে হবে। (গ.) সব ধরনের হত্যাকাণ্ডের তদন্ত করতে হবে। এবং (ঘ.) নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে। বলা যায়, এই বর্ণনায় পুরো বিষয়টিই উঠে আসে। যার মাধ্যমে ঐতিহাসিক এই ঘোষণা সম্পর্কে পূর্ব-পশ্চিম পাকিস্তান ও বিশ্বের পাঠক যথাযথ তথ্য জানতে পারে।

৭ই মার্চের ঐতিহাসিক এই ভাষণের সংবাদ ও বিশ্লেষণ তুলে ধরেছেন একুশে পদকপ্রাপ্ত সাংবাদিক ও প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)-এর মহাপরিচালক জাফর ওয়াজেদ। তিনি 'বাঙালির জীবনে নয়া উন্মোচনের বার্তা ৭ মার্চ' নিবন্ধে এই বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ মূল্যায়ন তুলে ধরেছেন, যা মোহাম্মদ শাহজাহান সম্পাদিত 'বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ: স্বাধীনতার মহাকাব্য' (২০১৬) গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। তাতে তিনি এই দিনটি ও সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ে লিখেছেন:

'৭ মার্চ এসেছিল বাঙালির জীবনে এক নয়া উন্মোচনের বার্তা নিয়ে, যার প্রেক্ষাপট সৃষ্টি হয়েছিল সত্তরের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের নিরঙ্কুশ বিজয় লাভের পর। লাঞ্ছিত নিপীড়িত বাঙালি জাতি চেয়েছিল তাদের ভোটে নির্বাচিতরা সরকার গঠন করবে, শাসনতন্ত্র তৈরির জন্য সংসদ অধিবেশনে মিলিত হবে। জন্মলগ্নের এই আকাঙ্ক্ষাকে পদদলিত করার কাজটি ১ মার্চ করা হয়। বাঙালিকে সেদিন অপমান করা হয়েছিল। জাতীয় সংসদের পূর্বঘোষিত ৩ মার্চের অধিবেশন স্থগিত ঘোষণা করায় বাঙালি বুঝে নিয়েছিল; পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালি জনসাধারণের প্রদত্ত সুস্পষ্ট নির্বাচনী রায়কে দলিত মথিত করা হচ্ছে। ইয়াহিয়া খানের এক ঘোষণায় সারা বাংলা আগুনের ফুলকির মতো ঝলসে ওঠে।' (পৃ. ২৪৫)

স্বাধীনতা, স্বাধীকার আর স্বশাসনের জন্য আগুনের সেই স্ফুলিঙ্গ মুহূর্তে ছড়িয়ে পড়েছিল সারাদেশে। পল্টনের স্টেডিয়ামে ওইদিন পাকিস্তান ও আন্তর্জাতিক একাদশের একটি ক্রিকেট ম্যাচ চলছিল। দুপুর ১টা ৫ মিনিটে পাকিস্তান বেতারে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের ঘোষণা পঠিত হওয়ার পরপরই সমুদ্রের গর্জন শোনা যায় ঢাকার রাজপথে। মাত্র আধা ঘণ্টার মধ্যেই পুরো ঢাকা পরিণত হয় মিছিলের নগরীতে (সালিক: ১৯৯৭)। ঘোষকের কণ্ঠে রেডিয়োতে ইয়াহিয়ার বার্তা প্রচারের পরপরই পল্টন স্টেডিয়ামে চলামান প্রতিনিধিত্বমূলক আন্তর্জাতিক ক্রিকেট ম্যাচ পণ্ড হয়ে যায় (দ্য পিপল)। পল্টন, দিলকুশা, গুলিস্তান, মতিঝিল এলাকা দ্রুতই জনসমুদ্রে পরিণত হয়। প্রতিবাদে মানুষ রাস্তায় নেমে আসে। ক্ষুব্ধ ছাত্র-জনতা স্লোগান তোলে 'বীর বাঙালি অস্ত্র ধরো, বাংলাদেশ স্বাধীন করো', পিন্ডি না ঢাকা, ঢাকা... ঢাকা'। এ সময় মতিঝিলের হোটেল পূর্বাণীতে নির্বাচিত সদস্যদের সঙ্গে শাসনতন্ত্র তৈরি নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক করছিলেন শেখ মুজিবুর রহমান। ইয়াহিয়ার ঘোষণার পর এক সংবাদ সম্মেলনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জানান, এই সিদ্ধান্ত কোনোভাবেই মেনে নেওয়া যায় না। তিনি ৩ ও ৪ মার্চ সারাদেশে (পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান) হরতাল পালনের ঘোষণা দেন। আর ৭ই মার্চ রেসকোর্স ময়দান (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) সমাবেশের ঘোষণা দেন শেখ মুজিব (১ মার্চ ১৯৭১, আজাদ)।

১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ ঠিক এমনই পটভূমিতেই ঐতিহাসিক ভাষণটি দিয়েছিলেন শেখ মুজিবুর রহমান। এই ভাষটি বিশ্বের ইতিহাসের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ভাষণের চেয়ে আলাদা। কারণ, এ দিন তিনি সাড়ে সাত কোটি বাঙালির বৈধ ও গ্রহণযোগ্য প্রতিনিধি হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ দিকনির্দেশনা দিয়েছিলেন।

এই বিষয়ে জাফর ওয়াজেদের মূল্যায়ন আরও প্রাসঙ্গিক। তিনি মোহাম্মদ শাহজাহান সম্পাদিত 'বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ: স্বাধীনতার মহাকাব্য' (২০১৬) গ্রন্থে 'বাঙালির জীবনে নয়া উন্মোচনের বার্তা ৭ মার্চ' নিবন্ধে আরও উল্লেখ করেছেন:

'দাবানলের মতো আগুন ছড়িয়ে পড়ে। ক্ষোভে বিক্ষোভে ফেটে পড়া বাঙালি ঘর ছেড়ে রাজপথে নেমে পড়ে। মিছিলে মিছিলে সয়লাব দেশ। মুক্তির পথপরিক্রমায় বাঙালি বুঝে নিয়েছে আরও যে, তাদের নির্বাচনী বিজয়ের রায় ও স্বাধিকারের চেতনা নস্যাৎ করে দিতে বদ্ধপরিকর পাকিস্তানিরা। যুগ যুগান্তরের শৃঙ্খল ভেঙ্গে ওঠা বাঙালি এই অন্যায় অপমান মাথা পেতে নেয়নি।

যুদ্ধটা শুরু হয়ে গিয়েছিল একাত্তরের ৩ মার্চ থেকেই। পাকিস্তানি সেনাবাহিনী তখন গর্জে ওঠা বাঙালির মুখোমুখি সশস্ত্র অবস্থান নিয়ে নিয়েছে। ৩ ও ৪ মার্চ চট্টগ্রামেই ১২০ জন নিহত ও ৩৩৫ জন আহত হয়। প্রতিরোধের বহ্নিশিখা তখনই উথলে উঠেছে। ৪ মার্চ সেনাবাহিনীর গুলিতে খুলনায় ছয়জন নিহত ও ২২ জন আহত হয়। ৫ মার্চ টঙ্গীতে পাকিস্তানিদের গুলিতে চারজন নিহত ও ২৫ জন আহত হয়। খুলনায় দুজন ও রাজশাহীতে একজন নিহত হয়। ৬ মার্চ ঢাকাসহ সারা দেশে হরতাল চলাকালে সেনাবাহিনী ও জনতার মুখোমুখি সংঘর্ষ ঘটে। এদিন ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে ৩৪১ জন কারাবন্দী পলায়নকালে গুলিতে সাতজন নিহত ও ৩০ জন আহত হয়। সম্মুখ সমরের পূর্বাভাস এভাবেই পাওয়া যায়। আর এই শহীদদের হত্যার বিচারের দাবিতে তখন উৎকণ্ঠিত শেখ মুজিব। ৭ মার্চের ভাষণেও বলেছেন, শহীদদের রক্ত মাড়িয়ে তিনি অধিবেশনে যোগ দিতে পারেন না।' (পৃষ্ঠা: ২৪৬)

উল্লেখ করা প্রয়োজন, মহাত্মা গান্ধীর 'কারেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে' (করব অথবা মরব) এবং নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর 'তুম হামাকো খুন দো, হাম তুমকো আজাদি দুঙ্গা' (তুমি আমাকে রক্ত দাও, আমি তোমাকে স্বাধীনতা দেব) এই দুইটি ভাষণের তুলনায় আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ মুজিবুর রহমানের ভাষণটি অধিক তাৎপর্যপূর্ণ। ঐতিহাসিকভাবে সুদূরপ্রসারী, ফলাফল নির্ধারণী। বঙ্গবন্ধু ছিলেন সংসদীয় রাজনীতিতে গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত একজন বৈধ প্রতিনিধি, যিনি ভোটের অধিকারের ভিত্তিতে জনতার ক্ষমতায়ন চেয়েছিলেন।

৩.২ রেসকোর্সের শেখ মুজিবকে মনের কথা বলতে বলেছিলেন বেগম মুজিব: শেখ হাসিনা

রাজনীতির মাঠের সুবক্তা শেখ মুজিবের কাছে কোনো ভাষণ তেমন কঠিন বিষয় ছিল না। দৃপ্ত উচ্চারণ ও মোহনীয় অঙ্গভঙ্গিতে সহজেই তিনি মানুষের মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারতেন। কিন্তু ৭ই মার্চের ভাষণটি যেনতেন ভাষণ ছিল না। এই রাজনৈতিক গুরুত্ব ও প্রভাব অসীম। এটি ছিল স্বাধীনতার প্রশ্নে একটি জাতির জন্য ফলাফল নির্ধারণী ভাষণ। তাই এই ভাষণটি নিয়ে নানা ধরনের জল্পনাকল্পনা চলছিল। শেখ মুজিব অতি উত্তেজিত ছাত্রনেতাদের চাপে সরাসরি স্বাধীনতার ঘোষণা দেবেন কি না, তা নিয়ে সর্বত্রই ছিল আলোচনা। শেখ মুজিবুর রহমানের ওপর চাপও ছিল প্রবল। এদিকে ৭ মার্চ সকালেই পাকিস্তানে নিযুক্ত তখনকার মার্কিন রাষ্ট্রদূত জোসেফ সিম্পসন ফারল্যান্ড (Joseph Simpson Farland) শেখ মুজিবুর

রহমানের সঙ্গে দেখা করেন। তাতে তিনি শেখ মুজিবুর রহমানকে সাফ জানিয়ে দেন, সরাসরি স্বাধীনতার ঘোষণা কোনো অবস্থাতেই সমর্থন করবে না যুক্তরাষ্ট্র (মুরশিদ, ২০১০)।

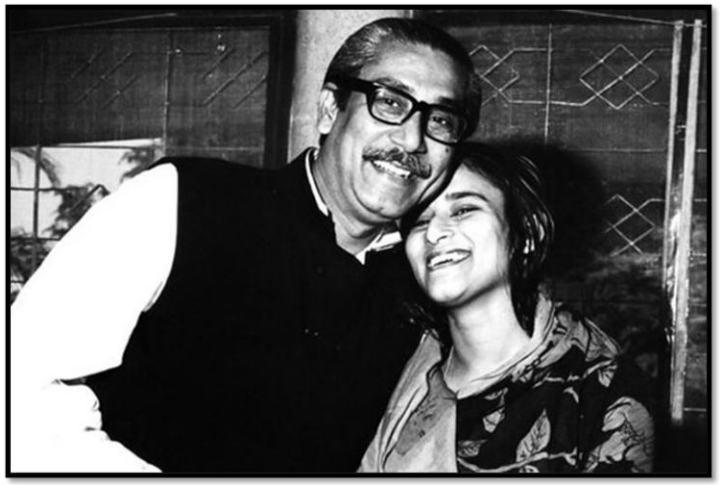

১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ সকাল থেকেই ধানমন্ডির ৩২ নম্বরে দফায় দফায় বৈঠক চলে। বিশেষ করে শীর্ষ ছাত্রনেতাদের সঙ্গে কয়েক দফা আলোচনা হয়। শেখ মুজিব রুদ্ধদ্বার আলোচনা করেন আওয়ামী লীগের শীর্ষ নেতাদের সাথেও। ঐতিহাসিক ওই দিনে ৩২ নম্বরের এই ঘটনাপ্রবাহের সাক্ষী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জ্যেষ্ঠ কন্যা শেখ হাসিনা। ১৯৭১ সালে ২৪ বছর বয়সি শেখ হাসিনা গভীর রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও দূরদর্শী মানসিকতা নিয়ে ওই দিনটি পর্যবেক্ষণ করেছিলেন, যা নতুন আঙ্গিকে তিনি তুলে ধরেছেন উপমহাদেশের বিখ্যাত 'দেশ' পাত্রিকায়। ২০১৯ সালে উপমহাদেশের প্রভাবশালী পাক্ষিক এই পত্রিকাটি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে নিয়ে 'বঙ্গবন্ধু' শিরোনামে একটি সংখ্যা প্রকাশ করে। যাতে ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণটি সম্পর্কে ঐতিহাসিক কিছু ঘটনাপ্রবাহ তুলে ধরেন শেখ হাসিনা। যার মাধ্যমে ৭ই মার্চের কালজয়ী ওই ভাষণের পেছনের কাহিনী সবাই জানতে পারে।

২০১৯ সালে দেশ পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন সুমন সেনগুপ্ত। ২ চৈত্র ১৪২৫, ১৭ মার্চ ২০১৯, ৮৬ বর্ষ ১০ সংখ্যায় স্থান পায় শেখ হাসিনার বয়ানে ৭ই মার্চ ভাষণের ঐতিহাসিক ঘটনাপ্রবাহ।

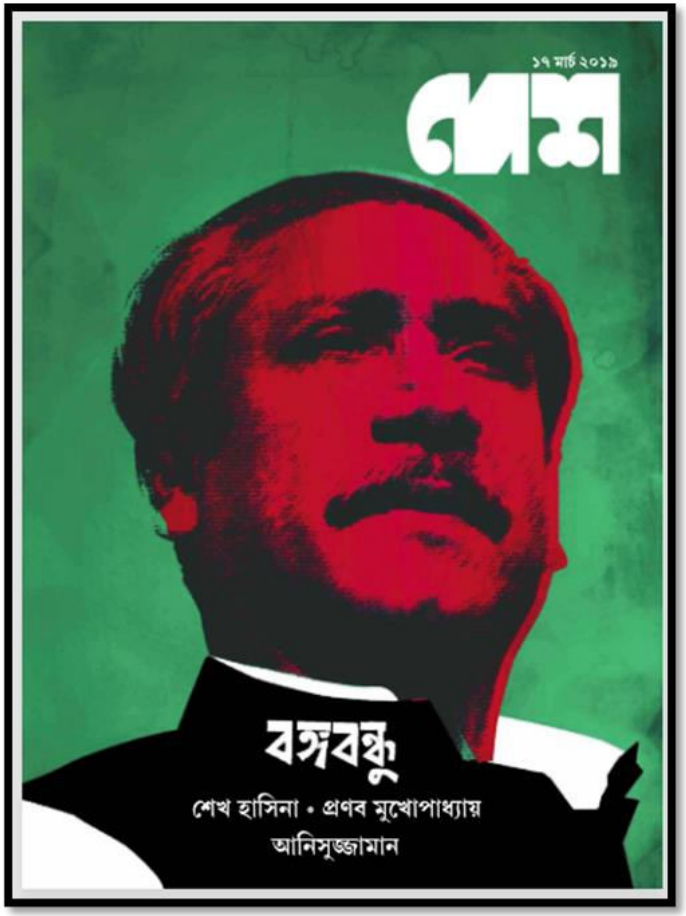

‘ভাইয়েরা আমার’ শিরোনামে ওই লেখাটিকে ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ অংশ বলা যায়। কারণ, এত কাছ থেকে ওই ঘটনাপ্রবাহ আর কেউ প্রত্যক্ষ করার সুযোগ পাননি। ৭ই মার্চের ভাষণের প্রস্তুতি সম্পর্কে শেখ হাসিনা উল্লেখ করেছেন:

> ‘রেসকোর্স ময়দান। সকাল থেকেই দলে দলে লোক ছুটে আসছে ময়দানের দিকে। গ্রাম বাংলা থেকে মানুষ রওনা দিয়েছে ঢাকার পথে। সকাল দশটা-এগারোটার মধ্যেই আমরা শুনতে পারলাম, ময়দানে লোকের আনাগোনা শুরু হয়েছে। একটা মঞ্চ তৈরি হচ্ছে। খুবই সাদাসিধে মঞ্চ। মাথার উপর কোনও চাঁদোয়া নাই, শুধু একটা খোলা মঞ্চ তৈরি করা হয়েছে। পশ্চিম দিকে মুখ করে মঞ্চটা তৈরি। পূর্ব দিকে

> রাস্তার পাশ থেকে একটা সিঁড়ি তৈরি করা হয়েছে। মাঠজুড়ে বাঁশ পুঁতে পুঁতে মাইকের হর্ন লাগানো হচ্ছে। যতই মানুষ বাড়ছে, ততই হর্ন লাগানো হচ্ছে। মাইক যাঁরা লাগাচ্ছেন, তাঁরাও যেন হিমশিম খাচ্ছেন, কোনও কূলকিনারা পাচ্ছেন না। কত মানুষ হবে? মানুষ বাড়ছে আর তাঁরা টানিয়ে যাচ্ছেন। আওয়ামী লীগের ভলান্টিয়াররা খুবই তৎপর। মানুষের মাঝে প্রচণ্ড এক আকাঙ্ক্ষা, শোনার অপেক্ষা, কী কথা শোনাবেন নেতা। যাঁরা আসছেন, তাঁদের হাতে বাঁশের লাঠি, নৌকার বৈঠা ও লগি। তাঁদের মুখে-চোখে একই আকাঙ্ক্ষা– স্বাধীনতা, স্বাধীনতা, স্বাধীনতা। দীর্ঘ তেইশ বছরের শোষণ-যন্ত্রণা থেকে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা এ মানুষগুলির মুখে-চোখে। এ ময়দানে শরিক হয়েছে সর্বস্তরের মানুষ– নারী-পুরুষ, কিশোর-কিশোরী, ছাত্র-শিক্ষক, কিষান-কিষানী, জেলে, কামার, কুমোর, তাঁতি, রিকশাওয়ালা, নৌকার মাঝি, শ্রমিক– কোনও সম্প্রদায়ের মানুষ ঘরে নেই। ঢাকা শহরে এত মানুষ কোথা থেকে এল? এ এক অভূতপূর্ব দৃশ্য, বিস্ময়কর চিত্র।’ (পৃষ্ঠা: ১৬, ১৭ মার্চ ২০১৯, ৮৬ বর্ষ ১০ সংখ্যা, দেশ)

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের রাজনৈতিক জীবনে বেগম ফজিলাতুননেছা মুজিবের প্রভাব ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। শেখ মুজিবুর রহমানের জীবনে তিনি ছিলেন শক্তিদায়িনী ও প্রেরণাদায়িনী। মহাত্মা গান্ধীর জীবনে যেমন কস্তুরবা গান্ধী, জওহারলাল নেহরুর জীবনে যেমন কমলা, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের জীবনে যেমন বাসন্তী দেবী বা নেলসন ম্যান্ডেলার জীবনে যেমন উইনি ম্যান্ডেলা, ঠিক তেমনই শেখ মুজিবুর রহমানের জীবনে বিশেষ ভূমিকা রাখেন বেগম ফজিলাতুননেছা (সাক্ষাৎকার, এবিএম মূসা, ২০১২)।

১৯৭১ সালের ৭ই মার্চের ভাষণের আগে ক্রান্তিলগ্নে বেগম মুজিব বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। যার বিবরণ উঠে এসেছে শেখ হাসিনার বয়ানে। ৭ই মার্চের ভাষণ নিয়ে তিনি লিখেছেন:

"নিচের অফিস ঘর থেকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব উপরে দোতলায় এলেন। মা বেগম ফজিলাতুননেছা এক কাপ চা লেবুর দু'ফোঁটা রস দিয়ে আব্বার হাতে তুলে দিলেন। বললেন, 'তুমি এখানে বস, চা খাও, খাবার প্রস্তুত করছি।' সেখানে আমাদের অনেক নেতা উঠে এসেছেন, আত্মীয়স্বজন আছেন, ছাত্র নেতারাও আসছেন-যাচ্ছেন। সময় প্রায় হয়ে এল। মা টেবিলে খাবার দিলেন। বেশি কিছু আহামরি খাবার নয়, বাঙালির সাধারণ যে খাবার– ভর্তা, সবজি, ভাজা মাছ, মাছের ঝোল। তিনি খেলেন। সঙ্গে যাঁরা উপস্থিত ছিলেন তাঁরাও খেলেন। সাথে বক্তৃতা নিয়ে আলোচনা চলছেই। খাওয়া শেষ হলে মা সকলকে বললেন, 'আপনারা এখন মাঠে চলে যান।' আব্বাকে মা ঘরে যেতে বললেন। পাশের ঘরটা শোওয়ার ঘর। আমি আর আব্বা ঘরে গেলে মা বললেন, 'তুমি একটু বিশ্রাম নাও।' আব্বা বিছানায় শুয়ে পড়লেন। আমি আব্বার মাথার কাছে বসে আব্বার মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছিলাম। এটা আমার সব সময়ের অভ্যাস। মা একটা মোড়া টেনে বসলেন। হাতে পানের বাটা। পান বানিয়ে আব্বার হাতে দিলেন। তারপর তিনি বললেন, 'দেখো, তুমি সারাটা জীবন এ দেশের মানুষের জন্য সংগ্রাম করেছ, দেশের মানুষের জন্য কী করতে হবে তা সকলের চেয়ে ভালো জানো। আজকে যে মানুষ এসেছে, তারা তোমার কথাই শুনতে এসেছে। তোমার কারও কথা শোনার প্রয়োজন নেই, তোমার মনে যে কথা আছে তুমি সেই কথাই বলবে। আর সেই কথাই সঠিক কথা হবে। অন্য কারও কথায় তুমি কান দেবে না।' আব্বা কথাগুলি মনোযোগ দিয়ে শুনলেন। কিছুক্ষণ চোখ বন্ধ করে থাকলেন।" (পৃ. ১৭, ১৭ মার্চ ২০১৯, ৮৬ বর্ষ ১০ সংখ্যা, দেশ)

৭ই মার্চের ভাষণ বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে এক বিশেষ ঘটনা। কিন্তু ঐতিহাসিক এই ভাষণটি নিয়েও অনেক রাজনীতি হয়েছে। এই স্বাধীন বাংলাদেশে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের এই ভাষণটি একপ্রকার নিষিদ্ধ ছিল। জাতীয় কোনো সম্প্রচারমাধ্যমে এই ভাষণ সম্প্রচার বন্ধ ছিল। বন্ধ ছিল এই ভাষণের সব ধরনের প্রচার, প্রকাশ বা আলোচনা। যে ঘটনাপ্রবাহ ভীষণভাবে আহত করত বঙ্গবন্ধুর কন্যা শেখ হাসিনাকে। যে বিষয়ে তিনি লিখেছেন,

"১৯৭৫ সালের পর ২১ বছর সময় লেগেছে এ ভাষণ জনগণের সামনে সরকারিভাবে প্রচার করার জন্য। ১৯৯৬ সালে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্বে আসার পর সরকারি গণমাধ্যমে এই ভাষণ প্রচার শুরু হয়। আজ এ ভাষণ ডকুমেন্টারি হেরিটেজ বা বিশ্ব প্রামাণ্য ঐতিহ্য হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। জাতিসংঘের ইউনেসকো তার 'মেমোরি অব দ্য ওয়ার্ল্ড ইন্টারন্যাশনাল রেজিস্টার'-এ বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ অন্তর্ভুক্ত করেছে। বি এন আহুজা সম্পাদিত 'দ্য ওয়ার্ল্ডস গ্রেট স্পিচেস' শীর্ষক রেফারেন্স বইতে এই ভাষণ স্থান পেয়েছে। লেখক ও ইতিহাসবিদ জেকব এফ. ফিল্ড-এর বিশ্বসেরা ভাষণ নিয়ে লেখা 'উই

শ্যাল ফাইট অন দ্য বিচেস: দ্য স্পিচেস দ্যাট ইনস্পায়ার্ড হিস্টরি' গ্রন্থেও স্থান পেয়েছে বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ। বিশ্বের বিখ্যাত যত ভাষণ বিশ্বনেতারা দিয়েছেন, সবই ছিল লিখিত, পূর্ব প্রস্তুতকৃত ভাষণ। আর ৭ মার্চের ভাষণটি ছিল সম্পূর্ণ স্বতঃস্ফূর্ত, উপস্থিত বক্তৃতা। এই ভাষণ ছিল একজন নেতার দীর্ঘ সংগ্রামের অভিজ্ঞতা ও আগামী দিনের কর্মপরিকল্পনা। একটা যুদ্ধের প্রস্তুতি। যে-যুদ্ধ এনে দিয়েছে বিজয়। বিজয়ের রূপরেখা ছিল এ বক্তৃতায়– যা সাত কোটি মানুষকে উদ্বুদ্ধ করেছিল। ছিল ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা।' (পৃ. ১৭, ১৭ মার্চ ২০১৯, ৮৬ বর্ষ ১০ সংখ্যা, দেশ)।

বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনার উপরের মূল্যায়ন ভীষণ প্রাসঙ্গিক। প্রকৃতপক্ষেই এই ভাষণটি মুক্তিযুদ্ধের মহাপরিকল্পনা। পাকিস্তানি সেনাদের মেশিনগান ও কামানের মুখে ওই জনসমুদ্রে শেখ মুজিবুর রহমান দিয়েছিলেন মুক্তির দিশা, যা পরবর্তী সময়ে নানা সাহিত্য ও সংবাদে এসেছে ভিন্ন ভিন্ন পরিসরে।

৩.৩. ইতিহাস বিকৃতির অপচেষ্টা ও অতঃপর

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ই মার্চের ভাষণ নিয়ে বিশ্বব্যাপী অনেক আলোচনা চলছে। জনযোগাযোগ (Public Communication) ও গণযোগাযোগের (Mass Communication) অনেক সিলেবাসে শেখ মুজিবুর রহমানের এই ভাষণ অবশ্য পাঠ্য হিসেবে শিক্ষার্থীদের পড়ানো হচ্ছে। তবে মনে রাখা প্রয়োজন, এই ভাষণের কার্যকারিতা ও গুরুত্বকে খাটো করে দেখার প্রবণতাও কম নয়। অনেক ক্ষেত্রে ষড়যন্ত্রমূলকভাবে ভাষণটিকে অবমূল্যায়ন করার ঘটনাও ঘটেছে। মনে রাখা ভালো, শেখ মুজিবুর রহমানের এই ভাষণটি আওয়ামী লীগ রাষ্ট্র পরিচালনা দায়িত্বের বাইরে থাকার সময়ে এই দেশে নিষিদ্ধ ছিল। জাতীয় কোনো গণমাধ্যমে এই ভাষণের কোনো জায়গা হয়নি।

এমনই বাস্তবতায় ভাষণটি নিয়ে নতুন এক বিতর্ক শুরু করেছিলেন মুক্তিযুদ্ধের উপ-অধিনায়ক এয়ার ভাইস মার্শাল (অব.) এ কে খন্দকার। ২০১৪ সালে প্রথমা প্রকাশন থেকে প্রকাশিত '১৯৭১: ভেতরে বাহিরে' নামের একটি বইয়ে তিনি বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণটি নিয়ে অনেক মনগড়া ও অসত্য তথ্য উপস্থাপন করেন, যা নিয়ে ওই সময় তীব্র বিতর্কের সৃষ্টি হয়। এই অসত্য তথ্য ও সত্যের অপলাপ নিয়ে জাতীয় সংসদেও ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন বিভিন্ন দলের অভিজ্ঞ আইনপ্রণেতারা। নানা ধরনের সমালোচনা চলছিল তাঁর উপস্থাপিত মনগড়া তথ্য নিয়ে। তবে ২০১৯ সালে এসে তিনি তাঁর ভুল শুধরে নেন। সঙ্গে মনগড়া অসত্য তথ্যের জন্য জাতির কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেন এ কে খন্দকার। ২০১৯ সালের জুনে এক সংবাদ সম্মেলন করে এ কে খন্দকার বলেন:

'বঙ্গবন্ধু ৭ই মার্চের ভাষণে কখনোই 'জয় পাকিস্তান' শব্দ দুটি বলেননি। আমি তাই এই অংশ সংবলিত পুরো অনুচ্ছেদ প্রত্যাহার করে নিচ্ছি। হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধ পরিচালিত হয়েছিল। ৭ই মার্চে বঙ্গবন্ধুর ভাষণের পর বাঙালি জাতি স্বাধীনতার মনোবল নিয়ে ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল। এই ভাষণে উদ্বুদ্ধ হয়েই সর্বস্তরের মানুষ যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। স্বাধীনতা পেয়েছিল বাঙালি জাতি। এই স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।' (১ জুন ২০১৯, প্রথম আলো)

এছাড়াও ওই সংবাদ সম্মেলনে এ কে খন্দকার উল্লেখ করেন তাঁর বয়স এখন ৯০ বছর। তাঁর পুরো জীবনে করা কোনো ভুলের মধ্যে এটিকেই তিনি একটা বড়ো ভুল মনে করেন। বিবেকের তাড়নায় দহন হয়ে বঙ্গবন্ধুর আত্মার কাছে, জাতির কাছে ক্ষমাপ্রার্থী বলেও উল্লেখ করেন এ কে খন্দকার। ক্ষমা চান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানসহ সবার কাছে।

খুই স্পর্শকাতর এই বিষয়টি নিয়ে গবেষকের কথা হয়েছিল দেশবরেণ্য ইতিহাসবিদ অধ্যাপক ড. সৈয়দ আনোয়ার হোসেনের সঙ্গে। এক প্রশ্নের জবাবে তিনি গবেষককে জানান:

'এ বিষয়ে আমার আ স ম আব্দুর রবের সাথে কথা হয়েছিল। ১৯৭১ সালে তিনি শীর্ষস্থানীয় ছাত্রনেতা। তাদের তখন দোর্দণ্ডপ্রতাপ। ৭ই মার্চের ভাষণের সময় রব বঙ্গবন্ধুর কাছাকাছি ছিলেন। আ স ম আবদুর রব ভাইকে বললাম আপনি তো মঞ্চে ছিলেন। আমি না হয় দূরে ছিলাম, যদিও মাইক লাগানো ছিল। তিনিও একই উত্তর দিয়েছিলেন যে, 'ভাই, জয় পাকিস্তান বললে মঞ্চ থেকে কেউ আমরা নামতে পারতাম না। এত উত্তেজিত জনতা।' এটা এ.কে. খন্দকার ক্যান্টনমেন্টে বসে রেডিওতে শোনেন। আর প্রথম আলো [মূলত প্রথমা প্রকাশন প্রতিষ্ঠান] পাকিস্তানি ভাবাপন্ন একটি পত্রিকা।' (সাক্ষাৎকার: সৈয়দ আনোয়ার হোসেন, ২০১৮)

বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাস নিয়ে বেশকিছু সমৃদ্ধ বই লিখেছেন গবেষক মহিউদ্দিন আহমদ। ১৯৭১ সালে মহিউদ্দিন আহমদ সক্রিয় ছাত্রলীগ কর্মী ছিলেন। পরে যোগ দেন সশস্ত্র সংগ্রামে। তিনি গবেষককে জানান:

'আমি সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে ছিলাম। সামনে লাখ লাখ উত্তেজিত জনতা। যারা মুক্তি চায়। যারা যুদ্ধে যেতে প্রস্তুত। এমন একটি জনসমাবেশের সামনে জয় পাকিস্তান কথা উচ্চারণ অসম্ভব। তারপরও সবচেয়ে জরুরি বিষয় শেখ মুজিব ওই কথা উচ্চারণ করেননি। আর এমন কথা যদি কোনো কারণে উচ্চারিত হতো তাহলে তাঁর প্রতিক্রিয়া হতো ভয়াবহ। যারা এসব কথা বলে বেড়ায় তাদের অন্য উদ্দেশ্য আছে।' (সাক্ষাৎকার: মহিউদ্দীন আহমদ, ২০১৮)

৭ই মার্চের ভাষণ নিয়ে ইতিহাস বিকৃতির চেষ্টা নিয়ে আরও অনেক গবেষক তাঁদের মতামত তুলে ধরেছেন। যাদের মধ্যে অনেকেই ঐতিহাসিক ওই ভাষণের সময় সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে উপস্থিত ছিলেন। যাদের একজন ইতিহাসবিদ অধ্যাপক মুনতাসীর মামুন। '৭ই মার্চের ভাষণ ও বর্তমান প্রাসঙ্গিকতা' নিয়ে একটি নিবন্ধে এ বিষয়ে বিস্তারিত তুলে ধরেছেন। নিবন্ধটি 'বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ বাহুমাত্রিক বিশ্লেষণ' (বাংলা একাডেমি: ২০১৮) বইয়ে সংকলিত হয়েছে। অধ্যাপক মুনতাসীর মামুন নিবন্ধে উল্লেখ করেছেন:

'৭ই মার্চেই স্বাধীনতার ঘোষণা দেওয়া হয়েছিল। বঙ্গবন্ধুকে পছন্দ করেন না, এমন অনেকে বলেন, এখনও বলেন, বক্তৃতা শেষে তিনি 'জয় বাংলা'র পর 'জয় পকিস্তান' বা 'জিয়ে পাকিস্তান' বলেছিলেন। এমনকি প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি মুহাম্মদ হাবিবুর রহমানও তা বিশ্বাস করেন। আমি ছিলাম রেসকোর্সে। ঐ শব্দ দুটি শুনিনি।' (পৃ. ২২১)

বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ নিয়ে অপপ্রচার ও নানা রকম অপচেষ্টার বিরুদ্ধে আরও অনেকেই লিখেছেন। এক্ষেত্রে বর্ষীয়ান রাজনীতিবিদ সিরাজুল আলম খানের একটি বক্তব্য খুবই প্রাসঙ্গিক। বাংলাদেশের ছাত্ররাজনীতির ইতিহাসে সিরাজুল আলম খান একটি বিশেষ নাম। ষাটের দশকে ছাত্র আন্দোলন সংগঠিত করা এবং মুক্তিযুদ্ধে তাঁর বিশেষ অবদান আছে। ২০১৯ সালে শামসুদ্দিন পেয়ারার লেখা 'আমি সিরাজুল আলম খান: একটি রাজনৈতিক জীবন আলেখ্য' বইয়ে সিরাজুল আলম খান ৭ই মার্চের ভাষণ নিয়ে অপপ্রচার ও অপচেষ্টার একটি জবাব দিয়েছেন। যেখানে এই তৎকালীন প্রভাবশালী ছাত্রনেতা ও মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক বলেছেন:

'আজকাল দুই-একজন অতি পাণ্ডিত্য জাহির করতে গিয়ে বলার চেষ্টা করছেন, বঙ্গবন্ধু নাকি ৭ মার্চের ভাষণে 'জয় বাংলা' বলার পর 'জয় পাকিস্তান' বলেছিলেন। এরা আসলে পঞ্চম বাহিনীর লোক। এরা পাকিস্তান থাকতে পাকিস্তানিদের দালালী করতো। ২৫শে মার্চের আগের দিন পর্যন্ত এরা পাকিস্তানিদের হয়েই কাজ করেছে। শেষে না পেরে এরা 'বাঙালি বন্ধু' হয়ে ওঠে।' (পেয়ারা; ২০১৯:১১৫)

সিরাজুল আলম খানের এই মন্তব্য ভীষণ প্রাসঙ্গিক ও ঐতিহাসিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ। বঙ্গবন্ধুর এই ভাষণটি নিয়ে অপপ্রচার ও উদ্দেশ্যমূলক তথ্য বিকৃতি এখনো চলমান। এক্ষেত্রে সিরাজুল আলম খানের উপরের বক্তব্য হতে পারে বিশেষ এক তথ্যনির্ভর সূত্র। যার মাধ্যমে অনেক বিতর্কের অবসান হতে পারে।

চতুর্থ অধ্যায়

৪.১ উপাত্ত উপস্থাপন

এই গবেষণায় নমুনা হিসেবে ১৯৭১ সালের মার্চের ৭টি সংবাদপত্রের আধেয় নেওয়া হয়েছে। আর পরিসর নির্ধারণ করা হয়েছে ১৯৭১ সালের ১ থেকে ১৪ মার্চ। নমুনা সংবাদপত্রগুলো সারণিতে তুলে ধরা হলো:

সারণি: ১	
গবেষণা নমুনা হিসেবে বাছাইকৃত সংবাদপত্র (১–১৪ মার্চ ১৯৭১)	
বাংলা পত্রিকা	ইংরেজি দৈনিক পত্রিকা
১. আজাদ	৬. The Pakistan Observer
২. দৈনিক ইত্তেফাক	৭. The People
৩. পূর্বদেশ	
৪. দৈনিক পাকিস্তান	
৫. সংবাদ	

এই গবেষণায় নিরীক্ষণ করা উপাত্তসমূহ থেকে বিজ্ঞানসম্মত কোডিং শিটের ভিত্তিতে (Coding sheet) তথ্যগুলো সন্নিবেশ করা হয়েছে। গবেষণা প্রশ্নের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ১–১৪ মার্চ সময়ে প্রকাশিত সংবাদগুলোর শিরোনাম ও সংবাদের ধরনসমূহ তুলে ধরা হয়েছে। তবে এই প্রক্রিয়ায় একটি সীমাবদ্ধতা ছিল। গবেষক ১–১৪ মার্চের সংবাদপত্র নিরীক্ষা করার ক্ষেত্রে আজাদ, দ্য পিপল, দ্য পাকিস্তান অবজারভার পুরোপুরি মূল সংবাদপত্র পাঠ করার ও নিরীক্ষা করার সুযোগ পেয়েছেন। আর দৈনিক ইত্তেফাক, পূর্বদেশ, সংবাদ, দৈনিক পাকিস্তান নিরীক্ষা করার সুযোগ পেয়েছেন ডিজিটালাইজ কপি। ফলে নথিভুক্ত করার ক্ষেত্রে কিছু কিছু প্রতিকূলতার সম্মুখীন হতে হয়েছে।

উপাত্ত উপস্থাপনে সীমাবদ্ধতা: এই গবেষণার মূল উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার ও বাংলা একাডেমির পুরোনো সংবাদপত্র শাখা থেকে। নমুনা সংগ্রহের সময় সব সংবাদপত্র পাওয়া যায়নি। এ কারণে কয়েকটি সংবাদপত্র বিশেষ করে দৈনিক ইত্তেফাক, দৈনিক পাকিস্তান ও সংবাদের নমুনা কম পরিমাণে নথিভুক্ত হয়েছে। উল্লেখ করা যেতে পারে, মানবতাবিরোধী অপরাধের বিচারের প্রেক্ষাপটে বাংলা একাডেমি ও জাতীয় আর্কাইভসে ১৯৭১ সালের অনেক সংবাদপত্র জব্দ করে রাখা হয়েছে। গবেষণার স্বার্থে যেগুলো অবমুক্ত করা খুবই প্রয়োজন।

গবেষণার তথ্য নথিভুক্তকরণ প্রক্রিয়ায় যে সংবাদপত্রগুলো পাওয়া যায়নি (১–১৪ মার্চ ১৯৭১)	
আজাদ	১৪ মার্চ
দৈনিক ইত্তেফাক	৪ মার্চ, ৫ মার্চ, ৬ মার্চ, ১০ মার্চ, ১৪ মার্চ
পূর্বদেশ	সব কপি পাওয়া গেছে।
দৈনিক পাকিস্তান	৩ মার্চ, ৫ মার্চ, ৬ মার্চ, ৭ মার্চ, ৯ মার্চ, ১৪ মার্চ
সংবাদ	২ মার্চ, ৩ মার্চ, ৪ মার্চ, ৫ মার্চ, ৬ মার্চ, ৯ মার্চ
The Pakistan Observer	১৪ মার্চ
The People	৯ মার্চ
	মোট: ২০ দিন

সীমিত সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও উপস্থাপিত উপাত্তের ক্ষেত্রে শুধুই শিরোনাম (Headline) নয়, কোন ধরনের সংবাদ (Journalistic genre) প্রকাশিত হয়েছে, তা-ও তুলে ধরা হলো। উল্লেখ করা যেতে পারে, সংবাদপত্রে শুধুই সরাসরি সংবাদ প্রকাশিত হয় না। সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয় বিভিন্ন ধরনের আধেয়। যেগুলোর মধ্যে অন্যতম প্রতিদিনের সংবাদ (News/ Daily News), সম্পাদকীয় (Editorial), নিবন্ধ (Features), অপেড (Opinionated Editorial), চিঠিপত্র (Letter to editor), সাক্ষাৎকার (Interview) ও অন্যান্য (Other)। উল্লিখিত এই শ্রেণিবিভাগের ভিত্তিতে প্রাপ্ত উপাত্ত উপস্থাপন করা হলো।

করোনাভাইরাসজনিত লকডাউন পরিস্থিতির জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরি ও বাংলা একাডেমির লাইব্রেরি থেকে তথ্য নথিভুক্ত করতে কিছু সমস্যায় পড়তে হয়েছে। এই পরিস্থিতি না থাকলে তথ্য নথিভুক্তকরণ আরও সমন্বিত ও সার্বিক করা সম্ভব হতো।

৪.২ মূল গবেষণা প্রশ্নের উপাত্ত উপস্থাপন: আধেয়ের ধরন ও চরিত্র

এই গবেষণার মূল প্রশ্ন ছিল ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ জাতির পিতা শেখ মুজিবুর রহমান যে ভাষণ দিয়েছিলেন, সেই ভাষণ সংক্রান্ত আধেয় সংবাদপত্রে কীভাবে উপস্থাপিত হয়েছিল তার ধরন ও চরিত্র সম্পর্কে বিস্তারিত জানা। এই ধরন ও চরিত্র সম্পর্কে জানতে নিচে ৭টি সংবাদপত্রের নথিভুক্ত সংবাদ আধেয়গুলো তুলে ধরা হলো:

১. আজাদ

১৯৭১ সালের অসহযোগ আন্দোলন এবং
বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ সংক্রান্ত আধেয়
সংবাদ শিরোনাম (Headline) এবং সংবাদের ধরন ও চরিত্র (Journalistic genre)
(১–১৪ মার্চ ১৯৭১)

তারিখ	শিরোনামসমূহ (Headline)	সংবাদের ধরন ও চরিত্র (Journalistic genre)
১ মার্চ	১. বিবর্তনের মাধ্যমে সমাজতন্ত্র কায়েম করিব: শেখ মুজিব শাসনতন্ত্রের নামে আর লুণ্ঠন নয়	প্রতিদিনের সংবাদ
	২. ষড়যন্ত্র প্রতিহত করার আহ্বান	প্রতিদিনের সংবাদ
	৩. ভুট্টোর স্বরূপে আত্মপ্রকাশ	প্রতিদিনের সংবাদ
	৪. যুক্তি থাকিলে গ্রাহ্য করা হইবে– আসিবেন না কেন?	প্রতিদিনের সংবাদ
	৫. মুজিবের সকাশে ফারল্যান্ড	প্রতিদিনের সংবাদ
	৬. মওদুদীর জবাবে মুজিব	প্রতিদিনের সংবাদ
	৭. শাসনতান্ত্রিক সমীক্ষা– আহমদ নাদিম কাজমী	মতামত
২ মার্চ	১. জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত	প্রতিদিনের সংবাদ
	২. ঢাকায় হরতাল পল্টনে জনসভা	প্রতিদিনের সংবাদ
	৩. লে. জে. ইয়াকুব গভর্নর নিযুক্ত	প্রতিদিনের সংবাদ
	4. পাকিস্তানি দ্রব্য বর্জনের আহ্বান	প্রতিদিনের সংবাদ
	৫. সাংবাদিক সম্মেলনে শেখ মুজিব ৬. ত্যাগের জন্য প্রস্তুত হউন	প্রতিদিনের সংবাদ
	৭. নেতৃবৃন্দের ক্ষোভ ও নিন্দা	প্রতিদিনের সংবাদ
	৮. পল্টনের জনসভায় তোফায়েলের ঘোষণা ৯. স্বাধিকার অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত সংগ্রাম চলিবে	প্রতিদিনের সংবাদ
	১০. শেখ সকাশে নেতৃবর্গ	প্রতিদিনের সংবাদ
	১১. দায়িত্ব পালনের ব্যাপারে সংবাদপত্রের সহযোগিতা কামনা ১২. আওয়ামী লীগ বৈদেশিক সাহায্যের কেন্দ্রের হাতে ছাড়িয়া দিবে না: কামরুজ্জামান	প্রতিদিনের সংবাদ
	১৩. ঢাকা স্টেডিয়ামে ক্রিকেট খেলা পরিত্যক্ত	প্রতিদিনের সংবাদ
	১৪. মুজিব সকাশে গোলাম ফারুক	প্রতিদিনের সংবাদ
	১৫. স্বতঃস্ফূর্ত গণজমায়েতে বেগম চৌধুরী ১৬. গণ সরকার ও যুক্তফ্রন্ট গঠনের প্রস্তাব	প্রতিদিনের সংবাদ

তারিখ	শিরোনামসমূহ (Headline)	সংবাদের ধরন ও চরিত্র (Journalistic genre)
৩ মার্চ	১. শেখ মুজিব কর্তৃক সামরিক শাসন প্রত্যাহার দাবী সংগ্রাম চলিতে থাকিবে	প্রতিদিনের সংবাদ
	২. ঢাকায় সর্বাত্মক হরতাল	প্রতিদিনের সংবাদ
	৩. রাজধানীতে ১০ ঘণ্টা কারফিউ	প্রতিদিনের সংবাদ
	৪. কারফিউ ভঙ্গ	প্রতিদিনের সংবাদ
	৫. জাতীয় লীগের জনসভা	প্রতিদিনের সংবাদ
	৬. বটতলায় ঐতিহাসিক জনসভা	প্রতিদিনের সংবাদ
	৭. হরতালের আওতামুক্ত	প্রতিদিনের সংবাদ
	৮. নূর খানের জবাব	প্রতিদিনের সংবাদ
	৯. পিপলস্ পার্টির উগ্রপন্থীদের অভিযোগ আমলারা ভুট্টোকে ঘিরিয়া রাখিয়াছে	প্রতিদিনের সংবাদ
	১০. গভর্নরই এখন থেকে সামরিক প্রশাসক	প্রতিদিনের সংবাদ
	১১. ১১০ নম্বর সামরিক আইন জারী	প্রতিদিনের সংবাদ
	১২. তিনটি ছাত্রাবাসের নতুন নামকরণ	প্রতিদিনের সংবাদ
	১৩. জাতীয় পরিষদের অধিবেশন	সম্পাদকীয়
৪ মার্চ	১. পল্টন জনসমুদ্রে শেখ মুজিব শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখুন	প্রতিদিনের সংবাদ
	২. চট্টগ্রামে ৭১ ব্যক্তি নিহত: বহু আহত	প্রতিদিনের সংবাদ
	৩. আবার কারফিউ লঙ্ঘন	প্রতিদিনের সংবাদ
	৪. সান্ধ্য আইনের মেয়াদ: ঢাকা ৮, রংপুরে ২৪ ও সিলেটে ১১ ঘণ্টা	প্রতিদিনের সংবাদ
	৫. প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া কর্তৃক ১০ মার্চ ঢাকায় নেতাদের বৈঠক আহ্বান	প্রতিদিনের সংবাদ
	৬. সাতই মার্চ পর্যন্ত সংগ্রামী কর্মসূচী	প্রতিদিনের সংবাদ
	৭. মুজিব কর্তৃক প্রেসিডেন্টের আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান	প্রতিদিনের সংবাদ
	৮. শহীদের লাশ লইয়া শোক মিছিল	প্রতিদিনের সংবাদ
	৯. প্রতিরোধের নগরী ঢাকা	প্রতিদিনের সংবাদ
	১০. অসন্তুষ্ট জনগণের বিক্ষোভ মিছিল	প্রতিদিনের সংবাদ
	১১. হতাহতের সংখ্যা কত ১৯ জনের পরিচয় পাওয়া গেছে	প্রতিদিনের সংবাদ
	১২. শেখ মুজিব সকাশে খান সবুর	প্রতিদিনের সংবাদ
	১৩. বিক্ষোভ মিছিল হরতাল	প্রতিদিনের সংবাদ
	১৪. ঢাকা এক বিস্ফোরিত আগ্নিগিরি	ফিচার
	১৫. যা দেখেছি যা শুনেছি রাতের নগরীতে	ফিচার
	১৬. শান্তি ও সমঝোতার আহ্বান	সম্পাদকীয়

তারিখ	শিরোনামসমূহ (Headline)	সংবাদের ধরন ও চরিত্র (Journalistic genre)
৫ মার্চ	১. হরতাল সম্পর্কে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের বিবৃতি অফিস ও ব্যাঙ্কের সময়সূচী ঘোষণা	প্রতিদিনের সংবাদ
	২. বহুরূপী ভুট্টো	প্রতিদিনের সংবাদ
	৩. সব মহলের দাবী: সামরিক শাসন প্রত্যাহার কর স্বাধীকার সংগ্রাম চলবে	প্রতিদিনের সংবাদ
	৪. কারফিউ প্রত্যাহার	প্রতিদিনের সংবাদ
	৫. আপোষের বিরুদ্ধে ভাসানীর হুশিয়ারী	প্রতিদিনের সংবাদ
	৬. স্বাধীকার আন্দোলনের চতুর্থ দিবস হরতাল অব্যাহত: ঢাকা শান্ত	প্রতিদিনের সংবাদ
	৭. আহসানের ঢাকা ত্যাগ	প্রতিদিনের সংবাদ
	৮. সংবাদ প্রকাশ সম্পর্কে ই.পি.ইউ.জে.'র সিদ্ধান্ত বিধি নিষেধ প্রত্যাহার না করিলে লঙ্ঘন করা হইবে	প্রতিদিনের সংবাদ
	৯. শিল্পীদের অসহযোগ আন্দোলন	প্রতিদিনের সংবাদ
	১০. ৫৯ শিক্ষকের বিবৃতি নিরস্ত্র জনতার উপর গুলিবর্ষণের নিন্দা	প্রতিদিনের সংবাদ
	১১. খুলনায় গুলিবর্ষণে ৬ জন নিহত	প্রতিদিনের সংবাদ
	১২. চট্টগ্রামে আরও বহু লোকের প্রাণহানি	প্রতিদিনের সংবাদ
	১৩. গুলিবর্ষণে দুই দিনে ৯ ব্যক্তি নিহত	প্রতিদিনের সংবাদ
	১৪. বাংলার মাটি দুর্জয় ঘাঁটি	নিবন্ধ
	১৫. লুটতরাজের বিরুদ্ধে আমরাও প্রস্তুত	নিবন্ধ
	১৬. ভাবিয়া দেখার সময় আসিয়াছে	সম্পাদকীয়
৬ মার্চ	১. অন্যূন ৪ জন নিহত, ৩০ ব্যক্তি আহত টঙ্গীতে গুলি বর্ষণ	প্রতিদিনের সংবাদ
	২. ব্যাঙ্কের প্রতি নয়া নির্দেশ	প্রতিদিনের সংবাদ
	৩. চট্টগ্রামে অবস্থার উন্নতি	প্রতিদিনের সংবাদ
	৪. শহীদের মিছিলে আরও একটি রক্তগোলাপ	প্রতিদিনের সংবাদ
	৫. স্বাধিকার আন্দোলনের পঞ্চম দিন বাংলাদেশব্যাপী হরতাল	প্রতিদিনের সংবাদ
	৬. 'রক্তাগারে রক্ত দিতে চলরে তোরা চল...'	প্রতিদিনের সংবাদ
	৭. তবে কে দায়ী?	প্রতিদিনের সংবাদ
	৮. আজকের কর্মসূচী	প্রতিদিনের সংবাদ
	৯. খেতাব ও তকমা বর্জনের আহ্বান	প্রতিদিনের সংবাদ
	১০. আওয়ামী লীগ নেতা তাজউদ্দীনের বিবৃতি বাংলার মানুষ স্বাধীন দেশের নাগরিক হিসেবে বাঁচিতে চায়	প্রতিদিনের সংবাদ
	১১. রাজশাহী ও রংপুরে সান্ধ্য আইন	প্রতিদিনের সংবাদ
	১২. আদ্য জাতির উদ্দেশ্যে প্রেসিডেন্টের বেতার ভাষণ	প্রতিদিনের সংবাদ
	১৩. আহত ৪০ জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক	প্রতিদিনের সংবাদ

তারিখ	শিরোনামসমূহ (Headline)	সংবাদের ধরন ও চরিত্র (Journalistic genre)
	১৪. মওলানা ভাসানী কর্তৃক সংবাদপত্রের উপর বিধি নিষেধ প্রত্যাহারের দাবী	প্রতিদিনের সংবাদ
	১৫. সামরিক সরকারের প্রতি আসগর আলী খানের আহ্বান অবিলম্বে শেখ মুজিবুর রহমানের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর করিয়া দেশকে বিচ্ছিন্নতার হাত থেকে রক্ষা করুন	প্রতিদিনের সংবাদ
	১৬. নুরুল আমিন যোগ দেবেন না	প্রতিদিনের সংবাদ
	১৭. ইয়াহিয়ার ঘোষণা সম্পর্কে বেজেন্ডো ভুট্টোর দল অলৌকিকভাবে ভরাডুবি থেকে বাঁচিয়াছে	প্রতিদিনের সংবাদ
	১৮. আর গোল টেবিল বৈঠক নয়	প্রতিদিনের সংবাদ
	১৯. রক্তপাত বন্ধ কর	সম্পাদকীয়
	২০. 'প্রগতির ভেকধারী মিয়া ভুট্টো এবার ক্ষান্ত হউন কোন চক্রান্তেই ফল হবে না'	নিবন্ধ (বিশ্বদূত)
	২১. 'বাংলার মানুষ আজ উদ্বেলিত স্বাধীনতার চেতনায়'	নিবন্ধ
৭ মার্চ	১. জুলুমের জিঞ্জির ভাঙ্গবোই	প্রতিদিনের সংবাদ
	২. সংগ্রামের সহিত সাংবাদিকদের একাত্মতা প্রকাশ	প্রতিদিনের সংবাদ
	৩. শিল্পীদের দ্ব্যর্থহীন ঘোষণা	প্রতিদিনের সংবাদ
	৪. স্বাধিকার আন্দোলনে শিক্ষকরা একাত্ম থাকিবেন	প্রতিদিনের সংবাদ
	৫. ২৫শে মার্চ জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহ্বান দেশের অখণ্ডতা রক্ষা করা সশস্ত্র বাহিনীর দায়িত্ব	প্রতিদিনের সংবাদ
	৬. টিক্কা খান গবর্নর নিযুক্ত	প্রতিদিনের সংবাদ
	৭. মহিলাদের বিক্ষোভ মিছিল	প্রতিদিনের সংবাদ
	৮. বঙ্গবন্ধুর রেসকোর্সের ভাষণ রিলে করার দাবী	প্রতিদিনের সংবাদ
	৯. সংগ্রামের কর্মসূচি ঘোষণার জন্য বঙ্গবন্ধুর প্রতি আহ্বান	প্রতিদিনের সংবাদ
	১০. জাতির উদ্দেশ্যে বঙ্গবন্ধুর আজ ভাষণ	প্রতিদিনের সংবাদ
	১১. জেল হইতে সোয়া তিন শ' কয়েদির পলায়ন	প্রতিদিনের সংবাদ
	১২. আওয়ামী লীগের ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক	প্রতিদিনের সংবাদ
	১৩. মুজিব সকাশে আসগর আলী খান	প্রতিদিনের সংবাদ
	১৪. ঢাকা শিল্প বণিক সংঘ মুজিবের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তরের দাবী	প্রতিদিনের সংবাদ
	১৫. বঙ্গবন্ধুর হাত কে শক্তিশালী করুন	প্রতিদিনের সংবাদ
	১৬. ফজলুল কাদের চৌধুরী বলেন বর্তমান সংকটের জন্য ভুট্টোই দায়ী	প্রতিদিনের সংবাদ
	১৭. মওলানা ভাসানীর ঘোষণা মুক্তির জন্য ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামে প্রস্তুত আছি	প্রতিদিনের সংবাদ
	১৮. পরিষদ অধিবেশনে যোগ দিব: ভুট্টো ৬ দফার উপর আরও আলোচনা করিতে চাই	প্রতিদিনের সংবাদ
	১৯. রাজধানীতে সান্ধ্য আইন : যশোরে গোলযোগ খুলনায় গুলিবর্ষণে ১৩ ব্যক্তি নিহত	প্রতিদিনের সংবাদ

তারিখ	শিরোনামসমূহ (Headline)	সংবাদের ধরন ও চরিত্র (Journalistic genre)
	২০. বাংলাদেশে শোষণ মুক্তির সংগ্রাম শুরু হইয়াছে: মোজাফফর আহমদ	প্রতিদিনের সংবাদ
	২১. জাতীয় পরিষদের অধিবেশন	সম্পাদকীয়
	২২. রং বেরঙ	নিবন্ধ (নুরুল মোমেন)
	২৩. দিক চক্রাবালে কালো মেঘ	নিবন্ধ
	২৪. বিদ্রোহ আজ বিপ্লব চারিদিকে	নিবন্ধ
৮ মার্চ	১. এবারের সংগ্রাম, মুক্তির সংগ্রাম	প্রতিদিনের সংবাদ
	২. ক্ষমতা হস্তান্তর না করা পর্যন্ত অহিংস ও অসহযোগ আন্দোলন চলিবে	প্রতিদিনের সংবাদ
	৩. ঢাকা বেতার কেন্দ্র নীরব	প্রতিদিনের সংবাদ
	৪. লাহোরের জনসামাবেশে নূর খান পূর্ব পাকিস্তানের সহিত একাত্মতা ঘোষণা	প্রতিদিনের সংবাদ
	৫. জাতীয় পরিষদে যোগদানের ৭টি শর্ত	প্রতিদিনের সংবাদ
	৬. অধ্যাপক মোজাফফর বলেন শেখ মুজিবের দাবী ন্যূনতম ও সঙ্গত হইয়াছে	প্রতিদিনের সংবাদ
	৭. প্রদেশের নয়া গবর্নর জেনারেল টিক্কা খানের ঢাকা উপস্থিতি	প্রতিদিনের সংবাদ
	৮. ঢাকা বেতারে বোমা	প্রতিদিনের সংবাদ
	৯. ওয়ালী খানের সভায় স্বাধিকার সংগ্রাম অব্যাহত রাখার ডাক	প্রতিদিনের সংবাদ
	১০. খুলনায় জনসভা স্বাধিকার সংগ্রামে প্রস্তুত থাকার আহ্বান	প্রতিদিনের সংবাদ
৯ মার্চ	১. তাজুদ্দিনের বিবৃতি : শেখ মুজিবের কর্মসূচি কার্যকর করায় সন্তোষ প্রকাশ জনগণ ইতিহাস সৃষ্টি করিয়াছে	প্রতিদিনের সংবাদ
	২. প্রেস নোট প্রসঙ্গে তাজুদ্দীন জ্ঞাত তথ্যের পরিপন্থী খবর প্রচারের নিন্দা	প্রতিদিনের সংবাদ
	৩. হাসপাতালে আহতদের অবস্থা	প্রতিদিনের সংবাদ
	৪. নয়া নির্দেশাবলী	প্রতিদিনের সংবাদ
	৫. রংপুরে অসহযোগ আন্দোলনের প্রস্তুতি	প্রতিদিনের সংবাদ
	৬. আজ মওলানা ভাসানীর জনসভা	প্রতিদিনের সংবাদ
	৭. শেখ মুজিবের নির্দেশ পালনের আহ্বান	প্রতিদিনের সংবাদ
	৮. শেখ মুজিবের বক্তৃতা বেতারে প্রচার	প্রতিদিনের সংবাদ
	৯. শেখ মুজিব ইয়াহিয়া বৈঠকের প্রস্তাব	প্রতিদিনের সংবাদ
	১০. মুজিবের ঘোষণার প্রতি ছাত্রদের সমর্থন	প্রতিদিনের সংবাদ
	১১. জনপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের দাবী ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন ৪৭ সালের স্বাধীনতা আইন সংশোধন করুন : সবুর	প্রতিদিনের সংবাদ

তারিখ	শিরোনামসমূহ (Headline)	সংবাদের ধরন ও চরিত্র (Journalistic genre)
	১২. মুজিবের দাবী ন্যায় সঙ্গত ও ন্যূনতম– আসগর খান	প্রতিদিনের সংবাদ
	১৩. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের উদাত্ত আহ্বান বাংলাদেশের সর্বত্র হরতাল মিছিল জনসভা	প্রতিদিনের সংবাদ
	১৪. বঙ্গবন্ধুর জনসভায় মিছিলের জোয়ার	প্রতিদিনের সংবাদ
	১৫. একমাত্র পথ	সম্পাদকীয়
১০ মার্চ	১৩ পল্টনের জনসমুদ্রে মওলানা ভাসানীর ঐতিহাসিক ঘোষণা মুজিবের সহিত একসাথে মুক্তি সংগ্রাম করিব	প্রতিদিনের সংবাদ
	১৪ মওলানা ভাসানীর ঢাকা ত্যাগ	প্রতিদিনের সংবাদ
	১৫ টেলিফোনে মুজিব ভাসানী আলাপ	প্রতিদিনের সংবাদ
	১৬ প্রেসিডেন্টের শিঘ্রই ঢাকা সফর	প্রতিদিনের সংবাদ
	১৭ ওয়ালি খানের শিঘ্রই ঢাকা আগমন	প্রতিদিনের সংবাদ
	১৮ মুজিব আমার ছেলের মত	প্রতিদিনের সংবাদ
	১৯ জনাব কামরুজ্জামানের বিবৃতি দেওয়ালের লিখন পাঠ করার অনুরোধ	প্রতিদিনের সংবাদ
	২০ রাজনৈতিক নেতৃবর্গের বিবৃতি মুজিবের ঘোষণার প্রতি অভিনন্দন	প্রতিদিনের সংবাদ
	২১ শেখ মুজিবের নির্দেশ অনুযায়ী সমগ্র বাংলাদেশে হরতাল অব্যাহত	প্রতিদিনের সংবাদ
	২২ অদ্য আসগর আলী খানের ঢাকা ত্যাগ	প্রতিদিনের সংবাদ
	২৩ ছাত্র ইউনিয়ন দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হউন	প্রতিদিনের সংবাদ
	২৪ ভুট্টো ছাহেব সুর নামাইয়া দিয়াছেন ৬ দফা রদবদলের অবকাশ না থাকিলে শাসনতন্ত্রের প্রকৃতি সম্পর্কে আলোচনা করিব	প্রতিদিনের সংবাদ
	২৫ অধ্যাপক মোজাফফর আহমদের বিবৃতি প্রেসনোটের বক্তব্য ভুল ও একতরফা	প্রতিদিনের সংবাদ
	২৬ বঙ্গবন্ধুর ভাষণ পুনরায় প্রচারের দাবী	প্রতিদিনের সংবাদ
	২৭ ভাইয়ের রক্তে যখন ধূসর মাটি লাল হয় তখন কি নিশ্চিন্তে ঘরে বসে থাকা যায়?	ফিচার
১১ মার্চ	১. বাংলাদেশের জনগণের ইচ্ছাই চূড়ান্তঃ মুজিব জনগণ শেষ পর্যন্ত সংগ্রাম করিবে	প্রতিদিনের সংবাদ
	২. প্রদেশে অসহযোগ আন্দোলন	প্রতিদিনের সংবাদ
	৩. ১১৪ নম্বর সামরিক আদেশ জারী সৈন্যদের খদ্য সরবরাহে বাধা প্রদান চলিবে না	প্রতিদিনের সংবাদ
	৪. জাতিসংঘের বিশেষজ্ঞ দলকে স্থানান্তরের প্রয়োজন নেই	প্রতিদিনের সংবাদ
	৫. মিছিল আলোচনা সভা ও সাহিত্য সঙ্গীতানুষ্ঠান	প্রতিদিনের সংবাদ
	৬. অহিংস আন্দোলনের নবম দিন ঢাকা শহরে থমথমে ভাব বিরাজমান	প্রতিদিনের সংবাদ
	৭. রাজশাহী শহরে কারফিউ প্রত্যাহার	প্রতিদিনের সংবাদ

তারিখ	শিরোনামসমূহ (Headline)	সংবাদের ধরন ও চরিত্র (Journalistic genre)
	৮. সারা বাংলায় হরতাল মিছিল জনসভা	প্রতিদিনের সংবাদ
	৯. মুজিবের হাতকে সুদৃঢ় করার অঙ্গীকার	প্রতিদিনের সংবাদ
	১০. মুজিবের নির্দেশের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন	প্রতিদিনের সংবাদ
	১১. আমরাও প্রস্তুত	ফিচার
	১২. জনারণ্যে কয়েকজন	ফিচার
১২ মার্চ	1. তাজউদ্দীন কর্তৃক সংগ্রামের সাফল্য অর্জন কল্পে উৎপাদন বৃদ্ধির আহ্বান	প্রতিদিনের সংবাদ
	২. অহিংস আন্দোলনের ১০ম দিন	প্রতিদিনের সংবাদ
	৩. শেখ মুজিব সমীপে পাঞ্জাব আওয়ামী লীগ প্রেসিডেন্ট	প্রতিদিনের সংবাদ
	৪. ব্যাংক ও অন্যান্য সংস্থার কার্য্য পরিকল্পনার আওতা সম্প্রসারণ	প্রতিদিনের সংবাদ
	৫. শেখ মুজিবের নিকট ভুট্টোর তারবার্তা দেশের সংকট নিরসনের অনুরোধ	প্রতিদিনের সংবাদ
	৬. শেখ মুজিব সমীপে জাতিসংঘের প্রতিনিধি	প্রতিদিনের সংবাদ
	৭. ক্যাপ্টেন শামসুল ইসলামের খেতাব বর্জন	প্রতিদিনের সংবাদ
	৮. বরিশাল ও কুমিল্লা জেলা ২০ জন কয়েদির পলায়ন	প্রতিদিনের সংবাদ
	৯. সংগ্রামের প্রস্তুতি ছাত্র ইউনিয়নের কর্মসূচী	প্রতিদিনের সংবাদ
	১০. ওয়ালী ন্যাপের পথসভা ক্ষমতা হস্তান্তরের দাবী	প্রতিদিনের সংবাদ
	১১. বাংলাদেশকে সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দানের আহ্বান	প্রতিদিনের সংবাদ
	১২. বিদেশী নাগরিক ও এখানকার পরিস্থিতি	সম্পাদকীয়
	১৩. লেখনীতে যেন আজ সাত কোটি বাঙালির সাথে বিশ্বাসঘাতকতা না করে	নিবন্ধ
১৩ মার্চ	১. প্রেসিডেন্টের প্রতি আসগর আলী খানের পরামর্শ ঢাকায় যাইয়া ক্ষমতা হস্তান্তর করুন	প্রতিদিনের সংবাদ
	২. গমবাহী জাহাজের করাচী অভিমুখে গতি পরিবর্তন ক্যাপ্টেন মনসুর আলী কর্তৃক রিপোর্ট প্রকাশের দাবী	প্রতিদিনের সংবাদ
	৩. তাজুদ্দিন আহমেদ কর্তৃক বেতারে প্রচারিত খবরের প্রতিবাদ	প্রতিদিনের সংবাদ
	৪. স্বাধিকার আন্দোলনে শিল্পীর তুলি ও লেখনী	প্রতিদিনের সংবাদ
	৫. ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ তৈল কোম্পানীসমূহের প্রতি নির্দেশ	প্রতিদিনের সংবাদ
	৬. অহিংস আন্দোলনের একাদশ দিবস	প্রতিদিনের সংবাদ
	৭. মোমেনশাহী কৃষক আন্দোলনে ভাসানী মুক্তি সংগ্রাম ব্যতিত শোষণের অবসান সম্ভব নহে	প্রতিদিনের সংবাদ
	৮. ওয়ালী খানের ঢাকা আগমন	প্রতিদিনের সংবাদ

তারিখ	শিরোনামসমূহ (Headline)	সংবাদের ধরন ও চরিত্র (Journalistic genre)
	৯. ন্যাপের সভা গণহত্যার বিচার বিভাগীয় তদন্ত দাবী	প্রতিদিনের সংবাদ
	১০. শেখ মুজিবুর রহমানের আহ্বানে বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গাতে মিছিল জনসভা	প্রতিদিনের সংবাদ
	১১. পশ্চিম পাকিস্তানী নেতাদের প্রতি আহ্বান মুজিবের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে শরিক হউন	প্রতিদিনের সংবাদ
	১২. শেখ মুজিবের প্রতি বিভিন্ন মহলের সমর্থন	প্রতিদিনের সংবাদ
	১৩. গুলি করার অধিকার নাই- কামরুজ্জামান	প্রতিদিনের সংবাদ
	১৪. শেখ মুজিব সমীপে আতাউর রহমান খান	প্রতিদিনের সংবাদ
	১৫. বিদেশীদের ঢাকা ত্যাগ	প্রতিদিনের সংবাদ
১৪ মার্চ	আর্কাইভসে এই সংখ্যা পাওয়া যায়নি	
মোট:	**১৮৯টি সংবাদ**	

২. দৈনিক ইত্তেফাক

১৯৭১ সালের অসহযোগ আন্দোলন এবং বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ সংক্রান্ত আধেয় সংবাদ শিরোনাম (Headline) এবং সংবাদের ধরন ও চরিত্র (Journalistic genre) (১–১৪ মার্চ ১৯৭১)

দৈনিক ইত্তেফাক
THE DAILY ITTEFAQ
প্রতিষ্ঠাতা ঃ তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া

তারিখ	শিরোনামসমূহ (Headline)	সংবাদের ধরন ও চরিত্র (Journalistic genre)
১ মার্চ	১. সংঘর্ষ অব্যাহত	প্রতিদিনের সংবাদ
	২. যুদ্ধ পরিস্থিতি অপরিবর্তিত	প্রতিদিনের সংবাদ
	৩. ভারত পূর্ব পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সামরিক উস্কানি সৃষ্টি করিয়াছে	প্রতিদিনের সংবাদ
	৪. সংকট এখনও নিরসন সম্ভব তবে, অবাধ কর্তৃত্ব চাই	প্রতিদিনের সংবাদ
	৫. ২১ জন পুলিশ অফিসারকে হাজির হওয়ার নির্দেশ	প্রতিদিনের সংবাদ
	৬. সেনাবাহিনীর প্রতি পূর্ণ সমর্থন ঘোষণা	প্রতিদিনের সংবাদ
২ মার্চ	১. দর্শনা ও শমসেরনগর আক্রান্ত	প্রতিদিনের সংবাদ
	২. পাকিস্তান এখনও পূর্ণাঙ্গ যুদ্ধ পরিহারের পক্ষপাতী	প্রতিদিনের সংবাদ
	৩. পাকিস্তান ভূখণ্ড হইতে সেনা অপসারণের আহ্বান	প্রতিদিনের সংবাদ

তারিখ	শিরোনামসমূহ (Headline)	সংবাদের ধরন ও চরিত্র (Journalistic genre)
৩ মার্চ	১. বর্তমান সংঘর্ষে পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন সেক্টরে প্রচণ্ডতম আক্রমণ **সাতটি ফ্রন্টে আরও তিন ডিভিশন ভারতীয় সৈন্য**	প্রতিদিনের সংবাদ
	২. যথার্থ গণপ্রতিনিধিদের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তরই দেশের অখণ্ডতা রক্ষার একমাত্র উপায়	প্রতিদিনের সংবাদ
	৩. সৈন্য প্রত্যাহারের ভারতীয় দাবী অগ্রাহ্য	প্রতিদিনের সংবাদ
৪ মার্চ	আর্কাইভসে এই সংখ্যা পাওয়া যায়নি	
৫ মার্চ	আর্কাইভসে এই সংখ্যা পাওয়া যায়নি	
৬ মার্চ	আর্কাইভসে এই সংখ্যা পাওয়া যায়নি	
৭ মার্চ	১. ২৫ শে মার্চ জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহ্বান **আওয়ামী লীগ কমিটির জরুরী বৈঠক**	প্রতিদিনের সংবাদ
	২. ঢাকা সেন্ট্রাল জেলের গেট ভাঙ্গিয়া সাড়ে তিন শতাধিক কয়েদীর পলায়ন	প্রতিদিনের সংবাদ
	৩. দেশের সর্বশেষ রাজনৈতিক পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ	প্রতিদিনের সংবাদ
	৪. 'আইনত শেখ মুজিবই দেশের শাসন পরিচালনার অধিকারী'	প্রতিদিনের সংবাদ
	৫. এই গণহত্যা বন্ধ কর	সম্পাদকীয়
	৬. এই জটিল পরিস্থিতির সমাধান কোথায়	মতামত
৮ মার্চ	১. পরিষদে যাওয়ার প্রশ্ন বিবেচনা করিতে পারি, যদি–	প্রতিদিনের সংবাদ
	২. আজ থেকে আমার নির্দেশ	প্রতিদিনের সংবাদ
	৩. ঢাকা বেতার বন্ধ	প্রতিদিনের সংবাদ
৯ মার্চ	১. **শেখ মুজিবের শর্ত মানিয়া 'ভয়াবহ বিপর্যয়' রোধে যত্নবান হউন** প্রেসিডেন্টে প্রতি পূর্বাঞ্চলীয় নেতৃবৃন্দ ও রাজনৈতিক সংস্কার আহ্বান	প্রতিদিনের সংবাদ
	২. 'বাঙ্গালীতে বাঙ্গালীতে ভুল বুঝাবুঝি সৃষ্টির অপপ্রয়াস'	প্রতিদিনের সংবাদ
	৩. এ সব তবে কিসের আলামত?	প্রতিদিনের সংবাদ
	৪. কয়েকটি ক্ষেত্রে অব্যাহতির ঘোষণা	প্রতিদিনের সংবাদ
	৫. লন্ডনস্থ পাকিস্তানী হাই কমিশনের সম্মুখে বিক্ষোভ	প্রতিদিনের সংবাদ
১০ মার্চ	আর্কাইভসে এই সংখ্যা পাওয়া যায়নি	
১১ মার্চ	**১. জাতিসঙ্ঘ সেক্রেটারী জেনারেলের দায়িত্বের ওখানেই শেষ নয়...** বাংলার সর্বশেষ পরিস্থিতি সম্পর্কে শেখ মুজিব।	প্রতিদিনের সংবাদ
	২. রাজশাহীতে কারফিউ প্রত্যাহার	প্রতিদিনের সংবাদ
	৩. চট্টগ্রাম বন্দরে ৮৬ হাজার টন খাদ্যদ্রব্য আটকা পড়িয়া আছে	প্রতিদিনের সংবাদ
	৪. ওয়ালী খান বলেন	প্রতিদিনের সংবাদ

তারিখ	শিরোনামসমূহ (Headline)	সংবাদের ধরন ও চরিত্র (Journalistic genre)
	৫. নারায়ণগঞ্জ জেলের ৪০ জন কয়েদীর পলায়ন	প্রতিদিনের সংবাদ
	৬. পূর্ব পাকিস্তানের সাম্প্রতিক ঘটনাবলীতে জাতিসঙ্ঘের হস্তক্ষেপ কামনা	প্রতিদিনের সংবাদ
	৭. চূড়ায় চূড়ায় কালো পতাকা	প্রতিদিনের সংবাদ
	৮. অবিলম্বে পূর্ব পাকিস্তানে গিয়া শেখ মুজিবের সঙ্গে আলাপ করুন	প্রতিদিনের সংবাদ
১২ মার্চ	১. ভূট্টোর প্রাণ কাঁদিতেছে তবু–	প্রতিদিনের সংবাদ
	২. আঁতে ঘা!	প্রতিদিনের সংবাদ
	৩. আওয়ামী লীগের নির্দেশ চূড়ান্ত বিজয়ের জন্য অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে কঠোর শৃঙ্খলা রক্ষা করিতে হইবে হরতালের ক্ষেত্রে 'অব্যাহতির' আওতা সম্প্রসারিত	প্রতিদিনের সংবাদ
	৪. কুর্মিটোলা 'মার্শাল ল' অফিস ছাড়া কোথাও পাকিস্তানি পতাকা দেখি নাই	প্রতিদিনের সংবাদ
	৫. গম ভর্তি জাহাজের গতি পরিবর্তন করিয়া করাচী যাত্রা	প্রতিদিনের সংবাদ
	৬ 'সাত কোটি বাঙ্গালীর নেতা শেখ মুজিবের নির্দেশ পালন করুন'	প্রতিদিনের সংবাদ
	৭. বরিশাল জেলের ২৪ জন কয়েদীর পলায়ন	প্রতিদিনের সংবাদ
১৩ মার্চ	১. 'আমি তার স্বরে এই হুশিয়ারীই উচ্চারণ করিয়া যাইব...' –আসগর খান	প্রতিদিনের সংবাদ
	২. কোন দেশপ্রেমিকই মুজিবের পূর্ব শর্তের বিরোধিতা করিতে পারে না	প্রতিদিনের সংবাদ
	৩. মিথ্যা	প্রতিদিনের সংবাদ
	৪. তাঁহারা উধাও!	প্রতিদিনের সংবাদ
	৫. অসহযোগ আন্দোলন	প্রতিদিনের সংবাদ
	৬. মুজিব সকাশে	প্রতিদিনের সংবাদ
	৭. বগুড়া জেল হইতেও–	প্রতিদিনের সংবাদ
১৪ মার্চ	আর্কাইভসে এই সংখ্যা পাওয়া যায়নি	
মোটঃ	**৪৮টি সংবাদ**	

৩. পূর্বদেশ

১৯৭১ সালের অসহযোগ আন্দোলন এবং বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ সংক্রান্ত আধেয় সংবাদ শিরোনাম (Headline) এবং সংবাদের ধরন ও চরিত্র (Journalistic genre)
(১–১৪ মার্চ ১৯৭১)

তারিখ	শিরোনামসমূহ (Headline)	সংবাদের ধরন ও চরিত্র (Journalistic genre)
১ মার্চ	১. ন্যায়সঙ্গত হলে মেনে নেব	প্রতিদিনের সংবাদ
	২. সময়সীমা তুলে নিলে ঢাকা যাব	প্রতিদিনের সংবাদ
	৩. পূর্ব বাংলার দাবী প্রতিষ্ঠিত না হলে জনগণ নিজস্ব পথ বেছে নেবে	প্রতিদিনের সংবাদ
	৪. কূটনৈতিক ও পরিষদ সদস্যরা ঢাকায় ছুটে আসছেন	প্রতিদিনের সংবাদ
২ মার্চ	১. অধিবেশন অনির্দিষ্টকাল স্থগিত	প্রতিদিনের সংবাদ
	২. মুজিবের তীব্র প্রতিবাদ	প্রতিদিনের সংবাদ
	৩. প্রতিক্রিয়া	প্রতিদিনের সংবাদ
	৪. হরতাল	প্রতিদিনের সংবাদ
	৫. বিক্ষোভ	প্রতিদিনের সংবাদ
	৬. শেখ মুজিব উদ্ভূত পরিস্থিতি নিয়ে সবার সাথে আলোচনা করবেন	প্রতিদিনের সংবাদ
৩ মার্চ	১. বিক্ষুব্ধ পূর্ব বাংলা	প্রতিদিনের সংবাদ
	২. সামরিক আইন প্রত্যাহার ও শান্তি বজায় রাখার আহ্বান	প্রতিদিনের সংবাদ
	৩. দিনে রাতে মিছিল আর মিছিল	প্রতিদিনের সংবাদ
	৪. ঢাকায় ৬৮ জন আহত	প্রতিদিনের সংবাদ
	৫. প্রতিবাদ	প্রতিদিনের সংবাদ
	৬. শেখ মুজিবের আহ্বান	প্রতিদিনের সংবাদ
	৭. সান্ধ্য আইন জারী হয়েছে	প্রতিদিনের সংবাদ
৪ মার্চ	১. ক্ষমতা হস্তান্তর ছাড়া খাজনা-ট্যাক্স দে'য়া হবে না	প্রতিদিনের সংবাদ
	২. প্রদেশব্যাপী হরতাল	প্রতিদিনের সংবাদ
	৩. ইয়াহিয়া বৈঠক ডেকেছেন	প্রতিদিনের সংবাদ
	৪. এই আমন্ত্রণ ক্রু এর পরিহাস মাত্র	প্রতিদিনের সংবাদ
	৫. ঢাকা ও চট্টগ্রামে ১১৩ জন নিহত, বহু আহত	প্রতিদিনের সংবাদ
	৬. অহিংস ও অসহযোগ আন্দোলন চালিয়ে নিন	প্রতিদিনের সংবাদ
	৭. প্রতিরোধ করুন	প্রতিদিনের সংবাদ
	৮. খুলনা-রংপুর-সিলেটে সান্ধ্য আইন	প্রতিদিনের সংবাদ

তারিখ	শিরোনামসমূহ (Headline)	সংবাদের ধরন ও চরিত্র (Journalistic genre)
৫ মার্চ	১. দু'ঘণ্টার জন্য অফিস-ব্যাঙ্ক খোলা থাকবে	প্রতিদিনের সংবাদ
	২. পরিষদের অধিবেশন শীঘ্রই বসবে: ভুট্টো	প্রতিদিনের সংবাদ
	৩. পাহাড়তলী ও খুলনায় গুলীতে নয় জন নিহত	প্রতিদিনের সংবাদ
	৪. শিল্পীদের বেতার ও টিভি বর্জনের সিদ্ধান্ত	প্রতিদিনের সংবাদ
৬ মার্চ	১. হরতালের চতুর্থ দিন: টঙ্গীতে গুলী বর্ষণ	প্রতিদিনের সংবাদ
	২. সৈন্যদের ব্যারাকে ফিরিয়ে নিয়েছে	প্রতিদিনের সংবাদ
	৩. রাজশাহী রংপুরে কারফিউ	প্রতিদিনের সংবাদ
	৪. বিভিন্ন স্থানে এ পর্যন্ত ১৮৮ জন নিহত	প্রতিদিনের সংবাদ
	৫. পরিস্থিতি অবনতি হলে ওরাই দায়ী হবে	প্রতিদিনের সংবাদ
	৬. হত্যার বিরুদ্ধে জনতার সোচ্চার কণ্ঠ	প্রতিদিনের সংবাদ
	৭. শেখ মুজিব ছাড়া সম্মেলন অনুষ্ঠান অর্থহীন	প্রতিদিনের সংবাদ
	৮. ছাত্রলীগের লাঠি মিছিল	প্রতিদিনের সংবাদ
	৯. প্রতিবাদ সংগ্রাম অব্যাহত	প্রতিদিনের সংবাদ
৭ মার্চ	১. ২৫ তারিখে পরিষদের অধিবেশন আওয়ামী লীগের জরুরী আলোচনা	প্রতিদিনের সংবাদ
	২. কয়েদীরা জেল ভেঙ্গে বেরিয়েছে	প্রতিদিনের সংবাদ
	৩. হরতালের পাঁচদিন অতিবাহিত	প্রতিদিনের সংবাদ
৮ মার্চ	১. **শেখ মুজিবের ঘোষণা** সামরিক আইন প্রত্যাহার কর: জনপ্রতিনিধিদের ক্ষমতা দাও: সৈন্যদের ছাউনিতে ফিরিয়ে নাও: নাগরিক হত্যার তদন্ত চাই	প্রতিদিনের সংবাদ
	২. সামরিক আইন প্রত্যাহার ও ক্ষমতা হস্তান্তর করুন	প্রতিদিনের সংবাদ
	৩. ঢাকা বেতার কাল স্তব্ধ ছিল	প্রতিদিনের সংবাদ
	৪. শেখ মুজিবের বিবৃতি	প্রতিদিনের সংবাদ
৯ মার্চ	১. পূর্ণ কর্মসূচী ঘোষণা	প্রতিদিনের সংবাদ
	২. ক্ষমতা হস্তান্তর প্রশ্নে মুজিবের সাথে বসুন	প্রতিদিনের সংবাদ
	৩. শেখ মুজিবের ঘোষণা অভিনন্দিত	প্রতিদিনের সংবাদ
	৪. বাংলা দেশের বীর জনতা অভিনন্দিত	প্রতিদিনের সংবাদ
	৫. রাজশাহীতে সান্ধ্য আইন অব্যাহত	প্রতিদিনের সংবাদ
	৬. কালো পতাকার শহর	প্রতিদিনের সংবাদ
১০ মার্চ	১. মুজিবের প্রতি ভাসানীর দ্ব্যর্থহীন সমর্থন	প্রতিদিনের সংবাদ
	২. জনপ্রতিনিধিদের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তরের দাবী	প্রতিদিনের সংবাদ
	৩. অফিস আদালত স্কুল কলেজে হরতাল	প্রতিদিনের সংবাদ
	৪. খুলনায় এ যাবত ৩০ জনের মৃত্যু	প্রতিদিনের সংবাদ
	৫. বিদেশীদের ঢাকা ত্যাগ প্রসঙ্গে	প্রতিদিনের সংবাদ
	৬. রাজশাহী পরিস্থিতি	প্রতিদিনের সংবাদ

তারিখ	শিরোনামসমূহ (Headline)	সংবাদের ধরন ও চরিত্র (Journalistic genre)
১১ মার্চ	১. জনগণের ইচ্ছাই চূড়ান্ত	প্রতিদিনের সংবাদ
	২. পশ্চিমাঞ্চলের নেতাদের নীতিগত সমর্থন	প্রতিদিনের সংবাদ
	৩. শেখ মুজিবের প্রতি সমর্থন	প্রতিদিনের সংবাদ
	৪. গুলীবর্ষণে কমপক্ষে আঠারো জন নিহত	প্রতিদিনের সংবাদ
	৫. নারায়ণগঞ্জ জেলের ৩৭ জন আসামী পালিয়ে গেছে	প্রতিদিনের সংবাদ
	৬. রাজশাহীতে সান্ধ্য আইন অব্যাহত	প্রতিদিনের সংবাদ
	৭. ছাত্র নেতাদের প্রতিবাদ	প্রতিদিনের সংবাদ
	৮. ১১৪নং সামরিক আদেশ	প্রতিদিনের সংবাদ
	৯. অফিস আদালত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পূর্ণ হরতাল চলছে	প্রতিদিনের সংবাদ
১২ মার্চ	১. ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের কয়েকটি নির্দেশ	প্রতিদিনের সংবাদ
	২. স্বার্থবাদীর চক্রান্ত ভাঙ্গবই	প্রতিদিনের সংবাদ
	৩. বিক্ষুব্ধ বাংলার সবখানে হরতাল চলছে	প্রতিদিনের সংবাদ
	৪. মুজিবের নিকট ভুট্টোর তার	প্রতিদিনের সংবাদ
	৫. অসহযোগ আন্দোলনের প্রতি সমর্থন	প্রতিদিনের সংবাদ
	৬. পিআইএ'র টাকা দেওয়া হচ্ছে না	প্রতিদিনের সংবাদ
	৭. বরিশাল ও কুমিল্লার কয়েদীরা জেল ভেঙ্গেছে: ছয় জনের মৃত্যু	প্রতিদিনের সংবাদ
১৩ মার্চ	১. প্রয়োজনীয় দ্রব্য মজুতের বিরুদ্ধে কঠোর হুঁশিয়ারী	প্রতিদিনের সংবাদ
	২. শাসনতন্ত্র নয়, স্বাধিকার আদায়ের জন্যই বাঙ্গালী আজ ঐক্যবদ্ধ	প্রতিদিনের সংবাদ
	৩. ইয়াহিয়া নতুন প্রস্তাব নিয়ে আসছেন?	প্রতিদিনের সংবাদ
	৪. বগুড়া জেল ভেঙ্গে ২৭ জন পালিয়েছে: ১ জন নিহত	প্রতিদিনের সংবাদ
	৫. ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের টিটি ডিসকাউন্ট করবে	প্রতিদিনের সংবাদ
	৬. কালো পতাকার জন্য	প্রতিদিনের সংবাদ
১৪ মার্চ	১. নির্দেশ দিলেও সংগ্রাম চলবে	প্রতিদিনের সংবাদ
	২. ১১৪নং সামরিক নির্দেশ জারী	প্রতিদিনের সংবাদ
	৩. শেখ মুজিবের শর্ত মেনে নেয়ার দাবী	প্রতিদিনের সংবাদ
	৪. ব্যাঙ্কের কর্তৃত্ব আঞ্চলিক বোর্ডকে অর্পণের দাবী	প্রতিদিনের সংবাদ
	৫. এখন আর স্বাধীনতা স্লোগানের দরকার নেই: ভাসানী	প্রতিদিনের সংবাদ
	৬. হরতালের দ্বাদশ দিবস	প্রতিদিনের সংবাদ
মোট	**৮৫টি সংবাদ**	

৪. দৈনিক পাকিস্তান

১৯৭১ সালের অসহযোগ আন্দোলন এবং বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ সংক্রান্ত আধেয় সংবাদ শিরোনাম (Headline) এবং সংবাদের ধরন ও চরিত্র (Journalistic genre)
(১–১৪ মার্চ ১৯৭১)

দৈনিক পাকিস্তান
DAINIK PAKISTAN

তারিখ	শিরোনামসমূহ (Headline)	সংবাদের ধরন ও চরিত্র (Journalistic genre)
১ মার্চ	১. উত্তম প্রস্তাব গ্রহণ করা হবে	প্রতিদিনের সংবাদ
	২. ভুট্টোর নয়া শর্ত আরোপ	প্রতিদিনের সংবাদ
	৩. জাতীয় পরিষদে পশ্চিম পাকিস্তানের মহিলা আসনে নির্বাচন স্থগিত	প্রতিদিনের সংবাদ
	৪. আওয়ামী লীগ পার্লামেন্টারি পার্টির প্রস্তুতি অব্যাহত	প্রতিদিনের সংবাদ
	৫. নির্বাচনের রায়কে বানচালের অপচেষ্টার বিরুদ্ধে হুশিয়ারী	প্রতিদিনের সংবাদ
২ মার্চ	১. বঙ্গবন্ধুর ডাক	প্রতিদিনের সংবাদ
	২. আজ ঢাকায় হরতাল: কাল বাংলায়	প্রতিদিনের সংবাদ
	৩. বিক্ষোভ মিছিল	প্রতিদিনের সংবাদ
	৪. অনির্দিষ্টকালের জন্য জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত	প্রতিদিনের সংবাদ
	৫. বিমান চলাচল ব্যাহত	প্রতিদিনের সংবাদ
	৬. বিক্ষুব্ধ ছাত্র সমাজ	প্রতিদিনের সংবাদ
	৭. পল্টনের জনসভার রায়: যে কোন ত্যাগ স্বীকার করবো	প্রতিদিনের সংবাদ
৩ মার্চ	আর্কাইভসে এই সংখ্যা পাওয়া যায়নি	
৪ মার্চ	১. ইয়াহিয়ার প্রস্তাবঃ মুজিবের প্রত্যাখ্যান	প্রতিদিনের সংবাদ
	২. ট্যাক্স দেয়া বন্ধ রাখুন: মুজিব	প্রতিদিনের সংবাদ
	৩. লাশের সারি কান্নার মিছিল	প্রতিদিনের সংবাদ
	৪. সারা বাংলায় হরতাল: গুলিবর্ষণ ঢাকায় ১৬ জন নিহত	প্রতিদিনের সংবাদ
৫ মার্চ	আর্কাইভসে এই সংখ্যা পাওয়া যায়নি	
৬ মার্চ	আর্কাইভসে এই সংখ্যা পাওয়া যায়নি	
৭ মার্চ	আর্কাইভসে এই সংখ্যা পাওয়া যায়নি	
৮ মার্চ	১. সংগ্রাম চলবেই	প্রতিদিনের সংবাদ
	২. ঢাকা বেতার নীরব	প্রতিদিনের সংবাদ
	৩. লক্ষ কণ্ঠের বজ্র শপথ	প্রতিদিনের সংবাদ
	৪. বঙ্গবন্ধুর নির্দেশ	প্রতিদিনের সংবাদ

তারিখ	শিরোনামসমূহ (Headline)	সংবাদের ধরন ও চরিত্র (Journalistic genre)
	৫. নিরস্ত্র জনতার উপর গুলি চললে পরিষদ চলতে পারে না: মুজিব	প্রতিদিনের সংবাদ
	৬. ক্ষমতা হস্তান্তর করুন	প্রতিদিনের সংবাদ
	৭. নিহতের সংখ্যা জানান হোক	প্রতিদিনের সংবাদ
৯ মার্চ	আর্কাইভসে এই সংখ্যা পাওয়া যায়নি	
১০ মার্চ	১. মুজিব ভাসানী এক হবে	প্রতিদিনের সংবাদ
	২. ন্যায় সঙ্গত অধিকার আদায়ে সংগ্রাম চলবে	প্রতিদিনের সংবাদ
	৩. গতকালের ঢাকা নগরী	প্রতিদিনের সংবাদ
	৪. প্রেসিডেন্ট শীঘ্রই ঢাকা আসবেন	প্রতিদিনের সংবাদ
	৫. ঢাকার বাইরেও অফিস আদালত চলছে না	প্রতিদিনের সংবাদ
	৬. ছাত্র লীগের আহ্বান	প্রতিদিনের সংবাদ
	৭. মওলানা ভাসানীর ১৪ দফা কর্মসূচী	প্রতিদিনের সংবাদ
১২ মার্চ	১. কায়েমী স্বার্থের চক্রান্ত ব্যর্থ করুন	প্রতিদিনের সংবাদ
	২. মুজিব সকাশে	প্রতিদিনের সংবাদ
	৩. স্বেচ্ছাসেবী বাহিনীর সমাবেশ	প্রতিদিনের সংবাদ
	৪. এখনও সময় আছে চার দফা দাবী মেনে নিন	প্রতিদিনের সংবাদ
	৫. হাইজ্যাক সম্পর্কে বিচার বিভাগীয় তদন্তের সিদ্ধান্ত	প্রতিদিনের সংবাদ
	৬. প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার বক্তৃতা প্রত্যাখ্যান দাবী	প্রতিদিনের সংবাদ
	৭. স্টেট ব্যাংকের ক্লিয়ারিং হাউস বসেনি	প্রতিদিনের সংবাদ
১৩ মার্চ	১. অসহযোগ আন্দোলন সিএসপিদের সমর্থন	প্রতিদিনের সংবাদ
	২. দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির বিরুদ্ধে হুশিয়ারী	প্রতিদিনের সংবাদ
	৩. ইয়াহিয়া একটি অনুরোধ নিয়ে আসছেন?	প্রতিদিনের সংবাদ
	৪. বাংলা দেশের শোষিত শ্রেণীসমূহের মধ্যে ঐক্যের আহ্বান	প্রতিদিনের সংবাদ
	৫. জনগণ কাউকে আপোষ করতে দেবে না: ভাসানী	প্রতিদিনের সংবাদ
	৬. লেখক, পড়ুয়া ও শিল্পীদের কর্মসূচী	প্রতিদিনের সংবাদ
১৪ মার্চ	আর্কাইভসে এই সংখ্যা পাওয়া যায়নি	
মোট:	**৪৩টি সংবাদ**	

৫. সংবাদ

১৯৭১ সালের অসহযোগ আন্দোলন এবং বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ সংক্রান্ত আধেয় সংবাদ শিরোনাম (Headline) এবং সংবাদের ধরন ও চরিত্র (Journalistic genre) (১–১৪ মার্চ ১৯৭১)

তারিখ	শিরোনামসমূহ (Headline)	সংবাদের ধরন ও চরিত্র (Journalistic genre)
১ মার্চ	১. জাতীয় পরিষদ পঃ পাকিস্তানের মহিলা আসনে নির্বাচন স্থগিত	প্রতিদিনের সংবাদ
	২. পঃ পাকিস্তানী সদস্যদের প্রতি পরিষদ অধিবেশনে যোগদানের আহ্বান	প্রতিদিনের সংবাদ
	৩. গণ আন্দোলন শুরু করিব	প্রতিদিনের সংবাদ
	৪. শাসনতন্ত্র তৈরীর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র সর্বশক্তিতে রুখিতে হইবে	প্রতিদিনের সংবাদ
২ মার্চ	আর্কাইভসে এই সংখ্যা পাওয়া যায়নি	
৩ মার্চ	আর্কাইভসে এই সংখ্যা পাওয়া যায়নি	
৪ মার্চ	আর্কাইভসে এই সংখ্যা পাওয়া যায়নি	
৫ মার্চ	আর্কাইভসে এই সংখ্যা পাওয়া যায়নি	
৬ মার্চ	আর্কাইভসে এই সংখ্যা পাওয়া যায়নি	
৭ মার্চ	১. ২৫শে মার্চ জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহ্বান দেশের অখণ্ডতা নিশ্চিত করিব: ইয়াহিয়া	প্রতিদিনের সংবাদ
	২. কেন্দ্রীয় কারাগার ভাঙ্গিয়া ৩২৫ জন কয়েদীর পলায়ন	প্রতিদিনের সংবাদ
	৩. 'বাংলা বন্ধ' সমাপ্ত	প্রতিদিনের সংবাদ
	৪. মুক্তির জন্য যে কোন ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত	প্রতিদিনের সংবাদ
	৫. ১৮ জন নিহত	প্রতিদিনের সংবাদ
৮ মার্চ	১. এবার স্বাধীনতার সংগ্রাম : মুজিব সামরিক আইন প্রত্যাহার ও গণপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা দিলেই পরিষদের অধিবেশনে যোগ দিব কিনা ঠিক করিব	প্রতিদিনের সংবাদ
	২. ঢাকা বেতার ও টেলিভিশন কেন্দ্র বন্ধ	প্রতিদিনের সংবাদ
	৩. মুজিবের নির্দেশ	প্রতিদিনের সংবাদ
	৪. শেখ মুজিবের বিবৃতির পূর্ণ বিবরণ	প্রতিদিনের সংবাদ
	৫. গতকালের রেসকোর্স ময়দান	প্রতিদিনের সংবাদ
	৬. শেখ মুজিবের গৃহীত সকল ব্যবস্থাই যুক্তিসঙ্গত	প্রতিদিনের সংবাদ
	৭. ঢাকা বেতার প্রাঙ্গণে বিস্ফোরণ	প্রতিদিনের সংবাদ

তারিখ	শিরোনামসমূহ (Headline)	সংবাদের ধরন ও চরিত্র (Journalistic genre)
৯ মার্চ	আর্কাইভসে এই সংখ্যা পাওয়া যায়নি	
১০ মার্চ	১. ২৫ তারিখের মধ্যে না দিলে মুজিবের সাথে একযোগে আন্দোলন করিব: ভাসানী	প্রতিদিনের সংবাদ
	২. বেবী ট্যাক্সীর ভাড়া কমাও	প্রতিদিনের সংবাদ
	৩. অসহযোগ আন্দোলনের প্রতি বিভিন্ন মহলের সমর্থন	প্রতিদিনের সংবাদ
	৪. গতকালের ঢাকা নগরী	প্রতিদিনের সংবাদ
	৫. চট্টগ্রামের পরিস্থিতি	প্রতিদিনের সংবাদ
১১ মার্চ	১. মুক্তি অর্জনে বাংলার মানুষ অটল থাকিবে: মুজিব	প্রতিদিনের সংবাদ
	২. অসহযোগ চলছেই	প্রতিদিনের সংবাদ
	৩. নারায়ণগঞ্জে জেল ভাঙ্গিয়া ৪০ জন কয়েদী পলায়ন	প্রতিদিনের সংবাদ
	৪. পাবনায় অসহযোগ আন্দোলন শুরু	প্রতিদিনের সংবাদ
	৫. আন্দোলনকে শোষণমুক্ত সমাজ কায়েমের লক্ষ্যে পৌঁছাইয়া দিন	প্রতিদিনের সংবাদ
	৬. ১১৪ নম্বর সামরিক আইন বিধি জারী	প্রতিদিনের সংবাদ
১২ মার্চ	১. সংগ্রামের মঞ্চে অর্থনীতিকে সক্রিয় রাখার আহ্বান	প্রতিদিনের সংবাদ
	২. বাঙ্গালীর মুক্তি সংগ্রাম সমর্থন করুন	প্রতিদিনের সংবাদ
	৩. অসহযোগ অব্যাহত	প্রতিদিনের সংবাদ
	৪. শোষণমুক্ত বাংলা কায়েমের আন্দোলন জোরদার কর	প্রতিদিনের সংবাদ
	৫. বল প্রয়োগ বিপজ্জনক পন্থা	প্রতিদিনের সংবাদ
	৬. কুমিল্লা বরিশালেও জেলের তালা ভাঙ্গিয়াছে	প্রতিদিনের সংবাদ
১৩ মার্চ	১. অবিলম্বে মার্শাল 'ল প্রত্যাহার ও ক্ষমতা হস্তান্তরের দাবী	প্রতিদিনের সংবাদ
	২. নয়া প্রস্তাব লইয়া ইয়াহিয়া আজ ঢাকা আসিতেছেন?	প্রতিদিনের সংবাদ
	৩. ভুট্টো মুজিবের ২টি দাবী সমর্থন করেন	প্রতিদিনের সংবাদ
	৪. কয়েদীদের জেল ভাঙ্গার হিড়িকের অন্তরালে কি?	প্রতিদিনের সংবাদ
১৪ মার্চ	১. মুজিবের দাবীর সহিত সম্পূর্ণ একমত: ওয়ালী	প্রতিদিনের সংবাদ
	২. এই ধরনের নির্দেশ উস্কানিমূলক: মুজিব	প্রতিদিনের সংবাদ
	৩. কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি ও মূল্য বৃদ্ধি করিবেন না	প্রতিদিনের সংবাদ
	৪. বাংলাদেশ সম্পূর্ণ স্বাধীন: স্লোগান প্রয়োজন নাই: ভাসানী	প্রতিদিনের সংবাদ
	৫. কারণ কি?	প্রতিদিনের সংবাদ
মোট:	**৪২টি সংবাদ**	

৬. The Pakistan Observer

১৯৭১ সালের অসহযোগ আন্দোলন এবং বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ সংক্রান্ত আধেয় সংবাদ শিরোনাম (Headline) এবং সংবাদের ধরন ও চরিত্র (Journalistic genre)
(১–১৪ মার্চ ১৯৭১)

THE PAKISTAN OBSERVER

Date	Headline	Journalistic genre
01 March	1. Mujib Urges West Pak MHA's to attend session **Good Suggestions will be accepted**	Daily Event
	2. Bhutto's terms for attending NA **Waive time limit or shift date**	Daily Event
	3. AL examines draft for second day	Daily Event
	4. Ahsan-Mujib discussion	Daily Event
	5. US enjoy calls on Mujib	Daily Event
	6. Jamaat MNA's leave Karachi for Dacca today	Daily Event
02 March	1. We won't let it go unchallenged: Sheikh Mujib **NA postponed sine die** Protest hartal March 2, 3	Daily Event
	2. Demonstrations	Daily Event
	3. President's statement	Daily Event
	4. Government replaced by MLA's	Daily Event
	5. Nurul Amin stunned	Daily Event
03 March	1. Observe hartal peacefully: Mujib's call **Lift Martial Law**	Daily Event
	2. Complete hartal in city **64 Wounded**	Daily Event
	3. Curfew in city: 7 pm to 7 am	Daily Event
	4. Hartal 6 am to 2 pm	Daily Event
	5. Bhutto's calls on President	Daily Event
	6. PIA flights	Daily Event
	7. Bhutto says **To Dacca if party decides**	Daily Event
04 March	1. President invites NA leaders to Dacca on March 10 **Mujib Says No**	Daily Event
	2. Carry on non-violent non-cooperation movement **Arson, loot must stop**	Daily Event
	3. National mourning day **Complete Hartal**	Daily Event
	4. Bhutto will attend RTC	Daily Event
	5. Bhashani's telegram to Yahya	Daily Event
	6. Mujib visit hospital	Daily Event
	7. 15 detained in Karachi for defying Sec.144	Daily Event
	8. 16 dead in Dacca	Daily Event

Date	Headline	Journalistic genre
05 March	1. Sheikh's directive to Banks' govt. office **Disburse salaries (2.30 pm - 4.30 pm)** Resolute people congratulated	Daily Event
	2. Nurul Amin's no to RTC **Summon NA**	Daily Event
	3. Peaceful Complete hartal observed **None in Govt. office**	Daily Event
	4. 120 Killed in two days at Pahartali	Daily Event
	5. 7 Person killed in Khulna	Daily Event
	6. Curfew **Lifted in Dacca, Sylhet: reimposed in Rangpur, Khulna**	Daily Event
	7. MLO 112	Daily Event
	8. Yahya urged to convene NA session	
	9. Student leader's call **Postpone exam**	Daily Event
	10. Disassociate from Quiyum league	Daily Event
	11. Cable to Yahya **Probe into assault on MNA urged**	Daily Event
6 Marc h	1. Thousands being mowed down by military bullets **Genocide Must Stop**	Daily Event
	2. Tongi Crowd fired on **4 killed, 14 wounded**	Daily Event
	3. Hartal in city: Killings by forces condemned **Banks, offices, functions as per Sheikh's directives**	Daily Event
	4. Mischievous **Mujib blast A.I.R. News**	Daily Event
	5. Death toll now 132 in Chittagong	Daily Event
	6. Bhutto calls on Yahya	Daily Event
	7. President's broadcast today	Daily Event
	8. Don't donate unauthorized persons	Daily Event
	9. Curfew	Daily Event
	10. One Killed in Rajshahi	Daily Event
	11. Bhutto responsible for crisis: Mufti Mahmood	Daily Event
	12. EPUJ protest demonstration today	Daily Event
	13. No AL peace committee	Daily Event
07 March	1. Yahya summons NA March 25	Daily Event
	2. 5 day hartal concludes **Mujib speaks at Race Course today**	Daily Event
	3. Convicts, UT prisoners break jail **325 escape, 7 killed**	Daily Event
	4. Tikka Khan appointed Governor	Daily Event
	5. Delhi iterates stand **Ban on over flights will continue**	Daily Event
	6. 18 Killed in Khulna	Daily Event
	7. Army back to barrack	Daily Event
	8. MLA's for five zones appointed	Daily Event

Date	Headline	Journalistic genre
	9. Tongi victims improving	Daily Event
	10. EPUJ procession Appeal to world press	Daily Event
	11. Asghar calls on Mujib	Daily Event
08 March	1. No tax: boycott offices, courts, schools, colleges **Sheikh Mujib Speaks** Transfer power to people's representatives	Daily Event
	2. Official Figure **172 dead, 358 wounded**	Daily Event
	3. Caution against anti-social elements	Daily Event
	4. Radio Silent	Daily Event
	5. Rly. service resume	Daily Event
	6. Tikka khan in city	Daily Event
	7. NA Session **Daultana Welcomes Decision**	Daily Event
	8. Lift Martial law, demands Asghar Khan	Daily Event
	9. Call for united movement	Daily Event
	10. Mill workers urged to resume duty	Daily Event
	11. AL volunteers corps meet today	Daily Event
	12. Bhashani addressing Paltan meeting tomorrow	Daily Event
	13. Mujib conditions just, minimum, says Muzaffar	Daily Event
09 March	1. None to go to offices, courts, etc. **Dacca-a city of black flags**	Daily Event
	2. Nurul Amin urges Yahya **Consult Mujib for power transfer**	Daily Event
	3. Tajuddin thanks people **Contents of press note deplored**	Daily Event
	4. Clarifications: exemptions	Daily Event
	5. Clash in Karachi	Daily Event
	6. Foreigners start leaving	Daily Event
	7. Sabur's plea **Adopt Act of 1947**	Daily Event
	Artist to join radio, TV on condition	Daily Event
	9. Bhashani's meeting today	Daily Event
	10. Contribute directly to AL office	Daily Event
	11. Dacca Betar kendra back on the air	Daily Event
	12. Student leaders support Mujibs porgramme	Daily Event
	13. Nasrullah urges Yahya to rush to Dacca	Daily Event
	14. AL volunteers corps meet	Daily Event
	15. Labourers urged to abide by AL programme	Daily Event
	16. Programme by students of forward bloc	Daily Event
	17. Oli Ahad's statements	Daily Event
10 March	1. Bhashani supports Mujib	Daily Event
	2. Exemptees function: Full compliance with Mujib's directives **None attend offices, courts**	Daily Event
	3. Curfew reimposed in Rajshahi	Daily Event

Date	Headline	Journalistic genre
	4. Death toll rises to 33 in Khulna	Daily Event
	5. Apprehend those who take away your car	Daily Event
	6. Bhashani has telephonic talks with Mujib	Daily Event
	7. Bomb blast at Chandpur Dak Banglow	Daily Event
	8. Evacuation of UN staff from Dacca	Daily Event
	9. Tikka khan made MLA Zone B	Daily Event
	10. Wali Khan will visit Dacca soon	Daily Event
	11. Public employees assoc. will carry on boycott	Daily Event
	12. CA students meeting	Daily Event
	13. Appeal to Yahya **Solve present impasse immediately**	Daily Event
	14. Yahya due in city soon	Daily Event
	15. No PIA ticket from Karachi	Daily Event
	16. Contribution to AL relief fund	Daily Event
11 March	1. Sheikh Mujib on that's concern over U.N. personnel **What about 75m Bengalees?**	Daily Event
	2. Non-cooperation continues	Daily Event
	3. MLO 114 issued **Warning against stoppage of military supplies**	Daily Event
	4. Punjab AL chief calls on Yahya	Daily Event
	5. Curfew in Rajshahi	Daily Event
	6. One killed: 31 injured **40 escape from N'ganj jail**	Daily Event
	7. Facilitate home-ward journey	Daily Event
	8. None attend office in Khulna	Daily Event
	9. Trade unions back non-cooperation movement	Daily Event
	10. Daultana urges Yahya to talk Mujib	Daily Event
	11. Appeal to President **Accept Mujib's demands**	Daily Event
	12. BCL supports Sheikh	Daily Event
	13. Karachi lawyers for transfer of power	Daily Event
	14. Sec. 144 in Nawabshah	Daily Event
	15. Foreign countries urged to support struggle	Daily Event
12 March	1. Tajuddin calls for economic discipline **Fresh directives to bank, others**	Daily Event
	2. Non-cooperation enters 11th day	Daily Event
	3. Yahya due in Karachi today	Daily Event
	4. Punjab AL chief meets Sk. Mujib	Daily Event
	5. Sellers in West suffer	Daily Event
	6. UN experts should stay, says Mujib	Daily Event
	7. Jail-break in Comilla, Barishal **6 killed, 120 injured, 24 escape**	Daily Event
	8. Curfew in Rangpur goes	Daily Event
	9. Gen. Yakub back in Pindi	Daily Event
	10. Hijacking issue Court of enquiry to be set up	Daily Event

Date	Headline	Journalistic genre
	11. Discard titles, decorations: SBCSP's call	Daily Event
	12. Lahore meeting endorses Mujib's demands	Daily Event
	13. Bhashani's Call **Follow Mujib's directives**	Daily Event
	14. N'ganj Mukhter bar back Mujib's demands	Daily Event
	15. Time running out fast, says Asghar	Daily Event
	16. Khulna killings Press note on firing refuted	Daily Event
	17. Mujib suggestions not detrimental to integrity: Bizenjo	Daily Event
	18. Mr. Bhutto surrounded by Ayub's comrades	Daily Event
	19. Pabna newsmen protest killings	Daily Event
13 March	1. W. Pak leaders, journalists support Mujib call **Lift Martial Law, transfer power**	Daily Event
	2. Exemptees help promote production **CSP, EPCS, officers join movement formally**	Daily Event
	3. Yahya due today **Provincial governments soon?**	Daily Event
	4. UN officials evacuating families	Daily Event
	5. Pakistan Day ceremonies cancelled	Daily Event
	6. Crackers blast at Adamjee court	Daily Event
	7. One killed 27 escape from Bogra jail	Daily Event
	8. US food ship diverted to Karachi?	Daily Event
	9. Comilla jail-break One more succumbs to injuries	Daily Event
	10. Don't supply oil to enemies	Daily Event
	11. Ataur Rahman meets Mujibs	Daily Event
	12. Appeal to Yahya Concede to Mujib's demands	Daily Event
	13. Zaman's Warning There is time to live like brothers	Daily Event
	14. Khulna meet reiterates support to Mujib	Daily Event
	15. Karachi merchants cry **Crores of rupees blocked in BanglaDesh**	Daily Event
	16. Bhutto now supports two demands	Daily Event
	17. Report refued Bhutto's cable not under AL study	Daily Event
	18. N'ganj Chamber `Stop ruinous confrontation'	Daily Event
	19. Donation to AL fund	Daily Event
	20. Painters form Sangram Parishad	Daily Event
	21. Wali NAP for judicial probe	Daily Event
	22. AL will launch campaign in West wing	Daily Event
	23. Protest rally likely	Daily Event
14 March	Not found	
Total:	**163 News**	

৭. The People

১৯৭১ সালের অসহযোগ আন্দোলন এবং বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ সংক্রান্ত আধেয় সংবাদ শিরোনাম (Headline) এবং সংবাদের ধরন ও চরিত্র (Journalistic genre)
(১–১৪ মার্চ ১৯৭১)

Date	Headline	Journalistic genre
01 March	1. Bhutto threatens mass movement if N.A. meets **PPP MNA's attending session to be liquidated?** Demand for extending 120-day limit for constitution making	Daily Event
	2. Bhutto prepared to sit for 7 years to frame const?	Daily Event
	3. Mujib speaks at chamber reception **Socialist economy: A must for 70 million Bengalees**	Daily Event
	4. Flight of capital from Bengal not to be allowed	Daily Event
02 March	1. Mujib's call for Emancipation of Bengalees **United fight to be put up for ending colonial treatment**	Daily Event
	2. Hartal today and tomorrow: Race Course rally on March 7	Daily Event
	3. Waves of protests	Daily Event
	4. Yayha's announcement **N.A session put off**	Daily Event
	5. Mujib against censorship of press	Daily Event
	6. Telephone operators call off strike	Daily Event
	7. Ata. Calls on Mujib	Daily Event
03 March	1. Mujib strongly condemns firing **BanglaDesh cannot be suppressed as colony any more**	Daily Event
	2. Firing at Farmgate **Two killed, five wounded**	Daily Event
	3. 11 Hour curfew in city last night	Daily Event
	4. Bhutto calls on Yahya	Daily Event
	5. Massive killing in court Room	Daily Event
	6. State Bank withdraws restriction	Daily Event
	7. Ominous imposition of curfew again	Daily Event
	8. New tune in Bhutto's old song **Again he says: he is prepared to meet Mujib**	Daily Event
04 March	1. Mujib rejects RTC **Talks at Gun-point: A " Cruel Joke"** Meeting with dubious elements meaningless	Daily Event
	2. Mujib says **His soul would be happy to see Bangladesh "Independent"**	Daily Event
	3. 8-hour curfew in city	Daily Event
	4. Guns meant for enemies kill unarmed bengalees 50 killed: 300 Wounded?	Daily Event
	5. Mujib demands at Paltan **Send Army back to Barracks**	Daily Event
	6. Will this blood go vain?	Editorial

Date	Headline	Journalistic genre
05 March	1. Mujib's call to Bengalees **Be prepared to continue struggle for emancipation** Extreme sacrifice alone can attain freedom	Daily Event
	2. Kamaruzzaman Condemns Brutal assault on Mannan	Daily Event
	3. This is how they behaved **MPA beaten: shopkeepers assaulted: shop looted**	Daily Event
	4. Sheikh's directive **Banks & Govt. offices to open from 2.30 pm to 4.30 pm**	Daily Event
	5. State Bank accepts Mujib directive	Daily Event
	6. Complete hartal observed	Daily Event
	7. Bhutto: A Murderer of Bengalees should not come to Bangla Desh	Daily Event
	8. Nurul Amin Decline to Attend RTC	Daily Event
	9. Ahsan leaves for Karachi	Daily Event
	10. Curfew withdrawn	Daily Event
	11. Bhutto's press conference **A Fresh trap for the Bengalees**	Daily Event
	12. Longest Strike!	Daily Event
	13. AL women's branch arrange public meeting on March 6	Daily Event
	14. Transfer power to Mujib	Daily Event
	15. President in Dacca?	Daily Event
	16. Gayebi Janaja held at Baitul Mukarram	Daily Event
06 March	1. Mujib in effective control of govt. Administration and coercive forces including communication and other essential sectors at his absolute command	Daily Event
	2. Bhashani pledges Bank support to any move for Bengal's freedom	Daily Event
	3. Stop Genocide- Tajuddin	Daily Event
	4. Stop Killing- Ata	Daily Event
	5. Curfew extended at Rajshahi and Rangpur	Daily Event
	6. Special prayers offended in city Mosque	Daily Event
	7. Yahya's broadcast today	Daily Event
	8. AL leaders held in Lahore	Daily Event
	9. Asghar calls on Mujib	Daily Event
	10. Procession & Rallies mark 4th day of hartal	Daily Event
	11. Directive to Bank Disburse salary cheque	Daily Event
	12. Heavy rush in Bank	Daily Event
	13. Armed forces open fire at Rajshahi: 1 killed, 14 injured	Daily Event
	14. List of Injured Persons at DMC hospital	Daily Event
	15. Sheikh denies AIR report	Daily Event
	16. Lift all press curbs	Daily Event
	17. Ruthless massacre at Tongi Many killed: Many more wounded: Police unarmed: Officer-in-charge beaten	Daily Event
	18. Bhutto shedding crocodile tears Disowns responsibility for extreme reaction in East wing	Daily Event

Date	Headline	Journalistic genre
	19. Bhutto responsible for present crisis	Daily Event
	20. Women's rally held at Narayanganj	Daily Event
	21. Sulaiman Arges Yahya Drop idea of RTC	Daily Event
	22. Complete hartal at Noakhali	Daily Event
07 March	1. Mujib speaks at Race Course today Movement decision on the fate of BaglaDesh to be announced	Daily Event
	2. Yahya summons N.A. session on March 25	Daily Event
	3. No power can support Bangalees struggle for emancipation	Daily Event
	4. AL working body talks adjourned for today	Daily Event
	5. Dacca jail broken by prisoner: 341 escape police firing causes 7 deaths	Daily Event
	6. Complete support to Mujib Women, Artists, Politicians, Newsmen hold rallies and processions	Daily Event
	7. M.E ceasefire Big four fail to reach any consensus	Daily Event
	8. Sher Ali Asks Yahya to meet Mujib	Daily Event
	9. Bhutto now agree to attend NA session	Daily Event
	10. State Bank to remain closed on March 8	Daily Event
	11. Do not hoard food stuff	Daily Event
	12. compensation for killing demanded	Daily Event
08 March	1. 20 Lacs attend Race Course Meeting **Mujib Call to Fight For Freedom** No work in Govt. offices until demands met Shops to open, trains to run, buses to ply and banks to work 2 hours A-Day: *Withdrawal of Martial Law and transfer of power precondition for attending N.A.*	Daily Event
	2. Bomb blast in Dacca Radio Station **Sequel to sudden curb on broadcasting Mujib's speech**	Daily Event
	3. Fire in Factory	Daily Event
	4. Yahya asked to hand over power to Mujib Immediately	Daily Event
	5. Tikka khan arrives Dacca	Daily Event
	6. People's representatives must frame constitution West wing leaders support Mujib	Daily Event
	7. Mujib's demands just & Minumum. -Pro. Muzaffar Ahmed	Daily Event
	8. Ration shops closed today	Daily Event
9 March	Not Found	
10 March	1. Bhashani's pledges his unfettered support to Mujib **Ready to launch movement if Shiekh's demands no met**	Daily Event
	2. Mujib's house: real base of govt. power	Daily Event
	3. Bhashani leaves for Santosh: Meeting at Tangail today	Daily Event
	4. Paltan Resolution	Daily Event
	5. Yahya coming	Daily Event
	6. Curfew reimposed at Rajshahi	Daily Event
	7. Ata urges Mujib to from govt. for Bangla Desh	Daily Event
	8. Refusing to attend N.A. Bhutto indirectly obstructed transfer of power. – Wali	Daily Event

Date	Headline	Journalistic genre
	9. Mujib's Demand legitimate. - Shoukat Hayat	Daily Event
	10. Nation solidly behind Mujib Yahya asked to transfer power	Daily Event
	11. Demand to re-broadcast Mujib's speech	Daily Event
	12. History will not forgive them - Qamaruzzaman	Daily Event
11 March	1. Emancipation of Bangla Desh **Mujib reaffirms determination to flight to the last** No force foil ultimate victory	Daily Event
	2. Demonstration before U.N Bengalee students demand U.N. Action against killing	Daily Event
	3. Mujib's directives being observed in to do	Daily Event
	4. 9th day of non-cooperation: Pindi rule collapses	Daily Event
	5. Oppression Resented Hectic Protest in city	Daily Event
	6. Police firing kills one, injured 25 40 prisoners escape from Narayanganj jail	Daily Event
	7. Army alieges that supplies are stopped	Daily Event
	8. Lift Martial law: Handover power call from everywhere	Daily Event
	9. Kamaruzzaman leaves for Rajshahi	Daily Event
	10. Bhashani to Address peasants' rally tomorrow	Daily Event
	11. BangaBandhu urged to unite All parties	Daily Event
	12. Protest meeting held at Pirojpur	Daily Event
	13. AL meeting held at Khulna	Daily Event
	14. Asghar's plea to fight for democracy	Daily Event
	15. Mofussil journalists' plea to realise 22 points demand	Daily Event
12 March	1. Tajuddin Asserts **Struggle must continue** Rigorous discipline in economic activities imperative Revised directives issued	Daily Event
	2. Bhutto-the master actor appears in New Mask	Daily Event
	3. Protest against atrocities of occupation army in Bangla Desh	Daily Event
	4. British Press Comments **Use of force against Bangalees can not keep Pakistan united** Factor for integrity provided artificial	Daily Event
	5. Protest going on	Daily Event
	6. Curfew lifted from Rangpur	Daily Event
	7. Quiyyum realizes: BanglaDesh wants Autonomy	Daily Event
	8. 22 prisoners escape from Barishal jail	Daily Event
	9. 4 killed, 20 injured Bid to break Comilla jail	Daily Event
	10. Prof. Muzaffar calls on Sheikh Mujib	Daily Event
	11. Mass Rally at Baitul Mukarram today	Daily Event
	12. Time is Runnig out even for dialogue. - Kamruzzaman	Daily Event
	13. Sindhis would not accept Urdu	Daily Event
	14. Mortaza Bashir boycott painting exhibition	Daily Event

Date	Headline	Journalistic genre
	15. Radio's silence on Bhashani's speech deplored	Daily Event
	16. AL leaders warn profiteers	Daily Event
	17. Indifference towards Bengalees in West wing deplored	Daily Event
	18. Continue the struggle for emancipation	Daily Event
13 March	1. Bhashani says at Mymensingh Rally **BanglaDesh Already 'Achieved Freedom'** Call to organise people's army at all level	Daily Event
	2. Road link to deport supplying petrol to Army cut off!	Daily Event
	3. Tajuddin refutes rumors **Bhutto's telegram not under study**	Daily Event
	4. Why ship load of wheat meant for BanglaDesh directive to Karachi	Daily Event
	5. Ataur Rahman calls on Mujib	Daily Event
	6. Non-cooperation movement **High Govt. officials lend active support**	Daily Event
	7. Jail break in Bogra, 15 injured, 27 escape	Daily Event
	8. PPP leader says Mujib conditions are not unacceptable	Daily Event
	9. Big rally of AL volunteers at Jessore	Daily Event
	10. Concede Mujib's demands: Shed no more blood, Yayha told	Daily Event
	11. Bhutto's policy speech on 14th	Daily Event
	12. Sitalakhya ship rally supports Mujib's stand	Daily Event
	13. Naogaon Sub-divisional school sports concluded	Daily Event
	14. Army's pride lost in BanglaDesh	Daily Event
	15. Movement in West wing if power not transfer to majority party	Daily Event
	16. Boalkhali AL forms Sangrm Parishad	Daily Event
	17. President of CCCI appeals to follow Sheikh's directives	Daily Event
	18. ICL liberation front set up	Daily Event
	19. EPIDC dockyard officers support Mujib	Daily Event
	20. W. Pak leaders ask their general to find out a political solution	Daily Event
	21. Censorship of Sheikh's news Sarkar kabir Won't read radio news	Daily Event
14 March	1. Mujib reaction to MLO 115 **No intimidation can subdue Bengalees** Martial Law authority should wake up to reality	Daily Event
	2. Civilization Employees under defence **Attendance in office at gun-point?**	Daily Event
	3. Wali Khan supports Lifting of Martial Law and transfer of power	Daily Event
	4. Bhashani says at Bhairab **BanglaDesh Already independent. Only a Govt. to be formed**	Daily Event
	5. Engineers Assoc. renamed after BanglaDesh	Daily Event
	6. 4 roasted alive at Thakurgaon	Daily Event
	7. Hartal observed in Districts	Daily Event

Date	Headline	Journalistic genre
	8. Ctg NAP extends full support to Bhashani	Daily Event
	9. EPSU meet backs Mujib's stand	Daily Event
	10. Public meeting at Rangpur held	Daily Event
	11. **Traders solidly behind Mujib** No hoarding, says chamber chief	Daily Event
	12. Federation of labour extends support for Mujib	Daily Event
	13. Conspiracy to bring back one unit. – Bizenjo	Daily Event
	14. PCA renamed as Bangla Sanskriti Academy	Daily Event
	15. N'ganj Chamber cables Yahya Accept Mujib demands	Daily Event
	16. Jalalabad Assoc. ask Yahya to transfer power	Daily Event
	17. Press workers' procession today	Daily Event
	18. Newspaper Howkers take oath to liberate Bangla	Daily Event
	19. Federation of 37 services stand solidly behind movement Each constituent body to donate generously to AL relief fund	Daily Event
Total:	**167 News**	

১৯৭১ সালের অসহযোগ আন্দোলন এবং বঙ্গবন্ধুর ৭ই মর্চের ভাষণ সংক্রান্ত আধেয়: আজাদ, দৈনিক ইত্তেফাক, পূর্বদেশ, দৈনিক পাকিস্তান, সংবাদ, দ্য পাকিস্তান অবজারভার ও দ্য পিপল সংবাদপত্রের সমন্বিত সারণি:

সমন্বিত সারণি

১৯৭১ সালের অসহযোগ আন্দোলন এবং বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ সংক্রান্ত আধেয়
সংবাদ শিরোনাম (Headline) এবং সংবাদের ধরন ও চরিত্র (Journalistic genre)
(১–১৪ মার্চ ১৯৭১)

সংবাদের ধরন ⇨ সংবাদপত্র ⇩	প্রতিদিনের সংবাদ Daily News	সম্পাদকীয় Editorial	নিবন্ধ Feature	মতামত (Opinionated article)	চিঠিপত্র Letter to editor	সাক্ষাৎকার Interview	অন্যান্য Other	মোট সংবাদ
আজাদ	১৬৮	৭	১২	২	০	০	০	১৮৯
দৈনিক ইত্তেফাক	৪৬	১	০	১	০	০	০	৪৮
পূর্বদেশ	৮৫	০	০	০	০	০	০	৮৫
দৈনিক পাকিস্তান	৪৩	০	০	০	০	০	০	৪৩
সংবাদ	৪২	০	০	০	০	০	০	৪২
The Pakistan Observer	১৬৩	০	০	০	০	০	০	১৬৩
The People	১৬৭	০	০	০	০	০	০	১৬৭
মোট ৭টি সংবাদপত্র	৭১৪	৮	১২	৩	০	০	০	৭৩৭টি

১৯৭১ সালের অসহযোগ আন্দোলন এবং বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ সংক্রান্ত আধেয় (১–১৪ মার্চ ১৯৭১)

সমন্বিত সারণি চিত্রে উপস্থাপন

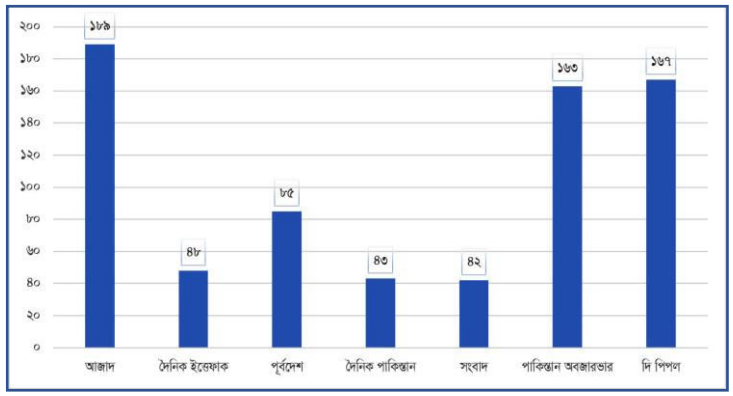

বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত আধেয়ের সংখ্যাঃ ৭৩৭

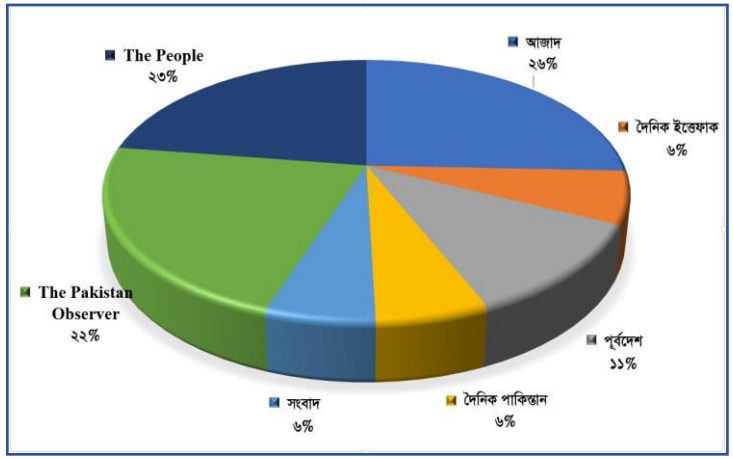

বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত আধেয়ের শতকরা হার

সংবাদ শিরোনাম (Headline) এবং সংবাদের ধরন ও চরিত্র (Journalistic genre) (১–১৪ মার্চ ১৯৭১)

সংবাদপত্রভিত্তিক আলাদা আলাদা উপাত্ত উপস্থাপন

১. আজাদ

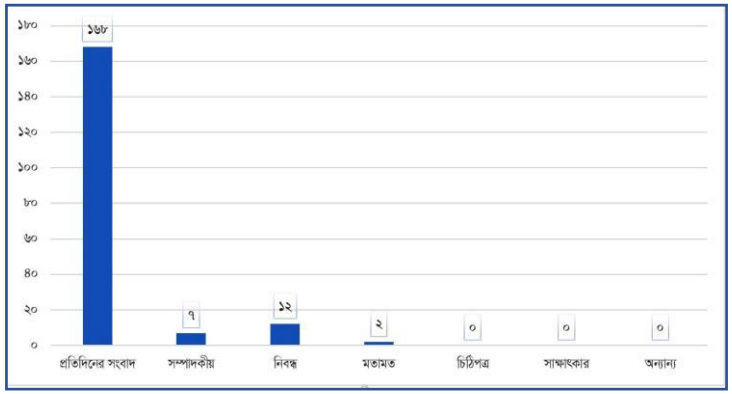

আজাদ পত্রিকার সংবাদের ধরন অনুসারে সংবাদ সংখ্যাঃ ১৮৯

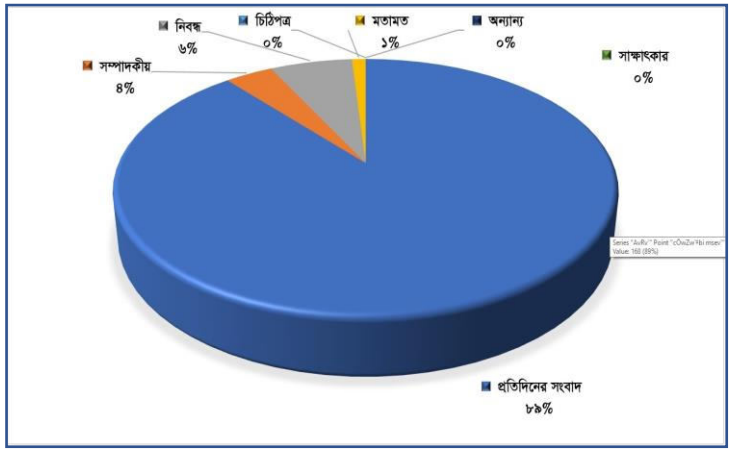

আজাদ পত্রিকার সংবাদের ধরন অনুসারে সংবাদ সংখ্যার শতকরা পরিমাণ

২. দৈনিক ইত্তেফাক

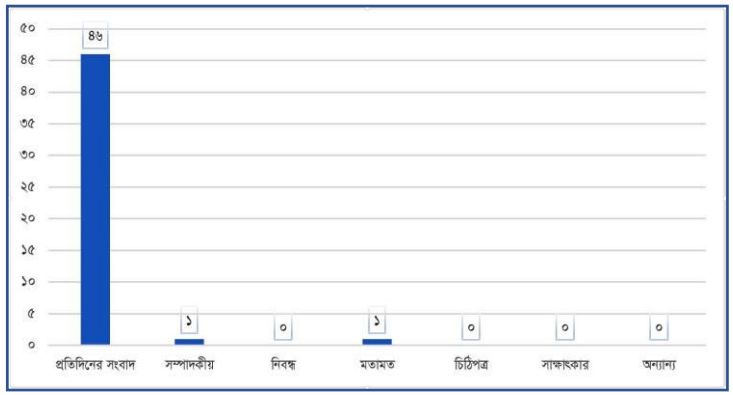

দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকার সংবাদের ধরন অনুসারে সংবাদ সংখ্যাঃ ৪৮

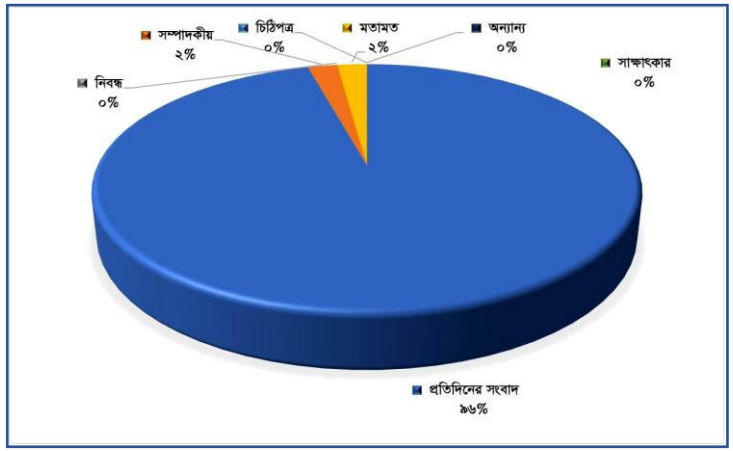

দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকার সংবাদের ধরন অনুসারে সংবাদ সংখ্যার শতকরা পরিমাণ

৩. পূর্বদেশ

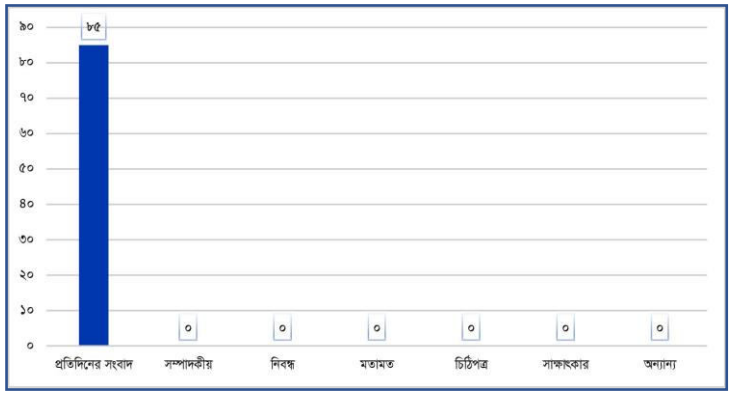

পূর্বদেশ পত্রিকার সংবাদের ধরন অনুসারে সংবাদ সংখ্যাঃ ৮৫

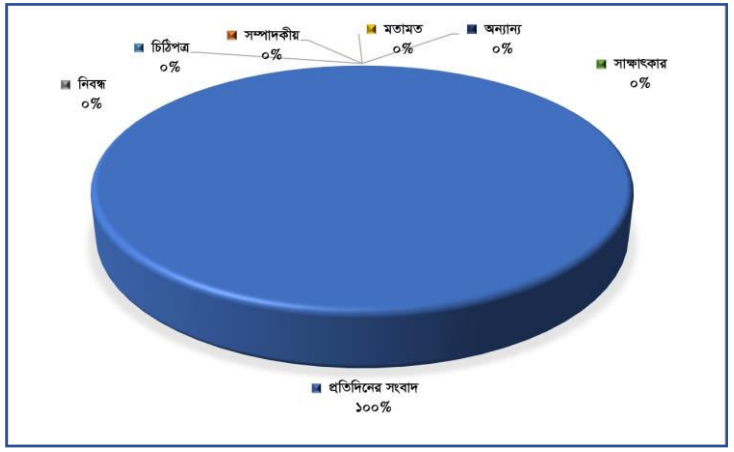

পূর্বদেশ পত্রিকার সংবাদের ধরন অনুসারে সংবাদ সংখ্যার শতকরা পরিমাণ

৪. দৈনিক পাকিস্তান

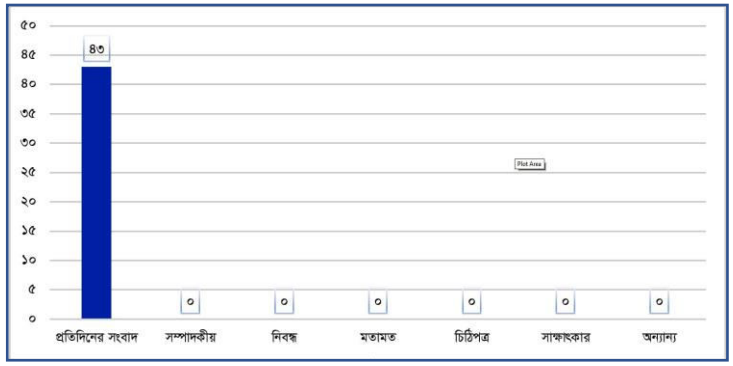

দৈনিক পাকিস্তান পত্রিকার সংবাদের ধরন অনুসারে সংবাদ সংখ্যা: ৪৩

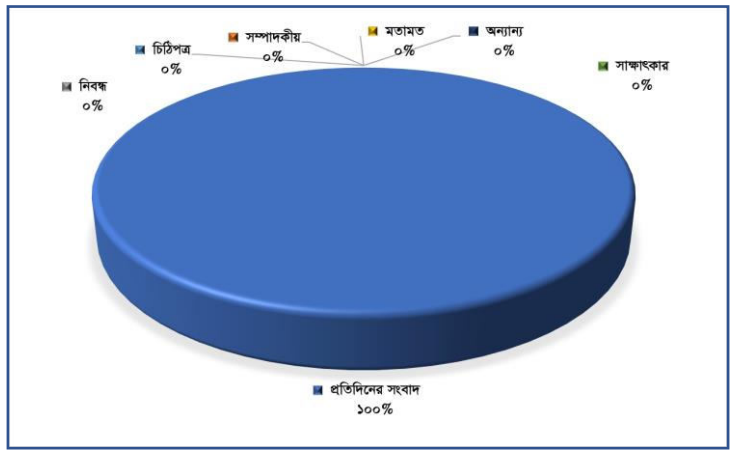

দৈনিক পাকিস্তান পত্রিকার সংবাদের ধরন অনুসারে সংবাদ সংখ্যার শতকরা পরিমাণ

৫. সংবাদ

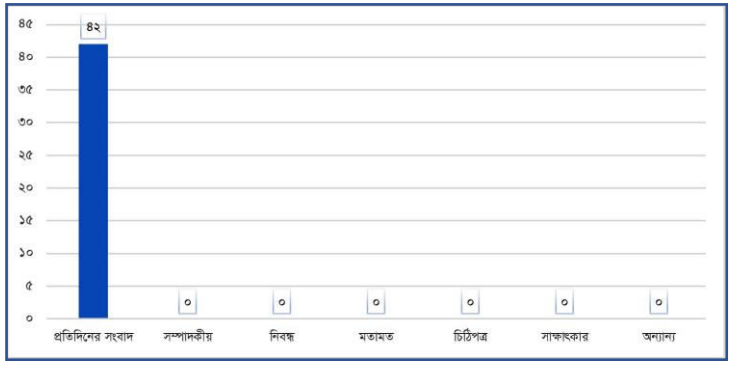

সংবাদ পত্রিকার সংবাদের ধরন অনুসারে সংবাদ সংখ্যা: ৪২

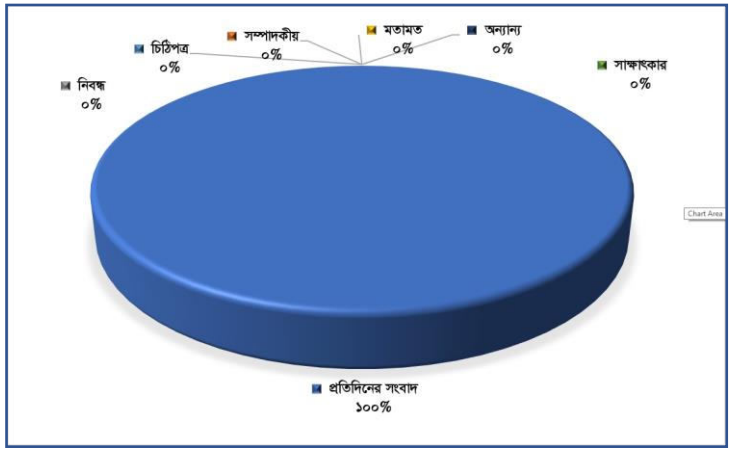

সংবাদ পত্রিকার সংবাদের ধরন অনুসারে সংবাদ সংখ্যার শতকরা পরিমাণ

৬. The Pakistan Observer

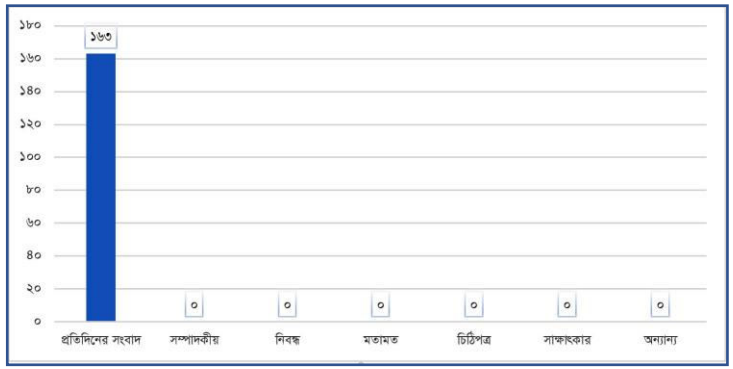

The Pakistan Observer পত্রিকার সংবাদের ধরন অনুসারে সংবাদ সংখ্যা: ১৬৩

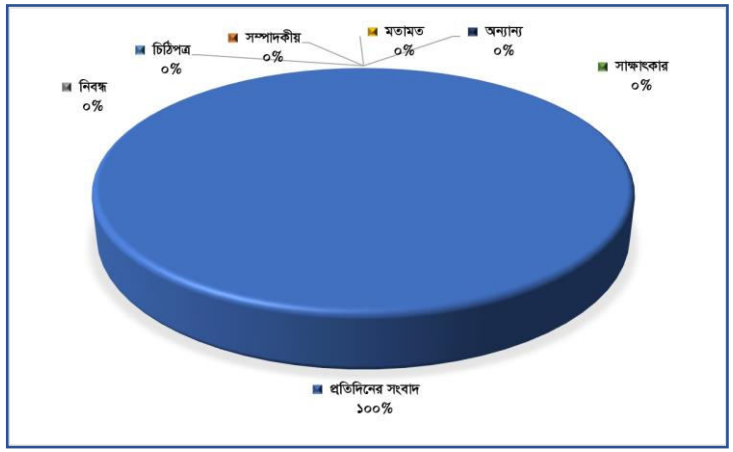

The Pakistan Observer পত্রিকার সংবাদের ধরন অনুসারে সংবাদ সংখ্যার শতকরা পরিমাণ

৭. The People

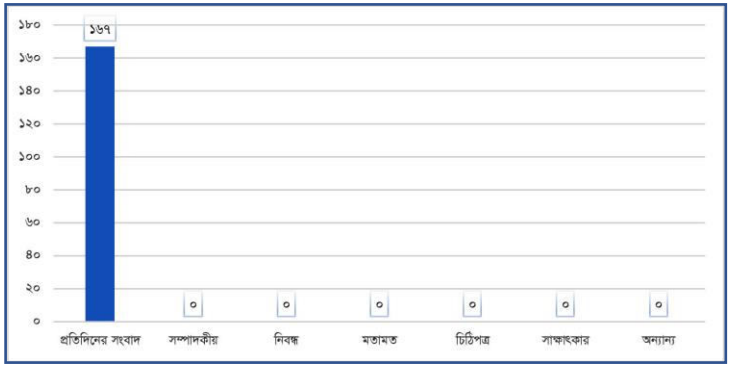

The People পত্রিকার সংবাদের ধরন অনুসারে সংবাদ সংখ্যা: ১৬৭

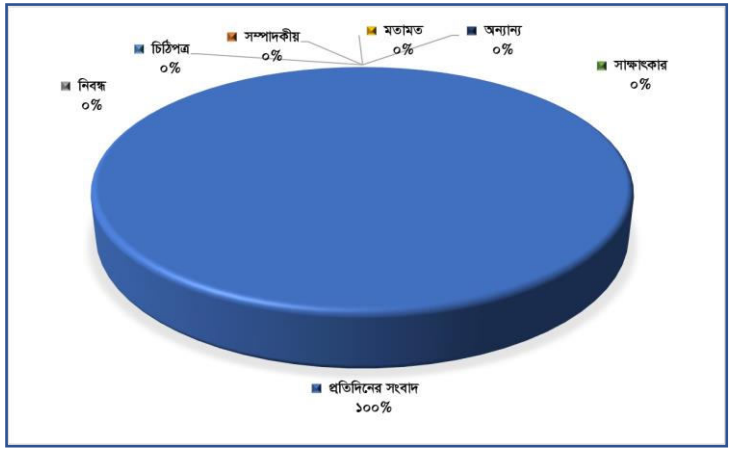

The People পত্রিকার সংবাদের ধরন অনুসারে সংবাদ সংখ্যার শতকরা পরিমাণ

৪.৩ আধেয়ের গুরুত্ব (পৃষ্ঠাগত অবস্থান, আকার ও শিরোনামভিত্তিক)

সংবাদপত্রের ক্ষেত্রে সংবাদের গুরুত্ব বা News treatment অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সমসাময়িক বাস্তবতায় একটি সংবাদ কীভাবে, কোন পরিসরে, কোন পাতায়, কতটা গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশিত হবে, সে বিষয়টি খুবই তাৎপর্য বহন করে। একটি সংবাদপত্র তার অনুসৃত নীতি (Policy), জনতার চাহিদা এবং আরও কিছু বিষয়ের ভিত্তিতে সংবাদের গুরুত্ব নির্ধারণ করে থাকে।

সাধারণত সংবাদের গুরুত্ব বা সংবাদমূল্য নির্ধারিত হয়ে থাকে কয়েকটি বিষয়ের ওপর ভিত্তি করে। সেগুলো হল: (ক) সময়োপযোগিতা (Timeliness), (খ) নৈকট্য (Proximity), (গ) আকার (Size), (ঘ) গুরুত্ব (Importance)। এই চারটি বিষয় ছাড়াও আরও কিছু নির্ধারকের ওপর ভিত্তি করে সংবাদের গুরুত্ব নির্ধারিত হয় (রায়; ২০১৫)।

এই গবেষণার প্রশ্নকে ভিত্তি করে বিজ্ঞানসম্মত তথ্য সংগ্রহ প্রক্রিয়া (Coding Sheet) মাধ্যমে সংবাদের গুরুত্ব (News treatment) সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। তথ্য সন্নিবেশ করা হয়েছে তিনটি আলাদা বিষয়ের ভিত্তিতে। সেগুলো হলো:

১. সংবাদ কোন পৃষ্ঠায় প্রকাশিত (Page Location) ভিত্তিতে আধেয়ের গুরুত্ব (News treatment).
২. সংবাদের আকারের (News size) ভিত্তিতে আধেয়ের গুরুত্ব (News treatment).
৩. সংবাদ শিরোনামের (Headline/Titles) ভিত্তিতে আধেয়ের গুরুত্ব (News treatment).

৪.৩.১ পৃষ্ঠাগত অবস্থানে প্রকাশিত আধেয়ের গুরুত্ব

সংবাদপত্রে সংবাদ প্রকাশের ক্ষেত্রে পৃষ্ঠার বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সাধারণত অতি গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়। যে কারণে সংবাদপত্রের প্রথম পাতাকে বলা হয় Show Window. সাধারণত একটি দোকানের Show Window-তে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো সাজানো থাকে, যা দেখে ক্রেতারা আকৃষ্ট হন। সংবাদপত্রের ক্ষেত্রেও তাই। গুরুত্বপূর্ণ সংবাদগুলো প্রথম পাতা বা Show Window-তে সাজানো থাকে। এই গবেষণার উপাত্ত উপস্থাপনের ক্ষেত্রে নিউজ ট্রিটমেন্টের ক্ষেত্রে চারটি আলাদা প্রেক্ষাপটে তথ্যগুলো তুলে ধরা হয়েছে। সেগুলো হলো:

1. প্রথম পৃষ্ঠা (First page)
2. শেষ পৃষ্ঠা (Last page)
3. ভেতরের পৃষ্ঠা (Inner page)
4. অন্যান্য পৃষ্ঠা (Others)

সমন্বিত সারণি

১৯৭১ সালের অসহযোগ আন্দোলন এবং ৭ই মার্চের ভাষণ সংক্রান্ত আধেয়ের গুরুত্ব
কোন পৃষ্ঠায় প্রকাশিত (Page Location), এর ভিত্তিতে আধেয়ের গুরুত্ব (News treatment)
(১–১৪ মার্চ ১৯৭১)

সংবাদের অবস্থান⇨ সংবাদপত্র⇩	প্রথম পৃষ্ঠা (First page)	শেষ পৃষ্ঠা (Last page)	ভেতরের পৃষ্ঠা (Inner page)	অন্যান্য পৃষ্ঠা (Others)	মোট সংবাদ Total News
আজাদ	১১১	৪০	৩২	৬	১৮৯
দৈনিক ইত্তেফাক	৪৬	০	২	০	৪৮
পূর্বদেশ	৮৫	০	০	০	৮৫
দৈনিক পাকিস্তান	৪৩	০	০	০	৪৩
সংবাদ	৩৮	০	৪	০	৪২
The Pakistan Observer	১১০	৩৬	১৪	৩	১৬৩
The People	১২০	৩৪	৯	৪	১৬৭
মোট ৭টি সংবাদপত্র	**৫৩৩**	**১১০**	**৬১**	**১৩**	**৭৩৭টি**

১৯৭১ সালের অসহযোগ আন্দোলন এবং ৭ই মার্চের ভাষণ সংক্রান্ত আধেয়ের গুরুত্ব কোন পৃষ্ঠায় প্রকাশিত (Page Location), এর ভিত্তিতে আধেয়ের গুরুত্ব (News treatment) (১–১৪ মার্চ ১৯৭১)

সংবাদপত্রভিত্তিক আলাদা আলাদা আধেয় উপস্থাপন

১. আজাদ

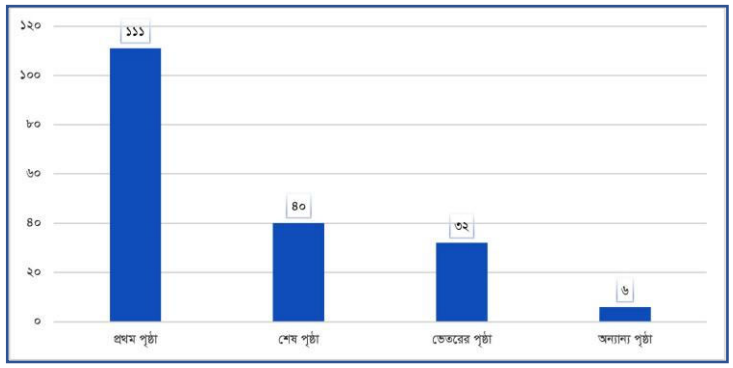

আজাদের পৃষ্ঠাভিত্তিক সংবাদ সংখ্যা: ১৮৯

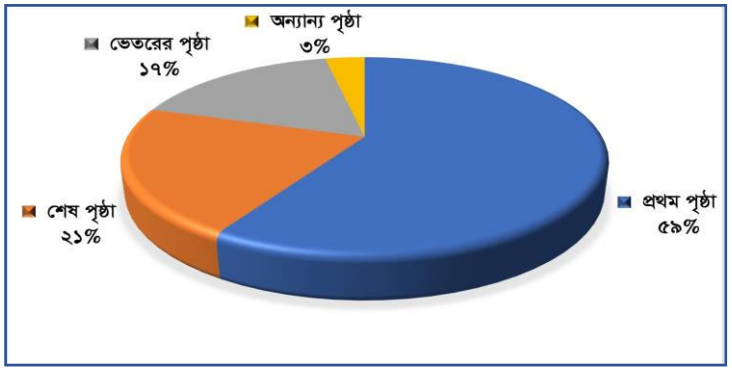

আজাদের পৃষ্ঠাভিত্তিক সংবাদের শতকরা পরিমাণ

২. দৈনিক ইত্তেফাক

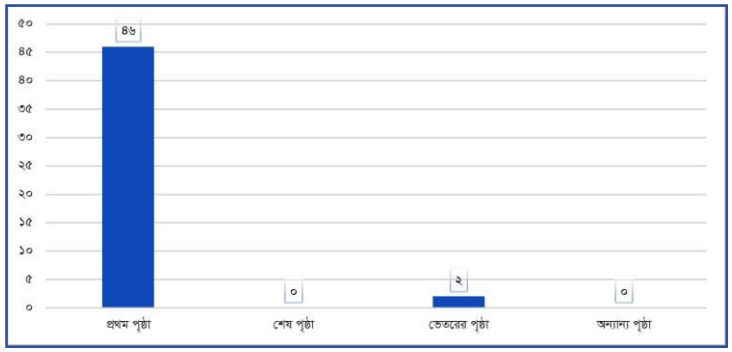

দৈনিক ইত্তেফাকের পৃষ্ঠাভিত্তিক সংবাদ সংখ্যা : ৪৮

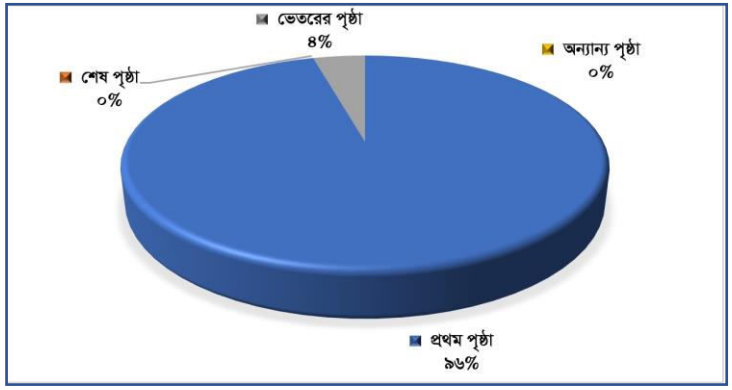

দৈনিক ইত্তেফাকের পৃষ্ঠাভিত্তিক সংবাদের শতকরা পরিমাণ

৩. পূর্বদেশ

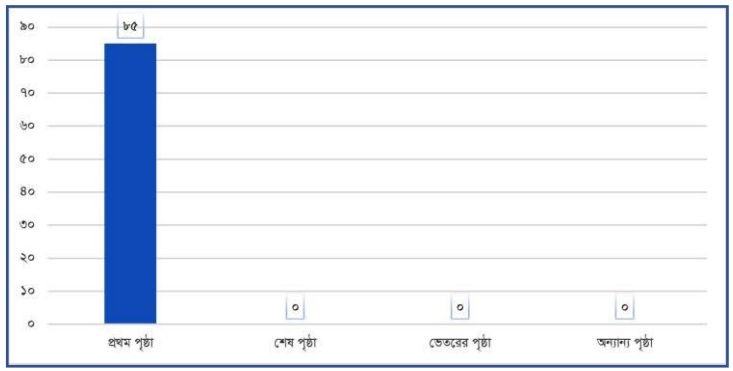

পূর্বদেশের পৃষ্ঠাভিত্তিক সংবাদ সংখ্যা : ৮৫

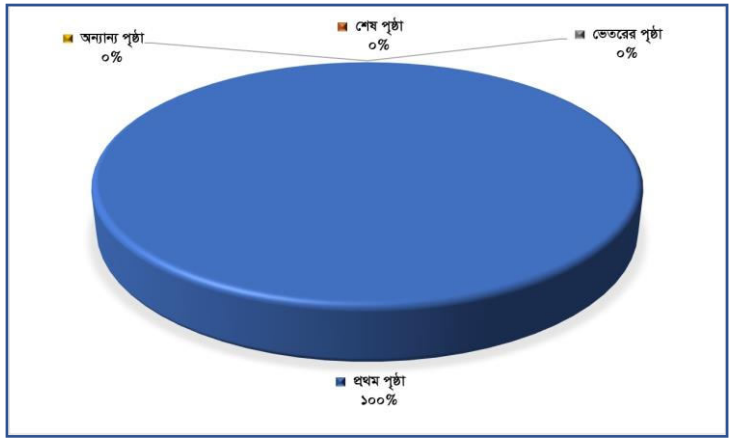

পূর্বদেশের পৃষ্ঠাভিত্তিক সংবাদের শতকরা পরিমাণ

৪. দৈনিক পাকিস্তান

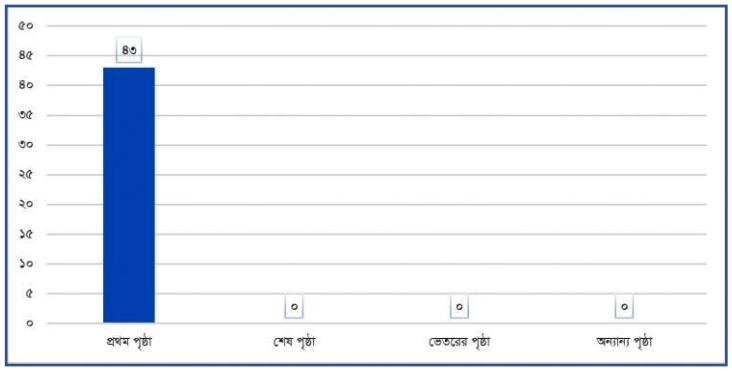

দৈনিক পাকিস্তানের পৃষ্ঠাভিত্তিক সংবাদ সংখ্যা: ৪৩

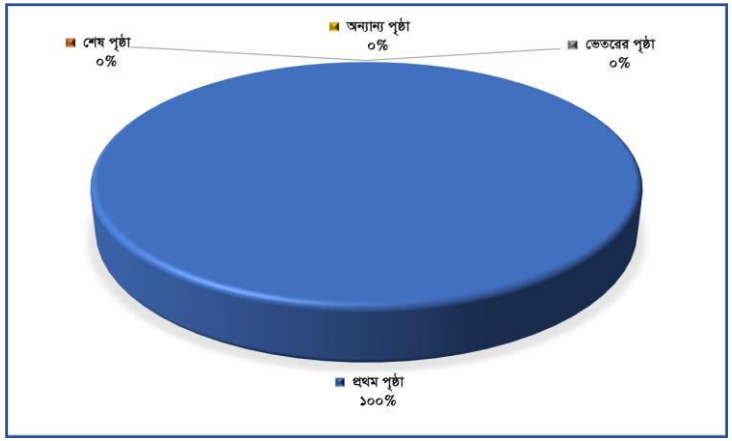

দৈনিক পাকিস্তানের পৃষ্ঠাভিত্তিক সংবাদের শতকরা পরিমাণ

৫. সংবাদ

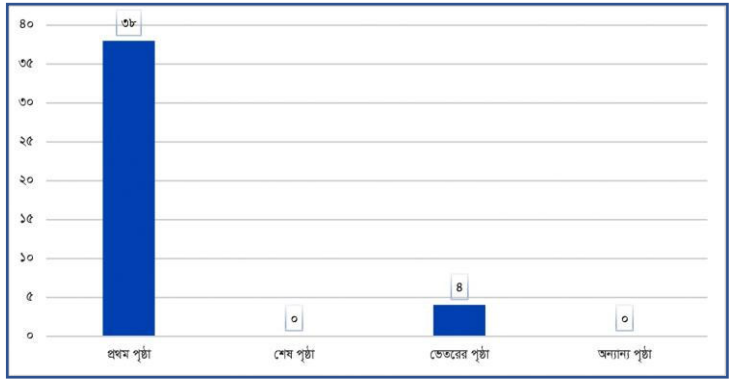

সংবাদের পৃষ্ঠাভিত্তিক সংবাদ সংখ্যা: ৪২

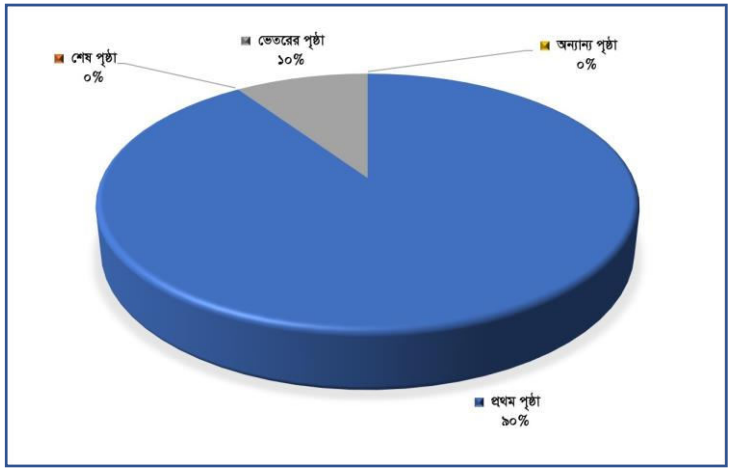

সংবাদের পৃষ্ঠাভিত্তিক সংবাদের শতকরা পরিমাণ

৫. The Pakistan Observer

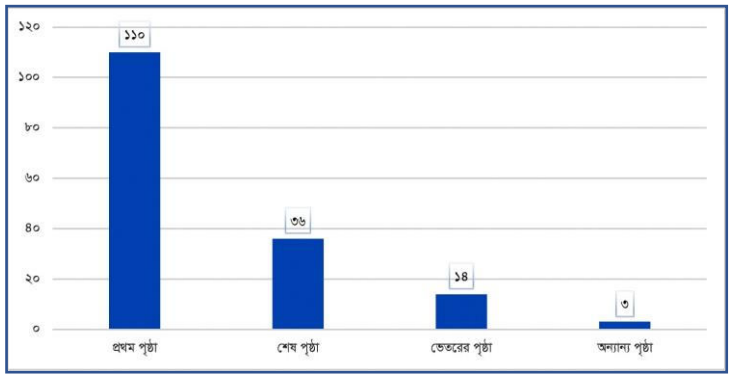

The Pakistan Observer এর পৃষ্ঠাভিত্তিক সংবাদ সংখ্যা: ১৬৩

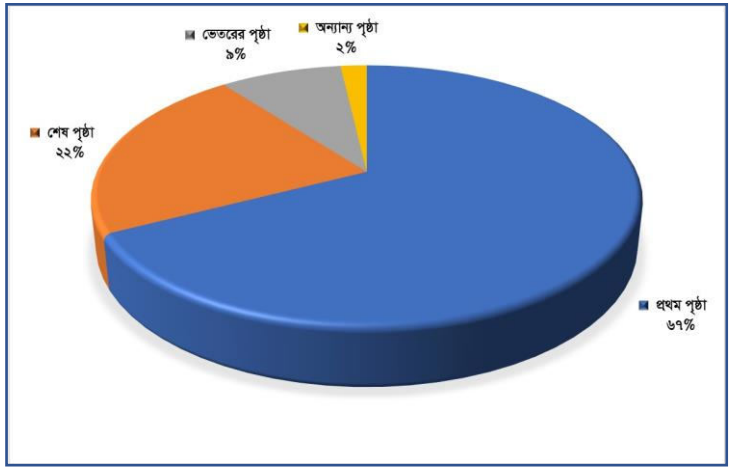

The Pakistan Observer-এর পৃষ্ঠাভিত্তিক সংবাদের শতকরা পরিমাণ

৭. The People

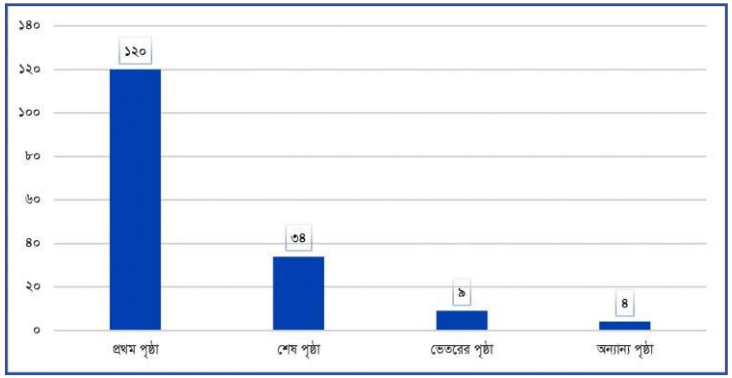

The People-এর পৃষ্ঠাভিত্তিক সংবাদ সংখ্যা: ১৬৭

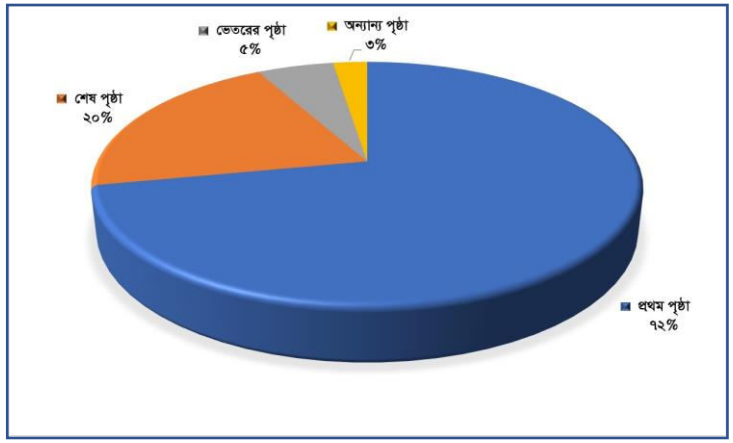

The People-এর পৃষ্ঠাভিত্তিক সংবাদের শতকরা পরিমাণ

৪.৩.২ আকারের ভিত্তিতে প্রকাশিত আধেয়ের গুরুত্ব

সংবাদের আকারের ওপর এর গুরুত্ব বা ট্রিটমেন্ট নির্ভরশীল। সাধারণত গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ বড়ো আকারে প্রকাশিত হয়। বর্তমান সময়ে সংবাদ সংক্ষিপ্ত করে লেখার একটা প্রবণতা রয়েছে। কিন্তু গত শতকের ষাট ও সত্তরের দশকে সাধারণত গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ অনেক বড়ো করে, অনেক বিস্তৃত পরিসরে প্রকাশিত হতো। নিউজ ট্রিটমেন্ট বা সংবাদের গুরুত্বের ক্ষেত্রে সংবাদের আকার (News size) নির্ধারণের বিষয়ে তথ্যগুলো প্রক্রিয়াজাতকরণের ক্ষেত্রে কয়েকটি চলকের কাঠামো নির্ধারণ করা হয়েছে। সেগুলো হলো:

বড়ো সংবাদ (Large item): বড়ো সংবাদ বলতে বোঝানো হয়েছে ৬০০-এর অধিক শব্দে প্রকাশিত সংবাদ।

মাঝারি সংবাদ (Medium item): মাঝারি সংবাদ বলতে বোঝানো হয়েছে ৩০০-৬০০ শব্দের মধ্যে প্রকাশিত সংবাদ।

ছোটো সংবাদ (Small item): ছোটো সংবাদ বলতে বোঝানো হয়েছে ৩০০-এর কম শব্দে প্রকাশিত সংবাদ।

সমন্বিত সারণি

১৯৭১ সালের অসহযোগ আন্দোলন এবং ৭ই মার্চের ভাষণ সংক্রান্ত আধেয়ের গুরুত্ব
সংবাদের আকারের (News size) ভিত্তিতে আধেয়ের গুরুত্ব (News treatment)
(১–১৪ মার্চ ১৯৭১)

সংবাদের আকার⇨ সংবাদপত্র⇩	বড়ো সংবাদ (Large item)	মাঝারি সংবাদ (Medium item)	ছোটো সংবাদ (Small item)	মোট সংবাদ (Total New)
আজাদ	১৫	৪১	১৩৩	১৮৯
দৈনিক ইত্তেফাক	১০	১৭	২১	৪৮
পূর্বদেশ	১৫	১২	৫৮	৮৫
দৈনিক পাকিস্তান	৮	৭	২৮	৪৩
সংবাদ	৭	১১	২৪	৪২
The Pakistan Observer	১৭	১৭	১২৯	১৬৩
The People	১০	৩১	১২৬	১৬৭
মোট ৭টি সংবাদপত্র	৮২টি	১৩৬টি	৫১৯টি	৭৩৭টি

১৯৭১ সালের অসহযোগ আন্দোলন এবং ৭ই মার্চের ভাষণ সংক্রান্ত আধেয়ের গুরুত্ব

সংবাদের আকারের (News size) ভিত্তিতে আধেয়ের গুরুত্ব (News treatment) (১-১৪ মার্চ ১৯৭১)

সংবাদপত্রভিত্তিক আলাদা আলাদা উপাত্ত উপস্থাপন

১. আজাদ

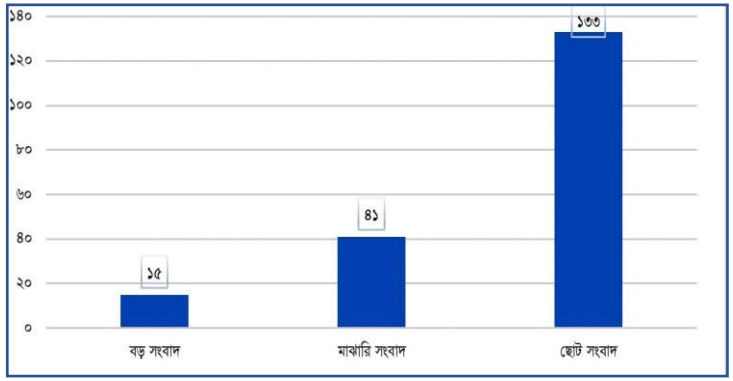

আজাদ পত্রিকার সংবাদের আকারভিত্তিক সংবাদ সংখ্যা: ১৮৯

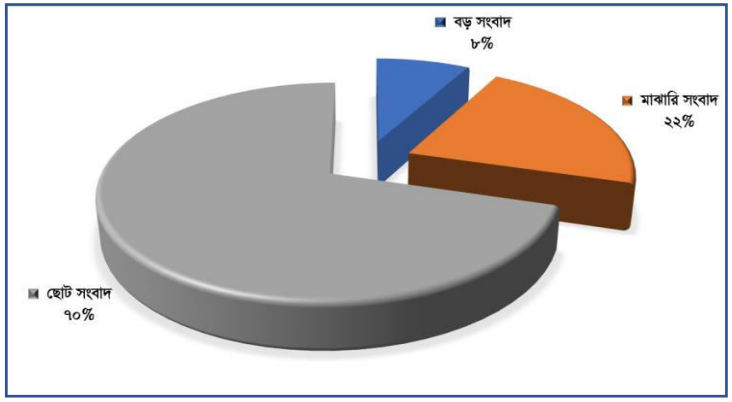

আজাদ পত্রিকার সংবাদের আকারভিত্তিক সংবাদ সংখ্যার শতকরা পরিমাণ

২. দৈনিক ইত্তেফাক

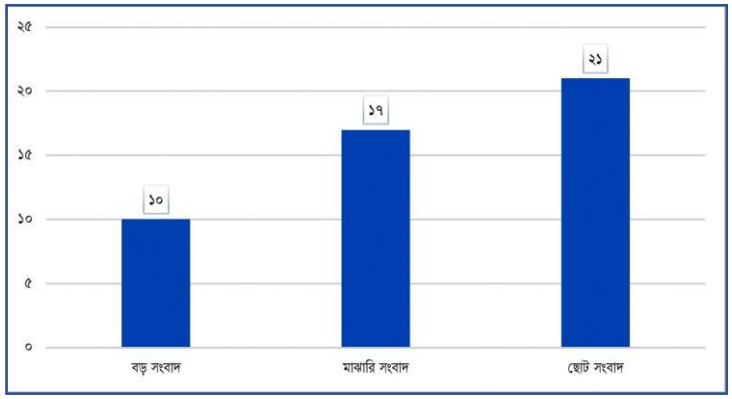

দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকার সংবাদের আকারভিত্তিক সংবাদ সংখ্যা: ৪৮

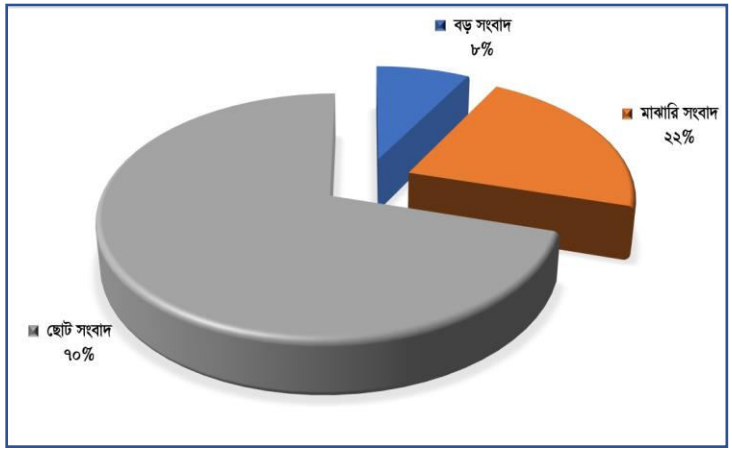

দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকার সংবাদের আকারভিত্তিক সংবাদ সংখ্যার শতকরা পরিমাণ

৩. পূর্বদেশ

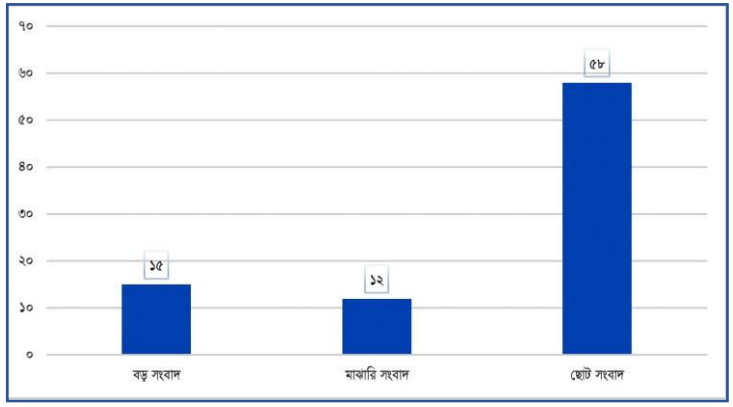

পূর্বদেশ পত্রিকার সংবাদের আকারভিত্তিক সংবাদ সংখ্যা: ৮৫

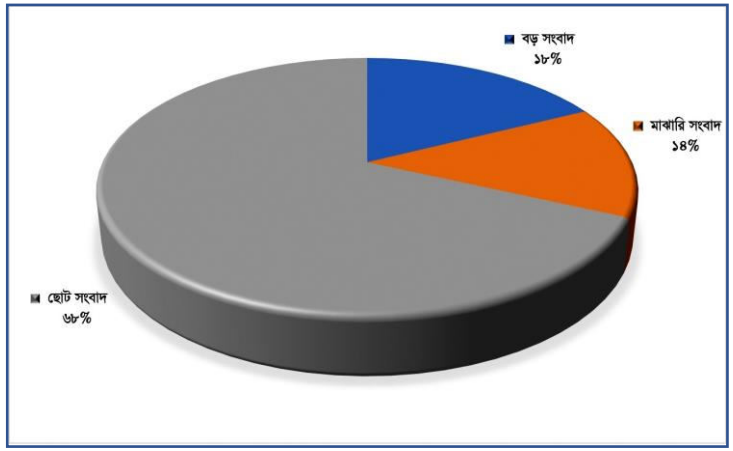

পূর্বদেশ পত্রিকার সংবাদের আকারভিত্তিক সংবাদ সংখ্যার শতকরা পরিমাণ

৪. দৈনিক পাকিস্তান

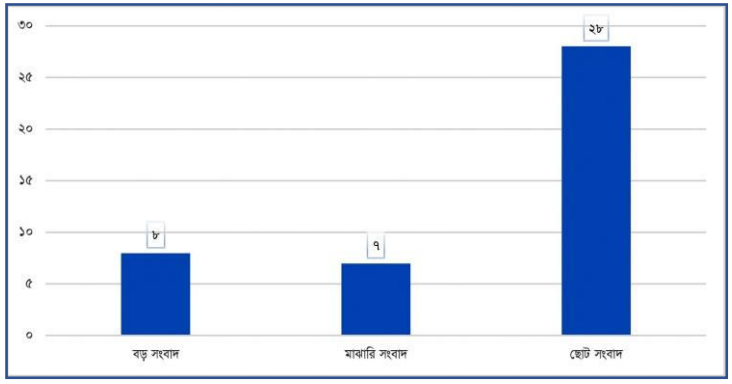

দৈনিক পাকিস্তান পত্রিকার সংবাদের আকারভিত্তিক সংবাদ সংখ্যা: ৪৩

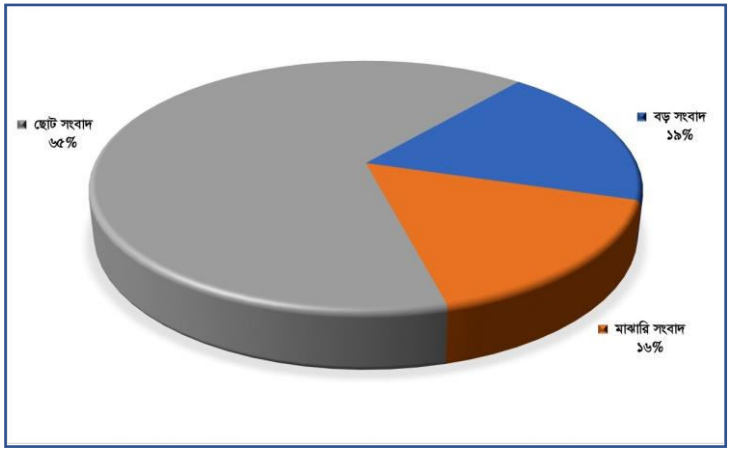

দৈনিক পাকিস্তান পত্রিকার সংবাদের আকারভিত্তিক সংবাদ সংখ্যার শতকরা পরিমাণ

৫. সংবাদ

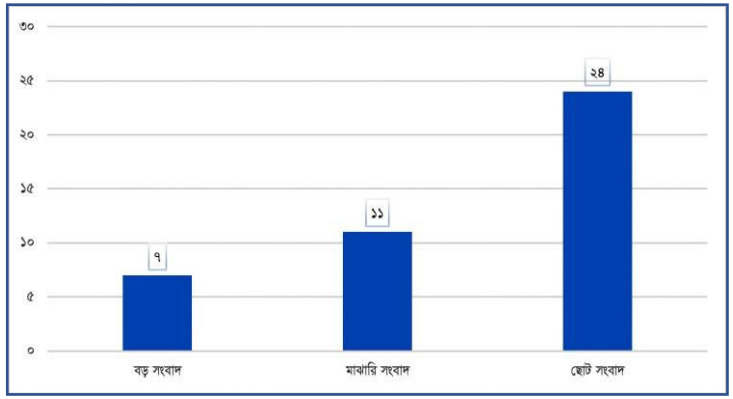

সংবাদ পত্রিকার সংবাদের আকারভিত্তিক সংবাদ সংখ্যা: ৪২

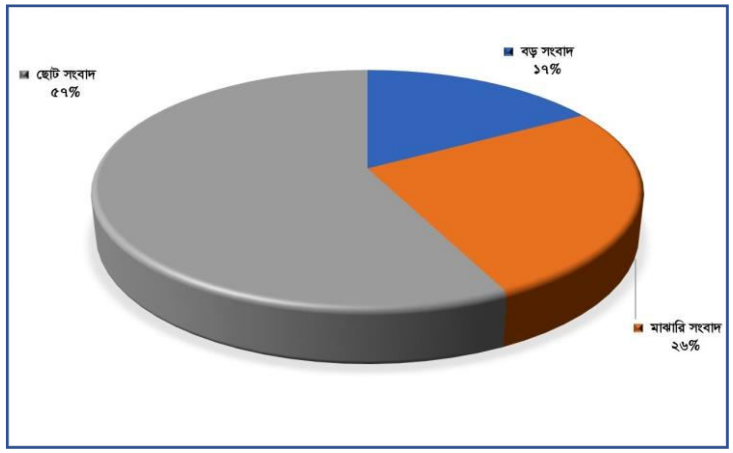

সংবাদ পত্রিকার সংবাদের আকারভিত্তিক সংবাদ সংখ্যার শতকরা পরিমাণ

৬. The Pakistan Observer

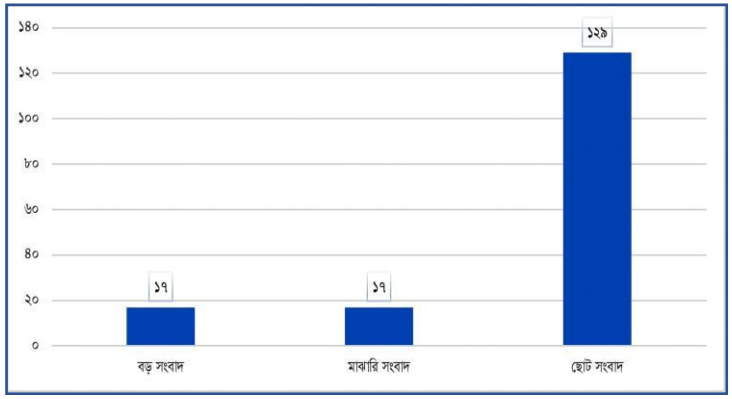

The Pakistan Observer পত্রিকার সংবাদের আকারভিত্তিক সংবাদ সংখ্যা: ১৬৩

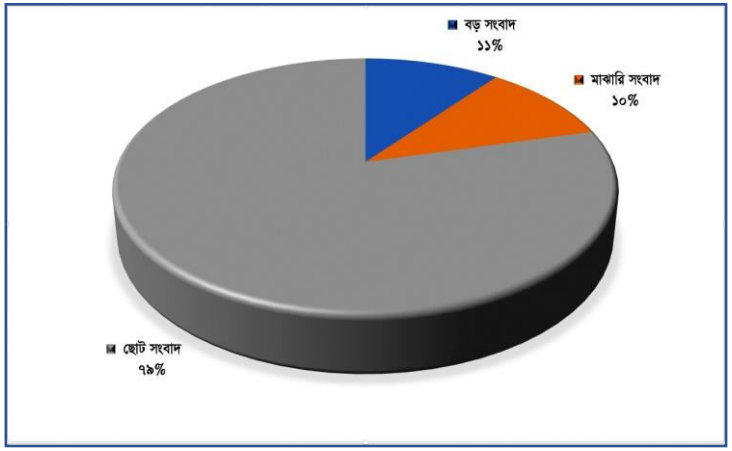

The Pakistan Observer পত্রিকার সংবাদের আকারভিত্তিক সংবাদ সংখ্যার শতকরা পরিমাণ

৭. The People

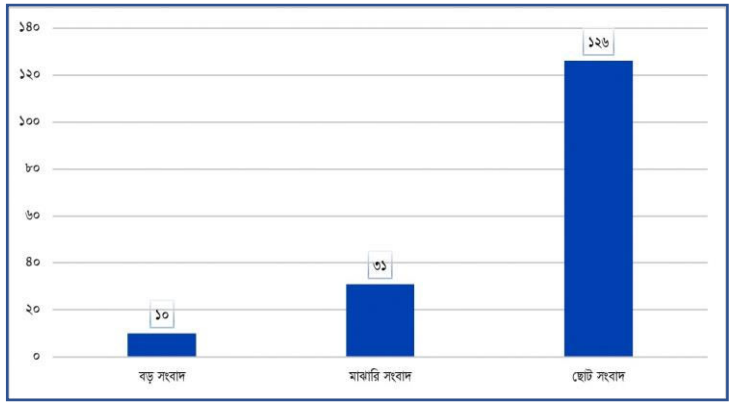

The People পত্রিকার সংবাদের আকারভিত্তিক সংবাদ সংখ্যা: ১৬৭

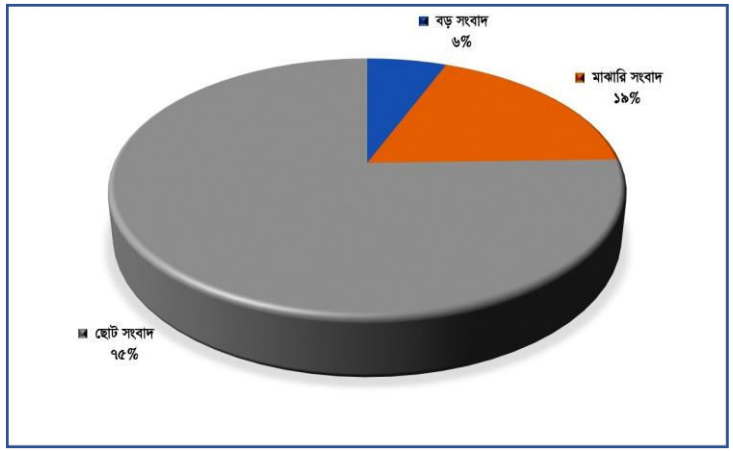

The People পত্রিকার সংবাদের আকারভিত্তিক সংবাদ সংখ্যার শতকরা পরিমাণ

৪.৩.৩ শিরোনামের ভিত্তিতে প্রকাশিত আধেয়ের গুরুত্ব

সংবাদপত্রে শিরোনাম খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। শিরোনামের ওপর সংবাদকে গুরুত্ব দেওয়ার মাত্রা নির্ভর করে। আবার শিরোনামের ভিত্তিতেই সংবাদের মূল বিষয়টি পাঠকের কাছে পরিষ্কার হয়ে ওঠে। মনে রাখা প্রয়োজন, সংবাদপত্রের শিরোনামের ভিত্তিতেই অনেক সময় পাঠক এ বিষয়ে জানতে পারেন এবং একজন পাঠক সংবাদপত্র ক্রয় করে থাকেন। যে কারণেই সহ-সম্পাদক বা সম্পাদক শিরোনামকে অনেকটা যথাযথ ও বিশেষভাবে গুরুত্বসহকারে লেখার চেষ্টা করে থাকেন। তাঁরা শিরোনামের মাধ্যমেই সংবাদগুলোকে সংবাদপত্রের পাতায় সাজানোর চেষ্টা করে থাকেন। শিরোনামকে বলা হয়ে থাকে 'Headlines are the best samples of the best items'. (রায়: ২০১৮)

এই গবেষণায় সংবাদের ট্রিটমেন্ট বিষয়ে জানতে শিরোনামগুলো নথিভুক্ত করা হয়েছে। এরপর শিরোনামগুলো সম্পর্কে জানতে কয়েক ভাগে সেগুলো নথিভুক্ত হয়েছে। সেগুলো হলো:

১. ব্যানার শিরোনাম (Banner headline)
২. সাত কলাম শিরোনাম (7 columns)
৩. ছয় কলাম শিরোনাম (6 columns)
৪. পাঁচ কলাম শিরোনাম (5 columns)
৫. চার কলাম শিরোনাম (4 columns)
৬. তিন কলাম শিরোনাম (3 columns)
৭. দুই কলাম শিরোনাম (2 columns)
৮. এক কলাম শিরোনাম (1 column)

ব্যানার শিরোনাম (Banner headline): এই ধরনের আধেয়ের অপর নাম ফলাও শিরোনাম। ঘটনা যদি অনেক বড়ো হয়, খুবই প্রভাববিস্তারকারী হয়, তাহলে প্রধান সংবাদটির শিরোনাম বড়ো পরিসরে ৮ কলামজুড়ে ছাপানো হয়। সেক্ষেত্রে এই ধরনের শিরোনামকে বলা হয় ব্যানার বা ফলাও শিরোনাম। এখানে ৮ কলামের কথা বলা হয়েছে, কারণ সাধারণত সংবাদপত্র ৮ কলামের হয়। তবে ট্যাবলয়েড সংবাদপত্রের ক্ষেত্রে অনেক সময় সংবাদপত্র ৬ বা ৫ কলামেরও হয়ে থাকে। যেমন: দৈনিক মানবজমিন।

সমন্বিত সারণি

১৯৭১ সালের অসহযোগ আন্দোলন এবং ৭ই মার্চের ভাষণ সংক্রান্ত আধেয়ের গুরুত্ব
সংবাদ শিরোনামের (Headline) ভিত্তিতে আধেয়ের গুরুত্ব (News treatment)
(১-১৪ মার্চ ১৯৭১)

সংবাদের শিরোনাম ⇨ সংবাদপত্র ⇩	ব্যানার (BH)	সাত কলাম (7C)	ছয় কলাম (6C)	পাঁচ কলাম (5C)	চার কলাম (4C)	তিন কলাম (3C)	দুই কলাম (2C)	এক কলাম (1C)	মোট সংবাদ (Total News)
আজাদ	১২	০	১	২	৫	২৯	৫৩	৮৭	১৮৯
দৈনিক ইত্তেফাক	২	১	২	০	৬	১১	১৭	৯	৪৮
পূর্বদেশ	৩	২	৯	৩	৪	১৩	৩৩	১৮	৮৫
দৈনিক পাকিস্তান	৩	০	৬	১	২	৫	১২	১৪	৪৩
সংবাদ	৫	২	২	১	১	১১	১২	৮	৪২
The Pakistan Observer	৮	১	১	৪	১২	৮	২৪	১০৫	১৬৩
The People	৬	০	৪	৩	১০	৩৮	২৯	৭৭	১৬৮
মোট ৭টি সংবাদপত্র	৩৯	০৬	২৪	১৪	৪০	১১৫	১৮০	৩১৯	৭৩৭

১৯৭১ সালের অসহযোগ আন্দোলন এবং ৭ই মার্চের ভাষণ সংক্রান্ত আধেয়ের গুরুত্ব

সংবাদ শিরোনামের (Headline) ভিত্তিতে আধেয়ের গুরুত্ব (News treatment) (১–১৪ মার্চ ১৯৭১)

সংবাদপত্রভিত্তিক আলাদা আলাদা উপাত্ত উপস্থাপন

১. আজাদ

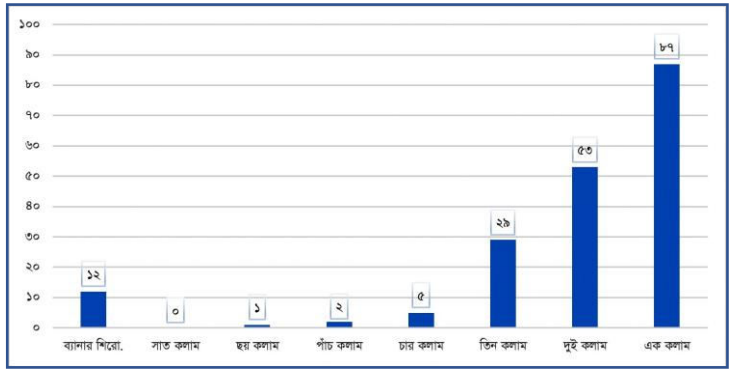

আজাদ পত্রিকার শিরোনামের আকারভিত্তিক সংবাদ সংখ্যা: ১৮৯

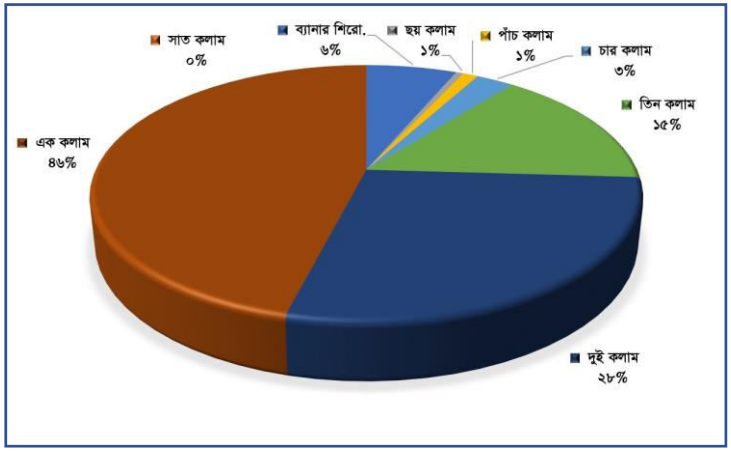

আজাদ পত্রিকার শিরোনামের আকারভিত্তিক সংবাদ সংখ্যার শতকরা পরিমাণ

২. দৈনিক ইত্তেফাক

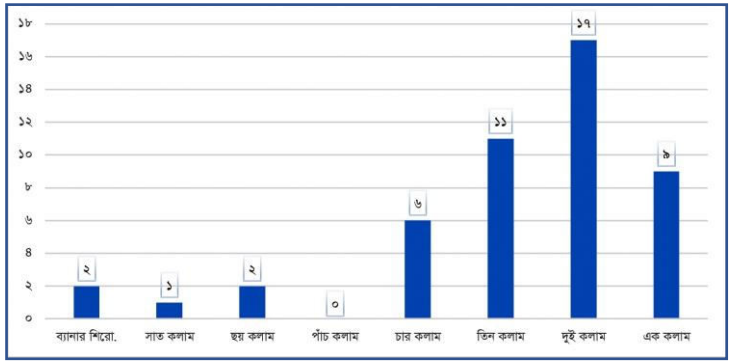

দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকার শিরোনামের আকারভিত্তিক সংবাদ সংখ্যা: ৪৮

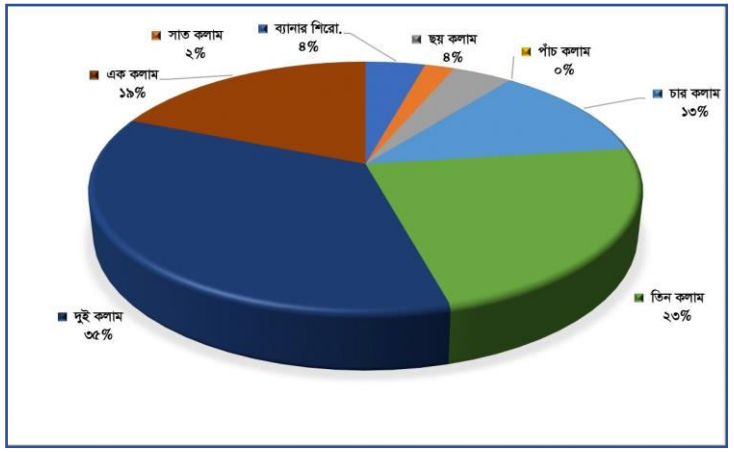

দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকার শিরোনামের আকারভিত্তিক সংবাদ সংখ্যার শতকরা পরিমাণ

৩. পূর্বদেশ

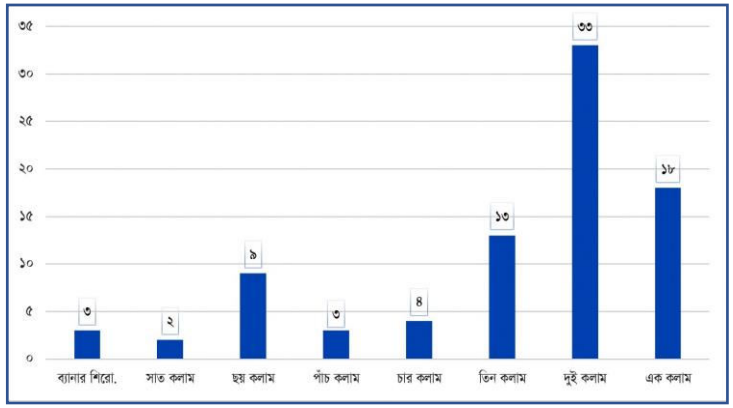

পূর্বদেশ পত্রিকার শিরোনামের আকারভিত্তিক সংবাদ সংখ্যা: ৮৫

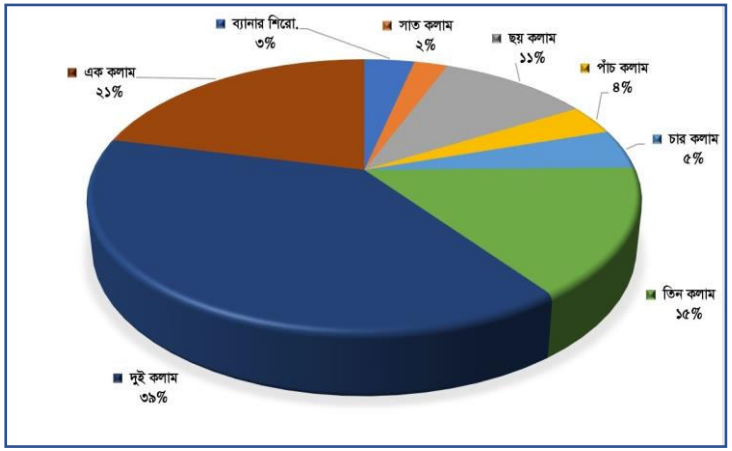

পূর্বদেশ পত্রিকার শিরোনামের আকারভিত্তিক সংবাদ সংখ্যার শতকরা পরিমাণ

৪. দৈনিক পাকিস্তান

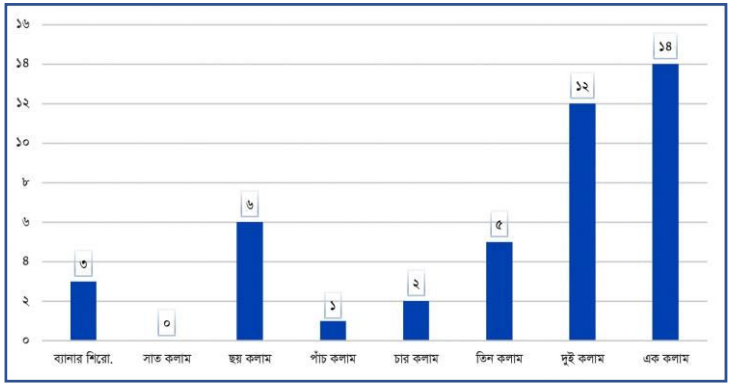

দৈনিক পাকিস্তান পত্রিকার শিরোনামের আকারভিত্তিক সংবাদ সংখ্যা: ৪৩

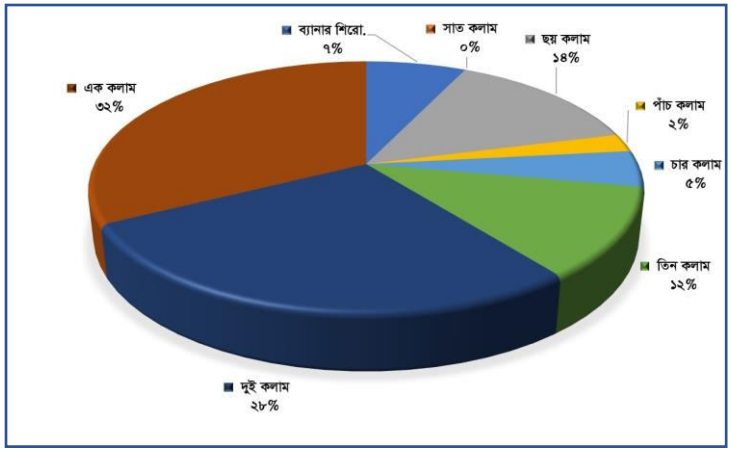

দৈনিক পাকিস্তান পত্রিকার শিরোনামের আকারভিত্তিক সংবাদ সংখ্যার শতকরা পরিমাণ

৫. সংবাদ

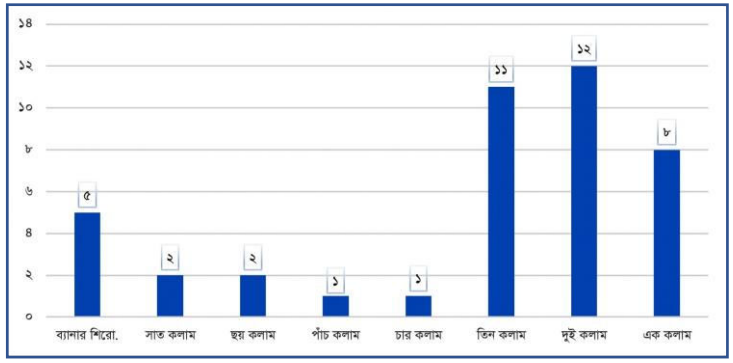

সংবাদ পত্রিকার শিরোনামের আকারভিত্তিক সংবাদ সংখ্যা: ৪২

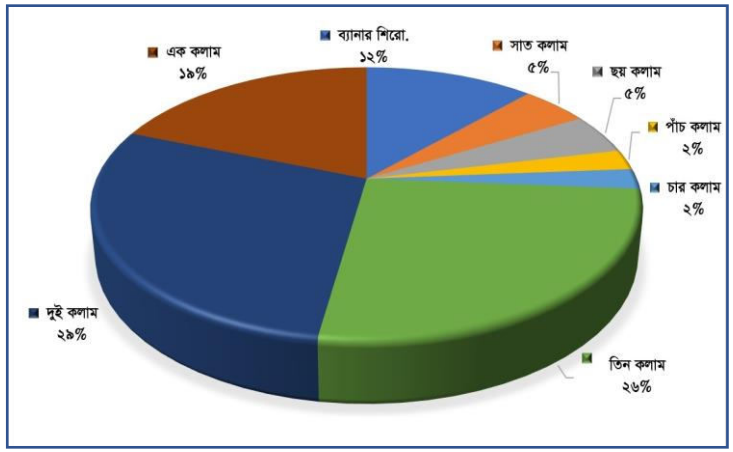

সংবাদ পত্রিকার শিরোনামের আকারভিত্তিক সংবাদ সংখ্যার শতকরা পরিমাণ

৬. The Pakistan Observer

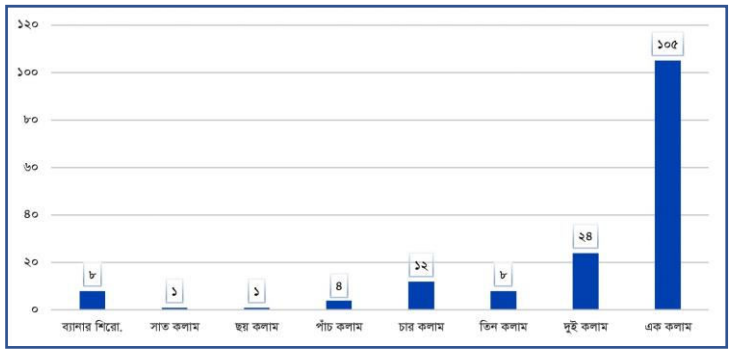

The Pakistan Observer পত্রিকার শিরোনামের আকারভিত্তিক সংবাদ সংখ্যা: ১৬৩

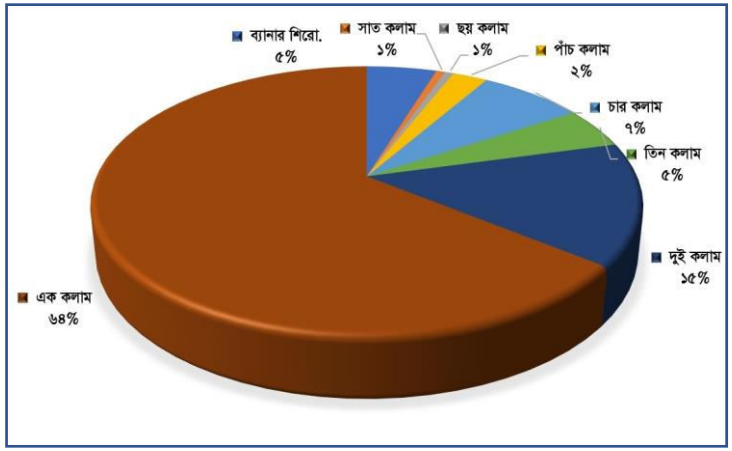

The Pakistan Observer পত্রিকার শিরোনামের আকারভিত্তিক সংবাদ সংখ্যার শতকরা পরিমাণ

৭. The People

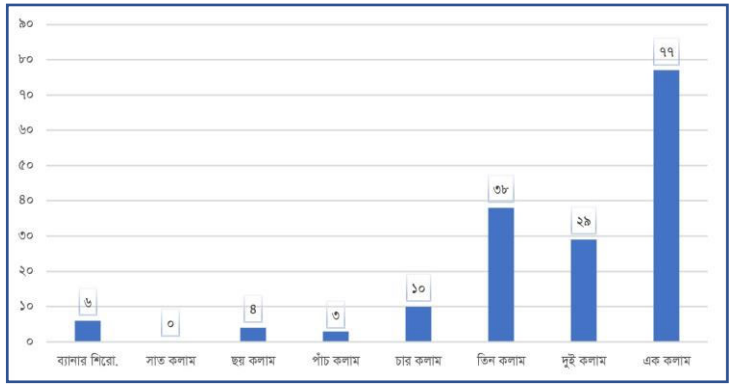

The People পত্রিকার শিরোনামের আকারভিত্তিক সংবাদ সংখ্যা: ১৬৭

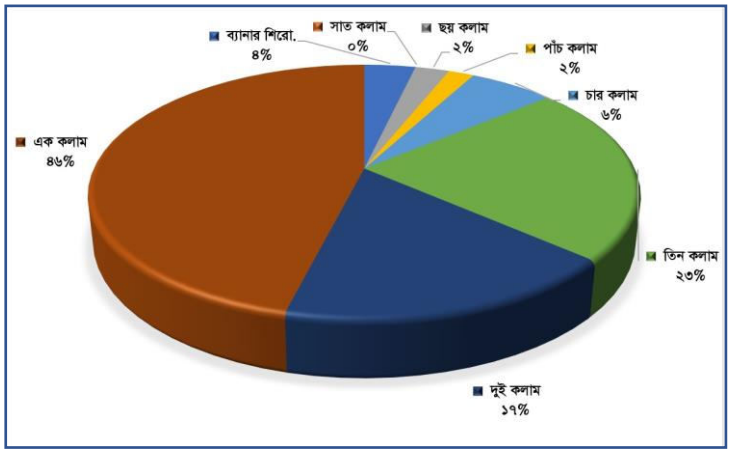

The People পত্রিকার শিরোনামের আকারভিত্তিক সংবাদ সংখ্যার শতকরা পরিমাণ

৪.৪ আধেয়ের ছবির উপাত্ত উপস্থাপন (সব ছবি)

ছবি সংবাদপত্রের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ আধেয়। সেই বিবেচনায় ৭টি নমুনা সংবাদপত্রের ১৯৭১ সালের ১ থেকে ১৪ মার্চ পর্যন্ত সংবাদ-ছবির আধেয় বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এ সময়ে প্রকাশিত ছবির বিষয়গুলো সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে প্রকাশিত ছবির ক্যাপশন (ছবির বর্ণনা) তুলে ধরা হয়েছে। পরে সমন্বিত সারণিতে তথ্য সংগ্রহের কাঠামো অনুযায়ী তিনটি চলকের ভিত্তিতে তথ্যগুলো সন্নিবেশিত করেছে। সেগুলো হলো সংবাদ ছবি (News photos), ফিচারভিত্তিক সংবাদ ছবি (Feature Photo) এবং ছবি গল্প (Photo Story).

১. আজাদ

১৯৭১ সালের অসহযোগ আন্দোলন এবং বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ সংক্রান্ত আধেয়ের ছবি (News Photos) (১-১৪ মার্চ ১৯৭১), আজাদ		
তারিখ	**ছবির সংখ্যা**	**ছবির ক্যাপশন / ছবির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা**
১ মার্চ	২টি	১. জনসভায় শেখ মুজিবুর রহমানের ভাষণ ২. শহীদ মিনারে প্রতিবাদ সভা
২ মার্চ	৪টি	১. প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়া খান (প্রোফাইল ছবি) ২. পল্টনে বিক্ষুব্ধ জনতার জঙ্গী সমাবেশের দৃশ্য ৩. জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত ঘোষণার পরে সাংবাদিক সম্মেলনে শেখ মুজিবর রহমান ৪. জেড এ ভুট্টো (প্রোফাইল ছবি)
৩ মার্চ	২টি	১. শেখ মুজিব (প্রোফাইল ছবি) ২. নূর খান (প্রোফাইল ছবি)
৪ মার্চ	১টি	১. পল্টনের জনসমুদ্রে শেখ মুজিব
৫ মার্চ	৩টি	১. শেখ মুজিবুর রহমান (প্রোফাইল ছবি) ২. বায়তুল মোকাররমে গায়েবানা জানাজা ৩. আন্দোলনে ছবি
৬ মার্চ	৩টি	১. পাকিস্তান সশস্ত্র বাহিনীর গুলীবর্ষণে আহত কয়েকজন শ্রমিক ২. শহীদ রফিজ উদ্দিন ৩. প্রতিবাদের নগরী ঢাকার রাজপথে লাঠি মিছিলের একটি দৃশ্য
৭ মার্চ	৬টি	১. স্বাধীকার সংগ্রামের সাথী আমরাও- ক. ঢাকা সেবিকা বিদ্যালয়; খ. বেসরকারী মাধ্যমিক শিক্ষক সমিতি; গ. শিল্পী সমাজ; ঘ. মায়েরা-বোনেরা ২. গণহত্যা ও সংবাদ প্রকাশের উপর বিধিনিষেধ আরোপের বিরুদ্ধে সাংবাদিকদের বিক্ষোভ মিছিল ৩. শেখ মুজিব (প্রোফাইল ছবি) ৪. মহিলা আওয়ামী লীগের মিছিলের একটা অংশ ৫. পলাতক বন্দীদের মধ্য হইতে পুনরায় ধৃত কিছু সংখ্যক কয়েদী
৮ মার্চ	২টি	১. শেখ মুজিব (প্রোফাইল ছবি) ২. রেসকোর্স ময়দানে শেখ মুজিবর রহমানের ঐতিহাসিক ভাষণে বিশাল জনসমুদ্র
৯ মার্চ	২টি	১. রেসকোর্সে বাঙ্গালী নারীর জিজ্ঞাসা: সোনার বাংলাকে শশ্মান করিয়া আমাদের এই হাল কে করিয়াছে, তোমরা দু'জন জবাব দাও ২. আন্দোলন প্রতিবাদের ছবি

তারিখ	ছবির সংখ্যা	ছবির ক্যাপশন / ছবির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
১০ মার্চ	২টি	১. পল্টনের জনসমুদ্রে বক্তৃতারত মওলানা ভাসানী ২. জনাব আতাউর রহমান খান (প্রোফাইল ছবি)
১১ মার্চ	৪টি	১. শেখ মুজিবর রহমান (প্রোফাইল ছবি) ২. চারটি সাংস্কৃতিক সংগঠনের সমন্বয়ে গঠিত লেখক-শিল্পী মুক্তি সংগ্রাম পরিষদের উদ্যোগে ঢাকার রাজপথে বিক্ষোভ মিছিল ৩. নারায়ণগঞ্জ জেল হইতে পলায়ন কালে পুলিশের গুলীতে নিহত একজন কয়েদী (সম্মুখে) এবং উপরে আহত অপর একজন কয়েদী ৪. ছাত্র ইউনিয়নের গণসঙ্গীতের স্কোয়াড
১২ মার্চ	৩টি	১. ছাত্র ইউনিয়নের পথসভা ২. অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ ৩. ইউনিভার্সিটি গ্রাউন্ডে ছাত্রীদের প্যারেডের দৃশ্য
১৩ মার্চ	৩টি	১. গতকাল বায়তুল মোকাররমে ২৪টি কর্মচারী সংস্থার যৌথ উদ্যোগে অনুষ্ঠিত গণসমাবেশ ২. বেতার, টেলিভিশন ও চলচ্চিত্র শিল্পীগোষ্ঠী এবং লেখক, কবি সাহিত্যিক, চিত্রকারদের যৌথ উদ্যোগে অনুষ্ঠিত সমাবেশ
১৪ মার্চ		এই সংখ্যা আর্কাইভসে পাওয়া যায়নি
	গবেষণার নথিভুক্ত আজাদের মোট ছবি: **৩৫**টি	

২. দৈনিক ইত্তেফাক

১৯৭১ সালের অসহযোগ আন্দোলন এবং বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ সংক্রান্ত আধেয়ের ছবি (News Photos) (১-১৪ মার্চ ১৯৭১), দৈনিক ইত্তেফাক		
তারিখ	**ছবির সংখ্যা**	**ছবির ক্যাপশন / ছবির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা**
১ মার্চ	২টি	১. ভুট্টোর সংবাদ সম্মেলন ২. ইয়াহিয়া খানের জনসভার ছবি
২ মার্চ	১টি	ইয়াহিয়া খানের জনসভার ছবি
৩ মার্চ		এই সংখ্যা আর্কাইভসে পাওয়া যায়নি
৪ মার্চ		এই সংখ্যা আর্কাইভসে পাওয়া যায়নি
৫ মার্চ		এই সংখ্যা আর্কাইভসে পাওয়া যায়নি
৬ মার্চ		এই সংখ্যা আর্কাইভসে পাওয়া যায়নি
৭ মার্চ	১টি	দেশের বিভিন্ন স্থানের আন্দোলন সংগ্রাম ও প্রতিবাদ মিছিলের ছবি
৮ মার্চ	২টি	১. বক্তৃতারত শেখ মুজিবর রহমান ২. রেসকোর্সের বিশাল ময়দানের জনসমুদ্রের একাংশ
৯ মার্চ	২টি	১. পবিত্র আশুরা পালিত ২. এ তবে কিসের আলামত
১০ মার্চ		এই সংখ্যা আর্কাইভসে পাওয়া যায়নি
১১ মার্চ	২টি	১. শেখ মুজিব (প্রোফাইল ছবি) ২. নারায়ণগঞ্জ জেল হতে পালানোর সময় পুলিশের গুলীতে নিহত ও আহত ব্যক্তি
১২ মার্চ	২টি	১. কুর্মিটোলা মার্শাল ল অফিসের ছাদে পাকিস্তানী পতাকা ২. ভবনের চূড়াতে স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা
১৩ মার্চ	১টি	প্রতিবাদ-বিক্ষোভের ছবি
১৪ মার্চ		এই সংখ্যা আর্কাইভসে পাওয়া যায়নি
	গবেষণার নথিভুক্ত দৈনিক ইত্তেফাকের মোট ছবি: **১৩**টি	

৩. পূর্বদেশ

১৯৭১ সালের অসহযোগ আন্দোলন এবং বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ সংক্রান্ত আধেয়ের ছবি (News Photos) (১-১৪ মার্চ ১৯৭১), পূর্বদেশ		
তারিখ	**ছবির সংখ্যা**	**ছবির ক্যাপশন/ ছবির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা**
১ মার্চ	২টি	১. শেখ মুজিবের সাথে আহসানের বৈঠকের দৃশ্য ২. ইয়াহিয়া খান (প্রোফাইল ছবি)
২ মার্চ	২টি	১. অধিবেশন স্থগিতের প্রতিবাদে লাঠি হাতে প্রতিবাদ মিছিল ২. শেখ মুজিবের তীব্র প্রতিবাদ সভা
৩ মার্চ	২টি	১. বিক্ষুব্ধ পূর্ব বাংলার জনগণ, প্রতিবাদ সভা ২. বক্তৃতারত শেখ মুজিব (প্রোফাইল ছবি)
৪ মার্চ	১টি	১. বিশাল জনসভার একাংশ (ইনসেটে শেখ মুজিবের প্রোফাইল ছবি)
৫ মার্চ	৩টি	১. বন্ধ থাকা ট্রেন ২. পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের উদ্যোগে বায়তুল মোকাররমে অনুষ্ঠিত শহীদদের গায়েবী জানাজা ৩. ফারুকের স্মৃতিতে শোক সভা
৬ মার্চ	২টি	১. টঙ্গীতে গুলীবর্ষণের প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল ২. হত্যার প্রতিবাদে জনসভা
৭ মার্চ	৩টি	১. আওয়ামী লীগের মিছিলের একাংশ ২. জেল পলাতক কয়েদীরা আবার পুলিশের হাতে বন্দী ৩. খুলনায় পুলিশের গুলীতে নিহতদের একাংশ
৮ মার্চ	১টি	১. রেসকোর্সের বিশাল জনসমুদ্রে শেখ মুজিব
৯ মার্চ	৪টি	১. নুরুল আমিন (প্রোফাইল ছবি) ২. পূর্ণ কর্মসূচী ঘোষণায় জনসভা ৩. ঢাকায় আশুরা পালিত ৪. শেখ মুজিবুর রহমানের (প্রোফাইল ছবি)
১০ মার্চ	২টি	১. পল্টনের জনসমুদ্রে বক্তৃতারত মওলানা ভাসানী ২. রাস্তাঘাট বন্ধ, পড়ে আছে ট্রাক
১১ মার্চ	২টি	১. শেখ মুজবের তর্জনী উঠানো ছবি (প্রোফাইল) ২. প্লাকার্ড হাতে জনগণ
১২ মার্চ	৩টি	১. হরতালে অফিস আদালত বন্ধ ২. ইন্দিরা গান্ধীর হাসিমুখ (প্রোফাইল ছবি) ৩. ইউনিভার্সিটি গ্রাউন্ডে মেয়েদের প্যারেডের দৃশ্য
১৩ মার্চ	৩টি	১. বায়তুল মোকাররমে প্রতিবাদ মিছিল ২. ইন্দিরা গান্ধী ৩. ছাত্র-জনতার প্রতিবাদ
১৪ মার্চ	৪টি	১. শেখ মুজিব (প্রোফাইল ছবি) ২. প্রতিবাদে রাস্তায় মহিলারা ৩. হরতাল চলছে, অফিস আদালত বন্ধ
	গবেষণার নথিভুক্ত পূর্বদেশের মোট ছবি: **৩৪**টি	

৪. দৈনিক পাকিস্তান

১৯৭১ সালের অসহযোগ আন্দোলন এবং বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ সংক্রান্ত আধেয়ের ছবি (News Photos) (১-১৪ মার্চ ১৯৭১), দৈনিক পাকিস্তান		
তারিখ	**ছবির সংখ্যা**	**ছবির ক্যাপশন/ ছবির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা**
১ মার্চ	৩টি	১. বক্তব্যরত শেখ মুজিব ২. ভুট্টো (প্রোফাইল ফটো) ৩. শহীদ মিনারে বিক্ষোভ সমাবেশ: নির্বাচনের রায়কে বানচালের অপচেষ্টার বিরুদ্ধে হুশিয়ারী
২ মার্চ	৩টি	১. তর্জনী উঠিয়ে বক্তৃতারত শেখ মুজিব ২. বিক্ষুব্ধ জনতার একাংশ ৩. বিক্ষোভ মিছিল
৩ মার্চ		এই সংখ্যা আর্কাইভসে পাওয়া যায়নি
৪ মার্চ	৩টি	১. সারা বাংলায় হরতাল: গুলীবর্ষণ ২. বিশাল জনসমুদ্রে তর্জনী উঠিয়ে বক্তৃতারত শেখ মুজিব ৩. শেখ মুজিব (তর্জনী উঠানো প্রোফাইল ছবি)
৫ মার্চ		এই সংখ্যা আর্কাইভসে পাওয়া যায়নি
৬ মার্চ		এই সংখ্যা আর্কাইভসে পাওয়া যায়নি
৭ মার্চ		এই সংখ্যা আর্কাইভসে পাওয়া যায়নি
৮ মার্চ	৮টি	১. রেসকোর্স ময়দানের বিশাল জনসমুদ্রে শেখ মুজিবের ভাষণ ২. রেসকোর্স ময়দানে উপস্থিত বিক্ষুব্ধ জনতা, শেখ মুজিব, প্রতিবাদ ফেস্টুনসহ বিভিন্ন অংশের ৭টি ছবির সমন্বয়ে শেষের পাতাজুড়ে ফটো ফিচার
৯ মার্চ		এই সংখ্যা আর্কাইভসে পাওয়া যায়নি
১০ মার্চ	১টি	১. মওলানা ভাসানী জনসমুদ্রে বক্তৃতারত
১১ মার্চ		এই সংখ্যা আর্কাইভসে পাওয়া যায়নি
১২ মার্চ	২টি	১. ইন্দিরা গান্ধী (প্রোফাইল ছবি) ২. দাবী মেনে নেওয়ার দাবীতে রাজপথে আপামর জনতা
১৩ মার্চ	৩টি	১. ইন্দিরা গান্ধী ২. অসহযোগ আন্দোলনের চিত্র ৩. অসহযোগ আন্দোলনের চিত্র
১৪ মার্চ		এই সংখ্যা আর্কাইভসে পাওয়া যায়নি
	গবেষণার নথিভুক্ত দৈনিক পাকিস্তানের মোট ছবি: **২৩টি**	

৫. সংবাদ

১৯৭১ সালের অসহযোগ আন্দোলন এবং বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ সংক্রান্ত আধেয়ের ছবি (News Photos) (১-১৪ মার্চ ১৯৭১), সংবাদ		
তারিখ	**ছবির সংখ্যা**	**ছবির ক্যাপশন/ ছবির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা**
১ মার্চ	২টি	১. শেখ মুজিবের সাথে আহসানের বৈঠকের দৃশ্য ২. শাসনতন্ত্র তৈরির বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র সর্বশক্তিতে রুখিবার পণ নিয়ে শহীদ মিনার প্রাঙ্গণে বিক্ষোভ সমাবেশ
২ মার্চ		এই সংখ্যা আর্কাইভসে পাওয়া যায়নি
৩ মার্চ		এই সংখ্যা আর্কাইভসে পাওয়া যায়নি
৪ মার্চ		এই সংখ্যা আর্কাইভসে পাওয়া যায়নি
৫ মার্চ		এই সংখ্যা আর্কাইভসে পাওয়া যায়নি

তারিখ	**ছবির সংখ্যা**	**ছবির ক্যাপশন/ ছবির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা**
৬ মার্চ		এই সংখ্যা আর্কাইভসে পাওয়া যায়নি
৭ মার্চ	২টি	১. পুলিশের গুলীতে নিহতদের একাংশ ২. বিক্ষোভ মিছিল
৮ মার্চ	৩টি	১. শেখ মুজিবের তর্জনী উঠানো ছবি (প্রোফাইল) ২. লাঠি হাতে বিক্ষুব্ধ জনতার একাংশ ৩. রেসকোর্সের বিশাল জনসমুদ্রে বক্তৃতারত শেখ মুজিব
৯ মার্চ		এই সংখ্যা আর্কাইভসে পাওয়া যায়নি
১০ মার্চ	৩টি	১. পল্টনের জনসমুদ্রে বক্তৃতারত মওলানা ভাসানী ২. বাংলাদেশের পতাকা হাতে মানুষের ঢল ৩. তাজউদ্দীন আহমদ (প্রোফাইল)
১১ মার্চ	৫টি	১. শেখ মুজিবের তর্জনী উঠানো ছবি (প্রোফাইল) ২. অফিস বন্ধ: অসহযোগ আন্দোলনের প্রতিকী ছবি ৩. জেল পালানোর সময় কয়েদীদের নিহত ও আহতের একাংশ ৪. গণসঙ্গীতের মাধ্যমে বিক্ষোভ সমাবেশ ৫. ইন্দিরা গান্ধীর বিজয় উদযাপন
১২ মার্চ	২টি	১. পথসভা ও বিক্ষোভ সমাবেশ ২. ইউনিভার্সিটি গ্রাউন্ডে ছাত্রীদের প্যারেডের দৃশ্য
১৩ মার্চ	২টি	১. গতকাল বায়তুল মোকাররমে অনুষ্ঠিত গণসমাবেশের দৃশ্য ২. সাংস্কৃতিক ব্যক্তিদের যৌথ উদ্যোগে অনুষ্ঠিত সমাবেশ
১৪ মার্চ	৪টি	১. শেখ মুজিব (প্রোফাইল ছবি) ২. ওয়ালী (প্রোফাইল ছবি) ৩. হুশিয়ারী সংকেত, বিক্ষোভ ৪. পশ্চিম পাকিস্তানী রাজনৈতিক নেতা
	গবেষণার নথিভুক্ত সংবাদের মোট ছবি: **২৩টি**	

৬. The Pakistan Observer

১৯৭১ সালের অসহযোগ আন্দোলন এবং বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ সংক্রান্ত আধেয়ের ছবি (News Photos) (১-১৪ মার্চ ১৯৭১), দ্য পাকিস্তান অবজারভার		
তারিখ	ছবির সংখ্যা	ছবির ক্যাপশন / ছবির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
১ মার্চ	১	শেখ মুজিবের সমাবেশের ছবি
২ মার্চ	৩	১. শেখ মুজিবের আলোচনা বৈঠকের ছবি ২. ইয়াহিয়া খানের ছবি ৩. আন্দোলনের ছবি
৩ মার্চ	২	১. শেখ মুজিবের ছবি ২. আন্দোলনকারীদের ছবি
৪ মার্চ	২	১. ইয়াহিয়া খানের ছবি ২. শেখ মুজিবের ছবি
৫ মার্চ	২	১. বঙ্গবন্ধুর ছবি ২. নিহত আন্দোলনকারীদের জানাযার ছবি
৬ মার্চ	২	১. আন্দোলনকারীদের লাঠি মিছিল ২. শিক্ষার্থীদের মিছিল
৭ মার্চ	৩	১. আন্দোলনকারীদের ছবি
৮ মার্চ	২	১. ৭ই মার্চের সমাবেশের ছবি ২. আন্দোলনকারীদের ছবি

তারিখ	ছবির সংখ্যা	ছবির ক্যাপশন / ছবির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
৯ মার্চ	১	১. আন্দোলনকারীদের ছবি
১০ মার্চ	১	১. ভাসানীর সমাবেশের ছবি
১১ মার্চ	১	১. শেখ মুজিবের ছবি
১২ মার্চ	২	১. তাজউদ্দিন আহমদের ছবি ২. আন্দোলনকারীর মৃতদেহের ছবি
১৩ মার্চ	১	১. আন্দোলনকারীদের ছবি
১৪ মার্চ		এই সংখ্যা আর্কাইভসে পাওয়া যায়নি
	গবেষণার নথিভুক্ত দ্য পাকিস্তান অবজারভারের মোট ছবি: **২৩টি**	

৭. The People

১৯৭১ সালের অসহযোগ আন্দোলন এবং বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ সংক্রান্ত সংবাদের ছবি (News Photos) (১-১৪ মার্চ ১৯৭১), দ্য পিপল

তারিখ	ছবির সংখ্যা	ছবির ক্যাপশন / ছবির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
১ মার্চ	১	১. শেখ মুজিবুর রহমানের সমাবেশের ছবি
২ মার্চ	২	১. শেখ মুজিবের সমাবেশের ছবি ২. বৈঠক টেবিলে শেখ মুজিব
৩ মার্চ	১	১. আন্দোলনকারীদের ছবি
৪ মার্চ	২	১. আন্দোলনকারীদের মরদেহের ছবি ২. আন্দোলনকারীদের মরদেহের ছবি
৫ মার্চ	৩	১. হরতালে ফাঁকা রাস্তার ছবি ২. বঙ্গবন্ধুর ছবি ৩. নিহতদের জানাযার নামাজের ছবি
৬ মার্চ	১	১. আন্দোলনকারীদের মৃতদেহের ছবি
৭ মার্চ	৩	১. নারী আন্দোলনকারীদের ঝাড়ু মিছিল ২. ৭ মার্চের সমাবেশে যোগ দেয়ার জন্য বাসে করে ঢাকা অভিমুখে বাঙালীরা ৩. এক আন্দোলনকারীর মরদেহের ছবি
৮ মার্চ	৩	১. সমাবেশের ছবি ২. বঙ্গবন্ধুর ছবি ৩. আন্দোলনকারীদের সমাবেশের ছবি
৯ মার্চ		এই সংখ্যা আর্কাইভসে পাওয়া যায়নি
১০ মার্চ	১	১. মওলানা ভাসানীর সমাবেশের ছবি
১১ মার্চ	১	১. পাকিস্তানী জেনারেলের ছবি
১২ মার্চ	১	১. বঙ্গবন্ধুর ছবি
১৩ মার্চ	৪	১. মওলানা ভাসানীর ছবি ২. আন্দোলনাকারীর মরদেহের ছবি ৩. আন্দোলনকারীর মরদেহের ছবি ৪. আন্দোলনকারীদের মিছিলের ছবি
১৪ মার্চ	২	১. বঙ্গবন্ধুর ছবি ২. ভাসানীর সমাবেশের ছবি
	গবেষণার নথিভুক্ত দ্য পিপল-এর মোট ছবি: **২৫টি**	

১৯৭১ সালের অসহযোগ আন্দোলন এবং বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ সংক্রান্ত আধেয়ের ছবি (News Photos) (১-১৪ মার্চ, ১৯৭১)

সমন্বিত সারণি

১৯৭১ সালের অসহযোগ আন্দোলন এবং বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ সংক্রান্ত সংবাদের ছবি
সংবাদ ছবি (News photos), ফিচারভিত্তিক সংবাদ ছবি (Features Photos) ও ছবি গল্প (Photo Story)
(১-১৪ মার্চ ১৯৭১)

ছবির ধরন ⇨ সংবাদপত্র ⇩	সংবাদ ছবি (News photos)	ফিচারভিত্তিক সংবাদ ছবি (Feature Photos)	ছবি গল্প (Photo Story)	মোট ছবি
আজাদ	৩১	৬	০	৩৫
দৈনিক ইত্তেফাক	১৩	০	০	১৩
পূর্বদেশ	৩৪	০	০	৩৪
দৈনিক পাকিস্তান	২২	০	১	২৩
সংবাদ	২৩	০	০	২৩
The Pakistan Observer	২৩	০	০	২৩
The People	২৫	০	০	২৫
	গবেষণার নথিভুক্ত ৭টি সংবাদপত্রের মোট ছবি			**১৭৬**

সমন্বিত সারণি চিত্রে উপস্থাপন

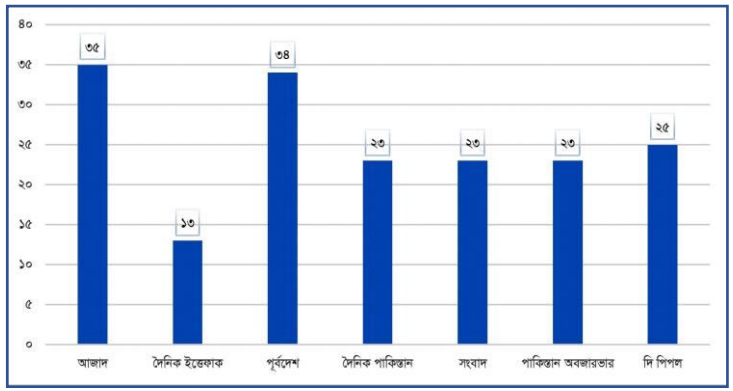

বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ ছবির সংখ্যা: ১৭৬

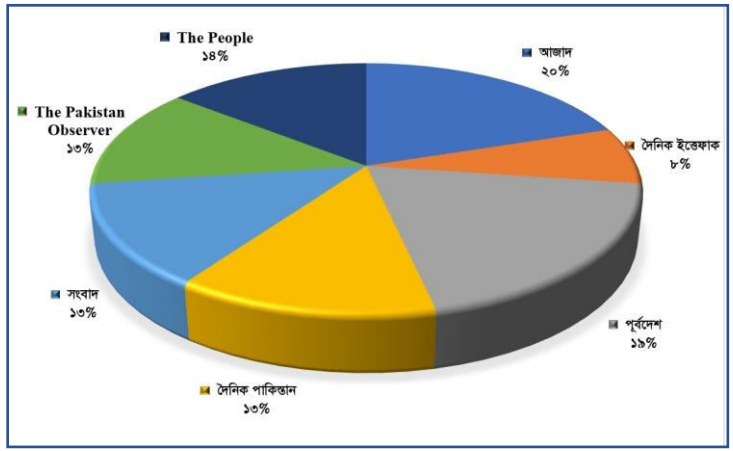

বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ ছবির শতকরা পরিমাণ

৪.৫ আধেয়ের ছবি (শুধু ৭ই মার্চ) উপাত্ত উপস্থাপন

বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ সংক্রান্ত সংবাদ ৭টি সংবাদপত্রে প্রকাশিত (৮ মার্চ ১৯৭১)	
আজাদ	এবারের সংগ্রাম, মুক্তির সংগ্রাম
	ক্ষমতা হস্তান্তর না করা পর্যন্ত অহিংস ও অসহযোগ আন্দোলন চলিবে
	ঢাকা বেতার কেন্দ্র নীরব
	লাহোরের জনসামাবেশে নূর খান পূর্ব পাকিস্তানের সহিত একাত্মতা ঘোষণা
	জাতীয় পরিষদে যোগদানের ৭টি শর্ত
	অধ্যাপক মোজাফফর বলেন শেখ মুজিবের দাবী ন্যূনতম ও সঙ্গত হইয়াছে
	প্রদেশের নয়া গবর্নর জেনারেল টিক্কা খানের ঢাকা উপস্থিতি
	ঢাকা বেতারে বোমা
	ওয়ালী খানের সভায় স্বাধিকার সংগ্রাম অব্যহত রাখার ডাক
	খুলনায় জনসভা স্বাধিকার সংগ্রামে প্রস্তুত থাকার আহ্বান
দৈনিক ইত্তেফাক	পরিষদে যাওয়ার প্রশ্ন বিবেচনা করিতে পারি, যদি–
	আজ থেকে আমার নির্দেশ
	ঢাকা বেতার বন্ধ
পূর্বদেশ	জিবের ঘোষণা ক আইন প্রত্যাহার কর: জনপ্রতিনিধিদের ক্ষমতা দাও: সৈন্যদের ছাউনিতে ফিরিয়ে নাও: নাগরিক হত্যার তদন্ত চাই
	ক আইন প্রত্যাহার ও ক্ষমতা হস্তান্তর করুন
	বতার কাল স্তব্ধ ছিল
	জিবের বিবৃতি
দৈনিক পাকিস্তান	সংগ্রাম চলবেই
	ঢাকা বেতার নীরব
	লক্ষ কণ্ঠের বজ্র শপথ
	বঙ্গবন্ধুর নির্দেশ
	নিরস্ত্র জনতার উপর গুলি চললে পরিষদ চলতে পারে না: মুজিব
	ক্ষমতা হস্তান্তর করুন
	নিহতের সংখ্যা জানান হোক
সংবাদ	স্বাধীনতার সংগ্রাম: মুজিব সামরিক আইন প্রত্যাহার ও গণপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা দিলেই পরিষদের অধিবেশনে যোগ দিব কিনা ঠিক করিব
	বতার ও টেলিভিশন কেন্দ্র বন্ধ
	র নির্দেশ
	জিবের বিবৃতির পূর্ণ বিবরণ
	লর রেসকোর্স ময়দান
	জিবের গৃহীত সকল ব্যবস্থাই যুক্তিসঙ্গত
	বতার প্রাঙ্গণে বিস্ফোরণ

The Pakistan Observer	h Mujib Speaks
	k: boycott offices, courts, schools, colleges
	fer power to people's representatives
	al Figure
	ead, 358 wounded
	on against anti-social elements
	Silent
	ervice resume
	khan in city
	ession
	ana Welcomes Decision
	Martial law, demands Asghar Khan
	or united movement
	Workers urged to resume duty
	olunteer's corps meet today
	ani addressing Paltan meeting tomorrow
	conditions just, minimum, says Muzaffar
The People	cs attend Race Course Meeting
	Mujib Call to Fight For Freedom
	No work in Govt. offices until demands met
	Shops to open, trains to run, buses to ply and banks to work 2 hours A-Day: *Withdrawal of Martial Law and transfer of power precondition for attending N.A.*
	blast in Dacca Radio Station
	Sequel to sudden curb on broadcasting Mujib's speech
	n Factory
	asked to hand over power to Mujib Immediately
	khan arrives Dacca
	e's representatives must frame constitution
	West wing leaders support Mujib
	Mujib's demands just & Minimum. -Pro. Muzaffar Ahmed
	Ration shops closed today
মোট	**৫২ টি সংবাদ**

আধেয়ের ছবি (শুধু ৭ই মার্চ) উপাত্ত উপস্থাপন: চিত্রে উপস্থাপন

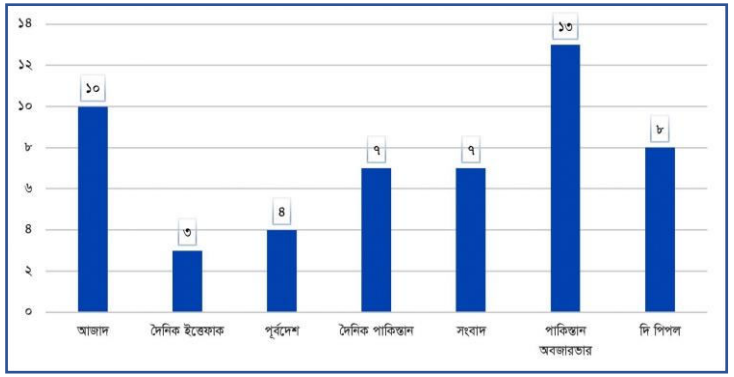

৮ই মার্চ বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ সংক্রান্ত সংবাদ সংখ্যা: ৫২

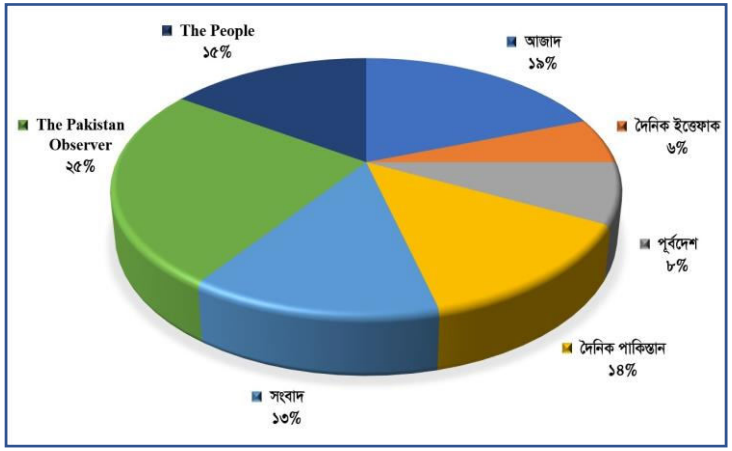

৮ই মার্চ বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ সংক্রান্ত সংবাদের শতকরা পরিমাণ

শুধু ৭ই মার্চের ভাষণ সংক্রান্ত আধেয়ের ছবি উপাত্ত উপস্থাপন

বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ সংক্রান্ত ছবি ৭টি সংবাদপত্রে প্রকাশিত, (৮ মার্চ ১৯৭১)	
আজাদ	১. শেখ মুজিব (প্রোফাইল ছবি)
	২. রেসকোর্স ময়দানে শেখ মুজিবর রহমানের ঐতিহাসিক ভাষণে বিশাল জনসমুদ্র
দৈনিক ইত্তেফাক	১০ বক্তৃতারত শেখ মুজিবর রহমান
	১১ রেসকোর্সের বিশাল ময়দানের জনসমুদ্রের একাংশ
পূর্বদেশ	১. রেসকোর্সের বিশাল জনসমুদ্রে শেখ মুজিব
দৈনিক পাকিস্তান	১. রেসকোর্স ময়দানের বিশাল জনসমুদ্রে শেখ মুজিবের ভাষণ
	২. রেসকোর্স ময়দানে উপস্থিত বিক্ষুব্ধ জনতা, শেখ মুজিব, প্রতিবাদ ফেস্টুনসহ বিভিন্ন অংশের **৭টি ছবির সমন্বয়ে শেষ পাতাজুড়ে ফটোফিচার**
সংবাদ	৭ শেখ মুজিবের তর্জনী উঠানো ছবি (প্রোফাইল)
	৮ লাঠি হাতে বিক্ষুব্ধ জনতার একাংশ
	৯ রেসকোর্সের বিশাল জনসমুদ্রে বক্তৃতারত শেখ মুজিব
The Pakistan Observer	৪ সমাবেশের ছবি
	৫ আন্দোলনকারীদের ছবি
The People	১. সমাবেশের ছবি
	২. বঙ্গবন্ধুর ছবি
	৩. আন্দোলনকারীদের সমাবেশের ছবি
মোট	**২১টি ছবি**

শুধু ৭ই মার্চের ভাষণ সংক্রান্ত আধেয়ের ছবি উপাত্ত চিত্রে উপস্থাপন

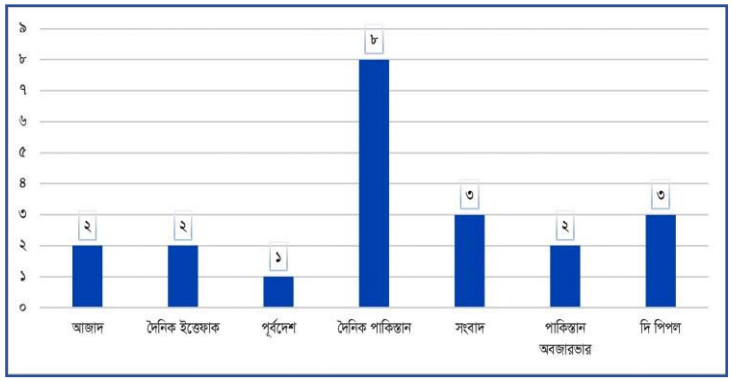

৮ই মার্চ বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ সংক্রান্ত ছবি সংখ্যা: ২১

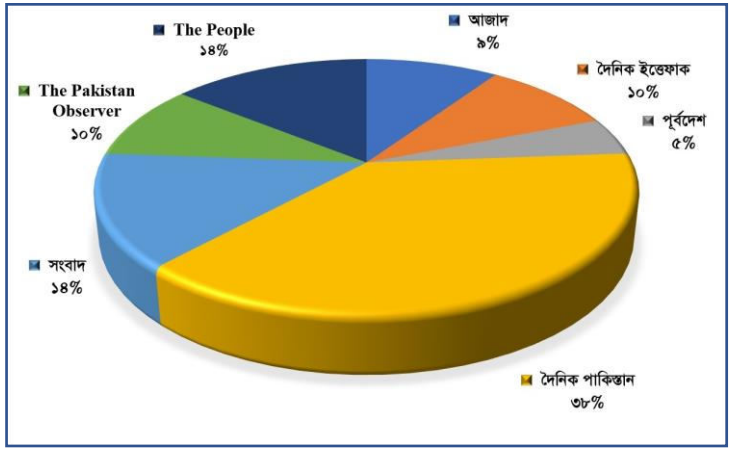

৮ই মার্চ বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ সংক্রান্ত ছবির শতকরা পরিমাণ

৪.৬ আধেয়তে বঙ্গবন্ধু

৪.৬.১ ১–১৪ মার্চ অসহযোগ আন্দোলন এবং ৭ই মার্চের ভাষণ সংবাদে শেখ মুজিবের সংশ্লিষ্টতা ও মূল বার্তা সংক্রান্ত আধেয়

সংবাদপত্রে কোনো চলমান ঘটনার বর্ণনা, শিরোনাম বা ছবিই শেষ কথা নয়। প্রতিটি সংবাদ, শিরোনাম ও ছবির মধ্যে এক ধরনের বার্তা থাকে। থাকে সমাজ-সংস্কৃতি-রাজনৈতিক পরিস্থিতি বা গুরুত্বপূর্ণ কোনো ব্যক্তির সংশ্লিষ্টতা। আবার সংবাদ কী কেন্দ্রিক, সেই বিষয়েও আলোচনা থাকে। অর্থাৎ সংবাদের মূল বিষয় (Dominant Voice of the story) কোনটি, সে বিষয়টিরও প্রতিফলন থাকে। সংবাদের মূল বিষয় (Dominant Voice of the story) কোনো ঘটনাপ্রবাহ বা ব্যক্তি হতে পারে। আবার কোনো কোনো ঘটনা একেবারেই ব্যক্তির বক্তব্য, ব্যক্তির বিবৃতি, ব্যক্তির সিদ্ধান্ত এমনকি ব্যক্তির অভিব্যক্তির ওপরও নির্ভর করে। ঘটনা সংশ্লিষ্ট এই বিষয়গুলো কোনো ব্যক্তিকে আবর্তন করেই ঘটতে থাকে। বলা যায় সংবাদের সঙ্গে সংশ্লিষ্টতা (relevance) তৈরি হয়।

১৯৭১ সালের ঘটনাপ্রবাহে যেসব সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে তার বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ মুজিবুর রহমানের সংশ্লিষ্টতা (Item relevance) পাওয়া যায়। আর সংবাদগুলোর বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই মূল বার্তা ছিল (Dominant Voice of the story) নির্বাচিত বাঙালি জনপ্রতিনিধি তথা শেখ মুজিবুর রহমানের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রেক্ষাপট। উল্লেখ করা যেতে পারে, ১৯৭০ সালের নির্বাচনে শুধু পূর্ব পাকিস্তান নয়, পূর্ব-পশ্চিম উভয় অংশে শেখ মুজিবুর রহমান সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেছিলেন এবং পাকিস্তানের রাষ্ট্রকাঠামো অনুযায়ী শেখ মুজিবুর রহমানেরই হওয়ার কথা ছিল

অখণ্ড পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতি। যদিও গণতান্ত্রিক রীতি মেনে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধির কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করেনি ইয়াহিয়া-ভুট্টো চক্র।

নিচে উল্লিখিত কয়েকটি সংবাদের নমুনা পর্যবেক্ষণ করলেই উঠে আসে ১৯৭১ সালের ১ থেকে ১৪ মার্চ পর্যন্ত সময়ের বেশির ভাগ সংবাদের সংশ্লিষ্ট চরিত্রের (relevance) বিষয়টি। সামনে চলে আসে সংবাদের মূল বিষয় 'Dominant Voice of the story'-এর বিষয়টি।

১ মার্চ দ্য পাকিস্তান অবজারভারের আধেয় পর্যবেক্ষণ করলেই উঠে আসে সংবাদের মূল বিষয়ের চিত্র। ওইদিন 'Good suggestion will be acceptable' শিরোনামের সংবাদে বলা হয়:

> "Sheikh Mujibur Rahman, President of Awami League gave a call to the National Assembly members from West Pakistan to attend the Assembly and join in framing a constitution.
>
> Speaking at a reception arranged in his honor by the Dacca Chamber of Commerce and Industry at the provincial assembly lawn on Sunday Sheikh Mujib said that even in an individual member of the national Assembly gave a good and just suggestion that would be accepted. He denied the allegation that a constitution would be imposed on West Pakistan. Indirectly referring to Mr. Bhutto, Sheikh Mujib said that he (Bhutto) wanted prior assurance that his views would be heard. He said, 'who am I to give you assurance?'
>
> The Sheikh advised Mr. Bhutto to participate in the National Assembly session and to take part in discussion. He said, 'we can discuss hours after hours and days after days. President Yahya has given 120 days. If anybody comes with a good planning and just suggestion that would be accepted, no question if he is an individual." (1^{st} March 1971, The Pakistan Observer)

এই সংবাদটি পর্যবেক্ষণ করলে সহজেই বুঝতে পারা যায়, এই সংবাদের প্রধান চরিত্র শেখ মুজিবুর রহমান। সংবিধান রচনার প্রেক্ষাপটে পশ্চিম পাকিস্তানের আইনপ্রণেতাদের বিশেষ আন্তরিক আহ্বানের ভিত্তিতেই এই সংবাদ। এই সংবাদের পরের দিকে শেখ মুজিবুর রহমানকে উদ্ধৃত করে বলা হয়েছে–কোনো একজন আইনপ্রণেতা যদি ন্যায়সংগত ও যথামতো (good and just suggestion) মতামত দেন, তাহলে তা গ্রহণ করা হবে। এই সংবাদের ভুট্টোর উদ্‌বেগের কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। যার প্রেক্ষাপটে শেখ মুজিবুর রহমানের বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য হিসেবে প্রকাশ করেছে সংবাদপত্রটি। যাতে সংবাদের মূল বিষয় (Dominant Voice of the story) হিসেবে উঠে এসেছেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

২ মার্চ দ্য পাকিস্তান অবজারভারের আধেয় পর্যবেক্ষণ করলেও একই ধরনের চিত্র পাওয়া যায়। 'NA postponed sine die' শিরোনামের সংবাদেও উঠে আসে সংবাদের প্রধান চরিত্র হিসেবে শেখ মুজিবুর রহমানের অবয়ব। আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ মুজিবুর রহমানই ছিলেন প্রধান চরিত্র। যে সংবাদে উঠে আসে:

'Sheikh Mujibur Rahman, addressing a crowded Press conference on Monday evening, gave a call for total hartal in Dacca on Tuesday and also a country-wide hartal on Wednesday to protest the postponement of the National Assembly session.

The Awami League President observed that as representatives of the people we have a responsibility. We cannot let it go unchallenged. He told the Press conference that he would hold a public meeting at the Race Course on March 7 where he would announce his future programme in full.' (1st March 1971, The Pakistan Observer)

এই সংবাদের আরেকটি বিষয়টি বেশ গুরুত্বপূর্ণ। এই সংবাদে যেমন মূল অনুঘটক হিসেবে শেখ মুজিবুর রহমান নানা ধরনের নির্দেশনা দিয়েছেন, আবার ৭ই মার্চ সমাবেশের ঘোষণা দিয়েছেন। পুরো সংবাদের মূল চরিত্রই ছিলেন একজন–শেখ মুজিব।

৫ মার্চ আজাদের একটি সংবাদ পর্যবেক্ষণ করলে মূল বার্তা (Dominant Voice of the story) ও সংবাদে ব্যক্তিসংশ্লিষ্টতা (Item relevance) বিষয়টির একটা চিত্র পাওয়া যায়। শেখ মুজিবুর রহমানের বিবৃতি ভিত্তি করে 'অফিস ও ব্যাঙ্কের সময়সূচী ঘোষণা' শিরোনামের ওই সংবাদে বলা হয়:

'বরেণ্য নেতা বঙ্গ-বন্ধু শেখ মুজিবর [মুজিবুর] রহমান আজ হরতালের দিনগুলিতে বেতন পরিশোধসহ অপরাপর কতিপয় লেনদেনের সুবিধা বিধানের জন্য সরকারী-বেসরকারী অফিস ও ব্যাঙ্ক সমূহের নয়া সময়সূচী ঘোষণা করিয়াছেন।

তিনি এক বিবৃতিতে উক্ত সময়ে অপরাপর কতিপয় সার্ভিস সম্পর্কেও নির্দেশ জারী করেন। নিম্নে তাঁহার বিবৃতির পূর্ণ বিবরণ দেওয়া গেলঃ–

শোষণ আর ঔপনিবেশিক শাসন অব্যাহত রাখার চক্রান্তের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপনের জন্য আমরা যে আহ্বান জ্ঞাপন করিয়াছিলাম, উহাতে আবালবৃদ্ধবনিতা নির্ব্বিশেষে বাংলা দেশের জনমানুষ যে সাড়া দেন, তজ্জন্য আমি বীর জনতার প্রতি অভিনন্দন জানাই। বাংলাদেশের নিরস্ত্র জন মানুষ তথা শ্রমিক, চাষী ও ছাত্র সমাজ যে অকুতোভয় দৃঢ়তা লইয়া এমনকি বুলেটের মুখেও তাহাদের অধিকার হরণের বিরুদ্ধে বিক্ষোভমুখর হইয়াছেন, তাহা বিশ্ববাসীর জানার মত ঘটনা বটে।' (৫ মার্চ ১৯৭১, আজাদ)

এই সংবাদের মূল ব্যক্তি শেখ মুজিবুর রহমান। তাঁকে কেন্দ্র করেই সংবাদটির গাঁথুনি। তাঁকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত পুরো সংবাদ। উল্লেখ করা যেতে পারে, ১৯৭১ সালের ১ মার্চের পর থেকেই শেখ মুজিবুর রহমানের নির্দেশেই চলতে থাকে বাংলাদেশ তথা পূর্ব পাকিস্তানের সবকিছু। অফিস-আদালত, ব্যাংক-বিমা সবকিছুই পরিচালিত হতে থাকে তাঁর নির্দেশনা অনুযায়ী। ফলে খুব স্বাভাবিকভাবেই শেখ মুজিবুর রহমান পরিণত হন সংবাদের মূল বার্তা বহনের প্রধান চরিত্রে (Dominant Voice of the

story). যার প্রতিফলন পাওয়া যায় এই সংবাদে। সংবাদটির পরের অংশে উল্লেখ করা হয়:

'আমি ক্রমাগত হরতালের মুখে যে কষ্ট তাহারা স্বীকার করিয়াছেন, যে ত্যাগ স্বীকার করিয়াছেন তজ্জন্য দৃঢ়চেতা জণগনের প্রতি অভিনন্দন জানাইতেছি। তবে তাহাদের স্মরণ রাখিতে হইবে যে, চরম ত্যাগ স্বীকার ব্যতীত কোন জাতিই মুক্তি হাসিল করিতে পারেন না। এইহেতু তাহাদের যে কোন মূল্যে মুক্তির সংগ্রাম অব্যাহত রাখার জন্য অবশ্যই প্রস্তুত থাকিতে হইবে।' (৫ মার্চ ১৯৭১, আজাদ)

উপরের অংশেও একজন শেখ মুজিবুর রহমানই সংবাদের প্রধান আধেয়, প্রধান চরিত্র, প্রধান ব্যক্তি। যাকে আবর্ত করেই পরিচালিত হয়েছে বা তৈরি হয়েছে সংবাদ আবহ।

৬ মার্চ আজাদ 'টঙ্গীতে গুলীবর্ষণ' ব্যানার শিরোনামের একটি সংবাদ প্রকাশ করে। এটিই ছিল প্রধান সংবাদ। ছিল গুরুত্বপূর্ণ সব ছবি। এই সংবাদটি সর্বোচ্চ গুরুত্বসহকারে প্রকাশ করেছিল আজাদ। যে সংবাদের প্রথম অংশে বলা হয়:

'টঙ্গীস্থ মেঘনা টেক্সাইল মিলের প্রতিরক্ষায় নিয়োজিত সশস্ত্র বাহিনী গতকাল শুক্রবার নিরস্ত্র মেহনতি মানুষের উপর গুলীবর্ষণ করে। সশস্ত্র বাহিনীর এই গুলী বর্ষণের ফলে অন্যূন ২ ব্যক্তি নিহত ও ৩০ ব্যক্তি আহত হয়।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, টঙ্গীতে টেলিফোন এক্সচেঞ্জের একজন অপারেটর ও খাকী পোশাক পরিহিত জনৈক অফিসারের মধ্যে বচসা হইতে টঙ্গীতে এই গোলযোগের সুত্রপাত হয়।

অন্যদিকে, গুলীবর্ষণের সঙ্গে সঙ্গেই সমগ্র মেঘনা মিল অঞ্চল কার্যতঃ নিষিদ্ধ এলাকায় পরিণত করা হইয়াছে। সাধারণ মানুষতো দূরের কথা, এম্বুলেন্স ও সাংবাদিকদের গাড়ী পর্যন্ত গতকাল মিলের রাস্তায় প্রবেশ করিতে দেওয়া হয় নাই। কেহ প্রবেশের চেষ্টা করিলে রক্ষীবাহিনীর লোকজন উদ্ধত রাইফেল লইয়া আগাইয়া আসিয়াছে।

এই অবস্থায় মিলের অভ্যন্তরের অবস্থা সম্পর্কে কিছুই জানা যায় নাই। তবে মিছিলে অংশগ্রহণকারী শ্রমিকগণ সকলেই এক বাক্যে জানায় যে, রক্ষীবাহিনীর জনৈক ব্যক্তি গুলী করিয়া মৃত্যু যন্ত্রণায় কাতর বুলেটবিদ্ধ ১৮/১৯ জন শ্রমিকের পা ধরিয়া রাস্তার উপর দিয়া ছেচড়াইয়া টানিয়া মিলের ভিতরে লইয়া গিয়াছে। যাহারা দূরে বুলেটবিদ্ধ হইয়াছে, জনসাধারণ কেবল তাহাদেরই উদ্ধার করিয়া স্থানীয় হেলথ সেন্টারে প্রেরণ করিয়াছে। অতঃপর হেলথ সেন্টারের তত্ত্বাবধানে ১৭ জনকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে প্রেরণ করা হইয়াছে। ইহার মধ্যে একজন হাসপাতালের পথে এবং অপর একজন অপারেশন থিয়েটারে মৃত্যুবরণ করে। অপর ৩ জনের অবস্থা অত্যন্ত গুরুতর।' (৬ মার্চ ১৯৭১, আজাদ)

এই সংবাদ পর্যবেক্ষণে দেখা যায়, এখানে মূল অনুঘটক একটি ঘটনা। স্বাধীন বাংলাদেশের ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এই সংবাদে প্রধান চরিত্র (Dominant Voice of the story) একটি ঘটনা আন্দোলনকারীর। যারা পাক সেনাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে গিয়ে শহিদ হয়েছেন। উল্লেখ করা প্রয়োজন, এই অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দিয়েছিলেন বাংলার অবিসংবাদিত নেতা শেখ মুজিবুর রহমান। যার কথা পরের সংবাদে উল্লেখ রয়েছে।

এ কথা বলাই বাহুল্য, ৭ই মার্চের ভাষণের সংবাদ ৮ মার্চ অত্যন্ত গুরুত্বসহকারে প্রকাশিত হয়েছিল, যা নিয়ে আগেও আলোচনা হয়েছে। ৮ মার্চ দ্য পিপল সংবাদপত্রের প্রধান সংবাদটি পর্যবেক্ষণ করলে বুঝতে পারা যায় এই সংবাদের প্রধান চরিত্র ছিলেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। 'Mujib's call to fight for freedom' শিরোনামের ঐ সংবাদে বলা হয়:

> "Bangabandhu Sheikh Majibur Rahman declared at Race Course Maidan yesterday that no government and semi-government offices including courts of law will function till the demands of the people of Bangal are met. The Bank will however, operate two hours a day for internal transaction; But not a single paisa will be allowed to go to West Pakistan, he advised. He, however, declared that the communication facilities shall be restored from tomorrow; shops and business establishments will also transact normal business. Addressing a sea of crowd to the tune of two million Bangabandhu Sheikh Majibur Rahman demanded the withdrawal of Martial Law from the country before 25th March.
>
> Giving his reaction to the summoning of National Assembly on March 25, the redoubtable Sheikh put forward 4 pre-conditions for attending the session. Besides the withdrawal of Martial Law, another important demand was the handing over power to the elected representatives of the people. He further demanded that all army personnel should be sent back to the barracks. The fourth demand made by Sheikh was the institution of impartial inquiry into the killing of the innocent and unarmed civilians.
>
> Sheikh Mujib said that without fulfilling these conditions, the question of his party attending the session does not arise. Bangabandhu Mujib's demands received unanimous approval from the vast multitude who raised full-throated slogan of 'Joi Bangla'. The vast concourse also raised voice expressing full faith in the leadership of Sheikh Mujib.
>
> Sheikh Mujibur Rahman who promised his future course of action in yesterday's meeting called upon the people to remain prepared for the total fight. If the government failed to fulfill these conditions by March 25, he will again call upon the entire Bangali nation to launch total movement." (8 March 1971, The People)

৮ মার্চের এই সংবাদের অংশ বিশেষে এটা পরিষ্কার এই স্টোরিটির প্রধান চরিত্র শেখ মুজিবুর রহমান।

আবার ১০ মার্চ আজাদে প্রকাশিত হয়েছিল আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ। ৯ মার্চ পল্টন ময়দানে একটি সমাবেশ ডেকেছিলেন মওলানা ভাসানী। উল্লেখ করা প্রয়োজন, শেখ মুজিবুর রহমানের পর তিনি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ নেতা ছিলেন। বর্ষীয়ান রাজনীতিবিদ হিসেবে তাঁর প্রভাবও ছিল রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহে। মওলানা ভাসানীর ওই সমাবেশ নিয়ে ১০ মার্চ আজাদ প্রকাশ করে 'মুজিবের সহিত একযোগে মুক্তি সংগ্রাম করিব' শিরোনামের সংবাদ। এই সংবাদের প্রধান চরিত্র মওলানা ভাসানী হলেও এর সংবাদে ব্যক্তি সংশ্লিষ্টতা (Item relevance) ছিল শেখ মুজিবুর রহমানের। ওই সংবাদে বলা হয়:

> "বাংলার মজলুম জননেতা মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী গতকাল মঙ্গলবার ঘোষণা করেন, 'বর্তমান সরকার যদি আগামী ২শে মার্চের মধ্যে আপোষে পূর্ব বাংলার স্বাধীনতা না দেয়, তাহা হইলে ১৯৫২ সালের মত শেখ মুজিবর রহমানের সহিত একযোগে বাংলার মুক্তি সংগ্রাম শুরু করিবেন। মজলুম জননেতা জনসমুদ্রকে উদ্দেশ্য করিয়া শেখ মুজিবর রহমানে প্রতিপূর্ণ আস্থা রাখার আহ্বান জানান এবং বলেন যে, শেখ মুজিব বাংলার মুক্তির সংগ্রামে বিশ্বাস ঘাতকতা করিতেই পারেনা। তিনি বলেন, 'পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হওয়া অপেক্ষা বাংলার নায়ক হওয়া অনেক গৌরবের।'
>
> 'স্বাধীন বাংলা আন্দোলন সমন্বয় কমিটি'র উদ্যোগে ঐতিহাসিক পল্টন ময়দানে অনুষ্ঠিত বিশাল জনসভায় মওলানা ভাসানী সভাপতির ভাষণ দিতেছিলেন। সভায় বাংলার স্বাধিকার আন্দোলনের প্রতি একাত্মতা ঘোষণা করিয়া জাতীয় লীগ প্রধান জনাব আতাউর রহমান খানও বক্তৃতা দেন।
>
> মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী বলেন 'ভাসানীকে তোমরা নয়ন মনি আর চোখের মনি যাহাই বলনা কেন, এবার আপোষের পথে পা বাড়াইলে রান আর আস্ত থাকিবেনা। একইভাবে শেখ মুজিবকেও বঙ্গবন্ধু আর যাই বল– সেও আপোষ করিলে জনতা ক্ষমা করিবে না।" (১০ মার্চ ১৯৭১, আজাদ)

উপরের সংবাদের অংশ বিশেষভাবে লক্ষণীয়। এতে সংবাদ মওলানা ভাসানীকে নিয়ে হলেও এখানে কিন্তু মূল চরিত্র শেখ মুজিবুর রহমান। যাকে নিয়ে, যাকে উদ্দেশ্য করেই এই সংবাদ তৈরি করা হয়েছে।

১১ মার্চ দ্য পিপলে প্রকাশিত একটি সংবাদের দিকে নজর দেওয়া যেতে পারে। এদিনের সংবাদের প্রধান চরিত্র (Dominant Voice of the story) ছিল শেখ মুজিবুর রহমানের। 'Mujib Reaffirms Determination To Fight To The Last' শিরোনামের ওই সংবাদে বলা হয়,

> 'Sheikh Mujibur Rahman, the Awami League Chief and the Senior Leader of seven crore Bengalees, declared yesterday that the popular forces represented by his party have de facto control over the entire Government machinery all over the Bangla Desh.

> In a statement issued to the Press yesterday observed that the so-called authority of the anti-people forces stands exposed to the world. Yet the vicious conspiracy is still on. The enemy is continuing arms build up for genocide in Bangla Desh. Fresh troops are arriving every day which is an ominous threat to peace and tranquility in Bangla Desh. They are trying to cripple the economy of Bangla Desh by creating an artificial crisis. This has created an abnormal nation in the country which has compelled even UN Personnel to leave the country.' (11th March, 1971, The People)

উপরের সংবাদ বিশ্লেষণে এটা স্পষ্ট– এই সংবাদের মূল চরিত্র বা ব্যক্তি সংশ্লিষ্টতা (Item relevance) ছিল শেখ মুজিবুর রহমানের। আর ১৯৭১ সালের ঘটনাপ্রবাহে যেসব সংবাদ প্রকাশ হয়েছে, এর বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই আওয়ামী লীগ সভাপতি সংশ্লিষ্টতা (Item relevance) পাওয়া যায়। আর সংবাদগুলোর বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই সংবাদের মূল বিষয় (Dominant Voice of the story) ছিল বঙ্গবন্ধুর অসহযোগ আন্দোলনের ঘটনাপ্রবাহ।

৪.৭ ৭ই মার্চের ভাষণ সংবাদের পূর্বাপর ঘটনাপরম্পরা, ক্ষমতা কাঠামো ও সাংবাদিকতা

সংবাদ মানুষের জন্য। সংবাদের মূল লক্ষ্য সমাজের বৃহত্তর কল্যাণ। কিন্তু বিভিন্ন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যখন সংবাদ প্রস্তুত হয়, তখন এই সরল চিন্তা ও কল্যাণকর লক্ষ্য বজায় থাকে না। গত শতাব্দীতে সংবাদিকতার সঙ্গে রাজনীতির গভীর সম্পর্ক ছিল। বর্তমানে রাজনীতির সঙ্গে সংবাদের নানা দিক নির্ধারিত হয় পুঁজির ভিত্তিতে। তাই বলা হয়–সংবাদ বা সংবাদিকতার সঙ্গে ক্ষমতা কাঠামো ও পুঁজির সম্পর্ক খুবই জটিল, যা নানা কারণে, বিভিন্ন সময়ে পরিবর্তনশীল। আবার কোন বিষয় সংবাদ হবে, এর পরিসর কতটুকু হবে, তা নির্ভর করে ক্ষমতা কাঠামো বা পুঁজির ওপর। যে কারণে ভিয়েতনাম যুদ্ধে কত ভিয়েতনামি মারা গেছেন, সেই তথ্য মার্কিন গণমাধ্যমে প্রকাশিত হয় না। সে বিষয়ে কেউ অনুসন্ধানও করে না। গবেষণায় দেখা গেছে, এই যুদ্ধে ভিয়েতনামিদের মৃতের সংখ্যার বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলে আমেরিকানরা বেশির ভাগই বলেছেন নিহতের সংখ্যা এক লাখ। প্রকৃতপক্ষে সরকারি হিসাবে মৃতের সংখ্যা ছিল কমপক্ষে ২০ লাখ (চমস্কি: ২০১৬)। এই গবেষণায় নথিভুক্ত ১৯৭১ সালের ৭টি সাংবাদপত্রের আগে ও পরের ঘটনাপরম্পরা, ক্ষমতা কাঠামো ও সাংবাদিকতার নানা দিক আলোচিত হয়েছে উল্লিখিত গভীরতর সাক্ষাৎকাররের মাধ্যমে।

এই গবেষণায় ১০ জনের গভীরতর সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছে। যার মধ্যে ব্যাপ্তি বিবেচনায় চারটি সাক্ষাৎকার (কামাল লোহানী, সাখাওয়াত আলী খান, সায়মন জন ড্রিং, নির্মলেন্দু গুণ) গবেষণায় ধারাবাহিকভাবে বিস্তারিত

আলোচনা করা হয়েছে। আর বাকি সাক্ষাৎকারগুলো প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে। যেমন; অধ্যাপক সৈয়দ আনোয়ার হোসেন ও অধ্যাপক আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকের সাক্ষাৎকার পঞ্চম অধ্যায়ে ফলাফল পর্যালোচনায় আলোচিত হয়েছে। সাংবাদিক তোয়াব খানের সাক্ষাৎকারটি বিস্তারিত আলোচিত হয়েছে দৈনিক পাকিস্তানের ঐতিহাসিক ফটোফিচারের প্রেক্ষাপট পর্যালোচনাতে। আর পিআইবি'র মহাপরিচালক জাফর ওয়াজেদের সাক্ষাৎকারটি বিস্তারিত আলোচিত হয়েছে পৃষ্ঠা; ২৫৮'তে ৮ই মার্চে প্রকাশিত সংবাদ আধেয়র আলোচনাতে। এছাড়া সাংবাদিক এ বি এম মূসার সাক্ষাৎকার থেকে আলোচনা করা হয়েছে শেখ মুজিবুর রহমানের ভাষণের উপর বেগম মুজিবের ভূমিকা বিষয়ক আলোচনায় গবেষণার ৭৬ পৃষ্ঠায়।

৪.৭.১ 'সেনা কর্তৃপক্ষের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করেই ৭ই মার্চের ভাষণ এবং শেখ মুজিবুর রহমানের সব খবর প্রকাশিত হয়েছে প্রথম পাতায়, সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে। –কামাল লোহানী (পূর্বদেশ)

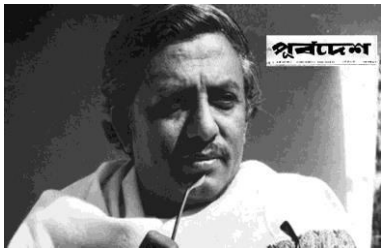

সাংবাদিক কামাল লোহানীর পুরো নাম আবু নঈম মোহাম্মদ মোস্তফা কামাল খান লোহানী। তিনি একাধারে দেশবরেণ্য সাংবাদিক, সাংস্কৃতিক কর্মী ও রাজনীতিবিদ। উল্লিখিত এই তিন শাখায়ই তাঁর অবদান অসামান্য। কামাল লোহানীর জন্ম ১৯৩৪ সালে সিরাজগঞ্জের উল্লাপাড়ার সনতলা গ্রামে। দেশভাগের পর ১৯৪৮ সালে তিনি পূর্ব বাংলায় ফেরেন। ১৯৫২ সালে তিনি মাধ্যমিক পাস করেন পবনার অ্যাডওয়ার্ড কলেজ থেকে। কলেজজীবনেই রাজনীতিতে সক্রিয় হন। ভাষা আন্দোলনে ছাত্র-জনতার ওপর গুলির প্রতিবাদ করে কারাবরণ করেন। ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনে এক সক্রিয় কর্মী হিসেবে কাজ করেন। ওই সময় আবার গ্রেফতার হন। ১৯৫৭ সালে মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানীর ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টিতে যোগ দেন। ১৯৫৮ সালে সামরিক শাসন জারির পর আত্মগোপনে চলে যান। কামাল লোহানীর সাংবাদিকতা জীবন শুরু হয় দৈনিক মিল্লাতে। এই পত্রিকায় সিকান্দার আবু জাফর ও নুরুল ইসলাম পাটোয়ারী মূল দায়িত্বে ছিলেন। এরপর যোগ দেন সংবাদে। এই পত্রিকায় সিনিয়র সাব-এডিটর হিসেবে যোগ দিয়ে তিনি শিফট ইনচার্জ হিসেবে পদোন্নতি পান। ১৯৬৯ সালে কিছুদিনের জন্য যোগ দেন পয়গামে। এরপর কামাল লোহানী দৈনিক

অবজারভার গ্রুপের পাবলিকেশন 'পূর্বদেশ' পত্রিকায় যোগ দেন। তিনি এই পত্রিকার শিফট ইনচার্জ ছিলেন। এছাড়া তিনি আরেক গুণী সাংবাদিক ফয়েজ আহ্‌মদের (মধ্যরাতের অশ্বারোহী নামে পরিচিত) স্বরাজ পত্রিকায় কিছু ভালো প্রতিবেদন লেখেন। ২৫ মার্চের ক্র্যাকডাউনের পর তিনি মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। আগরতলা হয়ে পৌঁছান কলকাতায়। সেখানে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্ব পালন করেন। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর বাংলাদেশ বেতারের পরিচালক পদে যোগ দেন। সেই পদ ছেড়ে দেওয়ার পর তিনি দৈনিক জনপদে যোগ দেন। এরপর যোগ দেন দৈনিক বাংলার বাণী পত্রিকায়। ১৯৭৪ সালের রাজশাহী থেকে প্রকাশিত পত্রিকা দৈনিক বার্তায় যোগ দেন। তিনি প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)-এর সহযোগী সম্পাদক হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছেন। দুই দফা ছিলেন শিল্পকলা একাডেমির মহাপরিচালক। ২০১৫ সালে তিনি একুশে পদকে ভূষিত হন। ২০২০ সালের ২০ জুন কামাল লোহানী মারা যান।

বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ নিয়ে কামাল লোহানীর এই সাক্ষাৎকারটি ২০১৮ সালের মার্চে তাঁর ধানমন্ডির বাড়িতে এক সন্ধ্যায় নেওয়া।

১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ কামাল লোহানী দৈনিক পূর্বদেশে কর্মরত ছিলেন। তিনি তখন সংবাদপত্রটির চিফ সাব-এডিটর পদে কর্মরত। একজন সংবেদনশীল, ইতিহাস সচেতন সাংবাদিক হিসেবে কামাল লোহানী রেসকোর্স ময়দানে শেখ মুজিবুর রহমানের ভাষণ শুনতে গিয়েছিলেন। তাঁর কাছে জানতে চেয়েছিলাম সেই দিনের অভিজ্ঞতা। কামাল লোহানী জানান:

> 'আমি, আতাউস সামাদ, মহাদেব সাহা, সলিমুল্লাহ আমরা চারজন সমাবেশে গিয়েছিলাম। প্রেস ক্লাব থেকে হেঁটে আসা ছাড়া উপায় ছিল না। সব রাস্তা বন্ধ, চারদিকে লোকে-লোকারণ্য। আমরা হেঁটে হেঁটে গেলাম। মাঠে গিয়ে আমরা মঞ্চের ডানদিকে, মানে বঙ্গবন্ধু দাঁড়ালে আমরা হাতের ডানদিকে পড়ি, ওই রকম একটা জায়গায় দাঁড়ালাম। রেসকোর্স ময়দানের চারদিক থেকে একেবারে প্লাবনের মতো জনস্রোত মাঠে ঢুকছে। এইটা একটা দেখার মতো বিষয় ছিল। বিভিন্ন দিক থেকে প্ল্যাকার্ড, ব্যানার নিয়ে স্লোগান দিতে দিতে সমস্ত পাড়া-মহল্লা থেকে মানুষ ঢুকছে। অসাধারণ। বেলা সাড়ে ১২টা থেকে কিংবা তারও আগে থেকেই লোকজন আসা আরম্ভ হয়েছে। যারা দূর-দূরান্ত থেকে এসেছেন, তারা অনেক আগেই রওয়ানা দিয়েছেন যাতে করে সময়মতো পৌঁছাতে পারেন। তাতে করে দেখা গেছে অনেকেই হয়তো দুপুর ১২টার আগেই এসে হাজির হয়ে গেছেন। সমাবেশের সময় ছিল বিকেল ৩টার পর। সময়ের আগেই মাঠ ভর্তি হয়ে যায়। বঙ্গবন্ধু যখন আসার কথা ছিল, তার কিছুটা দেরি করে উনি আসলেন। কারণটা খুব স্বাভাবিক। যে বক্তৃতা তিনি দেবেন, সেই বক্তৃতার দিকনির্দেশনা কী হবে, সাড়ে সাত কোটি মানুষের যে বিপুল জনগোষ্ঠী, তাদের যে আশা তাঁর কাছে, সেই আশাটাতো পূরণ করতে হবে। সেটা কীভাবে তিনি করবেন, আমার মনে হয় এই চিন্তা-ভাবনাটা তখন তাঁকে কিছুটা চিন্তিত করেছিল।' (সাক্ষাৎকার, কামাল লোহানী, ২০১৮)

৭ই মার্চের ভাষণের সংবাদ প্রকাশে দৈনিক পূর্বদেশের প্রস্তুতি কেমন ছিল, কীভাবে একটা সংবাদপত্র ঐতিহাসিক ওই ঘটনার সংবাদ প্রকাশ করা হয়েছিল, সে বিষয়ে তিনি জানান:

> 'সামরিক শাসনের কারণে একটা সীমাবদ্ধতা ছিল। সেনা কর্তৃপক্ষের রক্তচক্ষু ভাবটা ছিল। কিন্তু সেটা উপেক্ষা করেই কিন্তু বাঙালি সাংবাদিকেরা খবরের কাগজে বঙ্গবন্ধুর সমস্ত কিছু– বিশেষ করে শেখ মুজিবুর রহমান কোথায় যাচ্ছেন, কী করছেন, কোথায় বক্তৃতা করছেন সমস্ত নিউজ প্রথম পাতায়ই দিত। এগুলো কখনো ভেতরের পাতায় বা বাইরে বা শেষের পাতায় কখনো যেত না। যা কিছু আসছে সব প্রথম পাতায় আসছে।
>
> আর ৭ই মার্চে তিনি যে বক্তৃতা করেছেন, সেটা আরও অনেক বেশি গুরুত্ব পেয়ে অনেক বড়ো আকারে প্রকাশিত হয়েছিল। পূর্বদেশের শিরোনাম ছিল 'শেখ মুজিবের ঘোষণা'। আট কলামে ব্যানার শিরোনাম। আর শিরোনামের উপরে বঙ্গবন্ধুর ৪ দফা দাবির কথা তুলে ধরা হয়েছিল। এছাড়া পূর্বদেশে ৬ কলামজুড়ে বড়ো ছবি ছাপা হয়েছিল। সমাবেশ ও শেখ মুজিবুর রহমানের বড়ো ছবি।
>
> ছবিটাতে জনগণকে দেখা যাচ্ছে, মাঝখানে বঙ্গবন্ধু। এটা আসলে জনসভা ছিল না, ছিল জনসমুদ্র। সেই জনসমুদ্রের ছবি ছাপা হয়েছে। জনসমুদ্রে জনগণ স্লোগান তুলছে। প্রতিবেদনে জনতার আকাঙ্ক্ষা ও প্রত্যাশার কথা তুলে ধরার চেষ্টা ছিল। যারা দূর-দূরান্ত থেকে এসেছেন, তাদেরও ইন্টারভিউ নেওয়া হয়েছিল।' (সাক্ষাৎকার, কামাল লোহানী, ২০১৮)

৭ই মার্চের ভাষণের সংবাদ প্রকাশের প্রেক্ষাপটে কোনো বাধাবিপত্তি ছিল কি না, সে বিষয়ে তিনি জানান:

> 'আমরা নিউজটা যেভাবে ছেপেছি, আমরা কিন্তু সামরিক বাহিনীকে কোন তোয়াক্কা করিনি। আইএসপিআর (ইন্টার সার্ভিসেস পাবলিক রিলেশন) তারা মাঝেমধ্যেই আমাদের ওপর হস্তক্ষেপ করেছে। মেজর সিদ্দিক সালিক খুবই চতুর ছিল। সিদ্দিক সালিক মুসা ভাই, কে.জি. ভাই এদের খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিল। ইউনিয়ন করতাম বলে আমাদের খুব পাত্তা দিত। সিদ্দিক সালিক এদিকে এলে অবজারভারের অফিসে বসত। কোনো উদ্দেশ্য নিয়ে এলে তা বলে চলে যেত। কিন্তু এই যে আসা-যাওয়া, এই বিষয়টাই ছিল হুমকির মতো। মানে চাপ সৃষ্টি করা, যাতে আমরা কোনো কিছু না করি। অনেক ঝামেলাই গেছে। তারপরও ৭ই মার্চের যে ভাষণ, মানুষের মধ্যে যে কী একটা রিঅ্যাকশন হয়েছিল, সেইটা যারা সেইদিন সেই রেসকোর্স ময়দানে উপস্থিত ছিলেন, তারা ছাড়া আর কেউ বুঝতে পারবে না।
>
> মানুষের প্রত্যাশা ছিল ঘোষণা শোনার। 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম' শেষ মুহূর্তে এসে শেখ মুজিব এই কথাটিই বললেন। তিনি কিন্তু সরাসরি বলেননি যে আমি মুক্তিযুদ্ধ ঘোষণা করলাম। কিন্তু কথাটা বললেন কৌশলে। তাতে পুরো দেশ ঝাঁপিয়ে পড়ল। অসহযোগ আন্দোলন চলতে থাকল।' (সাক্ষাৎকার, কামাল লোহানী, ২০১৮)

৪.৭.২ 'দৈনিক পাকিস্তান ৭ই মার্চের ভাষণ খুব ভালো কাভারেজ দিয়েছিল। ব্যানার হেডলাইন ছিল 'সংগ্রাম চলবেই'। এছাড়া শিরোনামের উপর বক্স করে শেখ মুজিবুর রহমানের চার দফা ঘোষণা।' –সাখাওয়াত আলী খান (দৈনিক পাকিস্তান)

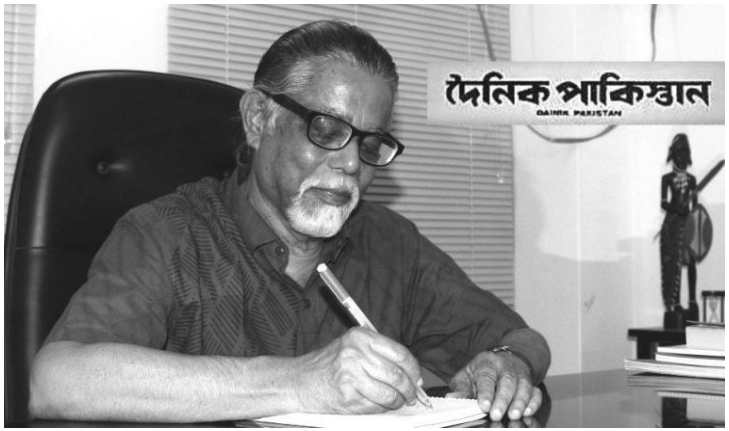

অধ্যাপক ড. সাখাওয়াত আলী খান। দেশবরেণ্য শিক্ষাবিদ, সাংবাদিক। বাংলাদেশের গণমাধ্যম, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা শিক্ষার জগতের এক মহিরুহ। তিনি তাঁর পেশাগত জীবন সাংবাদিক হিসেবে শুরু করেছিলেন 'সোনার বাংলা' নামের একটি সাপ্তাহিক সংবাদপত্রে। সেখান থেকে তিনি যোগ দেন 'পয়গাম'-এ। এরপর ১৯৬৫ সালের ৫ জানুয়ারি যোগ দেন দৈনিক পাকিস্তানে। দৈনিক পাকিস্তান ছিল ন্যাশনাল প্রেস ট্রাস্টের সংবাদপত্র। সংবাদপত্রটি যাত্রা শুরু করে ১৯৬৪ সালের ৬ নভেম্বর। ট্রাস্টের সংবাদপত্র হলেও এই সংবাদপত্রে সেই সময়ের অনেক গুণী সাংবাদিক যোগ দিয়েছিলেন। ১৯৭১ সালে সাখাওয়াত আলী খান দৈনিক পাকিস্তানে সিনিয়র সাব-এডিটর হিসেবে কর্মরত ছিলেন। ছিলেন রাতের শিফটের ইনচার্জ। দৈনিক পাকিস্তানেই (স্বাধীনতার পর দৈনিক বাংলা) সাখাওয়াত আলী খান তাঁর সাংবাদিক কর্মজীবনের ইতি টানেন। শিক্ষক হিসেবে যোগ দেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগে। এই গবেষণার জন্য অধ্যাপক ড. সাখাওয়াত আলী খানের সঙ্গে গবেষকের কথা হয় ২০২০ সালের মার্চে। সেই সাক্ষাৎকারে তিনি জানিয়েছেন ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চের ভাষণের পরিস্থিতি ও সংবাদ কাভারেজ সংক্রান্ত নানা বিষয়ের অভিজ্ঞতা।

সাংবাদিক সাখাওয়াত আলী খানের কাছে জানতে চেয়েছিলাম ১৯৭১ সালের সেই দিনটির সম্পর্কে। তিনি জানান:

> 'দৈনিক পাকিস্তানে আমি তখন সিনিয়র সাব-এডিটর। মূলত সিনিয়র শিফট ইনচার্জ হিসেবে কাজ করতাম। রাতের শিফটেই আমার বেশি ডিউটি থাকত। বঙ্গবন্ধুর ভাষণের দিনে আমি রেসকোর্সের মাঠে ছিলাম। আমি নিজে থেকেই স্বতঃস্ফূর্তভাবে রেসকোর্সে যাই, আমার কোনো অ্যাসাইনমেন্ট ছিল না। বর্তমানে যেটি আর্ট কলেজ (চারুকলা ইনস্টিটিউট), সেই গেট দিয়ে আমি মাঠে ঢুকেছিলাম। আমি ভেতরে মাইকের নিচে এমন একটা জায়গায় দাঁড়িয়েছিলাম, যেখান থেকে বঙ্গবন্ধুকে দেখাও যায়, আবার তাঁর কথাও পরিষ্কার শোনা যায়। আমার সাথে এক সাংবাদিক বন্ধুও ছিলেন। আমরা দাঁড়িয়ে পুরো বক্তৃতা শুনেছিলাম। ওই সময় রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে) কিছু ছোটো ছোটো টিলা ছিল। যেগুলোর উপরে কিছু ঘরও ছিল। ছিল বারান্দা। সেই ঘরে সেদিন পাকিস্তান সেনাবাহিনীর অফিসাররা বসে ছিলেন। আমি পরিষ্কারভাবে তাদের দেখেছি। বঙ্গবন্ধুর ভাষণ দেওয়ার সময় আমাদের মাথার উপর দিয়ে আর্মির হেলিকপ্টার উড়তেছিল। যখন রেসকোর্স ময়দানে ঢুকছিলাম, বর্তমানে যেখানে ফুলের দোকানগুলো যেখানে আছে, সেখানে সে সময় আমি সারি সারি আর্মির ট্রাক দাঁড় করানো অবস্থায় দেখেছি। পাশেই ছিল মূল রেডিয়ো অফিস (বর্তমান বঙ্গবন্ধু মেডিকেল, তৎকালীন পিজি হাসপাতালের পূর্বে)। আমরা পরে জেনেছি পাক-সেনাবাহিনী রেডিয়োর অফিসে ঢুকে বন্দুকের নল ধরে বলেছে, বঙ্গবন্ধুর ভাষণ প্রচার করা যাবে না। তখন রেডিয়ো অফিস আর প্রচার করতে পারেনি।' (সাক্ষাৎকার, সাখাওয়াত আলী খান, ২০২০)।

তৎকালীন দৈনিক পাকিস্তানের সাংবাদিক সাখাওয়াত আলী খানের কাছে জানতে চেয়েছিলাম ওইদিনের ভাষণটি সম্পর্কে আরও বিস্তারিত কিছু বিষয়ে। তিনি জানান:

> 'পুরো ভাষণে বঙ্গবন্ধুর বডি ল্যাঙ্গুয়েজ ছিল দেখার মতো। বঙ্গবন্ধু কীভাবে উচ্চারণ করেছিলেন, তর্জনী তুলেছিলেন–এগুলো আমার স্পষ্ট মনে আছে। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ বা পাকিস্তান টেলিভিশন তখন সেরকমভাবে ডেভোলোপ হয়নি, তাদের হয়তো প্রস্তুতি ছিল ভাষণটি রেকর্ড করে পরে দেখানোর। সে সময় আজকের মতো সরাসরি দেখানোর টেকনোলজিও সেরকম উন্নত ছিল না। তবে বেতার যথেষ্ট উন্নত ছিল। সরাসরি সম্প্রচারের সামর্থ্য ছিল। তাই কথা ছিল বাংলাদেশ বেতার ভাষণটি সরাসরি সম্প্রচার করবে।
>
> ভাষণ বঙ্গবন্ধু শুরু করার আগেও রেডিয়োতে ঘোষণা চলছিল। যখন একজন অ্যাংকর বললেন, এখন সরাসরি ভাষণ দেবেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। ঠিক যে মুহূর্তে ভাষণ শুরু হবে, ঠিক সেই মুহূর্ত থেকেই রেডিয়ো একেবারে অফ হয়ে গেল। কোনো কথা নাই বার্তা নাই, একেবারে অফ। পরে বোধহয় কিছু গানবাজনা অথবা কোরআন তেলাওয়াত শুরু হয়েছিল। কোনো ভাষণ প্রচার করা হলো না। তবে রেডিয়ো অফিসের কর্মকর্তা, কর্মচারীরা, তারাও তখন সবাই ছিল শেখ মুজিব তথা স্বাধীন বাংলাদেশের পক্ষে। জানা যায়, সম্প্রচার শুরুর সময় পাকিস্তান সেনাবাহিনী অর্ডার দিয়ে বেতারে বঙ্গবন্ধুর ভাষণ সম্প্রচার বন্ধ করে দিয়েছিল।' (সাক্ষাৎকার, সাখাওয়াত আলী খান, ২০২০)

সাখাওয়াত আলী খানের কাছে জানতে চেয়েছিলাম তাঁর সংবাদপত্র অর্থাৎ দৈনিক পাকিস্তানের কাভারেজ সম্পর্কে। উল্লেখ করা যেতে পারে,

১৯৭১ সালে দৈনিক পাকিস্তান ছিল ন্যাশনাল ট্রাস্টের সংবাদপত্র। যে কারণে সংবাপত্রটির কাভারেজ নিয়ে বিশেষ আগ্রহ ছিল। সে বিষয়ে জানতে চাইলে অধ্যাপক সাখাওয়াত আলী খান উল্লেখ করেন:

'১৯৭১ সালে সংবাদপত্রের অবস্থা ছিল অন্য রকম। ওই সময়টাতে ন্যাশনাল প্রেস ট্রাস্টের যারা মালিক ছিলেন, তারা সংবাদপত্রের কাছেই ভিড়তে পারতেন না। পত্রিকার নামটি দৈনিক পাকিস্তান ছিল বটে। কিন্তু সেখানে যারা কাজ করতেন, তারা ছিলেন বিশেষ বাঙালি গুণিজন। বাঙালি জাতির অধিকার আদায়ের আন্দোলনে তাদের বেশির ভাগেরই অকুণ্ঠ সমর্থন ছিল। তখন দৈনিক পাকিস্তানে কর্মরত ছিলেন আবুল কালাম শামসুদ্দিন, হাসান হাফিজুর রহমান, তোয়াব খান, এহতেশাম হায়দার চৌধুরী, ফওজুল করিম, শামসুর রাহমান, আহসান হাবীব, সানাউল্লাহ নূরী, আহমেদ হুমায়ূন, নির্মল সেন, খন্দকার আলী আশরাফ, সৈয়দ কামাল উদ্দীন, আমি নিজে সাখাওয়াত আলী খানসহ আরও অনেকেই। যারা সবাই বাংলাদেশের সাংবাদিকতার জগতে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি। এই রকম সব লোককে অনেক উচ্চ বেতনে অন্য সংবাদপত্র থেকে দৈনিক পাকিস্তানে নেওয়া হয়েছিল। দৈনিক পাকিস্তান নামকরা সাংবাদিকদের নিয়েছিল। ১৯৭১ সালের মার্চে আমরা মোনায়েম খান, আইয়ুব খানদের চৌদ্দগোষ্ঠী উদ্ধার করতাম নিউজের টেবিলে। মার্চের আগের দিকে ফার্স্ট এবং সেকেন্ড লিডে কোনো রকমে মোনায়েম খান, আইয়ুব খানের নামে দিয়ে বাকি সব নিউজ, ফিচারে দেশের সামগ্রিক অবস্থা ও পশ্চিম পাকিস্তানিদের অভিলাষ ও ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে লেখালেখি থাকত।

দৈনিক পাকিস্তান ৭ই মার্চের ভাষণ নিয়ে খুব ভালো কাভারেজ দিয়েছিল। ব্যানার হেডলাইন ছিল 'সংগ্রাম চলবেই'। এছাড়া শিরোনামের উপর বক্স করে শেখ মুজিবুর রহমানের চার দফা ঘোষণা ছিল। এছাড়া শেষ পৃষ্ঠায় ফটো ফিচার ছিল। বলা যায়, বেশ ভালো কাভারেজ দিয়েছিল দৈনিক পাকিস্তান।' (সাক্ষাৎকার, সাখাওয়াত আলী খান, ২০২০)

৪.৭.৩ 'সভায় মানুষের আবেগ-উচ্ছ্বাস ছিল অসাধারণ। অর্থ না বুঝলেও আমি কিন্তু ঠিকই অনুধাবন করলাম শেখ মুজিবের নেতৃত্বে অনিবার্য কিছু ঘটতে যাচ্ছে।' –সায়মন জন ড্রিং (দ্য টেলিগ্রাফ)

সায়মন জন ড্রিং যুদ্ধ সাংবাদিকতায় বিশ্বব্যাপী এক সুপরিচিত নাম। বিশ্বের বিভিন্ন গণমাধ্যমে সাংবাদিক, সংবাদ উপস্থাপক ও প্রযোজক হিসেবে দীর্ঘ ৩০ বছর কাজ করেছেন। তাঁর হাত ধরেই বাংলাদেশে আধুনিক সম্প্রচার সাংবাদিকতার সূত্রপাত। ১৯৯৭ সালে একুশে টেলিভিশনে যোগ দিয়েছিলেন। এই গুণী সাংবাদিক ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চের কালরাত্রির পর জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ঢাকা শহরের হত্যাকাণ্ডের কথা তুলে ধরেছেন। ডেইলি টেলিগ্রাফের মাধ্যমে বিশ্বকে জানিয়েছেন পাক বর্বরতার কথা। টেলিগ্রাফে প্রকাশিত 'Tanks crush revolt in Pakistan' প্রতিবেদনটি সারাবিশ্বে আলোড়ন তুলেছিল। সায়মনের জন্ম যুক্তরাজ্যে। ১৯৬৩ সালে একজন প্রুফরিডার হিসেবে সাংবাদিকতা ক্যারিয়ার শুরু করেন। বেশকিছু পত্রিকায় কাজ করেন ফ্রিল্যান্সার হিসেবে। একপর্যায়ে যোগ দেন রয়টার্সে। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে বিশেষ অবদানের জন্য সায়মনকে বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে বিশেষ সম্মাননা জানানো হয়। দেওয়া হয় সম্মানসূচক নাগরিকত্বও। যদিও বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারের আমলে একুশে টিভি বন্ধের পর সায়মন ড্রিংয়ের কাজ করার অনুমতিপত্র বাতিল করা হয়েছিল। একপর্যায়ে বাংলাদেশ থেকে বহিষ্কৃতও হন। ২০০৯ সালের শেখ হাসিনার জোট সরকার সায়মন ড্রিংকে ১৯৭১ সালের বিশেষ অবদানের জন্য সম্মাননা জানায়। চ্যানেল টোয়েন্টিফোরে উপদেষ্টা হিসেবে কাজ করেন বেশ কিছুদিন। এরপর টানা দেড় বছরের বেশি সময় কাজ করেন ২৪ ঘণ্টার সংবাদভিত্তিক চ্যানেল যমুনা টিভিতে। সেখানে দায়িত্ব পালন শেষে আবার অস্ট্রেলিয়া ফিরে যান।

১৯৭১ সালে টেলিগ্রাফের যুদ্ধ প্রতিবেদক হিসেবে ঢাকায় এসেছিলেন সায়মন জন ড্রিং। একজন সংবাদিক হিসেবে রেসকোর্স ময়দানে ৭ই মার্চের ভাষণ কাভার করেছিলেন। একটি বড়ো সাক্ষাৎকারের অংশ হিসেবে সাংবাদিক সায়মন ড্রিংকে ৭ই মার্চের ভাষণ সম্পর্কে বেশকিছু প্রশ্ন করা হয়েছিলেন। বর্তমানে অস্ট্রেলিয়ায় বসবাসরত সায়মন ড্রিং এই সাক্ষাৎকারটি গবেষককে দিয়েছিলেন ২০১৪ সালের ২ মে। তখন গবেষক যমুনা টেলিভিশনে সিনিয়র রিপোর্টার হিসেবে কর্মরত ছিলেন। আর সায়মন ছিলেন চ্যানেলটির প্রধান পরামর্শকের দায়িত্বে। ৭ই মার্চ ঘটনাপ্রবাহে প্রাসঙ্গিক বিবেচনায় সেই সাক্ষাৎকারের কিছু অংশ এখানে আলোচিত হলো।
সায়মন ড্রিংকের কাছে সেই উত্তাল দিন সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি বলেন:

'ওইদিনই (৭ই মার্চ) আমি প্রথম বুঝতে পারি ঢাকায় আসলে কী হতে যাচ্ছে। আমি একটু আগেভাগেই সমাবেশে যাই। স্টেজের পেছনে অবস্থান নিই। আমি প্রথম ঢাকায় এসেছি। আমি তখন ভালো করে বাংলাদেশ শব্দটা উচ্চরণও করতে পারতাম না। বাংলা ভাষা বুঝতে পারা অনেক দূরের কথা। কিন্তু আমি সেদিনের সভার সবকিছুই বুঝতে পারছিলাম। ওই সভায় মানুষের যে আবেগ আর উচ্ছ্বাস ছিল, তা এককথায়–অসাধারণ। আমি জনতার (ক্রাউড) দিকে তাকাচ্ছিলাম। স্লোগান শুনছিলাম। কোনো অর্থ না বুঝলেও আমি কিন্তু ঠিকই

অনুধাবন করছিলাম অনীবার্য কোনো কিছু ঘটতে যাচ্ছে। আমি বুঝতে পারছিলাম এই মানুষেরা স্বাধীনতার পথে এগিয়ে যাচ্ছিল। তবে এই স্বাধীনতা কতদিন পর আসবে, কীভাবে আসবে–আমি তা জানি না। ৭ই মার্চের ওই ভাষণ আমার কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। কারণ, এর মাধ্যমেই আমি আমার স্টোরি বা রিপোর্টিংয়ের রূপরেখা তৈরি করতে পারি।' (সাক্ষাৎকার, সায়মন জন ড্রিং, ২০১৪)

৭ই মার্চের এই ভাষণের সংবাদ আপনার সংবাদপত্র দ্য টেলিগ্রাফ কীভাবে প্রকাশ করেছিল–এমন প্রশ্নের জবাবে সায়মন জন ড্রিং জানান:

'১৯৭১ সালে বাংলাদেশের ঘটনাপ্রবাহ আমার পাশাপাশি টেলিগ্রাফের আরেকজন সাংবাদিক ফলো করছিলেন। তিনি হলেন ডেভিড লোসাক (David Loshak)। ১০ই মার্চ ১৯৭১ ডেভিড লোসাকের একটি বাইলাইন স্টোরি প্রকাশ করেছিল দ্য ডেইলি টেলিগ্রাফ। স্টোরিটির শিরোনাম ছিল: 'The end of old Pakistan'. এই প্রতিবেদনে মুক্তিসংগ্রামের সার্বিক তথ্য এসেছিল। ছিল ৭ই মার্চের প্রসঙ্গও। এছাড়া প্রতিদিন খবর সংগ্রাহ করার পর আমি তথ্যগুলো লন্ডনে পাঠাতাম। সেগুলো প্রক্রিয়াজাত করে পত্রিকায় প্রকাশিত হতো।' (সাক্ষাৎকার, সায়মন জন ড্রিং, ২০১৪)

৭ই মার্চের ভাষণ-পরবর্তী পরিস্থিতি নিয়ে জানতে চাইলে সায়মন উল্লেখ করেন:

'৭ই মার্চের ভাষণের পর সবকিছুই দ্রুত ঘটছিল। ইয়াহিয়ার সঙ্গে দফায় দফায় মিটিং হচ্ছিল। ভুট্টো ঢাকায় আসে। এর মধ্যে মুজিবের সঙ্গে আমার কয়েকদিন সাক্ষাৎ হয়। মধ্য মার্চের দিকে তাঁর ৩২ নম্বরের বাসায় গিয়ে আমি কয়েকবার দেখা করি। এতে আমার রিপোর্টিং করতে সুবিধা হচ্ছিল। ইয়াহিয়ার সঙ্গে আলোচনা নিয়ে মুজিব আশাবাদী ছিলেন। শেষ মুহূর্তে একটা সমঝোতা হবে–এমনটা ভাবছিলেন আওয়ামী লীগ নেতারা। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে–এই বিষয়গুলো কেউ বিশ্বাস করছিল না। আলোচনার মধ্যে প্রতিরোধ শুরু হয়ে যায়। সশস্ত্র প্রতিরোধও গড়ে ওঠে বিভিন্ন জায়গায়।' (সাক্ষাৎকার, সায়মন জন ড্রিং, ২০১৪)

৪.৭.৪ 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম' শিরোনামে প্রতিবেদন তৈরি করেছিলাম। যেটা সংশোধন করে চার দফার ভিত্তিতে প্রতিবেদন চূড়ান্ত হয়, যা 'গণবাংলা'-এর টেলিগ্রাম সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।' –নির্মলেন্দু গুণ (দ্য পিপল)

কবি নির্মলেন্দু গুণ সাহিত্যিক হিসেবেই সুপরিচিত। বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন শাখা, বিশেষ করে কবিতায় তাঁর অবদান অনবদ্য। সাহিত্যে বিশেষ অবদানের জন্য তিনি স্বাধীনতা পদক (২০১৬), একুশে পদক (২০০১), বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার (১৯৮২)-সহ নানা পদকে ভূষিত হয়েছেন। বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ নিয়ে তাঁর রচিত *'স্বাধীনতা, এই শব্দটি কীভাবে আমাদের হলো'* কবিতাটি বাংলা সাহিত্য ও ইতিহাসের অনন্য এক সংযোজন। সাহিত্যিক নির্মলেন্দু গুণ তাঁর পেশাগত জীবন শুরু করেছিলেন সাংবাদিক হিসেবে। দীর্ঘ সাংবাদিক জীবনে নির্মলেন্দু গুণ কাজ করেছেন 'কণ্ঠস্বর', 'নাগরিক', 'পরিক্রমা', 'জোনাকী', 'দ্য পিপল', 'গণকণ্ঠ', 'সংবাদ' ও 'বাংলার বাণী' পত্রিকায়। দৈনিক 'বাংলাবাজার' পত্রিকায় সাহিত্য সম্পাদকের দায়িত্বে ছিলেন। ২০০০ সাল পর্যন্ত তিনি সক্রিয় সাংবাদিকতা করেছেন।

১৯৭১ সালে কবি নির্মলেন্দু গুণ কাজ করতেন ইংরেজি দৈনিক 'দ্য পিপল'-এ। আবিদুর রহমান সম্পাদিত ও প্রকাশিত এই সংবাদপত্রে শিক্ষানবিশ সহ-সম্পাদক হিসেবে কর্মরত ছিলেন। ওই সময় এই ইংরেজি দৈনিক সংবাদপত্রটি বেশ পাঠকপ্রিয় ছিল। তরুণ সাংবাদিক নির্মলেন্দু গুণ (১৯৭১ সালে ২৬ বছর বয়স) রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ কাভার করেছিলেন। সেদিনের পরিবেশ-পরিস্থিতি ও ভাষণের গুরুত্বপূর্ণ কিছু দিক নিয়ে গবেষকের সঙ্গে কবি নির্মলেন্দু গুণের কথা হয় ২০২০ সালের ২৬ এপ্রিল। তিনি জানান, ১৯৭১ সালে 'দ্য পিপল' কর্তৃপক্ষ 'গণবাংলা' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা বের করে। ১৯৭১ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি এই সাপ্তাহিকের প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল। এই সাপ্তাহিকের নির্বাহী সম্পাদক ছিলেন আনোয়ার জাহিদ। আনোয়ার জাহিদ খুব নামকরা সাংবাদিক ছিলেন। তাঁর সঙ্গেই তরুণ সাংবাদিক নির্মলেন্দু গুণ ৭ই মার্চের ভাষণ কাভার করতে ময়দানে যান। অনেক কষ্ট করে ভিড় ঠেলে গুণ সাংবাদিকদের জন্য সংরক্ষিত জায়গায় অবস্থান নিতে সক্ষম হয়েছিলেন। সাংবাদিকদের জন্য নির্ধারিত বসার জায়গাটি সমাবেশের মূল মঞ্চের খুব কাছে ছিল। কবি নির্মলেন্দু গুণের সঙ্গে গবেষকের সেই দিন সম্পর্কে কথা হয় ২০২০ সালের মার্চে। আলাপচারিতায় কবি সেই দিনের অনেক ঘটনা তুলে ধরেন। আর এ বিষয়ে আরও বিস্তারিত এবং যথাযথ তথ্য পেতে তিনি গবেষককে 'আত্মকথা ১৯৭১' গ্রন্থটি পাঠ করার পরামর্শ দেন।

১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ সম্পর্কে 'আত্মকথা ১৯৭১' (২০১৩) গ্রন্থে সাংবাদিক নির্মলেন্দু গুণ উল্লেখ করেছেন:

> "জাহিদ-রব (সাংবাদিক আনোয়ার জাহিদ ও ছাত্রনেতা আ.স.ম. আব্দুর রব) সংলাপ চলার মধ্যেই বঙ্গবন্ধু রেসকোর্স মাঠে প্রবেশ করলেন। রব দৌড়ে চলে গেলেন মঞ্চের দিকে। আমরা কাগজ কলম নিয়ে আমাদের আসনে বসলাম। রেসকোর্সে সমবেত লক্ষ জনতার উদ্দেশ্যে নেতার ভাষণ শুরু হলো। আমি মন্ত্রমুগ্ধের মতো তাঁর ভাষণ শুনলাম। অপূর্ব। এমন হৃদয়কাড়া জাদুকরী ভাষণ আমি আগে কখনো শুনিনি। ইহজনমে আবার কখনো শুনতে পারব বলে মনে হয় না। পাঁচ লক্ষাধিক মানুষ [প্রকৃত সংখ্যা আরও বেশি] পিনপতন নীরবতার মধ্যে তাঁদের প্রিয় নেতার ভাষণ শুনছে। আর গগণবিদারী স্লোগান তুলছে– 'বীর বাঙালি অস্ত্র ধরো, বাংলাদেশ স্বাধীন করো।' জয়য়য়য়য় বাংলা, জয়য়য়য়য় বঙ্গবন্ধু।' আমাকে প্রচণ্ড ঘোরের মধ্যে নিক্ষেপ করে তিনি তাঁর ভাষণ শেষ করলেন এই বলে–'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম'।" (গুণ: ২০১৩;২৯)

সাংবাদিক নির্মলেন্দু গুণ জানান, ওইদিন রেসকোর্স থেকে অফিসে ফিরে (দ্য পিপল অফিস, পরীবাগ) তিনি একটি প্রতিবেদন তৈরি করেছিলেন। যে প্রতিবেদনের হেডিং ছিল: 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম'। তবে সেই প্রতিবেদন পরে সংশোধন করে 'গণবাংলা'-এর নির্বাহী সম্পাদক আনোয়ার জাহিদ সমাবেশে বঙ্গবন্ধুর উত্থাপিত চার দফার ভিত্তিতে চূড়ান্ত প্রতিবেদন তৈরি করেছিলেন, যা ওইদিন সন্ধ্যায় 'গণবাংলা'-এর টেলিগ্রাম সংখ্যা হিসেবে প্রকাশিত হয়েছিল (গুণ: ২০১৩)।

পরের দিন অর্থাৎ ৮ মার্চ 'দ্য পিপল' পত্রিকা অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণের খবর প্রকাশ করেছিল। উল্লেখ্য, সামরিক শাসক জিয়াউর রহমানের আমলে বঙ্গবন্ধুর এই ভাষণ নিষিদ্ধ করা হয়। আর সে সময় মুক্তিযুদ্ধের অপরিহার্য একটি অংশের ইতিহাস নতুন প্রজন্মের প্রতিনিধিদের জানাতে কবি নির্মলেন্দু গুণ ১৯৭৯ সালে লিখেছিলেন তাঁর বিখ্যাত *'স্বাধীনতা এই শব্দটি কীভাবে আমাদের হলো'* কবিতাটি। এই কবিতাটি ১৯৮০ সালে প্রথম প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'সচিত্র সন্ধানী' পত্রিকায়। পরে ১৯৮১ সালে চাষাভূষার কাব্যগ্রন্থে এই কবিতাটি প্রকাশিত হয় (দ্য ডেইলি স্টার, ৭ মার্চ ২০২০)। আগ্রহী পাঠকদের জন্য কবি নির্মলেন্দু গুণের ঐতিহাসিক ওই কবিতাটি পাঠকের জন্য এখানে তুলে ধরা হলো।

স্বাধীনতা, এই শব্দটি কীভাবে আমাদের হলো

–নির্মলেন্দু গুণ

একটি কবিতা লেখা হবে তার জন্য অপেক্ষার উত্তেজনা নিয়ে
লক্ষ লক্ষ উন্মত্ত অধীর ব্যাকুল বিদ্রোহী শ্রোতা বসে আছে
ভোর থেকে জনসমুদ্রের উদ্যান সৈকতে: 'কখন আসবে কবি?'

এই শিশুপার্ক সেদিন ছিল না,
এই বৃক্ষে ফুলে শোভিত উদ্যান সেদিন ছিল না,
এই তন্দ্রাচ্ছন্ন বিবর্ণ বিকেল সেদিন ছিল না।
তা-হলে কেমন ছিল সেদিনের বেলাটি?
তা-হলে কেমন ছিল শিশুপার্কে, বেঞ্চে, বৃক্ষে, ফুলের বাগানে
ঢেকে দেয়া এই ঢাকার হৃদয় মাঠখানি?

জানি, সেদিনের সব স্মৃতি মুছে দিতে হয়েছে উদ্যত
কালো হাত। তাই দেখি কবিহীন এই বিমুখ প্রান্তরে আজ
কবির বিরুদ্ধে কবি,
মাঠের বিরুদ্ধে মাঠ,
বিকেলের বিরুদ্ধে বিকেল,
উদ্যানের বিরুদ্ধে উদ্যান,
মার্চের বিরুদ্ধে মার্চ...।

হে অনাগত শিশু, হে আগামী দিনের কবি,
শিশুপার্কের রঙ্গিন দোলনায় দোল খেতে খেতে তুমি
একদিন সব জানতে পারবে; আমি তোমাদের কথা ভেবে
লিখে রেখে যাচ্ছি সেই শ্রেষ্ঠ বিকেলের গল্প।
সেদিনের এই উদ্যানের রূপ ছিল ভিন্নতর।
না পার্ক না ফুলের বাগান, –এইসবের কিছুই ছিল না,
শুধু একখণ্ড অখণ্ড আকাশ যেরকম, সেরকম দিগন্তপ্লাবিত
ধু ধু মাঠ ছিল দূর্বাদলে ঢাকা, সবুজে সবুজময়।
আমাদের স্বাধীনতা প্রিয় প্রাণের সবুজ এসে মিশেছিল
এই ধু ধু মাঠের সবুজে।

কপালে কব্জিতে লালসালু বেঁধে
এই মাঠে ছুটে এসেছিল কারখানা থেকে লোহার শ্রমিক,
লাঙ্গল জোয়াল কাঁধে এসেছিল ঝাঁক বেঁধে উলঙ্গ কৃষক,

পুলিশের অস্ত্র কেড়ে নিয়ে এসেছিল প্রদীপ্ত যুবক।
হাতের মুঠোয় মৃত্যু, চোখে স্বপ্ন নিয়ে এসেছিল মধ্যবিত্ত,
নিম্ন মধ্যবিত্ত, করুণ কেরানী, নারী, বৃদ্ধ, বেশ্যা, ভবঘুরে
আর তোমাদের মতো শিশু পাতা-কুড়ানীরা দল বেঁধে।
একটি কবিতা পড়া হবে, তার জন্য কী ব্যাকুল
প্রতীক্ষা মানুষের: 'কখন আসবে কবি?'
'কখন আসবে কবি?'

শত বছরের শত সংগ্রাম শেষে,
রবীন্দ্রনাথের মতো দৃপ্ত পায়ে হেঁটে
অতঃপর কবি এসে জনতার মঞ্চে দাঁড়ালেন।
তখন পলকে দারুণ ঝলকে তরীতে উঠিল জল,
হৃদয়ে লাগিল দোলা, জনসমুদ্রে জাগিল জোয়ার
সকল দুয়ার খোলা। কে রোধে তাঁহার বজ্রকণ্ঠ বাণী ?
গণসূর্যের মঞ্চ কাঁপিয়ে কবি শোনালেন তাঁর অমর-কবিতাখানি:
'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম,
এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।'

সেই থেকে স্বাধীনতা শব্দটি আমাদের।

(পৃ. ৮৮, *নির্বাচিত ১০০ কবিতা (২০১৬)*, নির্মলেন্দু গুণ, ঢাকা: বিভাস)

পঞ্চম অধ্যায়

৫.১ ফলাফল পর্যালোচনা

- ১৯৭১ সালের অসহযোগ আন্দোলন এবং বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ সংক্রান্ত সংবাদ

সংবাদ শিরোনাম এবং সংবাদের ধরন ও চরিত্র বিশ্লেষণ:

'News is a first rough draft of history'–Philip L. Graham

সাংবাদিকতায় 'সংবাদ' শব্দের প্রতিশব্দ news. যার উৎপত্তি ল্যাটিন ভাষা। জার্মান শব্দ 'New-Yo' এবং পুরোনো ইংরেজি শব্দ 'NeoWe' থেকে news শব্দটির উৎপত্তি, যার অর্থ 'Something new'. ষোড়শ শতাব্দীতে এই শব্দটি একটি ছোট্ট পরিসরে ব্যবহার করা হতো। আর ১৭ শতাব্দীতে এসে এই শব্দটি ব্যবহার করা হয় নতুন প্রেক্ষাপটে। তখন news-এর ব্যাখ্যায় বলা হয়:

> 'it is used in the singular to differentiate between the casual dissemination of information and deliberate attempt to gather and process the latest information of public importance '. (Dary, D.; 1973:32)

এই ব্যাখ্যায় public importance শব্দটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ সংবাদকে অবশ্যই জনগণের জন্য হতে হয়। এর মূল লক্ষ্য থাকে মানুষকে তথ্য জানিয়ে নানাভাবে সহযোগিতা করা। এই মূল লক্ষ্যের সঙ্গে অনেকটা মিল রেখেই অনেক তাত্ত্বিক সংবাদের সংজ্ঞা নির্ধারণে কয়েকটি মূল লক্ষ্যের কথা উল্লেখ করেছেন। যেগুলো হলো:

ক. তথ্য জানানো (To inform)
খ. শিক্ষিত করা (To educate)
গ. প্রভাবিত করা (To pursue)
ঘ. বিনোদিত করা (To entertain)

Charles A. Dana একজন গুরুত্বপূর্ণ গণমাধ্যম ব্যক্তিত্ব। তিনি সংবাদের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে উল্লেখ করেন, 'News is anything which interests a large part of community and has never been brought to their attention'. Julian Harriss and Stanley Johnson তাদের 'The Complete Report' সংবাদের সংজ্ঞায়ন করতে গিয়ে বলেছেন, 'সংবাদ হচ্ছে সব চলতি ঘটনাবলির সংমিশ্রণ, যার অতিসাধারণ মানুষের আগ্রহ রয়েছে এবং সেরা সংবাদ হচ্ছে তা-ই, যা আধিকাংশ পাঠককে আগ্রহী করে তোলে।'

মডার্ন নিউজ রিপোর্টিংয়ের কার্ল ওয়ারেন উল্লেখ করেছেন, 'সংবাদ হচ্ছে মানবজাতিকে আগ্রহী করে তোলে এমন কিছু সময়োচিত রিপোর্ট।' যুক্তরাষ্ট্রের সাংবাদিক Philip L. Graham সংবাদ সম্পর্কে বলেছেন 'News

is a first rough draft of history'. Matthew Arnold সাংবাদিকতাকে বলেছেন, 'Journalism is literature in hurry'. (বিসিডিজেসি: ১৯৯৭)

সময়ের সঙ্গে সংবাদ ও সাংবাদিকতার নতুন নতুন সংজ্ঞা আসছে। হয়তো আগামী দিনে আরও গুরুত্বপূর্ণ কার্যকর সংজ্ঞা পাওয়া যাবে। কিন্তু গবেষণার সঙ্গে প্রাসঙ্গিকতা বিবেচনায় এই আলোচনায় সংবাদের দুটি সংজ্ঞাকে বেশি গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। সে দুটি হলো 'News is a first rough draft of history' এবং 'Journalism is literature in hurry'. Philip L. Graham এবং Matthew Arnold-এর সংজ্ঞায় প্রাসঙ্গিকভাবেই উল্লেখ করা হয়েছে সংবাদ ইতিহাসের প্রথম খসড়া, যা দ্রুততার সঙ্গে লেখা হয়। একই সঙ্গে অবধারিতভাবেই সংবাদ ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ।

মূল উপাত্ত বিশ্লেষণের আগে ১৯৭১ সালের অসহযোগ আন্দোলন এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ই মার্চের ভাষণ নিয়ে সামগ্রিকতা বিবেচনায় আরও কিছু আলোচনা প্রাসঙ্গিক মনে করছি। সেই প্রেক্ষাপটে ইতিহাস গবেষক অধ্যাপক সৈয়দ আনোয়ার হোসেনের কিছু মন্তব্য এখানে বেশ প্রাসঙ্গিক। প্রসঙ্গক্রমে এসেছে গণযোগাযোগ তাত্ত্বিক অধ্যাপক আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকের কিছু মন্তব্যও। শুরু করা যাক অধ্যাপক সৈয়দ আনোয়ার হোসেনের অভিজ্ঞতা দিয়ে। যিনি ১৯৭১ সালের অসহযোগ আন্দোলন ও বঙ্গবন্ধুর ভাষণ অত্যন্ত কাছ থেকে দেখেছেন, পর্যবেক্ষণ করেছেন। অধ্যাপক সৈয়দ আনোয়ার হোসেনের কাছে ওইদিনের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি উল্লেখ করেন:

> 'আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্রের (টিএসসি) দেওয়ালের উপর বসেছিলাম। আমি আমার আরেক বন্ধু পকেটে বাদাম কিনে নিয়ে বসে আছি যে বক্তৃতা শুনব। ভেতরে যাওয়ার সাহস পাইনি যে একটা কিছু ঘটে যেতে পারে। প্রথমে মনে হলো, বঙ্গবন্ধুতো স্বাধীনতার কথা বললেন না, কিন্তু মুহসীন হলে ফিরে আমরা যখন দুজনে আলোচনা করছি, তখন দেখলাম যা শুনতে চেয়েছি, সবইতো শোনা হয়ে গেল। বুঝে গেছি এর পরে আর পাকিস্তান নাই। দোসরা মার্চ পতাকা তুলেছে, সেটা দেখেছি। এখন মুক্তির কথা বলা হলো, আর কী বাকি থাকে। প্রথমত বঙ্গবন্ধু নির্বাচিত গরিষ্ঠ দলের নেতা। তিনি যদি সরাসরি ঘোষণা করতেন, তাহলে সেটা হতো বিচ্ছিন্নতাবাদ। নাইজেরিয়ার বায়াফ্রার ঘটনা তাঁর মনে ছিল। তিনি পারবেন না এটা করতে। দ্বিতীয়ত তিনি যদি তখন স্বাধীনতা ঘোষণা করতেন বিশ্বজনমত বাঙালির বিরুদ্ধে চলে যেত। বাঙালি বিদ্রোহী, বিচ্ছিন্নতাবাদী–এইভাবে চিত্রিত হতো। আর সেটা হয়ে যেত আন্তর্জাতিক আইনের ভাষায় একপক্ষীয় স্বাধীনতা ঘোষণা। তাঁর কাছে তথ্য ছিল যে স্বাধীনতার ঘোষণা হলেই পাকিস্তানিরা হামলে পড়বে। সবকিছু তাঁকে জানান দেওয়া হয়ে গেছে। এতকিছু চাপের মধ্যেও পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার মতো একটি ভাষণ তিনি দিয়েছিলেন। কখনোই সম্ভব হতো না সরাসরি স্বাধীনতার ঘোষণা দেওয়া, তাতে হিতে বিপরীত হতো। কাজেই সেদিন নেতৃত্বের চরম পরীক্ষায় তিনি টিকে গেছেন বলে আমি মনে করি।' (সাক্ষাৎকার, অধ্যাপক সৈয়দ আনোয়ার হোসেন, ২০১৯)

বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ সম্পর্কে জানতে চাইলে এই ইতিহাসবিদ উল্লেখ করেন:

> 'ওইদিন বঙ্গবন্ধু একাই ভাষণ দিয়েছিলেন। অন্য কোনো বক্তা ছিল না। আমার ঘড়িতে হিসাব আছে তিনি ১৮ মিনিট ৩১ সেকেন্ড বক্তৃতা করেছিলেন। আমি হিসাবে করেছিলাম। আমি ইতিহাসের ছাত্র। আমি এই ভাষণটির গুরুত্ব বুঝতে পেরেছিলাম। আমি জানি, এটা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ভাষণ। এটা জেনেই সেখানে গেছি। কারণ সারা পৃথিবী তাকিয়ে ছিল তাঁর দিকে। ইতিহাসের ছাত্র হিসেবে আমার বুঝতে ভুল হওয়ার কথা নয় যে, গুরুত্বপূর্ণ ভাষণটি ইতিহাস হবে একদিন। এবং তা-ই হয়েছে। ভাষণটি ছিল ১১০৮ শব্দের। অনেকে যোগ করে কিছু বাড়ায়, আবার অনেকে বিয়োগ করে কিছু কমায়; কিন্তু না, এটা ছিল ১১০৮ শব্দে।' (সাক্ষাৎকার, অধ্যাপক সৈয়দ আনোয়ার হোসেন, ২০১৯)

তখনকার চলমান অসহযোগ আন্দোলন ও বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ নিয়ে গোটা দেশে ব্যাপক আগ্রহ ছিল। মানুষ বঙ্গবন্ধুর কথা শুনতে চাচ্ছিলেন, মানুষ বঙ্গবন্ধুর নির্দেশনা জানতে চাচ্ছিলেন, যার জন্য অনেকেই নির্ভর করেছেন গণমাধ্যমের ওপর। এ বিষয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকের মূল্যায়ন খুব প্রাসঙ্গিক। অধ্যাপক আরেফিন সিদ্দিক উল্লেখ করেছেন:

> '১৯৭১ সালে আমি কলেজের ছাত্র। আমার বাবা তাঁর সরকারি চাকরিতে নিযুক্ত। আমরাও সপরিবারে খুলনা অবস্থান করছিলাম। ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ আমরা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিলাম যে বঙ্গবন্ধু ভাষণ দেবেন। বঙ্গবন্ধু আমাদের অবিসংবাদিত নেতা। তাঁর ভাষণ স্বাভাবিকভাবেই জাতীয় সম্প্রচার মাধ্যমে সম্প্রচারিত হবে এবং আমরা সেখান থেকে শুনবো এই আগ্রহ নিয়ে বসে আছি। কিন্তু হঠাৎ করেই বেতার যন্ত্রের সম্প্রচার বন্ধ হয়ে গেল। তখন তো যোগাযোগ ব্যবস্থা এত ভালো ছিল না। অতএব, সেই ভাষণে কী বললেন, সেই মুহূর্তে শোনার সুযোগ আমাদের হলো না। আমরা অপেক্ষা করতে থাকলাম। অন্যান্য গণমাধ্যম বিশেষ করে ভারতের আকাশবাণী এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক সম্প্রচারমাধ্যমে কিছু কিছু অংশবিশেষ বলা হলো। কিন্তু সেটাতে আমাদের জানার আকাঙ্ক্ষা পূরণ হলো না। পরদিন সকালে রেডিয়ো পাকিস্তান ঢাকা থেকে বঙ্গবন্ধুর ভাষণ সম্প্রচার করা হলো। আমরা সপরিবারে এবং খুলনার সাধারণ মানুষ তারাও বিভিন্নভাবে এই ভাষণ শোনার একটা সুযোগ পেলেন। শুধু খুলনা কেন, তখন সারা দেশের মানুষ, তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের সব জেলার, সব জায়গার মানুষ এই ভাষণ শোনার সুযোগ লাভ করেছে। এর পরবর্তী সময়ে আমরা জেনেছি কী কারণে বঙ্গবন্ধুর ভাষণ সরাসরি সম্প্রচার বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। পাকিস্তান সেনাবাহিনী এবং পাকিস্তান কর্তৃপক্ষের নির্দেশে। পরবর্তী সময়ে রেডিয়ো পাকিস্তান ঢাকার সব কর্মকর্তা, কর্মচারী তাৎক্ষণিকভাবে কর্মবিরতির সিদ্ধান্ত নেওয়ায় পরের দিন সকালে বাধ্য হয়ে তারা বঙ্গবন্ধুর ভাষণ সম্প্রচারের অনুমতি দিয়েছিল।' (সাক্ষাৎকার, অধ্যাপক আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক, ২০১৯)

৫.১.১ আধেয়ের শিরোনাম এবং ধরন-চরিত্রঃ পরিমাণগত ও গুণগত পর্যালোচনা

পরিমাণগত পর্যালোচনা

১৯৭১ সালের অসহযোগ আন্দোলন ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ই মার্চের ভাষণ সংক্রান্ত সংবাদের জন্য বাছাই করা মোট ৭টি নমুনা সংবাদপত্রের ৭৩৭টি সংবাদ এই গবেষণায় নথিভুক্ত করা হয়েছে। আর নথিভুক্ত ছবির সংখ্যা ১৭৬টি। এর মধ্যে আজাদের সংবাদ ১৮৯টি, দৈনিক ইত্তেফাকের ৪৮টি, পর্বদেশের ৮৫টি, দৈনিক পাকিস্তানের ৪৩টি, সংবাদের ৪২টি, দ্য পাকিস্তান অবজারভারের ১৬৩টি ও দ্য পিপল-এর সংবাদের সংখ্যা ১৬৭টি। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, দৈনিক ইত্তেফাক, দৈনিক পাকিস্তান ও সংবাদের নথিভুক্ত সংবাদের সংখ্যা তুলনামূলক কম। এর কারণ তথ্য নথিভুক্তকরণের সীমাবদ্ধতার কারণে দৈনিক ইত্তেফাকের ৫ দিন, দৈনিক পাকিস্তানের ৬ দিন ও দৈনিক সংবাদের ৬ দিনের সংবাদ নথিভুক্ত করা যায়নি। আর্কাইভসে এই কয়েকদিনের সংবাদপত্র পাওয়া যায়নি।

এই নথিভুক্ত সংবাদগুলো বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, শতকরা হিসাবে নথিভুক্ত ৭৩৭টি সংবাদের মধ্যে আজাদের হার ২৭%, দৈনিক ইত্তেফাকের ৬%, পূর্বদেশ ১১%, দৈনিক পাকিস্তান ৬%, সংবাদ ৬%, দ্য পাকিস্তান অবজারভার ২২% এবং দ্য পিপল-এর ২০%। আবারো উল্লেখ করতে চাই–যেহেতু দৈনিক ইত্তেফাক, দৈনিক পাকিস্তান ও সংবাদের বেশ কিছুদিনের সংবাদপত্র পাওয়া যায়নি, সেহেতু এই সংবাদপত্র তিনটির মোট নথির ক্ষেত্রে শতকরা হার কম হয়েছে।

নথিভুক্ত এই সংবাদগুলো আবার সংবাদের বিভিন্ন ধরন যেমন: প্রতিদিনের সংবাদ, সম্পাদকীয়, নিবন্ধ, মতামত, চিঠিপত্র, সাক্ষাৎকার ও অন্যান্য ভাগে ভাগ করে উপস্থাপন করা হয়েছে। নথিভুক্ত ৭৩৭টি সংবাদকে আবার আলাদাভাবে সংবাদপত্রের ভিত্তিতে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

আজাদঃ ১৯৭১ সালের অসহযোগ আন্দোলন ও বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ সংক্রান্ত দৈনিক আজাদের নথিভুক্ত সংবাদের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি–১৮৯টি। এর মধ্যে প্রতিদিনের সংবাদ (Daily News) ৮৯%, সম্পাদকীয় (Editorial) ৪%, নিবন্ধ (Article) ৬%, চিঠিপত্র (Letter to editor) ০%, মতামত (Op-Article) ১% এবং অন্যান্য ০%।

দৈনিক ইত্তেফাকঃ ৪৮টি নমুনা সংবাদের মধ্যে দৈনিক ইত্তেফাকের প্রতিদিনের সংবাদ (Daily News) ছিল ৯৬%, মতামত (Op-Ed) প্রকাশিত হয়েছিল ২% হারে আর সম্পাদকীয় ছিল ২%।

দৈনিক পাকিস্তানঃ এ সংবাদপত্রের মোট সংগৃহীত ৪৩টি নমুনা সংবাদের মধ্যে শতভাগ অর্থাৎ ৪৩টিই ছিল প্রতিদিনের সংবাদ (Daily News)। আবরো উল্লেখ করা প্রয়োজন, নথি সংগ্রহ প্রক্রিয়ার সীমাবদ্ধতার জন্য দৈনিক পাকিস্তানের অনেক সংবাদ কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ের সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি।

সংবাদঃ ১৯৭১ সালের অসহযোগ আন্দোলন এবং ৭ই মার্চের ঘটনা প্রেক্ষাপটে এই সংবাদপত্রটির সংগৃহীত নমুনা সংবাদ ছিল ৪২টি। এই ৪২টি নমুনা মধ্যে সবই ছিল প্রতিদিনের সংবাদ (Daily News)। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, নথি সংগ্রহ প্রক্রিয়ার সীমাবদ্ধতার জন্য দৈনিক পাকিস্তানের অনেক সংবাদ কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ের সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি।

দ্য পাকিস্তান অবজারভারঃ এই গবেষণায় এই সংবাদপত্রটির নমুনা সংবাদ নথিভুক্ত করা হয়েছে ১৬৩টি, যার ১০০% সংবাদই ছিল প্রতিদিনের সংবাদ (Daily News)।

দ্য পিপলঃ দ্য পিপল-এর নথিভুক্ত সংবাদের সংখ্যা ছিল ১৬৭টি। এর মধ্যে প্রতিদিনের (Daily News) সংবাদই ছিল ১০০%।

১৯৭১ সালের অসহযোগ আন্দোলন এবং বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ সংক্রান্ত আধেয়

আজাদ, দৈনিক ইত্তেফাক, পূর্বদেশ, দৈনিক পাকিস্তান, সংবাদ, দ্য পাকিস্তান অবজারভার ও দ্য পিপল সংবাদপত্রের সমন্বিত সারণি

সমন্বিত সারণি

১৯৭১ সালের অসহযোগ আন্দোলন এবং বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ সংক্রান্ত সংবাদ
সংবাদ শিরোনাম (Headline) এবং সংবাদের ধরন ও চরিত্র (Journalistic genre)
(১-১৪ মার্চ, ১৯৭১)

সংবাদের ধরন ⇨ সংবাদপত্র ⇩	প্রতিদিনের সংবাদ Daily News	সম্পাদকীয় Editorial	নিবন্ধ Feature	মতামত Opinionated article	চিঠিপত্র Letter to editor	সাক্ষাৎকার Interview	অন্যান্য Other	মোট সংবাদ
আজাদ	১৬৮	৭	১২	২	০	০	০	১৮৯
দৈনিক ইত্তেফাক	৪৬	১	০	১	০	০	০	৪৮
পূর্বদেশ	৮৫	০	০	০	০	০	০	৮৫
দৈনিক পাকিস্তান	৪৩	০	০	০	০	০	০	৪৩
সংবাদ	৪২	০	০	০	০	০	০	৪২
The Pakistan Observer	১৬৩	০	০	০	০	০	০	১৬৩
The People	১৬৭	০	০	০	০	০	০	১৬৭
মোট	৭১৪	৮	১২	৩	০	০	০	৭৩৭টি

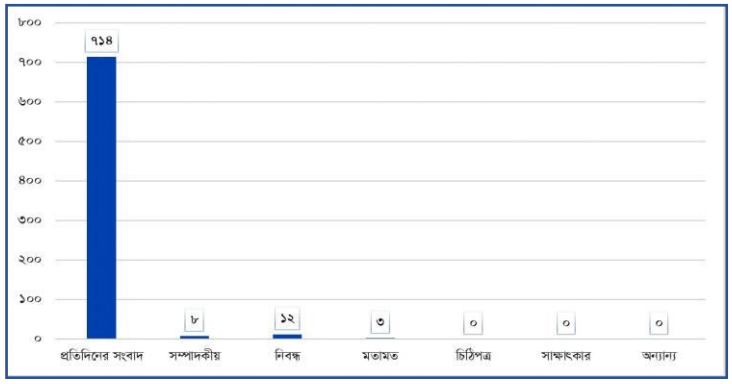

সংবাদের ধরন অনুসারে সংবাদ সংখ্যা

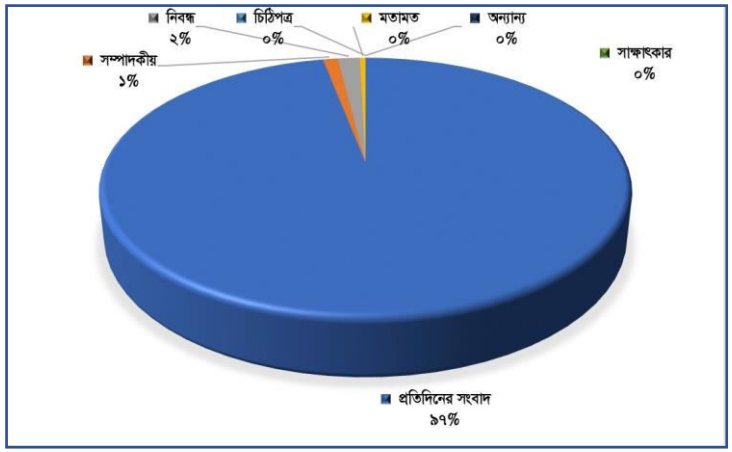

সংবাদের ধরন অনুসারে সংবাদ সংখ্যার শতকরা পরিমাণ

নথিভুক্ত এই ৭৩৭টি সংবাদ বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, এর মধ্যে প্রতিদিনের সংবাদ ছিল ৭১৪টি, যা মোট সংবাদের (Daily News) ৯৭%; সম্পাদকীয় (Editorial) প্রকাশিত হয়েছিল ৮টি, যা ১%; নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল ১২টি, যা শতাংশের হারে ২% এবং মতামত (Op-Ed) প্রকাশিত হয়েছিল ৩টি, যা সংখ্যার হিসেবে ১ শতাংশের কম।

গুণগত পর্যালোচনা

প্রতিদিনের সংবাদ

গবেষণায় সংবাদ উপাদান নথিভুক্ত করা হয়েছে ১৯৭১ সালের ১ মার্চ থেকে। এই সময়ের সংবাদের গুণগত বিশ্লেষণে আসার আগে ওই সময়ের রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে একটু আলোকপাত খুবই জরুরি।

১৯৭০ সালের নির্বাচন নিরঙ্কুশ জয় লাভের পর বাংলাদেশ তথা তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের রাজনীতিতে এসেছিল এক ধরনের বড়ো পরিবর্তন। এই নির্বাচনে বাঙালি জাতি ছয় দফার ভিত্তিতে শেখ মুজিবুর রহমানের আওয়ামী লীগের ভূমিধ্বস বিজয় নিশ্চিত করে। ফলে পুরো প্রশাসন-যন্ত্রে পাঞ্জাবি আধিপত্যের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে বাঙালি জাতির স্বায়ত্তশাসনের দাবিটি সামনে চলে আসে। ফলে পুরো প্রশাসনে একধরনের পরিবর্তন আসে। যে পরিবর্তনের ঢেউ লাগে সংবাদমাধ্যমেও। অর্থাৎ মার্চের শুরুতে সংবাদপত্রেও একধরনের পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। সংবাদ আধেয়, সংবাদের ট্রিটমেন্ট এমনকি বিজ্ঞাপনের ভাষায় আসে পরিবর্তন। এই পরিবর্তনের বিষয়গুলো সম্পর্কে জানতে এই গবেষণার জন্য নেওয়া গভীরতর সাক্ষাৎকার (In-depth Interview) হিসেবে কয়েকটি সাক্ষাৎকারের তথ্য বেশ প্রাসঙ্গিক। এই অংশে গভীরতর সাক্ষাৎকারের কিছু বিষয় আলোচিত হয়েছে। তবে এর আগে একটি সংবাদ আলোচনার দাবি রাখে। সংবাদটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৭১ সালের ৩ মার্চ।

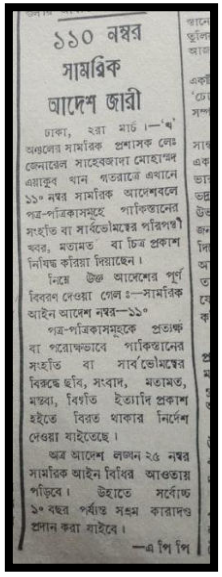

১১০ নম্বর সামরিক আদেশ জারী

ঢাকা, ২রা মার্চ।—'খ' অঞ্চলের সামরিক প্রশাসক লেঃ জেনারেল সাহেবজাদা মোহাম্মদ এয়াকুব খান গতরাত্রে এখানে ১১০ নম্বর সামরিক আদেশবলে পত্র-পত্রিকাসমূহে পাকিস্তানের সংহতি বা সার্বভৌমত্বের পরিপন্থী খবর, মতামত বা চিত্র প্রকাশ নিষিদ্ধ করিয়া দিয়াছেন।

নিম্নে উক্ত আদেশের পূর্ণ বিবরণ দেওয়া গেল ঃ—সামরিক আইন আদেশ নম্বর—১১০

পত্র-পত্রিকাসমূহকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে পাকিস্তানের সংহতি বা সার্বভৌমত্বের বিরুদ্ধে ছবি, সংবাদ, মতামত, মন্তব্য, বিবৃতি ইত্যাদি প্রকাশ হইতে বিরত থাকার নির্দেশ দেওয়া যাইতেছে।

অত্র আদেশ লঙ্ঘন ২৫ নম্বর সামরিক আইন বিধির আওতায় পড়িবে। উহাতে সর্বোচ্চ ১০ বছর পর্যন্ত সশ্রম কারাদণ্ড প্রদান করা যাইবে।

—এ পি পি

এ বিষয়ে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল ওই দিনের সব সংবাদপত্রে। ৩ মার্চ প্রকাশিত ওই খবরের শিরোনাম ছিল '১১০নং সামরিক আদেশ জারী' যে খবরের বিস্তারিত বর্ণনায় বলা হয়:

> "'খ' অঞ্চলের সামরিক প্রশাসক লেঃ জেনারেল সাহেবজাদা মোহাম্মদ এয়াকুব খান গতরাত্রে এখানে ১১০ নম্বর সামরিক আদেশবলে পত্র-পত্রিকাসমূহে পাকিস্তানের সহিত বা সার্বভৌমত্বের পরিপন্থী খবর, মতামত বা চিত্র প্রকাশ নিষিদ্ধ করিয়া দিয়াছেন।
> নিম্নে উক্ত আদেশের পূর্ণ বিবরণ দেওয়া গেলঃ
>
> সামরিক আইন আদেশ নম্বর-১১০
>
> পত্র-পত্রিকাসমূহকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে পাকিস্তানের সংহতি বা সার্বভৌমত্বের বিরুদ্ধে ছবি, সংবাদ, মতামত, মন্তব্য, বিবৃতি ইত্যাদি প্রকাশ হইতে বিরত থাকার নির্দেশ দেওয়া যাইতেছে। অত্র আদেশ লঙ্ঘন ২৫ নম্বর সামরিক আইন বিধির আওতায় পড়িবে। উহাতে সর্বোচ্চ ১০ বছর পর্য্যন্ত সশ্রম কারাদণ্ড প্রদান করা যাইবে।"
> (৩ মার্চ ১৯৭১, আজাদ)

এই সংবাদের বিবরণে পরিষ্কার, ১১০ নম্বর সামরিক বিধি ছিল অত্যন্ত কড়া। এর ভীতিও ছিল ব্যাপক। কিন্তু তারপরও ১৯৭১ সালের মার্চের গণজোয়ারে সাংবাদিকরা এই বিধি লঙ্ঘনের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। ১৯৭১ সালের ৫ মার্চ পূর্ব পাকিস্তান সাংবাদিক ইউনিয়ন এক জরুরি সভায় মার্চের গণআন্দোলনে একাত্মতা প্রকাশ করে। সাংবাদিক নেতা আলী আশরাফের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ওই বৈঠকের সিদ্ধান্ত দ্ব্যর্থহীনভাবে ১১০নং সামরিক বিধির লঙ্ঘন। এই সিদ্ধান্তের পরই পাকিস্তানপন্থি, মুসলিম লীগ মালিকানা অথবা রাজনৈতিক মতাদর্শে আওয়ামী লীগ বিরোধী সংবাদপত্রগুলোও গণআন্দোলনের সংবাদ প্রকাশে বাধ্য হয়। তারা গণআন্দোলনের গতিপ্রকৃতি অনুযায়ী সংবাদ প্রকাশ করতে থাকেন (ধর: ১৯৮৬)। যে আন্দোলনের প্রধান পুরুষ ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

এই ঘটনাপ্রবাহে গভীরতর সাক্ষাৎকারের সাংবাদিক কামাল লোহানীর বক্তব্য বেশ প্রাসঙ্গিক। উল্লেখ্য, ১৯৭১ সালে কামাল লোহানী পূর্বদেশে চিফ সাব-এডিটর হিসেবে কর্মরত ছিলেন। তিনি গবেষককে জানান, সেই সময় বাঙালি জাতির মধ্যে বিশেষ ধরনের উদ্দীপনা ছিল। আবার ভয়ও ছিল, কারণ এর আগে অনেকবার বাঙালি জাতি ক্ষমতার খুব কাছে এসে ষড়যন্ত্রের কাছে পরাজিত হয়েছে। তবে এবার পুরো জাতি, সংবাদপত্র তথা গণমাধ্যম (পাকিস্তান টিভি ও বেতারের কর্মকর্তা-কর্মচারীসহ) আওয়ামী লীগ ও শেখ মুজিবুর রহমানের পক্ষে ছিল। এখানে আরেকটি বিষয় উল্লেখ করা যেতে পারে, ১৯৭১ সালে কামাল লোহানী শুধু একজন সাংবাদিকই ছিলেন না। তিনি সক্রিয়ভাবে সাংবাদিক ইউনিয়নে যুক্ত ছিলেন। তিনি তখন ছিলেন পূর্ব পাকিস্তান সাংবাদিক ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক। কামাল লোহানী সেই সময় সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন:

> 'ঢাকার পরিস্থিতি অবশ্যই অন্যরকম ছিল এবং মানুষের মধ্যেতো তীব্র রকমের উৎকণ্ঠা–কী হয় কী হয়। এ সময় সবাই আনন্দিত ছিল। আওয়ামী লীগ বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতায় জয়লাভ করেছে। শুধুমাত্র পূর্ব পাকিস্তান পরিষদেই নয়, তারা জাতীয় পরিষদ পর্যন্ত সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েছে। এই যে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাওয়ার ফলে বাঙালির যে অবহেলা, উপেক্ষা, যা কিছু ছিল এগুলো কাটিয়ে বঙ্গবন্ধুর ওপর যে একটা আস্থা মানুষের, সেটা যে এবার তাহলে আমরা বাংলার যে অধিকারটা চাই, সে অধিকারটা আমরা পেতে পারব। সেজন্য মানুষের মনে যেমন আনন্দের ঢল ছিল, তেমনই কিছুটা আবার শঙ্কাও ছিল।
>
> ইতিহাসে যেটা দেখা যায়, বাঙালিরা যখনই ক্ষমতার কাছে এসেছে বা জয়লাভ করে ক্ষমতা পাওয়ার জায়গায় এসেছে, সেই মুহূর্তে কিন্তু বাঙালিদেরকে ক্ষমতা থেকে বিচ্যুত করা হয়েছে। অপসারণ করে দূরে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। যেমন ধরেন ১৯৫৪ সাল। যুক্তফ্রন্ট নির্বাচিত হলো। শেরে

বাংলা ফজলুল হক মুখ্যমন্ত্রী হলেন। কিন্তু মাত্র কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই তার মন্ত্রিসভা ভেঙে দেওয়া হয়। ৯২-ক জারি করে গভর্নরের শাসন প্রবর্তন করা হয়।' (সাক্ষাৎকার, কামাল লোহানী, ২০১৯)

১৯৭১ সালের মার্চের সংবাদ ও সংবাদপত্র সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ একটি মতামত দিয়েছেন ১৯৭১ সালের দৈনিক পাকিস্তানের সাংবাদিক সাখাওয়াত আলী খান। দেশবরেণ্য শিক্ষাবিদ অধ্যাপক ড. সাখাওয়াত আলী খান ১৯৭১ সালে দৈনিক পাকিস্তানে সাব-এডিটর হিসেবে কর্মরত ছিলেন। তিনি সেই সময়ের সংবাদের চরিত্র সম্পর্কে জানাতে এই বিষয় উল্লেখ করেছেন। সে বিষয়টি অনেকটা এ রকম:

'ওই সময়টাতে ন্যাশনাল প্রেস ট্রাস্টের যারা মালিক ছিল, তারা সংবাদপত্রটির কাছেই ভিড়তে পারত না। পত্রিকার নামটি দৈনিক পাকিস্তান ছিল বটে; কিন্তু সেখানে যারা কাজ করতেন অনেক গুণী মানুষ। যাদের বেশির ভাগ বাংলাদেশের স্বায়ত্তশাসন ও স্বাধীনতার পক্ষে ছিলেন। আরও পরিষ্কার করে বললে তাদের অবস্থান ছিল বাঙালিদের রাজনৈতিক অধিকারের পক্ষে।

বাঙালি জাতির অধিকার আদায়ের আন্দোলনে তাদের বেশির ভাগেরই অকুণ্ঠ সমর্থন ছিল। তখন দৈনিক পাকিস্তানে কর্মরত ছিলেন আবুল কালাম শামসুদ্দিন, হাসান হাফিজুর রহমান, তোয়াব খান, এহতেশাম হায়দার চৌধুরী, ফওজুল করিম, শামসুর রাহমান, আহসান হাবীব, সানাউল্লাহ নূরী, আহমেদ হুমায়ূন, নির্মল সেন, খন্দকার আলী আশরাফ, সৈয়দ কামাল উদ্দীন, আমি নিজে সাখাওয়াত আলী খানসহ আরও অনেকেই। যারা সবাই বাংলাদেশের সাংবাদিকতার জগতে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি। এই রকম লোকদেরকে অনেক উচ্চ বেতনে অন্য সংবাদপত্র থেকে দৈনিক পাকিস্তানে নেওয়া হয়েছিল। দৈনিক পাকিস্তান নামকরা সাংবাদিকদের নিয়েছিল। ১৯৭১ সালের মার্চে আমরা মোনায়েম খান, আইয়ুব খানদের চৌদ্দ গোষ্ঠী উদ্ধার করতাম নিউজের টেবিলে। মার্চের আগের দিকে ফার্স্ট এবং সেকেন্ড লিডে কোনো রকমে মোনায়েম খান, আইয়ুব খানের নামে দিয়ে বাকি সব নিউজ, ফিচারে দেশের সামগ্রিক অবস্থা ও পশ্চিম পাকিস্তানিদের অভিলাষ ও ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে লেখালেখি ইত্যাদি থাকত।' (সাক্ষাৎকার, অধ্যাপক সাখাওয়াত আলী খান, ২০২০)

ড. সাখাওয়াত আলী খান ও কামাল লোহানীর বক্তব্যে ওই সময়ের সংবাদপত্রের চরিত্র সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা পাওয়া যায়। অর্থাৎ ১৯৭১ সালে সংবাদের মালিকানা যারই থাকুক না কেন, সেই সংবাদমাধ্যমের পক্ষে জনমতের বাইরে যাওয়ার কোনো সুযোগ ছিল না। তখন সংবাদপত্র প্রবলভাবে জনমত তথা জনগণের পক্ষে ছিল। যার প্রতিফলন ছিল সংবাদপত্রের পাতায় প্রতিদিনের সংবাদে (Daily News)।

বাছাইকৃত সংবাদপত্রের সংগৃহীত নমুনা সংবাদগুলো থেকে কয়েকটি এখানে দিনভিত্তিক (১–১৪ মার্চ) আলোচনা করা হলো:

১ মার্চ ১৯৭১

আজাদ, ১লা মার্চ ১৯৭১

আজাদ

THE AZAD

বিবর্তনের মাধ্যমে সমাজতন্ত্র কায়েম করিব ঃ মুজিব

শাসনের নামে আর লুঠ নয়

ষড়যন্ত্র প্রতিহত করার আহ্বান

১ মার্চ ১৯৭১, আজাদে প্রকাশিত সংবাদের প্রধান শিরোনাম: 'শাসনের নামে আর লুঠ নয়, বিবর্তনের মাধ্যমে সমাজতন্ত্র কায়েম করিব ঃ মুজিব'। এ সংবাদে বিস্তারিত বর্ণনায় বলা হয়:

"নির্যাতিত মানুষের নয়নমণি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান গতকাল রবিবার বলিষ্ঠকণ্ঠে ঘোষণা করেন, বন্দুকের জোরে শাসনের নামে বাংলা দেশকে আর লুণ্ঠন করিতে দেওয়া হইবে না। তিনি, বলেন, বিবর্তনের মাধ্যমে দেশে অবশ্যই সমাজতন্ত্র কায়েম হইবে।

তিনি বলেন, গণভিত্তিক অর্থনীতি না হইলে দুঃখী মানুষ মরিয়া হইয়া যে কোন গ্রহণ করিতে পারে। আর তাই দেশে সশস্ত্র বিপ্লব সংঘটিত হয়। তিনি বলেন, প্রত্যেকের ইহা হইতে শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত।

ঢাকা শিল্প ও বণিক সমিতির পক্ষ হইতে গতকাল রবিবার বরেণ্য নেতা শেখ মুজিবর রহমানকে প্রদত্ত সম্বর্ধনা সভায় পঠিত মানপত্রের জবাবে আওয়ামী লীগ প্রধান উপরোক্ত ঘোষণা দেন। শেখ মুজিবর রহমান ও নব নির্বাচিত জাতীয় এবং প্রাদেশিক পরিষদ সদস্যদের সম্বর্ধনা জ্ঞাপনের জন্য এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। প্রাদেশিক পরিষদ ভবন প্রাঙ্গণে এই সম্বর্ধনা সভায় প্রদেশের ব্যবসায়ী সমাজ ছাড়াও ঢাকায় অবস্থানরত বিদেশী কূটনীতিক এবং উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারীগণ উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানের শুরুতে বণিক সমিতির পক্ষ হইতে জাতীয় নেতাকে মাল্য ভূষিত করা হয় এবং জনতার বিজয়ের প্রতীক একখানি রূপার নৌকা উপহার দেওয়া হয়।

অতঃপর সমিতিরি সভাপতি নব-নির্বাচিত জাতীয় পরিষদ সদস্য জনাব মতিউর রহমান মানপত্র পাঠ করেন।

মানপত্রের জবাবে আওয়ামী লীগ প্রধান বলেন যে, বণিক সমাজের পক্ষ হইতে যে সব দাবীর কথা বলা হইয়াছে, দেশের মানুষ তাহা হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করিতেছে। তিনি বলেন, 'সমস্যায় জর্জরিত এই দেশ। আর এই সমস্যা সৃষ্টি করিয়াছি আমরাই–স্বার্থের লোভে। আমরাই সৃষ্টি করিয়াছি একচেটিয়া পুঁজিবাদ। আজ দুঃখী মানুষের ঘরে সমস্যা, বাইরে সমস্যা, জীবন সমস্যায় সঙ্কুল।'

তিনি বলেন, 'কায়েদে আজম আজ যদি বাঁচিয়া থাকিতেন তাহা হইলে নিশ্চয়ই ঘৃণার সহিত বলিতেন– 'এই পাকিস্তান আমি চাহি নাই। আমি জনগণের পাকিস্তান চাহিয়াছিলাম।'

শেখ মুজিব বলেন, 'যে সব বীর স্বাধীনতা সংগ্রামে বৃটিশের শৃঙ্খল হইতে দেশকে মুক্ত করিয়া- পাকিস্তানের বর্তমান অবস্থা দেখিয়া তাঁহাদের আত্মাও কষ্ট পাইতেছে।" (১ মার্চ ১৯৭১, আজাদ)

১ মার্চ অন্য সংবাদপত্রগুলোয়ও ছিল রাজনৈতিক পরিস্থিতি সংক্রান্ত সংবাদ। ১ মার্চ The People সংবাদপত্রের প্রধান শিরোনাম: Bhutto Threatens Mass Movement If N.A. meets. আর সাব-হেড ছিল PPP MNA's Attending Session To Be Liquidated? এবং Demand For Extending 120-Day Limit For Constitution Making.

দ্য পিপল, ১ মার্চ ১৯৭১

THE PEOPLE

Bhutto Threatens Mass Movement If N.A. meets

PPP MNA's Attending Session To Be Liquidated?

Demand For Extending 120-Day Limit For Constitution Making

Bhutto Prepared To Sit For 7 Years To Frame Const.?

Mujib Speaks At Chamber Reception

ওই সংবাদের বিস্তারিত বর্ণনায় বলা হয়:

"Mr. Z.A. Bhutto, Chairman of the Pakistan People's Party today threatened to launch a mass movement by his party in West Pakistan if the National Assembly was allowed to meet without its participation.

He was addressing a mammoth public meeting held in the Iqbal Park barely 50 yards away from 'Minar-e-Pakistan' where the historic Pakistan resolution was passed on March 23, 1940 at meeting held under the presidentship of Quaid-e-Azam Mohammad Ali Jinnah.

Amids loud and prolonged cheers, the PPP leader declared that if National Assembly members proceeded with their task of electing women representatives in the absence of Pakistan People's Party members, the party would organize a big hartal right from Khyber Pass town to Karachi. Not even a single shop would be allowed to remain open that day, he added.

Mr. Bhutto said, if any member of his party attended the session, the party workers would liquidate him.

The PPP leader devoted most of his speech in emphasizing the need of a dialogue between leaders of different political parties in both the wings to reach settlement.

In this connection, he pleaded for doing away with the provision of framing a constitution in a period of 120 days in the Legal Framework Order so that there were free and frank discussions.

Giving his view about the Six Points of the Awami League Mr. Bhutto said, he had never rejected them although he did not like them.

His party, he added, would be prepared to accept whatever emerged as a result of mutual discussion and accord.

It should not be expected to sign a document previously prepared, and thrust upon the elected representatives.

He said, solidarity of the country was very dear to his party.

If his party ever became convinced that the Six Point programme guaranteed solidarity of the country it would not hesitate to lend its fullest support to it.

Mr. Bhutto said, he had never criticized Six Points or launched personal attacks against the Awami League leaders." (1st March 1971, The People)

আজাদ ও দ্য পিপল-এর সংবাদ আধেয় পর্যবেক্ষণ করলে সহজেই বুঝতে পারা যায় প্রধান চরিত্র ছিলেন শেখ মুজিবুর রহমান। আর পার্শ্বচরিত্র জুলফিকার আলী ভুট্টো। ১৯৭০ সালের নির্বাচনের পর থেকেই শেখ মুজিবুর রহমানকে কেন্দ্র করেই বেশির ভাগ রাজনৈতিক সংবাদ প্রকাশিত হতো। তবে ছিল ভুট্টো ও পাকিস্তানি সেনা কর্তৃপক্ষের ষড়যন্ত্রের কথা। যেমন, ১ মার্চ দ্য পিপল-এর বর্ণনায় উঠে আসে ভুট্টোর ষড়যন্ত্রের চিত্র। পাকিস্তান আন্দোলনের স্মৃতিবিজড়িত মিনার-ই-পাকিস্তানের ৫০ গজ দূরে আয়োজিত এ সমাবেশে ভুট্টো বিভিন্ন বিষয়ের কথা বলে খাইবার পথ থেকে করাচি পর্যন্ত হরতালের হুমকি দেন। এদিকে নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠদের নেতা শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন ধীরস্থির-দৃঢ়চিত্ত। তিনি ঐতিহাসিক গণরায় পাওয়ার পর মানুষের মুক্তির কথা চিন্তা করছিলেন। যার প্রতিফলন ছিল ১৯৭১ সালের ১ মার্চের সংবাদপত্রে।

২ মার্চ ১৯৭১

১৯৭০ সালের নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার পর যে পরিস্থিতি ছিল, ১৯৭১ সালের ১ মার্চের পর সেই পরিস্থিতি আরও পরিবর্তিত হয়। যার প্রতিফলন উঠে আসে সংবাদপত্রে। ইয়াহিয়া খান অধিবেশন স্থগিত করার পর স্পষ্ট হয়ে আসে ক্ষমতা হস্তান্তর সম্ভব নয়। তাই সারাদেশে শেখ মুজিবের নেতৃত্বে একটি দাবিই স্পষ্ট হয়ে ওঠে–'তোমার আমার ঠিকানা পদ্মা-মেঘনা-যমুনা'। এখানে গবেষণার নথিভুক্ত নমুনা থেকে বাছাই করা দুটো সংবাদের গুণগত বা সংবাদের মূল বক্তব্য আলোচনা করা হয়েছে। ১৯৭১ সালের ২ মার্চ সংবাদের শিরোনাম বা বিষয়গুলো অনেকটাই নিচের মতো:

২ মার্চ The Pakistan Observer সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয় 'NA postponed sign die' শিরোনামের একটি প্রতিবেদন।

The Pakistan Observer, 2nd March, 1971

THE PAKISTAN OBSERVER

WE WON'T LET IT GO UNCHALLENGED : SHEIKH MUJIB

NA postponed sine die

Protest hartal March 2, 3

President's statement

Nurul Amin stunned

Demonstrations

যে প্রতিবেদনের প্রধান চরিত্র ছিলেন শেখ মুজিবুর রহমান। মুজিবের এই বক্তব্যই 'We won't let it go unchallenged' ছিল প্রতিবেদনের প্রধান কথা। এই প্রতিবেদনের বিস্তারিত বর্ণনায় বলা হয়েছে:

> "Sheikh Mujibur Rahman, addressing a crowded Press conference on Monday evening, gave a call for total hartal in Dacca on Tuesday and also a country-wide hartal on Wednesday to protest the postponement of the National Assembly session.
>
> The Awami League President observed that as representatives of the people we have a responsibility. We cannot let it go unchallenged. He told the Press conference that he would hold a public meeting at the Race Course on March 7 where he would announce his future programme in full.

> Sheikh Mujibur Rahman opened the press conference by saying, 'Perhaps you have heard the alleged statement of General Yahya'. Sheikh Mujibur Rahman pointed out that the President usually broadcast his address to the nation in his own voice. Today it was somebody else's voice, he said.
>
> Sheikh Mujibur Rahman told questioner that he had decided to consult Maulana Bhasani, Mr. Nurul Amin, Mr. Ataur Rahman, Mr. Muzaffar Ahmed and other political leaders 'as soon as possible' on the latest political developments.
>
> He said that Bengalees should now be united for achieving their demands and they must be ready for sacrifice.
>
> Describing Awami League as a democratic and constitutional party Sheikh Mujibur Rahman said that they would try to follow democratic process of non-violence and non-co-operation.
>
> Announcing the programme of hartal and Race Course public meeting the Awami League President commented that if the 'conspirators' thought that they could suppress the people, they were living in a fool's paradise.
>
> Stating that people of Bangladesh knew how to give blood he asserted that nobody would be able to suppress them.
>
> Deploring the postponement of the National Assembly session Sheikh Mujibur Rahman said that this action was the result of long continuing conspiracy. He recalled that on many occasions in the past he had stated that a conspiracy had been going on in his country to frustrate the victory of the people of this province in the elections." (2nd March 1971, The Pakistan Observer.)

উপরের উল্লিখিত এই সংবাদ থেকেই স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায় ১৯৭১ সালের মার্চে একজন রাজনৈতিক নেতা হিসেবে শেখ মুজিবুর রহমানের গুরুত্ব ও প্রভাব সম্পর্কে। তিনি তখন অবিসংবাদিত নেতা (Undisputed Leader)। তিনিই ছিলেন সবকিছুর কেন্দ্রে। যে কারণে ১ মার্চ অধিবেশন স্থগিত হওয়ার পরদিন অর্থাৎ ২ মার্চ সংবাদ পরিবেশিত হয়েছিল শেখ মুজিবুর রহমানকে কেন্দ্র করেই। যাতে একজন শেখ মুজিবুর রহমান স্পষ্ট করে বলেছেন অধিবেশন স্থগিতের এই সিদ্ধান্ত কোনো অবস্থাতেই সহজে মেনে নেওয়া হবে না। প্রতিবাদ হবে দেশজুড়ে। চলবে অসহযোগ আন্দোলন। যে কথাটিই The Pakistan Observer-এর সংবাদে উঠে এসেছে 'We won't let it go unchallenged' শব্দগুলোর মধ্য দিয়ে। আরও মনে রাখা প্রয়োজন, শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন ভোটে নির্বাচিত গণতান্ত্রিক নেতা। তিনি গণতান্ত্রিক পন্থায়ই আস্থা রেখেছেন। তাই তিনি বলেছেন নিয়মতান্ত্রিক অসহযোগ আন্দোলনের কথা, যা সংবাদপত্রটির পাতায় উঠে এসেছে। তিনি আওয়ামী লীগকে উল্লেখ করেছেন গণতান্ত্রিক ও সাংবিধানিক দল (a democratic and constitutional party) হিসেবে। যে দল নিয়মতান্ত্রিকভাবে আন্দোলন করে গণমানুষের অধিকার আদায়ে সচেষ্ট হবে। ২ মার্চের সংবাদ পর্যবেক্ষণে সহজেই বুঝতে পারা যায় ওই সময়ের প্রধান চরিত্র ছিলেন শেখ মুজিবুর রহমান। যিনি ১ মার্চ গণপরিষদের অধিবেশন স্থগিত হওয়ার পর 'বিনা যুদ্ধে নাহি দেব সূচাগ্র মেদেনী' মানসিকতায় ছিলেন। কঠোর অবস্থানে ছিলেন

ইয়াহিয়া খান ও জুলফিকার আলী ভুট্টোর ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে। এদিন অর্থাৎ ২ মার্চ অন্যান্য সংবাদপত্রেও ছিল ওই ঘটনার প্রতিফলন।

দৈনিক পাকিস্তান ২মার্চ, ১৯৭১

দৈনিক পাকিস্তান

বঙ্গবন্ধুর ডাক

আজ ঢাকায় হরতাল: কালবাংলায়

পরবর্তী সময়ে ধরাবাহিক অসহযোগ আন্দোলনের দিনগুলোয়ও শেখ মুজিবুর রহমানই ছিলেন প্রধান সংবাদ উৎপাদক বা যে বিষয়টিকে গণমাধ্যমের পরিভাষায় বলা হয় News Maker.

৩ মার্চ ১৯৭১

১৯৭১ সালের ৩ মার্চের আধেয়তে পাওয়া যায় News Maker শেখ মুজিবুর রহমানের সরব উপস্থিতি। ওইদিন আজাদ পত্রিকার শিরোনাম: 'শেখ মুজিব কর্তৃক সামরিক শাসন প্রত্যাহার দাবী, সংগ্রাম চলিতে থাকিবে'।

আজাদ, ৩ মার্চ ১৯৭১

আজাদ

THE AZAD

শেখ মুজিব কর্তৃক সামরিক শাসন' প্রত্যাহার দাবী।

সংগ্রাম চলিতে থাকিবে

ওই সংবাদের বিস্তারিত বর্ণনায় লেখা হয়:

'বরেণ্য নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান অদ্য মঙ্গলবার বিকালে সংবাদপত্রে প্রদত্ত এক বিবৃতিতে অবিলম্বে সামরিক শাসন প্রত্যাহারের আহ্বান জানান। তিনি বলেন যে, একদিনের জন্যও সামরিক শাসন বলবৎ রাখার যুক্তিসঙ্গত কোনো হেতু নাই। তিনি তাঁহার বিবৃতিতে জনগণের প্রতিনিধিগণ কর্তৃক ক্ষমতা ব্যবহারের পথে সর্বপ্রকার বাধা অপসারণের দাবী জানান।

আজ রাত্রে আওয়ামী লীগ প্রেসিডেন্ট শান্তিপূর্ণ ও সুশৃঙ্খলভাবে হরতাল পালনের জন্য এবং লুঠতরাজ, অগ্নিসংযোগ প্রভৃতি ঘটনা যাহাতে না ঘটে তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখার জন্য জনসাধারণের প্রতি আহ্বান জানান।

এক বিবৃতিতে তিনি বলেন, জনসাধারণকে বিশেষ করিয়া উস্কানীদাতাদের সম্পর্কে সতর্ক থাকিতে হইবে। তাহাদিগকে একথা মনে রাখিতে হইবে যে, আদি বাসস্থান যেখানেই হউক না কেন, যে ভাষাভাষী হউক না কেন বাংলাদেশে বসবাসকারী প্রত্যেকেই আমাদের নিকট বাঙালী এবং তাহাদের জীবন, সম্পত্তি ও মর্যাদা আমাদের পবিত্র আমানত এবং উহা আমাদের রক্ষা করিতে হইবে।

তিনি জনসাধারণকে ইহা স্মরণ করাইয়া দেন যে, কোন প্রকার শৃঙ্খলা ভঙ্গ করা হইলে উহা আমাদের আন্দোলনের স্বার্থের পরিপন্থী হইবে এবং উহার দ্বারা উস্কানীদাতা ও গণবিরোধী শক্তির স্বার্থাসিদ্ধি হইবে।

আওয়ামী লীগ প্রধান রাজনৈতিক পরিস্থিতির পট ভূমিকায় হরতাল পালনের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দান করেন এবং বলেন, বাংলা দেশের জনসাধারণের মুক্তি অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত আমাদের আন্দোলন অব্যাহত থাকিবে।

তিনি বলেন, বর্ত্তমান সংকটময় মুহূর্তে গণবিরোধী শক্তিসমূহের সহিত সহযোগিতা না করার জন্য এবং সর্বশক্তি দিয়া বাংলাদেশের বিরুদ্ধে চক্রান্ত বানচাল করার জন্য চেষ্টা করা জীবনের সর্বক্ষেত্রে প্রতিটি বাঙ্গালীর কর্ত্তব্য হইবে।

আর একদিনও সামরিক আইন চালু রাখার কোন যৌক্তিকতা নাই ঘোষণা করিয়া শেখ মুজিবর রহমান অবিলম্বে দেশ হইতে এই আইন প্রত্যাহারের আহ্বান জানাইয়া জনপ্রতিনিধিদের ন্যায়সঙ্গত ক্ষমতা ব্যবহারের পথ হইতে সর্বপ্রকার বাধা অপসারণের দাবী জানান।' (৩ মার্চ ১৯৭১, আজাদ)

৩ মার্চের আধেয়তেও শেখ মুজিবুর রহমানের সরব উপস্থিতি। তিনি যেমন সংগ্রাম পরিচালনার নির্দেশ দিয়েছেন আবার আন্দোলনরত জনসাধারণকে আইন নিজের হাতে তুলে না নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন, যা গুরুত্বসহকারে বিস্তারিতভাবে উঠে এসেছে সংবাদপত্রের পাতায়। একই সঙ্গে পাকিস্তানের নির্বাচিত নেতা শেখ মুজিবুর রহমান বারবার সামরিক আইন প্রত্যাহারের আহ্বান জানিয়েছেন, যা সংবাদপত্রের খবরে এসেছে সর্বোচ্চ গুরুত্বসহকারে। শুধু আজাদই নয়, এদিনের অন্যান্য সংবাদপত্রেও বঙ্গবন্ধুর এই আহ্বান এসেছে ভিন্ন পরিসরে, সর্বোচ্চ গুরুত্বসহকারে। তারই একটা প্রতিফলন ৩ মার্চের পূর্বদেশ সংবাদপত্রে দেখতে পাওয়া যায়। ওইদিন পূর্বদেশের শিরোনাম: 'বিক্ষুব্ধ পূর্ববাংলা'। মাত্র ৩টি শব্দের শিরোনাম। বিশাল জনসভায় বঙ্গবন্ধুর ছবি আর শেখ মুজিবুর রহমানের নির্দেশ আর রাজনৈতিক কর্মসূচির ওপর ভিত্তিতে পুরো সংবাদ।

পূর্বদেশ ৩ মার্চ, ১৯৭১

পূর্বদেশ

বিক্ষুব্ধ পূর্ববাংলা

৪ মার্চ ১৯৭১

১৯৭১ সালের ৪ মার্চের সংবাদপত্রেও কেন্দ্রীয় চরিত্র শেখ মুজিবুর রহমান। তিনিই প্রথম, তিনিই প্রধান চরিত্র। তাঁকে কেন্দ্র করে যেমন পুরো পাকিস্তানের রাজনীতি আবর্তিত হয়েছে, ঠিক তেমনই সংবাদপত্রের পাতায় সমান গুরুত্ব পেয়েছেন আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ মুজিবুর রহমান। ৪ মার্চ The Pakistan Observer সংবাদপত্রের প্রধান শিরোনাম 'Mujib Says No'. সংবদটির সাব হেড 'President invites NA leaders to Dacca on march 10'. ইয়াহিয়া খানের গোলটেবিল বৈঠকের আহ্বানের প্রেক্ষাপটে এই সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল। যার বর্ণনা ছিল অনেকটাই নিচে উল্লেখ করা আধেয়ের মতো:

The Pakistan Observer, 4th March, 1971

THE PAKISTAN OBSERVER

PRESIDENT INVITES NA LEADERS TO DACCA ON MARCH 10

Mujib says No

Bhutto will attend RTC

Bhashani's telegram to Yahya

arry on non-violent non-cooperation movement

এই সংবাদটির বর্ণনায় লেখা হয়:

"The President General Yahya Khan on Wednesday issued immediate, personal invitations to 12 elected leaders of all parliamentary groups in the National Assembly to meet at Dacca on March 10 to solve the constitutional tangle.

Sheikh Mujibur Rahman, Chief of the Awami League, has rejected the invitation to attend the conference.

The following announcement has been made by the President's House:-

"Pursuant to the President's declaration of first March that he will do everything in his power to help the political leaders in achieving our common goal, he has issued immediate personal invitations to the elected leaders of all parliamentary groups in the National Assembly to meet at Dacca In the light of Ashura falling on 8th March, the date for this conference has been fixed for 10th March.

The President sees no reason why the National Assembly should not be able to meet within a matter of couple of weeks after the conference. The Parliamentary group's leaders invited for the conference are:

1.Sheikh Mujibur Rahman, Awami League, 2. Mr. Zulfikar Ali Bhutto, Pakistan People's Party, 3. Khan Abdul Qaiyum Khan, Pakistan Muslim League(Qaiyum), 4. Milan Mohammad Mumtaz Daultana, Council Muslim League, 5. Maulana Mufti Mahmood, Jamiatul Ulema-i-Islam(Hazarvi), 6. Khan Abdul Wali Khan, National Awami Party(Wali), 7. Maulana Shah Ahmed Noorani, Jamiatul Ulema-e-Pakistan, 8. Janab Abdul Ghafoor Ahmed, Jamaat-i-Islami 9. Mr. Mohammad Jamal Korefa, Pakistan Muslim League (Convention), 10. Mr. Nurul Amin, Pakistan Democratic Party. 11. Major General Jamaldar, representing MNAs elected from tribal areas. 12. Malik Jahangir Khan, representing MNAs elected from tribal areas.

Text of Mujib's statement

The following is the text of Sheikh Mujibur Rahman's statement issued to the Press at night on March 3:-

The radio announcement of a proposed invitation to political leaders to sit with the President of Pakistan in a conference in Dacca on March 10, 1971, coming as it does in the wake of widespread killing of unarmed civilian population in Dacca, Chittagong and other places in Bangladesh, while the blood of these martyrs on the streets is hardly dry, while some of the dead are still lying unburied and hundreds are fighting death in the hospitals, comes as cruel joke. This is the more so since we are being called upon to sit with certain elements whose previous machinations are responsible for the death of innocent unarmed peasants, workers and students.

With the military build-up continuing, with the harsh language of weapon still ring in our ears, invitation to conference is in effect, being made at a gun point. In these circumstances, the question of accepting such invitation does not arise. I, therefore, reject such an invitation'. (4th March, 1971, The Pakistan Observer)

৪ মার্চ আজাদের সংবাদেও প্রধান চরিত্র ছিলেন শেখ মুজিবুর রহমান:

"বিক্ষুব্ধ বাংলার অগ্নিপুরুষ আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান গতকাল বুধবার সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করেন যে, সেনাবাহিনী প্রত্যাহার করিয়া গণ-প্রতিনিধিদের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর না করা পর্যন্ত বাঙ্গালী জাতি এক পয়সাও খাজনা ট্যাক্স দিবে না এবং সর্বাত্মক অসহযোগিতা চালাইয়া যাইবে।

তিনি জানান যে, সরকারী মনোভাবের পরিবর্তন না হইলে তিনি আগামী ৭ই মার্চ রেসকোর্সে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিবেন। তিনি আরও ঘোষণা করেন যে, গণ-প্রতিনিধিগণ অতঃপর দেশের এই অংশের জন্য শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করিবে। ...

পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্রলীগের সভাপতি জনাব নুরে আলম সিদ্দিকীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সভায় বিক্ষুব্ধ জনতা শেখ মুজিবর রহমানকে বীর বাংলার স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার সর্বাধিনায়ক নিযুক্ত করে। বিপ্লবী নেতা তোফায়েল আহমদ জাতীয় শ্রমিক লীগ সম্পাদক জনাব আবদুল মান্নান সভায় বক্তৃতা করেন। ছাত্রলীগের সম্পাদক জনাব শাজাহান সিরাজ দলীয় কর্মসূচী ঘোষণা ও প্রস্তাব পাঠ করেন। সভা চলাকালে দুইখানি হেলিকপ্টার পল্টনের উপর দিয়া গবর্ণর ভবনে অবতরণ করে। সমাবেশে বিপুল সংখ্যক ডাণ্ডাধারী নারীও যোগদান করে।

সমাবেশে বিপুল সংখ্যক লাঠির আওয়াজের মধ্যে বক্তৃতা করিতে উঠিয়া বাংলার বরেণ্য নেতা শেখ মুজিবর রহমান বলেন: 'বড় দুঃখ ভারাক্রান্ত মন লইয়া আমি আপনাদের সম্মুখে আসিতে বাধ্য হইয়াছি। ইচ্ছা ছিল ৭ই মার্চ সব কথা বলিব। কিন্তু পরিস্থিতিতে বাধ্য হইয়া আজ আবার ছাত্রলীগের সভায় আসিয়াছি। জানি না আর আপনাদের সম্মুখে হাজির হইতে পারিব কি না।'

তিনি বলেন যে, নিরস্ত্র বাঙ্গালীর উপর গতরাত্রে যে নির্মম হত্যাকাণ্ড চালান হইয়াছে, তাহার পর আর স্থির থাকা যায় না। বঙ্গবন্ধু বলেন, 'নিরস্ত্র বাঙ্গালী হত্যার মধ্যে কোন বীরত্ব নাই; ইহা কাপুরুষতা।'

তিনি জিজ্ঞাসা করেন, 'এই পরিস্থিতি কে সৃষ্টি করিয়াছে? আমরা করি নাই। আমরা সংখ্যায় বেশী। বাংলার মানুষ আমাদের সমর্থন দিয়াছে। আমি বলিয়াছিলাম ১৫ই ফেব্রুয়ারী অধিবেশন আহ্বান কর। ভুট্টো সাহেব মার্চের প্রথম সপ্তাহ চাহিয়াছিলেন। ভুট্টোর কথা শোনা হইল। আবার ভুট্টো পরিষদে আসিতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করিলেন। এই ক্ষেত্রেও ভুট্টোকে প্রাধান্য দেওয়া হইল।' শেখ মুজিব বলেনঃ 'এই পরিস্থিতিতে জনাব ভুট্টোর উপরই অস্ত্র ধারণ করা উচিত ছিল। কিন্তু পরিবর্তে নিরস্ত্র বাঙ্গালীর উপর অস্ত্রের আঘাত নামিয়া আসিয়াছে।'

তিনি বলেন যে, 'আজ আমার গভীর সান্তনা যে, আমি মরিয়া গেলেও ৭ কোটি মানুষ দেখিবে দেশ সত্যিকারের স্বাধীন হইয়াছে।' (৪ মার্চ ১৯৭১, আজাদ)

আজাদ, ৪ মার্চ ১৯৭১

আজাদ

THE AZAD

পল্টনের জনসমুদ্রে শেখ মুজিব ঃ শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখুন

অবিলম্বে ক্ষমতা হস্তান্তর দাবী

আজাদের এই সংবাদের পরের দিকের বর্ণনায় বলা হয়:

"বঙ্গবন্ধু শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষাকারীদের ভূমিকার সমালোচনা করিয়া বলেন, 'মেহেরবানী করিয়া আপনারা ব্যারাকে ফিরিয়া যান। আমার মানুষ শান্তিপূর্ণভাবে আন্দোলন চালাইয়া যাইবে।' তিনি বলেন গুলী করার জন্যই কি আমাদের করের পয়সায় আপনাদের অস্ত্র দেওয়া হয়। এই প্রসঙ্গে এক পর্যায়ে তিনি বলেন যে, গত মঙ্গলবার রাত্রে নিজ কানে তিনি মেশিনগানের গুলীবর্ষণের শব্দ শুনিতে পাইয়াছে।" (৪ মার্চ ১৯৭১, আজাদ)

৪ মার্চের আজাদ ও দ্য পাকিস্তান অবজারভারের আধেয় বিশ্লেষণ করলে স্পষ্ট হয়ে উঠে শেখ মুজিবুর রহমানের রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণের চিত্র। পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতি ইয়াহিয়া খান শেখ মুজিবুর রহমানকে আহ্বান জানিয়েছেন বৈঠকের জন্য। যে বৈঠকে যাওয়ার জন্য তিনি অনেক গুরুত্বপূর্ণ শর্ত আরোপ করছেন। সঙ্গে ঘোষণা দিয়েছেন আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার। সংবাদ বিশ্লেষণে দেখা যায়, শেখ মুজিবুর রহমানকে অভিহিত করা হয়েছে 'বাংলার অগ্নিপুরুষ' ও 'বরেণ্য নেতা' হিসেবে। আধেয়ের দিক বিশ্লেষণে দেখা যায়, এখানে আধেয় তৈরি হয়েছে শেখ মুজিবুর রহমানকে কেন্দ্র করেই।

৫ মার্চ ১৯৭১

আধেয় বিশ্লেষণে দেখা যায়, ৫ মার্চও সংবাদপত্রের প্রধান চরিত্র ছিলেন শেখ মুজিবুর রহমান। ৫ মার্চ দৈনিক আজাদের প্রধান শিরোনাম: 'হরতাল সম্পর্কে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের বিবৃতি', 'অফিস ও ব্যাঙ্কের সময়সূচী ঘোষণা'।

আজাদ, ৫ মার্চ ১৯৭১

আজাদ

THE AZAD

হরতাল সম্পর্কে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের বিবৃতি

অফিস ও ব্যাঙ্কের সময়সূচী ঘোষণ

কারফিউ প্রত্যাহার

ওই দিনের সংবাদপত্রের প্রধান এই সংবাদের বিবরণে বলা হয়:

"বরেণ্য নেতা বঙ্গ-বন্ধু শেখ মুজিবর রহমান [মুজিবুর] আজ হরতালের দিনগুলিতে বেতন পরিশোধসহ অপরাপর কতিপয় লেনদেনের সুবিধা বিধানের জন্য সরকারী-বেসরকারী অফিস ও ব্যাঙ্ক সমূহের নয়া সময়সূচী ঘোষণা করিয়াছেন।

তিনি এক বিবৃতিতে উক্ত সময়ে অপরাপর কতিপয় সার্ভিস সম্পর্কেও নির্দেশ জারী করেন। নিম্নে তাঁহার বিবৃতির পূর্ণ বিবরণ দেওয়া গেলঃ–

শোষণ আর ঔপনিবেশিক শাসন অব্যাহত রাখার চক্রান্তের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপনের জন্য আমরা যে আহ্বান জ্ঞাপন করিয়াছিলাম, উহাতে আবালবৃদ্ধবনিতা নির্ব্বিশেষে বাংলা দেশের জনমানুষ যে সাড়া দেন, তজ্জন্য আমি বীর জনতার প্রতি অভিনন্দন জানাই। বাংলাদেশের নিরস্ত্র জনমানুষ তথা শ্রমিক, চাষী ও ছাত্র সমাজ যে অকুতোভয় দৃঢ়তা লইয়া এমনকি বুলেটের মুখেও তাহাদের অধিকার হরণের বিরুদ্ধে বিক্ষোভমুখর হইয়াছেন, তাহা বিশ্ববাসীর জানার মত ঘটনা বটে।

আমি ক্রমাগত হরতালের মুখে যে কষ্ট তাহারা স্বীকার করিয়াছেন, যে ত্যাগ স্বীকার করিয়াছেন তজ্জন্য দৃঢ়চেতা জণগনের প্রতি অভিনন্দন জানাইতেছি। তবে তাহাদের স্মরণ রাখিতে হইবে যে, চরম ত্যাগ স্বীকার ব্যতীত কোন জাতিই মুক্তি হাসিল করিতে পারেন না। এইহেতু তাহাদের যে কোন মূল্যে মুক্তির সংগ্রাম অব্যাহত রাখার জন্য অবশ্যই প্রস্তুত থাকিতে হইবে।

আগামী ৫ই ও ৬ই মার্চ যথারীতি সকাল ৬টা হইতে বিকাল ২টা পর্য্যন্ত হরতাল চলিবে। কিন্তু নিম্নোক্তগুলির ক্ষেত্রে রেহাইয়ের সুবিধা দিতে হইবেঃ–

১। সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের যেগুলিতে কর্মচারীদের এখনও পরিশোধ হয় নাই, সেইগুলিতে শুধুমাত্র বেতন পরিশোধের জন্য বেলা আড়াইটা হইতে সাড়ে ৪টা পর্য্যন্ত কাজ চলিবে।
   * অনুর্দ্ধ ১৫ শত টাকার বেতনের চেক পরিশোধসহ আর্থিক লেনদেনের উদ্দেশ্যে কেবল বাংলাদেশের আওতাধীন ব্যাঙ্কগুলিতে উপরোক্ত সময়সূচী (২.৩০ মিঃ হইতে ৪.৩০ মিঃ) মোতাবেক কাজ চলিবে। স্টেট ব্যাঙ্কের মাধ্যমে বা অন্য কোন উপায়ে বাংলা দেশের বাহিরে কোন অর্থ প্রেরণ করা যাইবে না। স্টেট ব্যাঙ্ককে এই ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।
   * রেশনের দোকান ও খাদ্য সরবরাহ কারীরাও তাহাদের কাজ-কারবারের জন্য উপরোক্ত সুবিধা গ্রহণ করিবে।

২। নিম্নোক্তগুলি জরুরী সার্ভিস বিধায় উহাদের অব্যাহতি গেলঃ–
   ক) হাসপাতাল ও ঔষধ পত্রের দোকান,
   খ) এম্ব্যুলেন্স গাড়ী,
   গ) ডাক্তারদের গাড়ী,
   ঘ) সংবাদপত্র,
   ঙ) সংবাদপত্রের গাড়ী,
   চ) পানি সরবরাহ,
   ছ) গ্যাস সরবরাহ,
   জ) বিজলী সরবরাহ,
   ঝ) স্থানীয় টেলিফোন এবং বাংলাদেশের অন্যান্য স্থানের সহিত ট্রাঙ্ক যোগাযোগ,
   ঞ) দমকল বাহিনী,
   ট) ঝাড়ুদার ও ধাঙরদের ট্রাক।" (৫ মার্চ ১৯৭১, আজাদ)

৫ মার্চের অন্যান্য সংবাদপত্রের আধেয়তেও ছিলেন শেখ মুজিবুর রহমান। দ্য পাকিস্তান অবজারভারের শিরোনাম: Disburse salaries. আর সাব-হেড ছিল: Sheikh's directives to bank, govt. offices. এই সংবাদে বিস্তারিত বলা হয়:

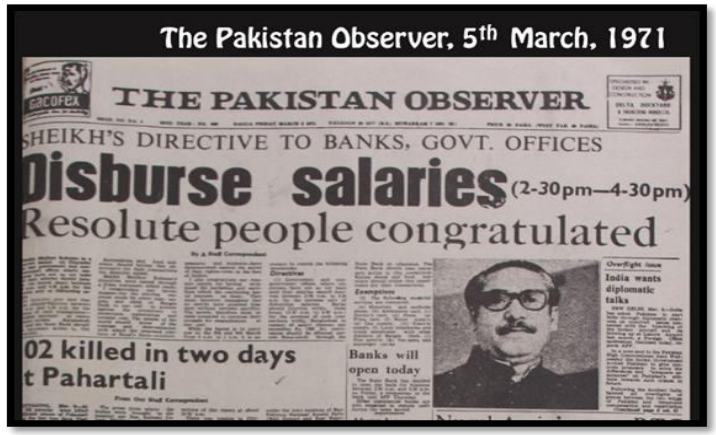
The Pakistan Observer, 5th March, 1971

THE PAKISTAN OBSERVER

SHEIKH'S DIRECTIVE TO BANKS, GOVT. OFFICES

Disburse salaries (2-30pm—4-30pm)

Resolute people congratulated

02 killed in two days
t Pahartali

Banks will open today

India wants diplomatic talks

'Sheikh Mujibur Rahman in a directive issued on Thursday said that government and non-government offices where employees have not as yet been paid their salaries should function (on hartal days) between 2.30 p.m. and 4.30 p.m. for the purpose only of disbursing salaries.

The directive also said that banks should function between 2.30 p.m. and 4.30 p.m. for the purpose of cash transactions — including payment of salary cheques — within Bangladesh only and the State Bank should take necessary action in this connection.

Rationshops and food suppliers should utilize this opportunity for their transactions the directive added.

Sheikh Mujibur Rahman's directives were issued through a Press statement which reads:

I congratulate our heroic masses — for the stirring response made by every man, woman and child of Bangla Desh to our call to protest against the conspiracy to perpetuate exploitation and colonial rule. The people of the world should know of the courage and determination with which unarmed civilians of Bangla Desh — workers, peasants and students — demonstrated against the denial of their rights — even in the face of bullets.

I also congratulate our resolute people for having withstood the hardships and sacrifices which the continuing hartal imposes on them. They must, however, remember that no people have attained freedom without extreme sacrifices. The people, therefore must remain prepared to continue their struggle for emancipation at any cost.

While the hartal is to continue on the 5th and 6th March from 6 a.m. to 2 p.m. it is necessary to extend the following exemptions.' (5th March 1971, The Pakistan Observer)

উপরের এই বর্ণনা থেকে সহজেই বুঝতে পারা যায়, ওই সময় শেখ মুজিবুর রহমান যেমন ছিলেন প্রধান সংবাদের উৎস, ঠিক তেমনই তাঁর রাজনৈতিক সিদ্ধান্তেই পরিচালিত হচ্ছিল পূর্ব পাকিস্তান তথা বাংলাদেশ। আর এই পরিচালনা যথাযথভাবে সম্পন্ন করতে আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে নানা ধরনের নির্দেশনা দেওয়া হয়। যে নির্দেশনাগুলো সংবাদপত্রগুলোয় প্রকাশিত হয়েছে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে। আর ওই সময়ের রাজনৈতিক বিবেচনায় শেখ মুজিবুর রহমানই ছিলেন কার্যত প্রধান নেতা (de facto)। আর যে কারণেই ওই সময়ে অনেক বিদেশি গণমাধ্যম শেখ মুজিবুর রহমানকে উল্লেখ করে বিকল্প প্রধান নেতা হিসেবে। যার কেন্দ্রস্থল ছিল ধানমন্ডির ৩২ নম্বর বাড়ি। যে বাড়িকে ওই সময়ের ব্রিটিশ গণমাধ্যম উল্লেখ করে ব্রিটিশ ক্ষমতার কেন্দ্রস্থল ১০ নম্বর ডাউনিং স্ট্রিট হিসেবে।

৬ মার্চ ১৯৭১

এবার আসা যাক ৬ মার্চের সংবাদপত্রে। ১৯৭১ সালের এই দিনেও সংবাদপত্রের প্রধান চরিত্র ছিলেন শেখ মুজিবুর রহমান। এ দিন দ্য পিপল ছাপে 'Mujib in Effective Control of Govt.' শিরোনামের সংবাদ। এই সংবাদের বর্ণনায় ছাপা হয় পূর্ব পাকিস্তানের প্রশাসন, শিল্পাঞ্চল থেকে শুরু করে সবকিছুতেই শেখ মুজিবুর রহমানের একক কর্তৃত্বের বর্ণনা।

দ্য পিপল, ৬ মার্চ ১৯৭১

THE PEOPLE

Mujib In Effective Control Of Govt.

Administrative And Coercive Forces Including Communication And Other Essential Sectors At His Absolute Command

Bhashani Pledges Blank Support To Any Move For Bengal's Freedom

Yahya's Broadcast Today

Stop Genocide

এই সংবাদের বিবরণে বলা হয়:

'The Awami League has been entrusted by the 75 million people of Bangla Desh with the sovereign authority to command the Governmental powers, both administrative and coercive. The powers usurped and exercised by the army and vested interest are slipping out of their grips. Since the fateful day of the First March following General Yahya Khan's declaration postponing the Constituent Assembly session, the Awami League has been exercising most of the effective powers of administration in Bangla Desh.

Guns and bullets could not suppress the clear and loud voice of freedom. The entire Governmental machinery has been immobilized throughout Bangle Desh. Instead, people are spontaneously carrying out their leader's commands. The ban on free expression has been ignored.

The radio and TV received their orders of the day from him. The vehicles moved and stopped; shops, mills and banks opened or closed on his instruction. The public and private offices closed and functioned as he directed. The State Bank came to obey his command. The effective and sustained control of the Martial Law authorities has become limited to the cantonment areas alone.

The Army can and is killing or maiming unarmed citizens, men, women and children, an act of genocide against the peace and freedom loving people of Bangla Desh by using its brute fire-power which has been procure by the wealth of toil and sweat of the very people, who are now used as the gun fodder. The army, which failed to defend Bangla Desh in time of war in 1965 and to give relief in peace-time to the distressed people after the November cyclone is now showing its 'bravery' in its genocidal act.

The army is behaving like a fish which can see its doom in the poisoned water of the alienated people. Any regime which uses its brute fire-power, as history has shown us over and again, against a dedicated people organized under a dedicated leader for emancipation from exploitation is only moving towards the suicidal path of no return.

As Henry Bergson said. 'There is no limit to the power of dedicated people with a dedicated leader; when such a leader appears, it is as if the people everywhere heard a new and mystical kind of music. Then nothing can stop their march'. The goal of self-determination has already been reached.

People have wrestled the reins of power with their bare hands. The powers of control, the administrative machinery, the coercive powers of law and order, the communication system are already in the hands of the Awami League. The people of Bangla Desh are ready to wipe out the alien forces. With the command of the leader their onward march will continue till the last vestige of repressive regime and its genocidal forces leave the sacred soil of Bangla Desh.' (6th March 1971, The People)

এই সংবাদের বিবরণ থেকে সহজেই বুঝতে পারা যায় শেখ মুজিবুর রহমান ও আওয়ামী লীগের নেতৃত্বেই চলছিল পুরো পূর্ব পাকিস্তান বা বাংলাদেশ। আন্দোলন সংগ্রামের প্রধান চরিত্র ছিলেন শেখ মুজিবুর রহমান। যে সংবাদে শেখ মুজিবুর রহমানকে উদ্ধৃত করে বলা হয়, বন্দুক-বুলেট

(Guns and bullets) কখনই মানুষের অধিকার আদায়ের কণ্ঠস্বর স্তব্ধ করতে পারবে না। এছাড়া এই প্রতিবেদনে ফরাসি দার্শনিক হেনরি লুইস বার্গসনের (Henry Bergson) বাক্য উদ্ধৃত করা হয়েছে। যাতে বলা হয়, আত্মপ্রত্যয়ী জনতা একজন আত্মপ্রত্যয়ী নেতার অধীনে যখন কোনো লক্ষ্যে এগিয়ে চলেন, তখন তাদের কেউ আটকে রাখতে পারে না। তখন চারদিকে এক ধরনের মোহনীয় সংগীত বাজতে থাকে, যাতে আচ্ছন্ন হয়ে সবাই লক্ষ্য অর্জনের আন্দোলনে যুক্ত হয়। নিঃসন্দেহে বলা যায়, এই ১৯৭১ সালের মার্চে মোহনীয় এই সংগীতের গায়ক ছিলেন শেখ মুজিবুর রহমান।

৬ই মার্চ অন্যান্য সংবাদপত্রে আন্দোলন-সংগ্রামের খবর প্রকাশের পাশাপাশি ছিল পরদিন (৭ই মার্চ) শেখ মুজিবুর রহমানের ঘোষিত সমাবেশের সংবাদও। দ্য পাকিস্তান অবজারভারের প্রধান শিরোনাম: 'Mujib Speaks at Race Course today'. এই সংবাদে শেখ মুজিবুর রহমানের সমাবেশের কথা বিস্তারিতভাবে তুলে ধরা হয়।

5-day hartal concludes

Mujib speaks at Race Course today

By A Staff Correspondent

Women's rally

break jail

Saigon troops capture

Tongi victims improving

৭ মার্চ ১৯৭১

১ মার্চ জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত করার পর শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে যে গণআন্দোলন শুরু হয়েছিল, তা দিন দিন আরও জোরদার হয়েছে। আর তার স্পষ্ট প্রতিফলন ছিল ওই সময়ের সংবাদপত্রে। উল্লেখ্য, গণআন্দোলন দমাতে ৩ মার্চ পূর্ব পাকিস্তানের সংবাদপত্রের ওপর কড়া সেন্সরশিপ আরোপ করে পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতি ইয়াহিয়া খান। কিন্তু সংবাদপত্রগুলো বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে সেই কড়া বাধা উপেক্ষা করেই সংবাদ পরিবেশন করে গেছে। যার প্রতিফলন পাওয়া যায় ৭ই মার্চের সংবাদপত্রে। আরও উল্লেখ্য, এই অসহযোগ আর গণআন্দোলনের প্রধান চরিত্র ছিলেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

৭ই মার্চ আজাদের প্রধান শিরোনাম: 'জুলুমের জিঞ্জির ভাঙ্গবোই'। যার বিস্তারিত বিবরণে বলা হয়:

> "বাংলার সাত কোটি মানুষের বুকে আজ বিসুবিয়াসের বহ্নিজ্বালা। তেতুলিয়া হইতে টেকনাফ-- বাংলার এই ৫৪ হাজার বর্গমাইল শ্যামল প্রান্তরে এখন আন্দোলনের উত্তাল তরঙ্গ! কোটি কণ্ঠ আজ একই সুরে সোচ্চারঃ- 'মোরা জুলুমের জিঞ্জির ভাঙবোই।' বাংলার বরেণ্য নেতা বঙ্গবন্ধুর ডাকে সমগ্র দেশ এখন যুথবদ্ধ। অগ্নিশপথে সমুজ্জল ১৪ কোটি মুষ্টিবদ্ধ হাত।
>
> সভায়-সমিতিতে, মিছিলে বিক্ষোভে মানুষের দৃপ্ত পদক্ষেপে স্বাধিকার আদায়ের দৃঢ় অঙ্গীকার। বাংলার প্রতিটি দিনই এখন এই অঙ্গীকারের রোজনামচায় যাহারা স্বাক্ষর অঙ্কিত করিয়াছেন, তাঁহারা হইতেছেন সমাজের প্রতিটি স্তরের সকল শ্রেণীর মানুষ। তাহারা শিল্পী, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, শিক্ষক, মায়েরা, বোনেরা এবং সর্বোপরি ছাত্র-শ্রমিক-জনতা। গতকাল শনিবার স্বাধিকার আন্দোলনের ৬ষ্ঠ দিনেও রাজধানীর রাজপথ এই সংগ্রামী মানুষের পদভারে প্রকম্পিত হইয়া উঠে। সকাল হইতে সন্ধ্যা এবং সন্ধ্যা হইতে গভীর রাত্রি পর্যন্ত চলে সভা আর মিছিল এবং মিছিল আর সভা। ইহার যেন শেষ নাই, বিরাম নাই। আর এই বিরামহীন সংগ্রামের কেন্দ্র ভূমি প্রধানতঃ শহীদ মিনার এবং তাহার পর সর্বত্র। গতকাল এই আনন্দ মিছিলে নামিয়া আসে ঢাকা সেবিকা বিদ্যালয়ের বোনেরা, মহিলা আওয়ামী লীগ, পূর্ব পাকিস্তান মহিলা পরিষদ, পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র লীগ, পূর্ব পাকিস্তান মাধ্যমিক শিক্ষক সমিতি, ঢাকা শিল্পী সমাজ, পূর্ব পাকিস্তান সাংবাদিক ইউনিয়ন, ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ওয়ালী গ্রুপ), পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন, কারিগরি বিশ্ববিদ্যালয় এবং আরও অগণন সংস্থা। এবং এই সূর্য সেনানীদের স্পর্শে রাজপথের বিদ্রোহী ধুলায় যেন আজ প্রজ্জ্বলিত শপথের মশাল।" (৭ই মার্চ ১৯৭১, আজাদ)

উপরের সংবাদের বর্ণনায় এটা স্পষ্ট যে, এ সময়ে পূর্ব পাকিস্তানের সবকিছুর নিয়ন্ত্রণ ছিল শেখ মুজিবুর রহমানের হাতে। তবে তখনকার বাস্তবতায় ৭ই মার্চের ভাষণ ছিল পূর্বনির্ধারিত (১ মার্চ ১৯৭১ ঘোষিত) গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক কর্মসূচি। তাই ওইদিনের সংবাদপত্রে এই ভাষণের নানা তথ্য ছিল সংবাদপত্রে, যা নিচে উল্লিখিত সংবাদেই দৃশ্যমান। এই ধরনের সংবাদ ছিল অনেকটা আহ্বান বা বিজ্ঞাপন ধরনের। যেমন: আজাদে প্রকাশিত এই সংবাদে দেখা যায়, এখানে শুধু ভাষণটির কথা বলা হয়েছে। শেখ মুজিবুর রহমানের ভাষণ কোথায়, কখন অনুষ্ঠিত হবে, সেই তথ্য তুলে ধরা হয়েছে। বক্স আইটেমের এই সংবাদের শিরোনাম: 'বঙ্গবন্ধুর ভাষণ'।

৮ মার্চ ১৯৭১

এই গবেষণার প্রধান উদ্দেশ্য সংবাদপত্রগুলোর ৮ই মার্চের আধেয় সম্পর্কে জানা। সেটি ছিল গবেষণার মুখ্য উদ্দেশ্য। সেই লক্ষ্যে প্রধান প্রশ্নটির প্রেক্ষাপটে পাওয়া উত্তর বা ফলাফল পরের দিকে আরও স্বতন্ত্রভাবে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

৯ মার্চ ১৯৭১

মনে রাখা প্রয়োজন, বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ নিছক কোনো রাজনৈতিক কর্মসূচি ছিল না। এই ভাষণের অন্যতম প্রধান অংশ ছিল স্বাধীনতার সুস্পষ্ট নির্দেশনা এবং রাজনৈতিক কর্মসূচি ঘোষণা। যার ভিত্তিতে আগামী দিনগুলোয় রাজনৈতিক কর্মসূচি পালিত হয়েছে। পরিচালিত হয়েছে এই পূর্ব পাকিস্তান তথা বাংলাদেশ। ৯ মার্চের সংবাদপত্রের আধেয় বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, ওইদিন দ্য পাকিস্তান অবজারভারের প্রধান শিরোনাম: 'Dacca-a city of black flags'. যার সাব-হেড: 'None to go to offices, courts, etc'. সংবাদটির শিরোনাম থেকেই স্পষ্ট বোঝা যায় শেখ মুজিবের নির্দেশনাকেন্দ্রিক সংবাদই ৯ মার্চের প্রধান আধেয়।

এই সংবাদের মূল বিবরণীতে বলা হয়:

> 'Dacca appeared to be a city of black flags on Monday. Black flags were hoisted atop all buildings, including Government offices, and vehicles in response to a call given by Sheikh Mujibur Rahman on Sunday to mourn

the death of martyrs who laid down their lives during the last few days for the realization of people's right. Meanwhile, for the first time in a week's time transports in the city piled normally.

Communication services including railways, riverways road transport and vehicular traffic in other parts of Bangladesh was also returning to normal on Monday.

Offices open today (Tuesday) after Ashura holiday. In accordance with Sheikh Mujibur Rahman's call, none will attend their offices or classes save in accordance with the provisions of exemption clauses of Sheikh Mujib's directives issued on Sunday read with Mr. Tajuddin Ahmd's clarifications issued to the press on Monday.

Dacca, which witnessed processions demonstrations public meetings and strike during the past week, remained quiet on Monday. Various sections of the people however, were engaged on the day in preparing themselves for the non-cooperation movement called by Sheikh Mujibur Rahman.

A number of organizations met on the day to chalk out their programme in keeping with the programme of action given by Sheikh Mujibur Rahman.G

Action committees were also formed in various mahallas in the city for carrying forward the struggle.' (9th March 1971, The Pakistan Observer)

এই সংবাদবিবরণী থেকে স্পষ্ট বুঝতে পারা যায়, ওই সময়ের গতিপ্রকৃতির ওপর কতটা প্রভাব বা নিয়ন্ত্রণ ছিল আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ মুজিবুর রহমানের।

এছাড়া ৯ মার্চ পূর্বদেশ যে প্রধান সংবাদ প্রকাশ করে তার শিরোনাম: ‘পূর্ণ কর্মসূচী ঘোষণা’। আরও একটি সংবাদ ছিল বেশ লক্ষণীয় ওইদিনের সংবাদপত্রে। যাতে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতিক্রিয়া প্রকাশিত হয়েছিল। বিভিন্ন দলের পক্ষ থেকে ক্ষমতা হস্তান্তর ও অচলাবস্থা নিরসনে শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে আলোচনার আহ্বান প্রকাশিত হয়। যার মধ্যে অন্যতম পিডিএফ-এর প্রধান নুরুল আমিনের আহ্বানও। একই সঙ্গে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রধান কর্তৃক শেখ মুজিবুর রহমানের ঘোষণাকে স্বাগত জানানোর সংবাদও প্রকাশিত হয়।

পূর্বদেশ ৯ই মার্চ, ১৯৭১

পূর্বদেশ

পূর্ণ কর্মসূচী ঘোষণা

বাংলা দেশের বীর জনতা অভিনন্দিত

শেখ মুজিবের ঘোষণা অভিনন্দিত

১০ মার্চ ১৯৭১

শেখ মুজিবুর রহমান ৭ই মার্চ যে ভাষণ দিয়েছিলেন তার প্রভাব বা ধারাক্রম মার্চের পরের দিনগুলোয়ও অব্যাহত ছিল। শুধু তা-ই নয়, এই ভাষণের ভিত্তিতেই যে পরবর্তী দিনগুলোর রাজনীতির গতিপ্রকৃতি নির্ধারিত হয়েছে, তা প্রতিফলিত হয়েছে ওই দিনগুলোর সংবাদপত্রে। ১৯৭১ সালের ১০ মার্চের সংবাদপত্রে ছিল সেই প্রতিফলন।

১০ মার্চ The People-এর প্রধান শিরোনাম: 'Bhashani pledges his unfettered support to Mujib'. আর এই শিরোনামের সাব-হেড: 'Ready To Launch Movement If Sheikh's Demands Not Met'. এই সংবাদের বিস্তারিত বিবরণে বলা হয়:

"In a largely attended public meeting held at Paltan Maidan yesterday Moulana Abdul Hamid Khan Bhashani, the NAP Chief, pledged complete support to Sheikh Mujibur Rahman's demands pronounced at the Race Course on March 7.

Moulana Bhashani declared that he would launch a direct-action movement together with Sheikh Mujibur Rahman, if the 'Independence' of Bangla Desh is not recognized by President Yahya Khan March 25. Moulana Bhashani said that it was in the interest of the people of West Pakistan that President Yahya should recognize the 'independence' of Bangla Desh so that Trade and Commerce between independent Bangla

Desh and West Pakistan could continue. The Moulana said: The British Government had realized the necessity of granting independence to Indo-Pak Sub-Continent, in case he is reluctant to read the world history.

Quoting various events from History the Moulana said, 'The British Imperialists had opened fire on the innocent crowd at Jalianwala Bagh, As a result they had to meet their downfall.

The Muslim League government in 1952 had opened fire to suppress the Bengali Language Movement. Instead they had a crushing defeat, which had completely wiped them off.

Ayub Khan also made the same blunder. He wanted to rule by bullets, but bullets could not help him to remain in power.'

Continuing the Moulana said that no Government could stay in power with the help of Bullets. The government which had resorted to guns to stay in power, had fallen down and met their deaths.

He observed that by operating fire on the innocent and unarmed people of Bagnla Desh, President Yahya has invited his own downfall.

Moulana Bhashani said that he did not believe in non-violent movements.

He observed that even the Almighty Allah does not love the oppressors. The Moulana regretted that the Army which could not take over Kashmir were engaged in killing innocent and unarmed people of Bangla Desh on the streets.

দ্য পিপল, ১০ মার্চ ১৯৭১

THE PEOPLE

Meeting At Paltan

BHASHANI PLEDGES HIS UNFETTERED SUPPORT TO MUJIB

Ready To Launch Movement If Sheikh's Demands Not Met

Paltan Resolutions

Yahya Coming

Curfew Reimposed At Rajshahi

Mujib's Demand Legitimate

Accusing President Yahya for not keeping his words the Moulana said, 'You (President) had convened the National Assembly to meet and

you had adjourned the session by showing such reasons which would not be shown even by a Pan Shop keeper.

Thus, you are responsible for breaking your own law'

He further said that all the promises transfer of power were only tales, which would not be materialized as President Yahya has observed that he would not bother for majority, but many not authenticate the constitution as he had issued the Legal Framework Order, Moulana Bhashani remarked that the time for keeping Pakistan one and united was over. Integrated Pakistan would not and shall not stay. If it did then it would do harm to both the wings as germs of Tuberculosis ultimately affects both the lungs.

Moulana Bhashani declared, seventy million of Bengalees could not be suppressed by guns.

In order to check the rising of prices of all essential commodities and to adopt precautionary measures for facing famine, Moulana Bhashani asked the people to form All Party Action Committee in the villages.

He further asked the people to be united and to forget the differences between various sections of people.

Moulana urged upon the people to be alert so that not a single paisa was sent to West Pakistan.

He Observed that it was very difficult to preserve independence than to acquire it. To preserve independence the people should be united." (10th March 1971, The People)

শেখ মুজিবুর রহমানের ভাষণকেন্দ্রিক এই রাজনৈতিক আবর্তের সংবাদ অন্য সংবাদপত্রগুলোয়ও প্রকাশিত হতে থাকে। এখানে উল্লেখ্য, প্রধান শিরোনাম শেখ মুজিবুর রহমানের নির্দেশ, নির্দেশনা বা কর্মসূচি না হলেও তাঁর অবস্থান বা বক্তব্যকেন্দ্রিক সংবাদ বা ঘটনাপ্রবাই ছিল সংবাদের প্রধান আধেয়। যার প্রতিফলন দেখা যায় আজাদের ১০ মার্চ সংখ্যায়। ওইদিন আজাদের প্রধান শিরোনাম: ‘মুজিবের সহিত একযোগে মুক্তি সংগ্রাম করিব’। যে সংবাদের বিস্তারিত বর্ণনায় লেখা হয়:

“বাংলার মজলুম জননেতা মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী গতকাল মঙ্গলবার ঘোষণা করেন, ‘বর্তমান সরকার যদি আগামী ২৩শে মার্চের মধ্যে আপোষে পূর্ব বাংলার স্বাধীনতা না দেয়, তাহা হইলে ১৯৫২ সালের মত শেখ মুজিবর [মুজিবুর] রহমানের সহিত একযোগে বাংলার মুক্তি সংগ্রাম শুরু করিবেন।’ মজলুম জননেতা জনসমুদ্রকে উদ্দেশ্য করিয়া শেখ মুজিবর রহমানে প্রতি পূর্ণ আস্থা রাখার আহ্বান জানান এবং বলেন যে, শেখ মুজিব বাংলার মুক্তির সংগ্রামে বিশ্বাসঘাতকতা করিতেই পারে না। তিনি বলেন, ‘পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হওয়া অপেক্ষা বাংলার নায়ক হওয়া অনেক গৌরবের।’

‘স্বাধীন বাংলা আন্দোলন সমন্বয় কমিটি’র উদ্যোগে ঐতিহাসিক পল্টন ময়দানে অনুষ্ঠিত বিশাল জনসভায় মওলানা ভাসানী সভাপতির ভাষণ দিতেছিলেন। সভায় বাংলার স্বাধিকার আন্দোলনের প্রতি একাত্মতা ঘোষণা

করিয়া জাতীয় লীগ প্রধান জনাব আতাউর রহমান খানও বক্তৃতা দেন। মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী বলেন, 'ভাসানীকে তোমরা নয়নমনি আর চোখের মনি যাহাই বল না কেন, এবার আপোষের পথে পা বাড়াইলে রান আর আস্ত থাকিবে না। একইভাবে শেখ মুজিবকেও বঙ্গবন্ধু আর যাই বল– সেও আপোষ করিলে জনতা ক্ষমা করিবে না।' তিনি দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে ঘোষণা করেন, 'আপোষের আলোচনার পথ চিরদিনের জন্য বন্ধ হইয়া গিয়াছে। সাতকোটি বাঙ্গালীর মুক্তির দাবীকে কোন শক্তি বলেই আর দাবাইয়া রাখা যাইবে না।'

পশ্চিম পাকিস্তানীদের উদ্দেশ্যে মওলানা ভাসানী বলেন, 'তাই আমি বলি– তোমরা তোমাদের লইয়া শান্তিতে থাক: আমরা আমাদের লইয়া শান্তিতে থাকি। লাকুম দ্বীনুকুম ওয়ালিয়া দ্বীন।' প্রবীণ জননেতা স্বাধীনতাকামী জনতার উপর নির্বিচারে গুলীবর্ষণের জন্য সেনাবাহিনীকে উদ্দেশ্য করিয়া বলেন, 'তোমরা আমার মা-বোন-ভাই-সন্তানকে গুলী করিয়া হত্যা করিয়াছ। ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, রংপুরে বহু মাতা সন্তান হারাইয়া পাগল হইয়া গিয়াছে। আজ সন্তানহারা বাংলার জননী কাঁদিয়া ফিরিতেছে।'

তিনি বলেন, 'নিরপরাধ মানুষের উপর গুলী চালাইয়া কিংবা গণহত্যা করিয়া কোন দিন কোন সরকার টিকিয়া থাকিতে পারে নাই। তাই বর্তমান সরকারের পতনও অনিবার্য।' এই প্রসঙ্গে প্রবীন জননেতা বর্তমান সরকারকে পাক-ভারতের অতীত ইতিহাস হইতে পাঠ গ্রহণের আহ্বান জানান। মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে ঘোষণা করেন, 'যাহারা আমার মা-বোন-ভাই ও সন্তানকে হত্যা করিয়াছে, তাহাদের জন্য খাদ্যসহ দেশে উৎপাদিত সকল নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য সরবারহ বন্ধ করিয়া দেওয়া হইবে।' তিনি বলেন, 'পূর্ব বাংলাকে শাসন করিবার ক্ষমতা বর্ত্তমান সরকারের আর নাই।' এই প্রসঙ্গে মওলানা ভাসানী বলেন, 'আজ হইতে ১৩ বৎসর পূর্বে কাগমারী সম্মেলনে আমি বাংলার এই দুরবস্থার কথা চিন্তা করিয়াই পশ্চিম পাকিস্তানকে 'আসসালামু আলাইকুম' জানাইয়াছিলাম। আজ ১৩ বৎসর পর বাংলার মানুষ আমার কথা কবুল করিয়াছে দেখিয়া তাহাদের আমি মোবারকবাদ জানাইতেছি।'

তিনি বলেন, আমি গান্ধীর অহিংস নীতিতে বিশ্বাসী নই। ইসলাম আমাকে সেই শিক্ষা দেয় নাই– আঘাত আসিলে তাহার সমুচিত পাল্টা আঘাত হানিতেই হইবে। মওলানা ভাসানী অহিংস অসহযোগ আন্দোলন পরিত্যাগের জন্য শেখ মুজিবর রহমানের প্রতিে আহ্বান জানান।

তিনি বাংলার স্বাধীনতা অর্জন ও রক্ষার জন্য সকল ভেদাভেদ ভুলিয়া ঐক্যবদ্ধভাবে সংগ্রাম পরিষদ গঠনের জন্য সাত কোটি বাংগালীর প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানান। ...

মওলানা ভাসানী বাঙ্গালী-বিহারী দাঙ্গা কিংবা অন্য কোন ধরনের হাঙ্গামা সৃষ্টি না করার জন্য সর্বাত্মক ব্যবস্থা গ্রহণের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন এবং আগুন জ্বালাইয়া স্বদেশের সম্পদ যাহাতে ধ্বংসপ্রাপ্ত না হয়, তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখার আহ্বান জানান।

আজাদ, ১০ মার্চ ১৯৭১

আজাদ
THE AZAD

পল্টনের জনসমুদ্রে মওলানা ভাসানীর ঐতিহাসিক ঘোষণা

মুজিবের সহিত একযোগে মুক্তি সংগ্রাম করিব

'স্বাধীন বাংলা আন্দোলন সমন্বয় কমিটি'র উদ্যোগে গতকাল মঙ্গলবার বিকালে পল্টনের ঐতিহাসিক জনসভায় বাংলার স্বাধিকার আন্দোলনকে দমন করার উদ্দেশ্যে দেশের মাটিতে যাহাতে কোন বিদেশী সৈন্য অবতরণ করিতে না পরে, তাহার জন্য চট্টগ্রাম ও চালনা বন্দরের উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখার উদ্দেশ্যে সংগ্রামী দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানান হয়। মজলুম জননেতা মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই জনসভায় ঐতিহাসিক প্রস্তাব পাঠ করেন ভাসানী ন্যাপের সাধারণ সম্পাদক জনাব মশিউর রহমান। প্রস্তাবে 'বিপ্লবী মার্চ আন্দোলনে' অংশ গ্রহণকারী নিরস্ত্র ও নিরপরাধ জনগণের উপর নির্বিচারে গুলী চালাইয়া যাহারা ব্যাপক গণহত্যা করিয়াছে, তাহাদের জন্য খাদ্যসহ নিত্য-প্রয়োজনীয় দ্রব্য সরবরাহ সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করার উদ্দেশ্যে দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানানো হইয়াছে।

এক প্রস্তাবে পূর্ব বাংলার মুক্তি অর্জনের উদ্দেশ্যে প্রতিটি শহর-বন্দর-গ্রামে দলমত নির্বিশেষে সর্বদলীয় ভিত্তিতে সংগ্রাম পরিষদ গঠনের জন্য সাতকোটি বাঙ্গালীর প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানান হয়। অপর প্রস্তাবে এই মুক্তি অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত সকল প্রকার খাজনা ও কর আদায় বন্ধ রাখার জন্য শেখ মুজিবর রহমান যে আহ্বান জানান, তাহার প্রতি পূর্ণ সমর্থন জ্ঞাপন করিয়া এই আহ্বানকে কার্যকরী করার ব্যবস্থা গ্রহণের উপর সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়। প্রস্তাবে মার্চ আন্দোলনের নিরস্ত্র জনতার উপর পশ্চিমা শাসক-শোষক শ্রেণীর আজ্ঞাবহ সেনাবাহিনীর নির্বিচার গুলী বর্ষণের কঠোর নিন্দা জ্ঞাপন এবং গুলীতে নিহত বা আহত ব্যক্তিদের পরিবারবর্গকে যথোপযুক্ত ক্ষতিপূরণের দাবী করা হয়। সভায় বিপ্লবী মার্চ আন্দোলনের শহীদদের আত্মার মাগফেরৎ কামনা করিয়া দেশের সর্বত্র গায়েবানা জানাজা আদায়ের আহ্বান জানান হয়।

বিগত ৯ই জানুয়ারী অনুষ্ঠিত সন্তোষ সম্মেলন ও ১০ই জানুয়ারী পল্টন ময়দানে আয়োজিত জনসভায় পূর্ব বাংলার স্বাধিকারের উপর যে প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়, উহার প্রতি দ্ব্যর্থহীন সমর্থণ ঘোষণা করিয়া প্রস্তাব নেওয়া হয়।" (১০ মার্চ ১৯৭১, আজাদ)

মার্চের উত্তাল সেই দিনগুলোর ধারাবাহিক নানা কর্মসূচির মধ্যে ৯ মার্চ পল্টনে সমাবেশ করেন মওলানা ভাসানী। এই সমাবেশটি ছিল বেশ গুরুত্বপূর্ণ। কারণ বর্ষীয়ান মওলানা ভাসানীর সারাদেশে বেশ গ্রহণযোগ্যতা ছিল। তিনি তখনও বাংলাদেশের রাজনীতিতে একজন প্রভাবশালী মুরুব্বি। যিনি মজলুম জননেতা নামে পরিচিত ছিলেন। 'স্বাধীন বাংলা আন্দোলন সমন্বয় কমিটি'র উদ্যোগে আয়োজিত এই সমাবেশে আতাউর রহমান খানও বক্তব্য রাখেন। তবে এই সমাবেশের যে সংবাদ প্রকাশিত হয় তার মূল ভরকেন্দ্র ছিলেন শেখ মুজিবুর রহমান। কারণ মওলানা ভাসানী এই সমাবেশে দ্ব্যর্থহীনভাবে বলেছেন শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে আন্দোলন করার কথা।

১১ মার্চ ১৯৭১

১১ মার্চ অসহযোগ আন্দোলনের আরও একটি উত্তাল দিন। এদিনের সংবাদপত্রের প্রধান চরিত্র ছিলেন শেখ মুজিবুর রহমান। অত্যন্ত যৌক্তিক ও কার্যকরভাবেই শেখ মুজিবুর রহমানের বিবৃতিকে গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশ করেছিল ওইদিন প্রকাশিত সংবাদপত্রগুলো। ১১ মার্চ আজাদের প্রধান শিরোনাম 'জনগণ শেষ পর্যন্ত সংগ্রাম করিবে'। এই সংবাদের বিস্তারিত বিবরণীতে বলা হয়:

> 'বাংলা দেশে জনগণের ইচ্ছাই চূড়ান্ত। ... বাংলা দেশের জনগণ তাহাদের মুক্তির লক্ষ্য অর্জনের নিমিত্ত এবং একটি স্বাধীন দেশে স্বাধীন নাগরিক হিসাবে বসবাসের অধিকার অর্জনের জন্য শেষ পর্যন্ত সংগ্রাম করিবে এবং সর্বপ্রকার ত্যাগ স্বীকার করিবে।'

আজাদ, ১১ মার্চ ১৯৭১

আজাদ

THE AZAD

৫৫৪

বাংলাদেশে জনগণের ইচ্ছাই চূড়ান্তঃ মুজিব

জনগণ শেষ পর্যন্ত সংগ্রাম করিবে

প্রদেশের অসহযোগ আন্দোলন

সৈন্যদের খাদ্য সরবরাহ বাধা প্রদান চলিবে না

নিখিল আলোচনাসভা ও সাহিত্য-সঙ্গীতানুষ্ঠান

গতকাল বুধবার আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান এক বিবৃতিতে উপরোক্ত দৃঢ় অভিমত ব্যক্ত করেন। শেখ মুজিবর রহমান তাঁহার বিবৃতিতে বলেনঃ বাংলা দেশে জনগণের ইচ্ছাই চূড়ান্তরূপে কাজ করতেছে। সেক্রেটারীয়েট, সরকারী ও আধাসরকারী সংস্থা, আদালত, রেলওয়ে বন্দর সহ সকল সরকারী অফিস বাংলা দেশের জনগণের নামে প্রদত্ত আমরাদের নির্দেশ মানিয়া চলিতেছি। তবুও বেপরোয়া গণবিরোধী শক্তিসমূহ মরিয়া হইয়া তাহাদের কার্য্যকলাপ চালাইয়া যাইতেছে। সামরিক শক্তিবৃদ্ধি অব্যাহত আছে, হররোজ পশ্চিম পাকিস্তান হইতে সৈন্য ও অস্ত্রাশস্ত্র আনা হইতেছে। রংপুর রাজশাহীতে সান্ধ্য আইন এখনও বলবৎ আছে। ক্ষমতাসীন চক্র হত্যানুষ্ঠান চালানোর জন্য এইসব শক্তি বর্ধিত করিয়াই কেবল সন্তুষ্ট নহে, তাহারা বাংলা দেশের অর্থনীতি পঙ্গু করিয়া দেওয়ার চক্রান্তে লিপ্ত রহিয়াছে। এই দুরভিসন্ধির লক্ষ্য জনগণের অর্থনৈতিক দুরবস্থা সঙ্গীন করিয়া তোলা। অথচ গত ২৩ বছরের ঔপনিবেশিক শোষণে এমনিতেই অবস্থা পীড়াদায়ক হইয়া আছে।

দেশে এক ত্রাশের রাজত্ব সৃষ্টি হওয়ার ফলে বিদেশী বিশেষজ্ঞ দলকে বাংলা দেশ ত্যাগের নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্যে দেশে এক জরুরী অবস্থা সৃষ্টি করিয়া রাখার চেষ্টা করা হইতেছে এবং তাহার ফলে এই সময়ের সর্বপ্রকার উন্নয়নমূলক কাজ এমনকি বাত্যা বিধ্বস্ত এলাকার সাহায্য ও পুনর্বাসনের কাজও বন্ধ হইয়া পড়িয়াছে।

বার বার দাবী করা সত্ত্বেও বাত্যাদুর্গতদের সাহায্যের জন্য মুক্ত হস্তে যে দান আসিয়া পৌছিয়াছে, এ পর্য্যন্ত তাহার কোন হিসাব প্রকাশ করা হয় নাই।

আজ জাতিসঙ্ঘের সেক্রেটারী জেনারেল উথান্ট জাতিসঙ্ঘের কর্মচারীদের স্থানান্তরের ক্ষমতা দিয়াছেন। ইহা দ্বারাই জাতিসঙ্ঘ সেনা বাহিনীর হাতে বাংলা দেশে বসবাসকারীদের ধন-প্রাণ নিরাপদ নহে বলিয়া স্বীকৃতি দিয়াছে।

কিন্তু তাহার অনুধাবন করা উচিত যে, কেবল মাত্র জাতিসঙ্ঘের কর্মচারীদের স্থানান্তরের মধ্যেই তাহার দায়িত্ব সীমাবদ্ধ নহে, উপরন্তু বর্ত্তমানের এই হুমকি এবং জাতিসঙ্ঘের সঙ্গে যে মৌলিক মানবাধিকারের নিশ্চয়তা দেওয়া হইয়াছে, বাংলা দেশের ৭ কোটি মানুষকে তাহা হইতেও বঞ্চিত করা হইতেছে।

স্বাধীন দেশের স্বাধীন নাগরিক হিসাবে বাঁচিয়া থাকার এবং তাহাদের উদ্দেশ্য হাসেলের জন্য শেষ পর্যন্ত সংগ্রাম করার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। বাংলার মানুষের এই দৃঢ় মনোবল বিশ্বের স্বাধীনতা প্রিয় জনগণকে অনুপ্রেরণা যোগাইবে।

বাংলার মানুষ জানে যে, ইতিহাস তাহাদের স্বপক্ষে। দুনিয়ার কোন শক্তিই কোন অস্ত্রের সাহায্যে তাহাদের চূড়ান্ত বিজয় রোধ করিতে পারিবে না।'
(১১ মার্চ ১৯৭১, আজাদ)

এদিন অন্যান্য সংবাদপত্রেও একই ধরনের সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে। দৈনিক সংবাদ-এর শিরোনাম: 'মুক্তি অর্জনে বাংলার মানুষ অটল থাকিবে: মুজিব'।

সংবাদ ১১ই মার্চ, ১৯৭১

সংবাদ

মুক্তি অর্জনে বাংলার মানুষ অটল থাকিবে: মুজিব

অসহযোগ চলছেই

১২ মার্চ ১৯৭১

১ মার্চ জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত হওয়ার পর থেকেই পূর্ব পাকিস্তান তথা বাংলাদেশ পরিচালিত হয়েছে শেখ মুজিবুর রহমান তথা আওয়ামী লীগের নির্দেশে। বিভিন্ন সময় বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে প্রশাসন নয়, আওয়ামী লীগের শীর্ষ নেতৃত্বের মাধ্যমে। সাবেক ছাত্রনেতা ও গবেষক মহিউদ্দিন আহমদ উল্লেখ করেছেন, ওই সময় অনেক সমস্যা সমাধানের জন্য মানুষ আসত আওয়ামী লীগের নেতা ও শীর্ষ ছাত্রনেতাদের কাছে। ১ মার্চের পর দিন যতই গড়িয়েছে, এই প্রবণতা ততই বেড়েছে। যার প্রতিফলন দেখা যায় সংবাদপত্রের পাতায়। ১২ মার্চ প্রকাশিত সংবাদপত্রে ছিল দেশ পরিচালনার ক্ষেত্রে আওয়ামী লীগে নির্দেশনাসমূহ। শেখ মুজিবুর রহমানের আওয়ামী লীগের পক্ষে যেগুলো জারি করেন দলের সাধারণ সম্পাদক তাজউদ্দীন আহমদ। এই নির্দেশনায় (Directives) ছিল কীভাবে পরিচালিত হবে ব্যাংক-বিমা, আর্থিক প্রতিষ্ঠান, কলকারখানা এমনকি কৃষিব্যবস্থা। নির্দেশনা ছিল আনসার বাহিনীর সদস্য, পুলিশ ও কারারক্ষীদের জন্যও। সেই খবরগুলো বিস্তারিত এসেছে সংবাদপত্রের পাতায়।

১২ মার্চ The People সংবাদপত্রের প্রধান শিরোনাম: 'Struggle Must Continue'. যার সাব-হেডলাইন: 'Rigorous Discipline In Economic Activities Imperative'. আর পুরো সংবাদটি প্রকাশিত হয়েছিল তাজউদ্দীন আহমদের বরাত দিয়ে। যে সংবাদে বিস্তারি বলা হয়:

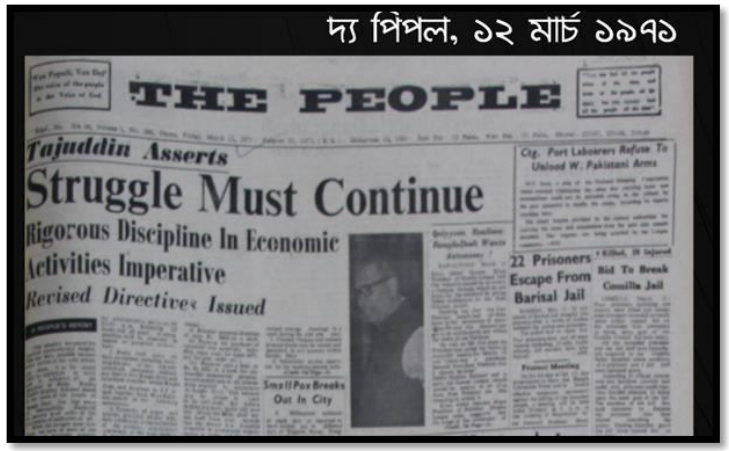
দ্য পিপল, ১২ মার্চ ১৯৭১

THE PEOPLE

Tajuddin Asserts

Struggle Must Continue

Rigorous Discipline In Economic Activities Imperative

Revised Directives Issued

'The people's movement has attained unprecedented heights. This has been possible because every person in his own sphere has taken it as his sacred duty to implement in spirit and in substance, all the directives of Banga Bandhu Sheikh Mujibur Rahman issued in the name of the people of Bangla Desh. The high sense of responsibility displayed by persons in all walks of life is a source of inspiration to all.

While the struggle must continue, we have to exert all our energies to maximize production and to keep our economy in full gear. We are determined to foil the conspiracy of the vested interests and the anti-people forces to destroy our economy and to inflict suffering on our hungry masses. In order to do so, our people must be prepared to give of their best in all spheres of production. They must at the same time be prepared to bear a high degree of austerity. All those engaged in economic activities to rigorous discipline in every respect for the victory of the people's cause.

Keeping the above objectives in view, the following further exemptions and clarifications are being issued:

BANKS: In super session of all previous exemptions and clarifications relating to Banks, it is provided as follows:

1. Banks shall remain open for banking operations from 9 a.m. to 12 noon and for administrative purposes till 4 p.m. (with the usual recess periods), but on Friday and Saturday banks shall remain open for banking operations from 9 a.m. to 11 a.m. and for administrative purposes till 12.30 p.m. Balancing of books and all usual working practices shall be observed in respect of permitted transactions.
2. Banks shall carry on their operations, including receiving deposits of any amount inter-bank clearances without any limit within

Bangla Desh and inter-bank transfers within Bangla Desh, and drawings by T.T. or mail transfers from West Pakistan, subject to the following restrictions:

i) Payments of wages and salaries, provided all pay bills, duty certified by a representative of the workers organization concerned, or the wage register, is presented along with the cheque:
ii) Bonafide personal drawings of upto Rs. 100/- in a week.
iii) Payment for purchases of industrial raw materials, including sugar cans for sugar mills, jute for jute mills etc.
iv) Payment upto a limit of Rs. 10,000/- in a week for any bonafide commercial purpose, including purchase of all commodities required by consumers in Bangla Desh. This amount may be drawn in cash or by cash draft. But before making payments under (iii) and (iv) above, the Bank shall satisfy itself from past records that the drawer is a bonafide industrial or commercial organization or trader and the amount being drawn is not in excess of his normal average drawings in a week during the past one year.

3. Crossed cheques and crossed demand drafts may be issued and deposited in any account within Bangla Desh.
4. Teleprinter service operated by the banking system within Bangla Desh shall resume operation.
5. The National Bank of Pakistan shall continue its T.T. rediscounting function throughout Bangla Desh in order to enable other banks to meet their demands.
6. Foreign travelers' cheques may be encased by any authorized dealer.
7. Diplomats my freely operate their accounts, and foreign nationals may operate their foreign exchange accounts.
8. There shall be no operation of lockers.
9. No remittances shall be affected outside Bangla Desh either through the State Bank.

STATE BANK, shall observe the same banking and office hours as other banks and shall remain open for the purpose of taking all necessary steps for the smooth functioning of the banking system in Bangla Desh within the framework of the restrictions defined above, 'P' forms may be sanctioned.

AGRICULTURAL ACTIVITIES:

1. Procurement, movement and distribution of paddy and jute seeds, fertilizer and pesticide shall continue and agricultural farms and the Rice Research Institute and all its projects shall function.
2. Movement, distribution, folding and operation of power pumps and other mechanized implements and equipment along with the necessary supply of oil, fuel, tools and plants shall continue.
3. Sinking and operation of tubewells and other irrigation systems including canal operation shall continue.
4. Operation of agricultural credit by the East Pakistan Cooperative Bank, Central Cooperative Banks and their affiliated agencies and the Thana Central Cooperative Association shall continue.
5. Distribution of interest free loan in the cyclone affected areas and other essential credit to the farmers by the Agricultural Development Bank of Pakistan and other banks, shall not be affected.

FLOOD CONTROL AND TOWN PROTECTION:
The execution of flood control, town protection and Water Development Workers of EPWAPDA and other agencies including operation and repair of dregeers and mechanical equipment, clearance and movement of materials and connected urgent works may be carried on.
PORTS (INCLUDING INLAND PORSTS):
Port authorities shall function in all respects, including pilotage but only such sections of office of the port authorities shall function as are necessary for smooth handling of incoming and outgoing ships except that no cooperation shall be extended for mobilization of forces or materials which may be utilized for repression against the people.
EPIDC FACTORIES: All APDC factories shall function and shall endeavor to maximize production. Sections of EPIDC required for financing and purchases necessary for running the factories shall function.
RELIEF AND REHABILITATIN: All relief, rehabilitation and reconstruction work shall function in the cyclone-ravaged areas, including embankment works and development work in those areas.
DEVELOPMENT WORK IN RURAL AREAS: shall function. Day labourers engaged in development work shall continue to receive payments due to them for work done.
PAYMENT OF WAGES: Employees and workers of Government and Semi-Government institutions who are paid on a daily, weekly or fortnightly basis shall be paid their wages and salaries as and when it becomes due. Flood relief advances already sanctioned and arrear salaries shall be paid to all Government and Semi-Government offices concerned shall function for the purpose of disbursing salaries.
PRIMARY SCHOOL TEACHER: shall be given timely payment of their salaries and necessary sections of offices shall function.
A.G. (E.P.): A skeleton staff shall function for payment of pay bills, and for the purpose of the transactions authorized by the directives issued today and previously.
JAILS: Jail warders and jail office shall function.
ANSARS: Shall continue to discharge their duties.
ELECTRECITY AND WATER SUPPLY: Section necessary for repair and maintenance shall function.' (12th March 1971, The People.)

১২ মার্চ শুধু দ্য পিপল'ই নয়, অন্যান্য সংবাদপত্রের ছিল একই ধরনের কাভারেজ। সব সংবাদপত্রেই ছাপা হয়েছে দেশ পরিচালনার শেখ মুজিবুর রহমানের আওয়ামী লীগের নানা ধরনের নির্দেশনা (Directives)। ১২ মার্চ পূর্বদেশ-এর শিরোনাম ছিল 'জনগণের ইচ্ছাই চূড়ান্ত'। সাথে দুইটি ছবি। একটিতে আন্দোলন সংগ্রামের চিত্র, অন্যটিতে রাজনৈতিক সভামঞ্চে শেখ মুজিবুর রহমানের ঘোষণার প্রতিকৃতি।

পূর্বদেশ ১১ই মার্চ, ১৯৭১

পূর্বদেশ

জনগনের ইচ্ছাই চূড়ান্ত

পশ্চিমাঞ্চলের নেতাদের নীতিগত সমর্থন

ক্ষমতাসীন কংগ্রেস এগিয়ে রয়েছে

১৩ মার্চ ১৯৭১

১৩ মার্চের সংবাদপত্রেও ছিল শেখ মুজিবুর রহমানের আওয়ামী লীগ কর্তৃক অসহযোগ আন্দোলনের ধারাবাহিকতার খবরাখবর। যার প্রতিফলন পাওয়া যায় ওই সময়ের সংবাদপত্রে। The Pakistan Observer-এর ১৩ মার্চের প্রধান শিরোনাম: 'Lift Martial Law, transfer power'. যার সাব-হেড: 'W. Pak leaders, journalists support Mujib's call'. এই সংবাদের বিস্তারিত বিবরণে বলা হয়:

> 'Prominent intellectuals, journalists, political, social and cultural and trade union and student body workers have called for an immediate transfer of power to the elected representatives of the people, repots PPI.
>
> In a joint statement issued here they expressed grave concern over the political situation obtaining in the country. They were of the opinion that the country was passing through such a crisis which was likely to disintegrate if an earnest endeavor to resolve it in a positive manner was not without further delay.

The Pakistan Observer, 13th March, 1971

THE PAKISTAN OBSERVER

W. Pak leaders, journalists support Mujib's call

Lift Martial Law, transfer power

Provincial governments soon ?

Demirel resign under military pressure

Indira 19 short of two-thirds majority

Gold transfer to W. Wing feared

Pakistan Day ceremonies cancelled

Karachi Stock Market nervous

Crackers blast at Adamjee Court

UN officials evacuating families

US food ship diverted to Karachi ?

27 escape from Bogra jail

> They appealed to all democratic political organizations of the people and other elements and individuals to rise above limited group politics and try to restore a calm atmosphere conductive to mutual understanding. These elements should play decisive role in establishing a democratic government, the said.
>
> They were of the considered opinion that under present circumstances the dream of people's sovereignty and restoration of democracy could not materialize without accepting the demands for the transfer power after ending the Martial Law.
>
> They felt that by remaining peaceful the East Pakistan people had given a practical proof of the fact they stood for national solidarity and integrity like their compatriots from the west wing.
>
> The signatories to the statement include Malik Hamid Sarfaraz, General Secretary, Punjab Awami League, Mirza Muhammad Ibrahim, President, Railway Workers' Union, Professor Eric Cyprian, Mr. Abdullah Malik, Mr. I.A. Rahman, Mr. Hamid Akhtar and Mr. Nisar Ushani, senior Journalists, and other leaders representing cross section of the people. (13th March 1971, The Pakistan Observer)

একই ধরনের ট্রিমমেন্ট অন্যান্য সংবাদপত্রেও। দৈনিক পাকিস্তানের প্রধান শিরোনাম: 'অসহযোগ আন্দোলন: সিএসপিদের সমর্থন'।

দৈনিক পাকিস্তান ১৩ই মার্চ, ১৯৭১

দৈনিক পাকিস্তান

ভারতীয় নির্বাচন

অসহযোগ আন্দোলন সিএসপিদের সমর্থন

১৪ মার্চ ১৯৭১

১৯৭১ সালের ১৪ মার্চও অব্যাহত অসহযোগ আন্দোলনের ধারা। যার প্রতিফলন সংবাদপত্রের পাতায়। The People পত্রিকায় ১৪ মার্চ ছাপা হয় 'No intimidation can subdue Bengalees' শিরোনামের সংবাদ। যার সাব-হেড: 'Martial Law Authority Should Wake Up To Reality'. এই সংবাদেবর বিস্তারিত বিবরণে বলা হয়:

> "Sheikh Mujibur Rahman, the Awami League Chief, declared in Dacca last night that the Bengalees would not submit to any measure of intimidation.

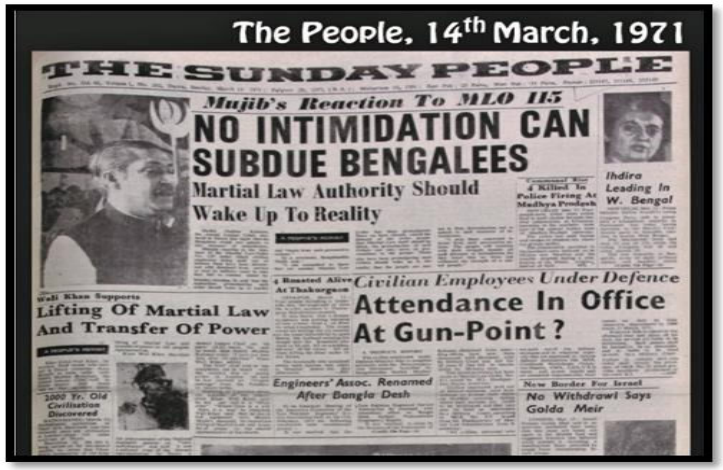
The People, 14th March, 1971

THE SUNDAY PEOPLE

Mujib's Reaction To MLO 115

NO INTIMIDATION CAN SUBDUE BENGALEES

Martial Law Authority Should Wake Up To Reality

Civilian Employees Under Defence

Attendance In Office At Gun-Point?

Lifting Of Martial Law And Transfer Of Power

> Sharply reacting to the issuance of the Martial Law Order No. 115 under which civilian employees being paid out of defense fund have been threatened with dismissal from service or trial by military court in case they fail to resume duties by Monday morning, he said that the Authorities promulgating such order should wake up to reality and 'desist from such provocative actions.' In a statement, Bangabandhu Mujib said:
>
> 'I am astonished to learn that yet another Martial Law Order has been promulgated. Since we have already voiced the demand of the entire people that Martial Law itself should be lifted, the promulgation of such Orders can only serve as provocations to the people. Those who have been promulgating such Orders should wake up to the reality that the people are united in their determination not to submit to such measures of intimidation.'
>
> 'I urge those concerned to desist from such provocative actions. The people will continue with their struggle despite all such attempts at intimidation, for they know that no force can withstand the strength of a united people." (14th March 1971, The People)

১৯৭১ সালের ১৪ মার্চ অন্যান্য সংবাদপত্রেও এই ধারাবাহিকতা অব্যাহত ছিল। এদিন সংবাদের প্রধান শিরোনাম: 'মুজিবের দাবীর সহিত সম্পূর্ণ একমত: ওয়ালী'। আর দ্বিতীয় প্রধান শিরোনাম: 'এই ধরনের নির্দেশ উস্কানিমূলক: মুজিব'।

সংবাদ ১৪ই মার্চ,১৯৭১

সংবাদ

মুজিবের দাবীর সহিত সম্পূর্ণ একমতঃ ওয়ালী

কারণ কি?

এই ধরনের নির্দেশ উস্কানিমূলকঃ মুজিব

কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি ও মূল্য বৃদ্ধি করবেন না

৫.১.২ অসহযোগ আন্দোলন ও বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ সংক্রান্ত আধেয়: নিবন্ধের (Feature) পরিমাণগত ও গুণগত পর্যালোচনা

একজন সাহিত্যিক বলেছেন, 'The two most engaging powers of an author are to make a new thing familiar and familiar things new.' (রায়; ২০১৮:১০১) ফিচার নিউজের ক্ষেত্রে উপরের এই উক্তিটি ভীষণ প্রাসঙ্গিক। ফিচার সংবাদ সাংবাদিকতার এমন একটি কাঠামো, যার মাধ্যমে একটি ঘটনা ভিন্নভাবে, ভিন্ন আঙ্গিকে তুলে ধরা হয়। আভিধানিক অর্থে Feature শব্দের অর্থ নানা রকম, যা সাংবাদিকতার সংজ্ঞার সঙ্গে যুক্ত নয়। সাংবাদিকতায় ফিচার হলো সংবাদের একটি ধারা, যার মধ্যে থাকবে সংবাদ, সংবাদের ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ, আলোচনা, প্রামাণ্য নথি, ভবিষ্যতের ভাবনা, শিক্ষা এবং বিনোদনমূলক উপকরণ। অর্থাৎ শুধু খবর নয়, নেপথ্যের সংবাদই হবে ফিচারের অন্যতম উপজীব্য। (রায়: ২০১৮)

ফিচারের সংজ্ঞায় তাত্ত্বিক এম.ভি. কামাথ বলেছেন:

> '… every feature arises out of a news item; the news does not tell the whole story; it is left to the feature writer to fill in the blanks. The feature becomes attractive in direct proportion to the element of curiosity stirred by news item'. (রায়; ২০১৮: ১০১)

উপরের আলোচনা থেকে বিষয়টি খুবই স্পষ্ট যে, সাংবাদিকতায় ফিচারধর্মী প্রতিবেদন বিশেষ এক শাখা, যাতে কোনো বড়ো ঘটনা বা সেই ঘটনার কোনো অংশ ভিন্নভাবে উপস্থাপিত হয়।

ফিচারের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়ে তাত্ত্বিক ডেভিড ডেরি (David Dary) বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তাতে তিনি উল্লেখ করেছেন:

> 'The term feature has been defined as a news story that may not affect the lives, welfare, or future of the readers or listeners but which is interesting, entertaining and informative.' (Dary;1973: 117)

ফিচার সম্পর্কে মিশেল ও ব্লেয়ার চার্নলে বলেছেন, A story that is strong primarily in elements other than 'Timeliness'. (Charnley M. & Charnley B.; 1983: 298)

ফিচার বিষয়ে স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ইউলিয়াম এল. রিভার্স (Prof William L. Rivers) উল্লেখ করেছেন:

> 'The features writers report provides a reading experience that depends more on style, grace and humour that on the importance of the information.' (জাহাঙ্গীর; ১৯৯১: ১২৬)

প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি) থেকে প্রকাশিত খোন্দকার আলী আশরাফের 'ফিচার ম্যানুয়াল' (১৯৯৮) বইয়ে ফিচারের বেশ কয়েকটি সংজ্ঞা উপস্থাপন করা হয়েছে। সেগুলোর কয়েকটি এখানে প্রাসঙ্গিক বিবেচনায় তুলে ধরা হলো:

- ফিচার হচ্ছে নীরস বস্তুকে সরস করে তোলা। (Turning lemon into lemonade.)
- নাগরদোলায় চড়ে যে আনন্দ লাভ করা যায়, ফিচার পড়ার আনন্দ অনেকটা তার মতো। (Akin to swing around a maypole.)
- ফিচার হচ্ছে এক ধরনের বিবরণী যাতে অত্যন্ত তুচ্ছ একটি ঘটনাকে একটি প্রথম শ্রেণির সুখপাঠ্য রচনায় পরিণত হয়। (আশরাফ; ১৯৯৮: ৭)

উপরের আলোচনার প্রেক্ষাপটে বলা যায়, ফিচার সেই ধরনের সংবাদ, যার সময় উপযোগিতা (Timeliness) থাকে না, থাকে বিশেষ আবেদন। ফিচার সরাসরি সংবাদ নয় আবার সংবাদের অতিরিক্ত কিছু বা বাড়তি কিছু, যার প্রতি পাঠকের বিশেষ আগ্রহ থাকে। ফিচার সাধারণত হয় সৃজনশীল, মানবিক, আনন্দদায়ক, বেদনাবিধুর ও সাহিত্য রসসমৃদ্ধ।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ই মার্চের ভাষণ বাংলাদেশের অভ্যুদয় ইতিহাসে একটি বিশেষ যুগান্তকারী ঘটনা। বিশেষ সন্ধিক্ষণ। ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে (তৎকালীন রেসকোর্স ময়দান) তিনি লক্ষ লক্ষ জনতার সামনে মাত্র ১৯ মিনিট ভাষণ দেন। যাতে তিনি অত্যন্ত স্বতঃস্ফূর্তভাবে বাঙালি জাতির ন্যায়সংগত অধিকার অর্জনের প্রেক্ষাপট তুলে ধরে সবাইকে চূড়ান্ত সংগ্রামের জন্য আহ্বান জানান। আহ্বান জানান ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলার। যার ভিত্তিতেই চূড়ান্ত সংগ্রামের জন্য প্রস্তুতি শুরু করে বাঙালি জাতি।

১৯৭১ সালের অসহযোগ আন্দোলন এবং বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ সংক্রান্ত সংবাদ নথিভুক্ত নিবন্ধের (Feature) তালিকা	
আজাদ	ঢাকা এক বিস্ফোরিত আগ্নিগিরি (৪ মার্চ ১৯৭১) যা দেখেছি যা শুনেছি রাতের নগরীতে (৪ মার্চ ১৯৭১) বাংলার মাটি দুর্জয় ঘাঁটি (৫ মার্চ ১৯৭১) লুটতরাজের বিরুদ্ধে আমরাও প্রস্তুত (৫ মার্চ ১৯৭১) 'প্রগতির ভেকধারী মিয়া ভুট্টো এবার ক্ষান্ত হউন (৫ মার্চ ১৯৭১) কোন চক্রান্তেই ফল হবে না' (৬ মার্চ ১৯৭১) 'বাংলার মানুষ আজ উদ্বেলিত স্বাধীনতার চেতনায়' (৬ মার্চ ১৯৭১) রং বেরঙ (৭ মার্চ ১৯৭১) দিক চক্রাবালে কালো মেঘ (৭ মার্চ ১৯৭১) বিদ্রোহ আজ বিপ্লব চারিদকে (৭ মার্চ ১৯৭১) ভাইয়ের রক্তে যখন ধূসর মাটি লাল হয় তখন কি নিশ্চিন্তে ঘরে বসে থাকা যায়? (১০ মার্চ ১৯৭১) আমরাও প্রস্তুত (১১ মার্চ ১৯৭১) জনারণ্যে কয়েকজন (১১ মার্চ ১৯৭১)
	মোট: ১২টি নিবন্ধ (Feature)

এ কথা বলাই বাহুল্য যে, বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ বাঙালি জাতির রাজনৈতিক ইতিহাসে একটি বিশেষ মাইলফলক। সংবাদপত্র বা গণমাধ্যমের

ভাষায় অনেক বড়ো একটি ঘটনা। যে ঘটনা যথাযথভাবে কাভার ও সংবাদ প্রকাশে সংবাদপত্রগুলোর বিশেষ প্রস্তুতি ছিল। সংবাদপত্রগুলো যেমন ৭ই মার্চের ভাষণ নিয়ে পরপর ৮ই মার্চ বড়ো পরিসরে সংবাদ প্রকাশ করেছে আবার এই ঘটনার গুরুত্ব প্রকাশে পরবর্তী সময়ে প্রকাশিত হয়েছে ৭ই মার্চের সমাবেশকেন্দ্রিক ফিচার স্টোরি। এই ফিচারগুলো অত্যন্ত আকর্ষণীয় ছিল। যেগুলোয় দ্ব্যর্থহীনভাবে উঠে এসেছে বাঙালির অধিকার আদায় সংগ্রামের যৌক্তিকতা। সব ফিচার সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনায় না গেলেও একটি ফিচার নিয়ে আলোচনা অত্যন্ত আবশ্যক। কারণ এই ফিচারটি প্রকাশিত হয়েছিল বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণকে ভিত্তি করে। যার আবেদন ছিল অনন্য। এই ফিচারটির শিরোনাম ছিল 'জনারণ্যে কয়েকজন'। প্রদায়ক লেখক ছিলেন আহমেদ নূরে আলম। ফিচারটি ১১ মার্চ আজাদ সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছিল।

আলোচিত এই ফিচারটি লেখা হয়েছিল একজন নারীকে কেন্দ্র করে। যিনি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ই মার্চের ভাষণ সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে বসে শুনেছিলেন। যার নাম মনোয়ারা বিবি। এই মনোয়ারা বিবি ছিলেন সেই সময়ের বাঙালি নারী সমাজের প্রতীক। মনোয়ারা বিবি শুধু অংশ নেননি, নারী সমাগমকে উজ্জীবিত করতে রেসকোর্স ময়দানে গেয়েছিলেন 'ফান্দে পড়িয়া আইয়ুব কান্দে', 'মরি হায়রে হায়, সোনার বাংলা শ্মশান হইল, পরান ফাইটা যায়' শিরোনামের গান। তিনি শেখ মুজিবুর রহমানের সমাবেশে এসেছিলেন মুক্তির আশায়, স্বাধীনতার লক্ষ্যে। তাঁকে ঘিরেই ছিল আলোচিত এই ফিচারের গল্প।

যিনি অধিকার আদায়ের দীপ্ত শপথে বলীয়ান হয়ে লাঠি হাতে হাজির হয়েছিলেন সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে। ওই ফিচারের শুরুতে বলা হয়:

জনারণ্যে কয়েকজন

"তাকে দেখলেই মনে হয় দুঃখিনী বাংলা বুঝি আমাদের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। রুক্ষ আগোছালো চুল। শীর্ণ শরীর। ময়লা কাপড়। তার টানা অস্থির–চোখ সব স্বদেশের অবয়ব হয়ে বুঝি দাঁড়িয়েছে আমাদের সামনে।

অদ্ভুত তার মিষ্টি কণ্ঠ। প্রথম তাকে যেদিন দেখি মনে করেছিলাম পাগল। কিন্তু একজন বললেন, না, পাগল নয়। সেদিন তিনি গাইছিলেন, 'ফান্দে পড়িয়া আইয়ুব কান্দেরে।' আজাদ অফিসের বিপরীত রেষ্টুরেন্টের সামনে তিনি অনেকক্ষণ গান গেয়েছিলেন। রাজনৈতিক সচেতনতা ও সুমিষ্ট কণ্ঠস্বরের জন্যই অনেক লোক জমায়েত হয়েছিলেন। দর্শকদের উৎসাহে মনোয়ারা বেগম একের পর একটি গান গেয়ে যাচ্ছিলেন। অবশেষে তার গলার অবস্থা এমন দাঁড়ালো যে, তার গলার শিরা ফুলে উঠেছিলো। এর চোখজোড়া যেনো গর্ত্ত থেকে লাফিয়ে বেরিয়ে পড়তে চাইছিলো। এমন অবস্থায় কয়েকজন তাকে রিক্সায় তুলে দিয়েছিলেন।" (১১ মার্চ ১৯৭১ আজাদ)

ফিচারের সংজ্ঞা অনুযায়ী একটি অসাধারণ বর্ণনা। দুর্দান্ত শুরু। একজন মানুষের খুব ছোটো ছোটো বিষয়ের বর্ণনা। খুব সাবলীল বর্ণনা। যার প্রেক্ষাপট বা পটভূমি বাংলার অধিকার আদায়ের সংগ্রাম। যে সংগ্রামের স্রোত এসে মিশেছে ঐতিহাসিক সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সমাবেশে। ফিচারের পরের অংশে উল্লেখ করা হয়:

'ঠিক স্বদেশ বাংলার মতোন মনোয়ারা বেগম আমার সামনে এসে দাঁড়ান। সেই শীর্ণ হাত। মুখ। আর অস্থির চোখে তাকান। বাঁশীর মতোন সরু গলায় গান শোনান। তাকে দেখেছি শহীদ মিনারে। রাস্তার মোড়ে। দোকানের সামনে। ছোট্টো খাট্টো ভীড়ের মধ্যে দেশ প্রেমের গান গেয়ে যান। তাঁর কিছু গান হয়তো নিজের রচিত। কিন্তু তাঁর অনেক গান ভাঙ্গা বা পল্লীগীতির প্যারডি জাতীয়।

ঠিক দুঃখিনী স্বদেশের মতোন মনে হয় তাকে। যে স্বদেশের মাটিতে একদিন ফলতো সোনা ধান। যে সোনার স্বদেশের মানুষের কোন দুঃখ ছিল না। অতীতের এসব ইতিহাস যখন বেদনা হয়ে আমার বুকে করুণ হাত রাখে, তখন মনে পড়ে নগরের অসংখ্য মুখের ভেতর একটি মুখ। মনে হয়, হয়তো কোনো নিভৃত গ্রামের নদী তীরে, সকালের পবিত্র সূর্য্য দেখে দেখে মনোয়ারা বেগম বড়ো হয়েছে। হয়তো কোনো সাধারণ একটি বাংলার মানুষের পতিগত প্রাণ। স্ত্রী ছিলো, হয়তো সন্তানকে আদরে আদরে দামাল করে তোলা আবহমান কালের জননী ছিলো।' (১১ মার্চ ১৯৭১, আজাদ)

উপরে উল্লিখিত সংজ্ঞা অনুযায়ী বলা যায়, ফিচার সংবাদ মানেই হৃদয়গ্রাহী ছোটো ছোটো বাক্যে মোহনীয় বর্ণনা। যে বর্ণনা এই ফিচারের ফুটে উঠেছে অত্যন্ত নান্দনিকভাবে। উঠে এসেছে ৭ই মার্চের ভাষণের অন্য আরেক রূপ। ভিন্ন আঙ্গিকে, ভিন্ন পরিসরে, ভিন্ন আবেদন নিয়ে।

'আবার সেদিন দেখলাম তাকে। রেসকোর্সের বিশাল জনসমুদ্রে লক্ষ লক্ষ মানুষের মতোন একটি বাসনা পূরণে তিনিও এসেছিলেন। শ্লোগানে আর মুষ্ঠি উত্তোলিত করে নয়। কণ্ঠে দারুণ সঙ্গীত নিয়ে মহিলাদের বসার যায়গাকে উষ্ণ করে রেখেছিলেন। সাংবাদিকদের জন্য পাতা আসন থেকে তাকে স্পষ্টভাবে শোনা যাচ্ছিল না। দেখছিলাম, সেই শীর্ণ-শ্যামল রংয়ের খাটো শরীরটা গান গাওয়ার সঙ্গে দুলছিলো। তার হাতে ধরা ছিলো একটি মোটা বাঁশের খণ্ড।

আমার স্বদেশের মতোন করুণ হয়ে তিনি ভাসছিলেন আমার সামনে। বাংলার সংগ্রামের সর্বাধিনায়ক বঙ্গবন্ধুকে তিনি অত্যন্ত ভালোবাসেন। নির্বাচনের আগেও মনোয়ারা বেগমের গান শুনেছিলাম–

'আমার সোনার ছেলে
মুজিব আইছে নাও লইয়া,
ওঠ তোরা সব একই নায়ে' (১১ মার্চ ১৯৭১, আজাদ)

একজন মনোয়ারা বেগমকে উপজীব্য করে বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ আর জনমানুষের যে প্রত্যাশার চিত্র এই ফিচারে চিত্রিত হয়েছে, তা এককথায়–অসাধারণ। অনন্য। এছাড়া অন্যান্য ফিচারেও পাওয়া যায় একই চিত্র। মানুষের অধিকার, স্বায়ত্তশাসনের দাবি, আন্দোলন-সংগ্রাম ও প্রতিবাদী মানুষের প্রাণ বিসর্জনের কাহিনি।

৫.১.৩ অসহযোগ আন্দোলন এবং বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ সংক্রান্ত আধেয়: সম্পাদকীয় (Editorial) পরিমাণগত ও গুণগত পর্যালোচনা

'সম্পাদকীয় হল সংশ্লিষ্ট সংবাদপত্রের দর্পণ, যে দর্পণে সংবাদপত্রের নিজস্ব নীতি ও মতামত প্রতিফলিত হয়। সাধারণভাবে সম্পাদকীয়র উদ্দেশ্য হল কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মতামত প্রকাশের মাধ্যমে জনমত গড়ে তোলা।' (রায়; ২০১৮: ১১০)

সম্পাদকীয় নিয়ে উপরের এই গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্যটি সুজিত রায়ের 'সংবাদ, সাংবাদিক ও সাংবাদিকতা (২০১৮)' বই থেকে নেওয়া। উপরের বাক্যটি এই আলোচনায় বেশ প্রাসঙ্গিক। এই অংশে আলোচনায় থাকছে ১৯৭১ সালের অসহযোগ আন্দোলন ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ই মার্চের ভাষণের পরিপ্রেক্ষিতে প্রকাশিত সম্পাদকীয় নিয়ে আলোচনা।

সম্পাদকীয়র পরিমাণগত ও গুণগত আলোচনায় যাওয়ার আগে সম্পাদকীয় সম্পর্কে আরও কয়েকটি কথা বলা খুব প্রয়োজন। সম্পাদকীয় একটি সংবাদপত্রের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ। সাধারণত প্রতিদিনই সংবাদপত্রে সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়। সম্পাদকীয় মূলত একটি সংবাদপত্রের সম্পাদক বা সম্পাদকমণ্ডলীর মতামত। সম্পাদকীয় সাধারণত লেখা হয় তথ্য ও মতামতের ভিত্তিতে। এই মতামত মূলত সংবাদপত্রের মতামত। একটি সংবাদপত্র নানা ধরনের নীতি-আদর্শের ভিত্তিতে পরিচালিত হয়, সেই নীতি-আদর্শের প্রতিফলন হয় সম্পাদকীয়তে।

সম্পাদকীয় মূলত কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সংবাদপত্র বা সম্পাদকের মতামত। যে মতামতে সূক্ষ্ম নীতিবোধ ও দায়িত্বশীল মানসিকতার প্রতিফলন ঘটে। নীতিভিত্তিক এই মতামতের মাধ্যমে জনগণের বৃহত্তর কল্যাণ নিশ্চিত করাই মূল উদ্দেশ্য। মতামতের ভিত্তিতে লেখা সম্পাদকীয়র মাধ্যমে পাঠকের চিন্তাশক্তিকে জাগ্রত করা হয়। যার ভিত্তিতে তৈরি হয় সচেতনতা ও গণমানুষের চেতনাবোধ।

নিউইয়র্ক হেরাল্ড ট্রিবিউনের একসময়ের প্রধান সম্পাদকীয় উপদেষ্টা জিওফ্রে পিয়ারসন উল্লেখ করেছেন, অনেকক্ষেত্রে সংবাদপত্র সমাজের অভিভাবক হিসেবে কাজ করে। যার ফলে একজন সম্পাদককে বাস্তবতা, সমাজ, দর্শন নানা বিষয়ের ভিত্তিতে সম্পাদকীয় লিখতে হয়। আরও সহজ করে বললে সম্পাদকীয়তে থাকতে হয় গণমানুষের আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন। (রায়; ২০১৮)

১৯৭১ সাল বাঙালি জাতির জীবনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, ফলাফল নির্ধারণী সময়। অবিস্মণীয় এক সন্ধিক্ষণ। যে সন্ধিক্ষণে প্রবল এক গণজোয়ারে এ ভূখণ্ডে স্বাধীনতার পতাকা উড়েছিল। লাখ লাখ মানুষ 'তোমার আমার ঠিকানা, পদ্মা-মেঘনা-যমুনা' স্লোগানে প্রকম্পিত করেছিল বাংলাদেশের রাজপথ। এই সন্ধিক্ষণে বাংলাদেশের তথা পূর্ব পাকিস্তানের সংবাদপত্রগুলোও জনমত তৈরিতে বিশেষ ভূমিকা রাখে। এই জনমত তৈরিতে যেমন সংবাদ, সংবাদ-ছবি প্রভাব রেখেছে, ঠিক তেমনই এই সম্পাদকীয়ও নিঃসন্দেহে বিশেষ ভূমিকা রখে। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, সম্পাদকীয়তে থাকে সুচিন্তিত মতামত। থাকে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ, পূর্ব অভিজ্ঞতার প্রতিফলন, ভবিষ্যতে ঘটতে যাওয়া নানা ধরনের ঘটনার ইঙ্গিত।

সাধারণত একটি সম্পাদকীয়তে তিনটি ভাগ থাকে। ক. শিরোনাম, খ. তথ্যভিত্তিক মতামত, দিক নির্দেশনা এবং গ. মতামতের পেছনের যুক্তি। যুক্তিনির্ভর হৃদয়গ্রাহী তথ্য উপস্থাপনের মাধ্যমেই একটি সম্পাদকীয় পাঠকের মনে দাগ কাটে। ফলে তৈরি হয় জনমত। যে জনমত রাজনীতি, সমাজ, ধর্ম নানা বিষয়ে হতে পারে।

এই গবেষণায় নথিভুক্ত সংবাদ উপাত্ত বিশ্লেষণ করেও বেশকিছু সম্পাদকীয় নথিভুক্ত হয়েছে। সব সংবাদপত্র পুরোপুরি পর্যবেক্ষণের সুযোগ থাকলে আরও সম্পাদকীয় নথিভুক্ত হতো এ কথা বলাই যায়। একটি সারণির মাধ্যমে এই সম্পাকীয়গুলোর শিরোনাম তুলে ধরা হলো:

১৯৭১ সালের অসহযোগ আন্দোলন এবং বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ সংক্রান্ত সংবাদ নথিভুক্ত সম্পাদকীয় (Editorial) তালিকা	
আজাদ	১. জাতীয় পরিষদের অধিবেশন (৩ মার্চ ১৯৭১) ২. শান্তি ও সমঝোতার আহ্বান (৪ মার্চ ১৯৭১) ৩. ভাবিয়া দেখার সময় আসিয়াছে (৫ মার্চ ১৯৭১) ৪. রক্তপাত বন্ধ কর (৬ মার্চ ১৯৭১) ৫. জাতীয় পরিষদের অধিবেশন (৭ মার্চ ১৯৭১) ৬. একমাত্র পথ (৯ মার্চ ১৯৭১) ৭. বিদেশী নাগরিক ও এখানকার পরিস্থিতি (১২ মার্চ ১৯৭১)
দৈনিক ইত্তেফাক	১. এই গণহত্যা বন্ধ কর (৭ মার্চ ১৯৭১)
	মোট: ৭টি

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, প্রত্যেকটি সম্পাদকীয়র শিরোনাম থাকে। যে শিরোনামেই থাকে মূল বক্তব্য। ৩ মার্চ আজাদ তাদের সম্পাদকীয়তে ছাপে 'জাতীয় পরিষদের অধিবেশন' শিরোনামের সম্পাদকীয়। এই সম্পাদকীয়তে ছিল গণপরিষদের অধিবেশন স্থগিত হওয়ার ঘটনাপ্রবাহ। উল্লেখ করা প্রয়োজন, ১ মার্চ দুপুরে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান এক বেতার ঘোষণায় গণপরিষদের অধিবেশন স্থগিত করেন। এই অধিবেশন বসার কথা ছিল ঢাকায়, ৩ মার্চ। এই অধিবেশন স্থগিত হওয়ার পর ঢাকাসহ সারাদেশ অগ্নিগর্ভ রূপ লাভ করে। সেই প্রেক্ষাপটে লেখা হয় এই সম্পাদকীয়। যাতে অবিলম্বে অধিবেশন ডেকে নির্বাচিত গণপ্রতিধিদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের আহ্বান ছিল। পরের দিন অর্থাৎ ৪ মার্চ আজাদের সম্পাদকীয় শিরোনাম ছিল 'শান্তি ও সমঝোতার আহ্বান'। যাতে চলমান আন্দোলন-সংগ্রাম ও নানা রকম সহিংসতার বিষয়ে শান্তি বজায় রাখার আহ্বান ছিল। ১ মার্চের পর থেকেই বিভিন্ন জায়গায় সহিংসতা শুরু হয়। ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ ও চট্টগ্রামে বাঙালি-অবাঙালি দাঙ্গা শুরুর খবর পাওয়া যায়। সেই প্রেক্ষাপট উঠে আসে এই সম্পাদকীয়তে।

এবার আসা যাক বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণের পর প্রকাশিত একটি সম্পাদকীয়তে। এই লেখায় ঠিক কী প্রকাশ করা হয়েছিল, তা বিস্তারিত আলোচনা করার চেষ্টা করা হয়েছে। ৯ই মার্চ 'একমাত্র পথ' শিরোনামের সম্পাদকীয়তে বলা হয়:

> 'জাতীয় পরিষদের অধিবেশনকে উপলক্ষ্য করিয়া পিপলস পার্টি প্রধান জনাব জুলফিকার আলী ভুট্টো যে খেলা শুরু করিয়াছিলেন, তাহার পরিণতিতে দেশের রাজনৈতিক দিগন্তে দুর্যোগের ঘনঘটা দেখা দেয়। প্রেসিডেন্ট জেনারেল মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খান জাতীয় পরিষদের অধিবেশন পুনারায় আহ্বান করিয়া অবস্থা মোকাবেলা করার জন্য অগ্রসর হইলেও রাজনীতিতে যে ছন্দপতন ঘটিয়াছে, তাহার প্রতিকারের পথে তিনি অগ্রসর হইতে পারেন নাই। দেশবরেণ্য নেতা শেখ মুজিবর রহমান রেসকোর্সের ময়দানে জনসভায় প্রেসিডেন্টের বেতার ভাষণের জওয়াব দিয়াছেন এবং বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে তিনি তাঁহার সিদ্ধান্ত ও কর্মসূচী ঘোষণা করিয়াছেন। প্রেসিডেন্ট ২৫শে মার্চ তারিখে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহ্বান করিয়াছেন। এ সম্পর্কে শেখ মুজিবর রহমান বলিয়াছেন যে, তাঁহার চারিটি শর্ত্ত পূরণ করা হইলে তিনি বিবেচনা করিয়া দেখিবেন আওয়ামী লীগ অধিবেশনে যোগদান করিবে কি না। এই চারিটি শর্ত্ত হইতেছে (১) সামরিক শাসন প্রত্যাহার (২) সেনাবাহিনীকে ব্যারাকে ফিরাইয়া নেওয়া (৩) জন সাধারণকে হত্যার তদন্ত এবং (৪) নির্বাচিত জন প্রতিনিধিদের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর। যে অবস্থায় জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত রাখা হইয়াছিল, তাহাতে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের প্রতি চরম অবিচার করা হইয়াছিল। পরিষদ অধিবেশন স্থগিত রাখার পরিণতি হিসাবেই কতকগুলি মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে এবং বহু লোকের জীবন প্রদীপ চিরতরে নির্বাপিত হয়। প্রেসিডেন্ট জেনারেল মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খান যিনি দেশের রাজনৈতিক জীবনে সুস্থতা আনয়নের প্রতিশ্রুতি লইয়া কাজ করিতেছিলেন তাঁহার পক্ষেও স্বীকার না করিয়া

> উপায় নাই যে, মধ্যবর্তী সময়ের এই দুঃখ-বেদনা-ক্ষয়-ক্ষতির প্রতিকার নিছক পরিষদ অধিবেশন আহ্বানের মাধ্যমে হওয়া সম্ভব নহে। রাজনৈতিক সুস্থতা ফিরাইয়া আনার জন্য আরও কিছুদূর অগ্রসর হইতে হইবে ইহা একান্ত অপরিহার্য। মুক্ত মন লইয়া বিচার করিলে দেখা যাইবে শেখ মুজিবর রহমান উত্থাপিত শর্ত্তগুলি কত যুক্তিসঙ্গত।' (৯ মার্চ ১৯৭১, আজাদ)

পূর্বোল্লিখিত সম্পাদকীয়র সংজ্ঞা ও যুক্তিপূর্ণ আলোচনার বিশেষ উদাহরণ এই লেখাটি। এতে যেমন সংকটের মূল চিত্র আছে। আবার উঠে এসেছে সমাধানের সূত্র। এই সম্পাদকীয়তে অত্যন্ত কার্যকরভাবেই ৭ই মার্চের ভাষণ ও পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে কি করণীয় সেই বিষয়গুলোরও আলোচনা আছে। এই সম্পাদকীয়তে পরের দিকে আরও লেখা হয়েছে:

> '৩রা মার্চ তারিখে জাতীয় পরিষেদের অধিবেশন অনুষ্ঠিত হইলে অবস্থা কিরূপ হইত, তাহা লইয়া ভাবিবার সময় আজ গত হইয়াছে। ২৫শে মার্চ তারিখে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন অনুষ্ঠানে কি ভাবে কি নিশ্চিত করা যায়, সেই ভাবনাই রাষ্ট্র প্রধানকে ভাবিতে হইবে। জনাব ভুট্টো শাসনতান্ত্রিক সমঝোতা সম্পর্কে অনেক কথা বলিলেও তাহার কিছুই না হওয়া সত্ত্বেও তিনি মত পরিবর্ত্তন করিয়া জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে যোগদান করিতে সম্মত হইয়াছেন। ফলে ইহার দেখা যাইতেছে যে, নিছক জেদ ও আত্মম্ভরিতাই তাহার কাছে বড় হইয়া উঠিয়াছিল, তাই অন্য কিছু না হইলেও নির্ধারিত সময়ে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন অনুষ্ঠানে বাধা দানে সমর্থ হইয়াই তিনি তৃপ্তি লাভ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার জেদ ও আত্মম্ভরিতার জন্যই এখানকার মানুষকে বড় বেশী মূল্য দিতে হইয়াছে। রক্তের ফেনিল আবর্ত্তে প্রতিবাদের স্বাক্ষর তাহাদিগকে অঙ্কিত করিতে হইয়াছে। এই ক্ষোভ ও বেদনার মাঝেও রাজনৈতিক অগ্রগতির পথ যদি সন্ধান করিতে হয়, তাহা হইলে কিছু দূর আগাইয়া গিয়াই সে পথ বাহির করিয়া নিতে হইবে। জাতীয় পরিষদে আওয়ামী লীগের যোগদানের কথা বিবেচনা করার পূর্ব শর্ত্তের মধ্যেই এই পথের দিশা রহিয়াছে। দেশে গণতান্ত্রিক জীবন ধারার পুনঃপ্রতিষ্ঠা ও রাজনৈতিক সুস্থতা ফিরাইয়া আনার জন্য যে প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হইতেছে, তাহাকে সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ ও বাতিল বলিয়া ঘোষণা করিতে না হইলে এই পথ নির্দেশকে মানিয়া নিতে হইবে। রাজনৈতিক অগ্রগতির নবতর শর্ত্তের মধ্যে ভবিষ্যৎ সমাধানের যে সুস্পষ্ট ঘোষণা রহিয়াছে, তাহা মানিয়া লইয়াই দেশের দিগন্ত হইতে দুর্যোগের ঘনঘটার অবসান ঘটাইতে হইবে। দেশের রাজনৈতিক ঘূর্ণাবর্ত্ত হইতে বাহির হইয়া আসিতে চাহিলে, দেশের মঙ্গল চাহিলে ইহা অবশ্যই মানিয়া নিতে হইবে। বস্তুতঃ সংকট ত্রাণের সদিচ্ছার অভাব না থাকিলে এই পূর্বশর্ত্ত মানিয়া নেওয়া কঠিনও হইবে না।' (৯ মার্চ ১৯৭১, আজাদ)

সম্পাদকীয়টির উপরের অংশে সংকটের সমাধানের বিশেষ এক চিত্র আছে। যাতে বলা হয়েছে, এই সংকটের সমাধান হতে পারে শুধুই আওয়ামী লীগের জনপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের মাধ্যমে। গণতান্ত্রিক জীবনধারা এবং রাজনৈতিক সুস্থতা ফিরিয়ে আনার তাগিদ ছিল এই সম্পাদকীয়তে। যে লেখাটির পরের দিকে আরও বিস্তারিত পরিসরে লেখা হয়:

'জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আরম্ভ হওয়ার ১২০ দিনের মধ্যে শাসনতন্ত্র প্রণয়ন এবং তাহার পরেই ক্ষমতা হস্তান্তরের যে পর্যায় রহিয়াছে, তাহাকে শোধন করিয়া ক্ষমতা হস্তান্তরের কাজকে কিছুটা ত্বরান্বিত করার জন্য আগ্রহের পরিচয় দান করা হইলেই আওয়ামী লীগ প্রধানের গুরুত্বপূর্ণ শর্তটি পূরণ করা সম্ভব হইবে। ক্ষমতা হস্তান্তরের শর্তটি পূর্ণ হইলে অপরাপর শর্ত সঙ্গে সঙ্গে পূর্ণ হইয়া যাইবে বা পূর্ণ করার পক্ষে কোন বিঘ্ন থাকিবে না। ক্ষমতা হস্তান্তরের ব্যাপারে যেসব প্রশ্ন দেখা দেওয়ার সম্ভাবনা রহিয়াছে, তাহা জাতীয় পরিষদের মাধ্যমে সমাধান করা সম্ভব হইবে। এক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় কথা হইতেছে সদিচ্ছা। গণতান্ত্রিক আদর্শ অনুসারে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতাকে সরকার পরিচালনার ক্ষমতা দেওয়া হইবে, ইহাতে অন্যথা করার কোন যৌক্তিক উপায় নাই। ক্ষমতাসীন পরিষদের অপরাপর দলের সহিত কিরূপ সম্পর্ক গড়িয়া তুলিবেন, ইহা সম্পূর্ণ তাহাদেরই বিবেচ্য বিষয়। নিয়ন্ত্রিত গণতন্ত্রের চরম ব্যর্থতা আমরা দেখিয়াছি, কাজেই গণতন্ত্রের স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশের পথ উন্মুক্ত করিয়া দেওয়ার অপরিহার্য্যতাই আজ খোলা মনে স্বীকার করিয়া লইতে হইবে। আজ দেশের সামনে আগাইয়া চলার এই একমাত্র পথই রহিয়াছে। এ সম্পর্কে বলিষ্ঠ ও সুস্পষ্ট সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যাপারে বিলম্ব করার মত সময় আর নাই। সংকট সৃষ্টির পরিবর্তে সংকট ত্রাণ যদি উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে কোনরূপ ইতস্ততঃ না করিয়া অবিলম্বে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা তুলিয়া দিতে হইবে।' (৯ মার্চ ১৯৭১, আজাদ)

সম্পাদকীয়টির এই অংশে আছে সংকট সমাধানের রূপরেখা। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, সম্পাদকীয়তে থাকে মতামত। এই মতামত সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণের প্রেক্ষাপটের। ভবিষ্যৎ নির্দেশনায়। আর ১৯৭১ সালের বাস্তবতায় এই সংকট সমাধানের প্রধান উপায় ছিল শেখ মুজিবুর রহমানের আওয়ামী লীগের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করা। আর তার আগে ৭ই মার্চের ভাষণে দেওয়া শেখ মুজিবুর রহমানের চারটি শর্ত মেনে নেওয়ার আহ্বান জানানো হয়েছে এই সম্পাদকীয়টিতে, যার শিরোনাম: 'একমাত্র পথ'।

● দ্য পিপল-এর বিশেষ সম্পাদকীয়

সংবাদপত্রে সম্পাদকীয় সাধারণত প্রকাশিত হয় সম্পাদকীয়র জন্য নির্ধারিত বিশেষ স্থানে। তবে ঘটনা যদি খুব গুরুত্বপূর্ণ হয়, তাহলে প্রথম পাতায়ও সম্পাদকীয় প্রকাশিত হতে পারে। ১৯৭১ সালের আন্দোলন-সংগ্রামে 'দ্য পিপল' বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল। এই সংবাদপত্রে ১–১৪ মার্চ দুটি বিশেষ সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়। সম্পাদকীয় দুটির শিরোনাম ছিল নিম্নরূপ:

1. Will This Blood Go In Vain? (4th March 1971)
2. A New Nation Is Born In Bangla Desh (11th March 1971)

Editorial

Will This Blood Go In Vain ?

এই দুই সম্পাদকীয় বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, Will This Blood Go In Vain? শিরোনামের আধেয়তে ছিল বাঙালির রক্তদানের ঘটনাপ্রবাহ। ছিল ঢাকা শহরকে রণক্ষেত্রে তৈরির আক্ষেপ। যাতে প্রাণ যাচ্ছিল নিরীহ বাঙালীর।

'The Dacca streets are again besmeared with human blood. A peaceful city has again been turned in a mini-battle ground. Peace has been sacrificed at the altar of violence and peaceful citizens have been made fodder of guns and bullets. Why? Why, the quiet of a peaceful city has been broken with the treacherous bang of war machines meant for killing the enemy of the land and not it's patriotic and peace-loving citizens... citizens crying for their civil rights, political liberty and economic freedom. Who is responsible for bringing the homeland of 75 million Bengalees into this present state of impasse leading to a bloodbath and massacre of the unarmed Bengalees. As against the guns of our opposite side the Bengalees have been left with their bare harness to project their legitimate claim for justice and equity.' (4th March, 1971)

আর 'A New Nation Is Born In Bangla Desh' শিরোনামের দ্বিতীয় সম্পাদকীয়টিতে ছিল বাঙালি জাতির আত্মপ্রকাশ ও স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষার কথা। যাতে ছিল সৈয়দ আমীর আলী, নওয়াব আব্দুল লতিফ, শের-ই-বাংলা ও সোহরাওয়ার্দীর দেখানো পথে স্বাধিকার অর্জনের পথে অগ্রযাত্রার কথা। যাতে উঠে এসেছে ২৩ বছরের বঞ্চনা ও শোষণের কথা:

'Bangla Desh is in a historical crossroad. The concept of Bengali nationalism initiated by the intellectuals like Sir Syed Ameer Ali, Nawab Sir Abdul Latif, given a distinct political reality by Sher-e-Bangla and Suhrwardy, has evolved during the last 23 year' uneasy political coexistence with West Pakistan into a mighty force the inevitable result of which is the creation of a nation-state. All the objective conditions of a nation-state are there: a territorial unity and ethnic homogeneity, common language and culture and a dominant

political organization with a dedicated leadership to exercise sovereign powers. It is the right and privilege of the present generation of Bengalees to stand united behind the leader like a rock and to help create the eighth largest nation in the world and light the fire of liberty and freedom in the hearts of its 75 million people.' (11th March 1971)

দ্য পিপল-এর বিশেষ এই দুই সম্পাদকীয় বিশ্লেষণ করে পাওয়া যায় একটি স্বাধীন দেশের আকাঙ্ক্ষা ও মানুষের অভূতপূর্ব জাগরণের চিত্র। যে জাগরণ হয়েছিল শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে। বাঙালি জাতির যে বিকাশ আমীর আলী, আব্দুল লতিফ, শের-ই-বাংলা, সোহরাওয়ার্দীর পথ ধরে এসেছে শেখ মুজিবুর রহমানের হাতে। যার নেতৃত্বেই একটি স্বপ্নের স্বাধীন দেশের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলেন সাড়ে সাত কোটি বাঙালি।

• দৈনিক ইত্তেফাক ও পাকিস্তানের যৌথ সম্পাদকীয়

বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কোনো ঘটনাপ্রবাহে সংবাদপত্রে যৌথ সম্পাদকীয় লেখার প্রচলন বেশ পুরোনো। ১৯৬৪ সালে পূর্ব বাংলায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু হলে ১৭ জানুয়ারি ১৯৬৪ দৈনিক ইত্তেফাক, আজাদ ও সংবাদ প্রথম পৃষ্ঠায় একযোগে প্রকাশ করেছিল 'পূর্ব পাকিস্তান রুখিয়া দাঁড়াও' শিরোনামের বিশেষ সম্পাদকীয়। যাতে দাঙ্গা থামানোর আবেদন ছিল। ওই সম্পাদকীয়তে বলা হয়:

'সাম্প্রদায়িক দুর্বৃত্তদের ঘৃণ্য ছুরি আজ ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ ও অন্যান্য স্থানের শান'ত ও পবিত্র পরিবেশ কলুষিত করিয়া তুলিয়াছে। ঘাতকের ছুরি হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে পূর্ব বাংলার মানুষের রক্তে লাল হইয়া উঠিয়াছে। দুর্বৃত্তদের হামলায় ঢাকার প্রতিটি পরিবারের শান্তি ও নিরাপত্তা আজ বিপন্ন। হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের নিরীহ মানুষের ঘর বাড়ি পোড়ানো হইতেছে, সম্পত্তি বিনষ্ট করা হইতেছে, এমন কি জনাব আমির হোসেন চৌধুরীর মত শান্তিকামী মানুষদেরও দুর্বৃত্তদের হাতে জীবন দিতে হইতেছে। তাদের অপরাধ কি ছিল একবার চিন্তা করিয়া দেখুন। গুন্ডারা মুসলমান ছাত্রী নিবাসে হামলা করিয়াছে এবং হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে আমাদের মা-বোনের সম্ভ্রম আজ মুষ্টিমেয়র কলুষ স্পর্ষে লাঞ্চিত হইতে চলিয়াছে।...' (১৭ জানুয়ারি ১৯৬৪, দৈনিক ইত্তেফাক)

এ রকম একসঙ্গে সম্পাদকীয় লেখার রীতি এখনও চলমান। করোনাভাইরাস সংক্রমণ শুরুর পর ২০২০ সালের ২ এপ্রিল সম্পাদক পরিষদের পক্ষ থেকে 'আমরা আপনাদের পাশে আছি, আপনারাও সঙ্গে থাকুন' শিরোনামের সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়। যে সম্পাদকীয়তে ছিল করোনা দুর্যোগে বিশেষ আহ্বান। বাংলাদেশের প্রথম সারির প্রায় সব সংবাদপত্রেই সম্পাদকীয়টি প্রকাশিত হয়েছিল। যে সম্পাদকীয়তে বলা হয়:

'কোভিড-১৯ বাংলাদেশসহ সারাবিশ্বে স্মরণকালের শোচনীয়তম জনস্বাস্থ্য সংকটের জন্ম দিয়েছে। সম্পূর্ণ অপ্রস্তুত অবস্থায় এই মহামারির ব্যাপক বিস্তারে শঙ্কিত মানুষদের জানাতে চাই, আমরা সংবাদকর্মীরা সারাক্ষণ আপনাদের জন্য সজাগ ও সক্রিয় রয়েছি। আমরা আপনাদের পাশে আছি। মহামারির এই প্রবল প্রকোপের মধ্যেও পাঠকদের কাছে বস্তুনিষ্ঠ, জরুরি ও সর্বশেষ তথ্য পৌঁছে দেওয়ার মৌলিক অঙ্গীকারে আমরা অটল ও প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। স্পর্শকাতর এই সময়ে আমরা আরও সতর্কতা, সক্রিয়তা ও আপনাদের চাহিদার দিকে লক্ষ রেখে তথ্য পরিবেশনের দিকে মনোযোগ দিয়েছি। করোনাভাইরাস জীবনযাত্রার ধরন পাল্টে দিয়েছে। আমাদের স্বাস্থ্যব্যবস্থা, আমাদের ব্যাবসা-বাণিজ্য, আমাদের শিক্ষা, আমাদের পারিবারিক জীবন নতুন এক বাস্তবতার মুখোমুখি। প্রতিদিন আমরা নিত্যনতুন পরীক্ষার মধ্য দিয়ে যাচ্ছি। তাই জীবনের যেসব ক্ষেত্রকে করোনাভাইরাস স্পর্শ করছে, সে সম্পর্কে যথাযথ তথ্য দ্রুত আপনাদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য আমরা সংবাদকর্মীরা নিরলসভাবে কাজ করে চলেছি। আমরা এমনভাবে আপনাদের কাছে তথ্য পৌঁছে দেওয়ার জন্য সচেতন ও সক্রিয়, যাতে নিয়ত পরিবর্তমান এই পরিস্থিতি সম্পর্কে আপনারা সম্যক ধারণা পান এবং নিজেদের জন্য প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত নিতে পারেন।' (২ মে ২০২০, প্রথম আলো)

১৯৭১ সালের অসহযোগ আন্দোলনের সময়ও এ রকম একটি যৌথ সম্পাদকীয় প্রকাশ করেছিল দৈনিক ইত্তেফাক ও দৈনিক পাকিস্তানে। 'আর সময় নাই' শিরোনামের ওই সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৭১ সালের ১৪ মার্চ। সম্পাদকীয়টিতে বলা হয়:

'আমরা ঢাকার সংবাদপত্রসমূহ দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে, আজ সিদ্ধান্ত গ্রহণের দিন আসিয়াছে এবং এই মুহূর্তে একবাক্যে একসুরে কয়েকটি কথা বলা আমাদের অবশ্য কর্তব্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তেইশ বৎসরের ইতিহাসে জাতি আজ চরমতর সংকটে নিপতিত। দেশবাসীর আশা-আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী গণতান্ত্রিক জীবনপদ্ধতি কায়েমের আশায় সমগ্র দেশ জীবনের সর্বপ্রথম সাধারণ নির্বাচনে শরিক হওয়ার পর দেশের আজ এই অবস্থা। জনগণই দেশের সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী; দেশের প্রশাসনিক কাঠামো কি হইবে, কি ধরনের সরকারই বা কায়েম হইবে তা নির্ধারণের ক্ষমতার অধিকারী কেবল তাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিরাই। গণতন্ত্রে যদি বিশ্বাস থাকে, তাহা হইলে দেশের আইন-কানুন প্রণয়ন বা রাষ্ট্র পরিচালনার ব্যাপারে জনগণের প্রতিনিধিদের এই অধিকার কেহ অস্বীকার করিতে পারেন না। এটি একটি মৌলিক রাজনৈতিক প্রতিপাদ্যও বটে। ক্ষমতায় যাহারা আজ সমাসীন আর ক্ষমতাসীনদের সহিত কানাকানি করার সুযোগ যাহাদের আছে তাঁহাদের ব্যর্থতাই দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতির অবনতির কারণ। বহিরাক্রমণ হইতে দেশের সীমান্ত রক্ষাই হইল সামরিক বাহিনীর কাজ। রাজনৈতিক বিতর্কে হস্তক্ষেপ বা পক্ষ গ্রহণ করা তাহাদের কোন দায়িত্বের আওতায় আসে না।' (১৪ মার্চ ১৯৭১, দৈনিক ইত্তেফাক)

একেবারে যথাযথ মূল্যায়ন। অসহযোগ আন্দোলন পরিস্থিতিতে সাড়ে সাত কোটি মানুষের অন্তরের কথা উঠে এসেছে এই যৌথ সম্পাদকীয়তে। যাতে জনগণকেই সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী হিসেবে বলা হয়েছে। তুলে

ধরা হয়েছে ২৩ বছরের বঞ্চনা ও সংকটের কথা। এছাড়া আছে বাঙালির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার ও রাষ্ট্রপরিচালনার নীতিনির্ধারণের সাংবিধানিক ক্ষমতা অর্জনের প্রেক্ষাপট। প্রবল সেই আন্দোলন দিনের নানা দিক তুলে ধরে এই সম্পাদকীয়তে পরের দিকে আরও বলা হয়:

> 'জনগণের সংগ্রাম যাতে অহিংস পথেই পরিচালিত হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখিতে শেখ মুজিবুর রহমান ও তার দল প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তাঁহাদের হস্ত শক্তিশালী করাই আজ প্রয়োজন। দেশের দুই অংশের মধ্যে ভবিষ্যৎ সম্পর্ক কি হইবে, তা নির্ধারণের দায়িত্ব দেশবাসী জনসাধারণ ও তাহাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের। আমরা মনে করি আজ সময় আসিয়াছে যখন প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানকে রাজনৈতিক জীবনের এই বাস্তব সত্যগুলি স্বীকার করিয়া লইতে হইবে। আমাদের বিচারে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার উচিত দেশের বুক হইতে সামরিক আইন তুলিয়া লইয়া অবিলম্বে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের সহিত একটি মীমাংসায় উপনীত হওয়া যাহার প্রতিশ্রুতিতে জনগণের প্রতিনিধিদের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তরিত হয়।' (১৪ মার্চ ১৯৭১, দৈনিক ইত্তেফাক)

সম্পাদকীয়টির আধেয়তে অত্যন্ত যৌক্তিকভাবে উঠে এসেছে শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে পরিচালিত অসহযোগ আন্দোলন ও তাঁর হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের কথা। কারণ সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর ছাড়া আর কোনো উপায় ছিল না। একই সঙ্গে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে সামরিক আইন প্রত্যাহার করে একটা মীমাংসায় আসার আহ্বান ছিল এই যৌথ সম্পাদকীয়তে।

৫.১.৪ অসহযোগ আন্দোলন এবং বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ সংক্রান্ত আধেয় পর্যালোচনা: আধেয়ের পৃষ্ঠাগত অবস্থান ভিত্তিতে

সংবাদপত্রে একটি সংবাদের পৃষ্ঠাগত অবস্থান খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সহজ করে বললে, অতি গুরুত্বপূর্ণ ও গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ সংবাদপত্রের প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয় আর কম গুরুত্বপূর্ণ সংবাদগুলো প্রকাশিত হয় সংবাদপত্রের ভেতরের পৃষ্ঠাগুলোয়। এই প্রেক্ষাপটে গুরুত্ব উপলব্ধি করতে সংবাদের গুরুত্বের (News treatment) বিষয়টি সম্পর্কে জানা খুব প্রয়োজন। আর এই সংবাদের গুরুত্ব (News treatment) কয়েকটি ভাগে অনুসন্ধান করা হয়েছে। যেগুলোর মধ্যে অন্যতম সংবাদ কোনো পৃষ্ঠায় প্রকাশিত (Page Location) ভিত্তিতে গুরুত্ব বের করা।

উপাত্ত উপস্থাপনে দেখা যায়, ৭৩৭টি সংবাদের মধ্যে প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত সংবাদ ছিল ৫৩৩টি, শেষ পৃষ্ঠায় ১১০টি, ভেতরের পাতায় ৬১টি আর অন্যান্য পাতায় ১৩টি সংবাদ। আর সংবাদপত্রভিত্তিক উপাত্ত ছিল নিম্নরূপ:

১. আজাদ: আজাদের ১৮৯টি সংবাদের মধ্যে ১১১টি ছিল প্রথম পৃষ্ঠায় (First page) প্রকাশিত সংবাদ, শেষ পৃষ্ঠায় (Last page) ৪০টি, ভেতরের পৃষ্ঠায় (Inner page) ৩২টি, আর অন্যান্য পৃষ্ঠায় (Others) প্রকাশিত সংবাদের সংখ্যা ছিল ৬টি।

২. দৈনিক ইত্তেফাক: এই সংবাদপত্রের মোট ৪৮টি নমুনাভুক্ত সংবাদের মধ্যে প্রথম পৃষ্ঠায় (First page) প্রকাশিত সংবাদ ছিল ৪৬টি আর ভেতরের পৃষ্ঠায় (Inner page) ছিল ২টি।

৩. পূর্বদেশ: এই সংবাদপত্রটিতে ৮৫টি নথিভুক্ত সংবাদের মধ্যে প্রথম পৃষ্ঠায় (First page) প্রকাশিত সংবাদ ছিল ৮৫টি।

৪. দৈনিক পাকিস্তান: সংবাদপত্রটিতে ৪৩টি নথিভুক্ত সংবাদের মধ্যে প্রথম পৃষ্ঠায় (First page) প্রকাশিত সংবাদ ছিল ৪৩টি।

৫. সংবাদ: সংবাদপত্রটিতে ৪২টি নথিভুক্ত সংবাদের মধ্যে প্রথম পৃষ্ঠায় (First page) প্রকাশিত সংবাদ ছিল ৩৮টি আর ভেতরের পৃষ্ঠায় (Inner page) প্রকাশিত সংবাদ ছিল ৪টি।

৬. The Pakistan Observer: এই সংবাদপত্রটিতে ১৬৩টি সংবাদের মধ্যে ১১০টি ছিল প্রথম পৃষ্ঠায় (First page) প্রকাশিত সংবাদ, শেষ পৃষ্ঠায় (Last page) ৩৬টি, ভেতরের পৃষ্ঠায় (Inner page) ১৪টি, আর অন্যান্য পৃষ্ঠায় (Others) প্রকাশিত সংবাদের সংখ্যা ছিল ৩টি।

৭. The People: সংবাদপত্রটিতে ১৬৭টি সংবাদের মধ্যে ১২০টি ছিল প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত, শেষ পৃষ্ঠায় ৩৪টি, ভেতরের পৃষ্ঠায় ৯টি, আর অন্যান্য পৃষ্ঠায় ছিল ৪টি।

১৯৭১ সালের অসহযোগ আন্দোলন এবং বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণের সংবাদের পৃষ্ঠাগত অবস্থানের ভিত্তিতে সংবাদের গুরুত্ব বিশ্লেষণ করলে সহজেই বুঝতে পারা যায় ওই সময় সংবাদপত্রের মালিকানা বা সামরিক বাহিনীর চাপ যা-ই থাকুক না কেন, সেই প্রেক্ষাপটে সংবাদ প্রকাশিত হয়নি। সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে গণমানুষের আকাঙ্ক্ষার ভিত্তিতে, যার কেন্দ্রে ছিল আওয়ামী লীগ ও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

এই ট্রিটমেন্ট বা গুরুত্বের বিষয়ে সাংবাদিক সাখাওয়াত আলী খানের একটি বক্তব্য খুবই প্রাসঙ্গিক। ওই সময়ের সংবাদপত্র, সংবাদের ভাষা, সংবাদের ট্রিটমেন্ট সম্পর্কে তৎকালীন দৈনিক পাকিস্তানের সিনিয়র সাব-এডিটর (শিফট ইনচার্জ দায়িত্বপ্রাপ্ত) এই গবেষককে জানান:

> 'ওই সময়টাতে প্রেস ট্রাস্টের যারা মালিক ছিল, তারা সংবাদপত্রটির কাছে ভিড়তেই পারত না। পত্রিকার নামটি দৈনিক পাকিস্তান ছিল বটে; কিন্তু সেখানে

কাজ করতেন অনেক গুণী মানুষ। যারা বাংলাদেশের স্বায়ত্তশাসন ও স্বাধীনতার পক্ষে ছিলেন। আরও পরিষ্কার করে বললে তাদের অবস্থান ছিল বাঙালি জাতির রাজনৈতিক অধিকারের পক্ষে।

বাঙালি জাতির অধিকার আদায়ের আন্দোলনে তাদের বেশির ভাগেরই অকুণ্ঠ সমর্থন ছিল। তখন দৈনিক পাকিস্তানে কর্মরত ছিলেন আবুল কালাম শামসুদ্দিন, হাসান হাফিজুর রহমান, তোয়াব খান, এহতেশাম হায়দার চৌধুরী, ফওজুল করিম, শামসুর রাহমান, আহসান হাবীব, সানাউল্লাহ নূরী, আহমেদ হুমায়ূন, নির্মল সেন, খন্দকার আলী আশরাফ, সৈয়দ কামাল উদ্দীন, আমি নিজে সাখাওয়াত আলী খানসহ আরও অনেকেই। যারা সবাই বাংলাদেশের সাংবাদিকতার জগতে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি। এই রকম লোকদের অনেক উচ্চ বেতনে অন্য সংবাদপত্র থেকে দৈনিক পাকিস্তানে নেওয়া হয়েছিল। দৈনিক পাকিস্তান নামকরা সাংবাদিকদের নিয়েছিল। ১৯৭১ সালের মার্চে আমরা মোনায়েম খান, আইয়ুব খানদের চৌদ্দ গোষ্ঠী উদ্ধার করতাম নিউজের টেবিলে। মার্চের আগের দিকে ফার্স্ট এবং সেকেন্ড লিডে কোনো রকমে মোনায়েম খান, আইয়ুব খানের নামে দিয়ে বাকি সব নিউজ, ফিচারে দেশের সামগ্রিক অবস্থা ও পশ্চিম পাকিস্তানিদের অভিলাষ ও ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে লেখালেখি ইত্যাদি থাকত।' (সাক্ষাৎকার, অধ্যাপক সাখাওয়াত আলী খান, ২০২০)

সাংবাদিক সাখাওয়াত আলী খানের এই বক্তব্য খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। '১৯৭১ সালের মার্চে আমরা মোনায়েম খান, আইয়ুব খানদের চৌদ্দ গোষ্ঠী উদ্ধার করতাম নিউজের টেবিলে' এই বক্তব্যের মাধ্যমে সহজেই বুঝতে পারা যায়, সংবাদপত্রগুলোর আধেয় উপস্থাপন ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যাতে প্রাধান্য পেয়েছে বাঙালির স্বাধিকার আন্দোলন, যার প্রধান কেন্দ্রে ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ সংবাদের পৃষ্ঠাগত অবস্থান (Page Location): বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ই মার্চের ভাষণের আধেয় উপস্থানের প্রেক্ষাপটে বলা যায়, ৮ই মার্চ ১৯৭১ বাংলাদেশের সংবাদপত্রগুলো নিরঙ্কুশভাবে রেসকোর্স ময়দানের (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের ভাষণ) সংবাদ প্রকাশ করেছিল। ওইদিন প্রথম পৃষ্ঠায় আর কোনো সংবাদের অবস্থান ছিল না। সংবাদ, ছবি, নিবন্ধ–সবকিছুই ছিল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ভাষণ সংক্রান্ত বিষয়াবলি।

৫.১.৫ অসহযোগ আন্দোলন ও বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ সংক্রান্ত আধেয় পর্যালোচনা: আধেয়ের আকারের ভিত্তিতে

সংবাদের ট্রিটমেন্টের বিষয়ে সংবাদের আকার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। খুব সাধারণভাবেই গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ বড়ো পরিসরে ছাপানো হয়। বর্ণনা বেশি থাকে, বক্তব্য বেশি থাকে, থাকে ননা ধরনের ঘটনাপ্রবাহের ব্যাখ্যা। এই গবেষণায় অত্যন্ত গুরুত্বসহকারে সংবাদের আকারের (News size) ভিত্তিতে নিউজ ট্রিটমেন্টের (News treatment) বিষয়টি আলোচনা করা হয়েছে। উল্লেখ করা যেতে পারে, নির্ধারিত তথ্য সংগ্রহ ফরমের (Coding Sheet)

মাধ্যমে বড়ো সংবাদ (Large items), মাঝারি সংবাদ (Medium items) ও ছোটো সংবাদ (Small items)–এই তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। এই ভাগের ভিত্তিতে দেখা যায়, ৭৩৭টি সংবাদের মধ্যে বড়ো আকারের সংবাদ ৮২টি, মাঝারি সংবাদ ১৩৬টি একং ছোটো সংবাদ সংখ্যা ৫১৯টি। আর প্রতিটির সংবাদপত্রভিত্তিক বিস্তারিত তথ্য নিচে বিশ্লেষণ করা হলো:

১. আজাদ: আজাদের ১৮৯টি সংবাদের মধ্যে বড়ো সংবাদ (Large items) ছিল ১৫টি, মাঝারি সংবাদ (Medium items) ৪১টি আর ছোটো সংবাদ (Small items) সংখ্যা ১৩৩টি।

২. দৈনিক ইত্তেফাক: এই সংবাদপত্রের মোট ৪৮টি নমুনাভুক্ত সংবাদের মধ্যে বড়ো সংবাদ হিসেবে প্রকাশিত হওয়া সংবাদ ছিল ১০টি, মাঝারি সংবাদ ১৭টি আর ছোটো সংবাদ সংখ্যা ২১টি।

৩. পূর্বদেশ: এই সংবাদপত্রটিতে ৮৫টি নথিভুক্ত সংবাদের মধ্যে বড়ো সংবাদ হিসেবে প্রকাশিত হওয়া সংবাদ ছিল ১৫টি, মাঝারি সংবাদ ১২টি এবং ছোটো সংবাদ ৫৮টি।

৪. দৈনিক পাকিস্তান: সংবাদপত্রটিতে ৪৩টি নথিভুক্ত সংবাদের মধ্যে বড়ো সংবাদ হিসেবে প্রকাশিত ৮টি, মাঝারি ৭টি এবং ছোটো ২৮টি।

৫. সংবাদ: সংবাদপত্রটিতে ৪২টি নথিভুক্ত সংবাদের মধ্যে বড়ো সংবাদ ৭টি, মাঝারি সংবাদ ১১টি এবং ছোটো সংবাদ ২৪টি।

৬. The Pakistan Observer: এই সংবাদপত্রটিতে ১৬৩টি সংবাদের মধ্যে বড়ো সংবাদ প্রকাশিত হয় ১৭টি, মাঝারি সংবাদ ৩১টি এবং ছোটো সংবাদ ১২৯টি।

৭. The People: সংবাদপত্রটিতে ১৬৭টি সংবাদের মধ্যে বড়ো সংবাদ হিসেবে প্রকাশিত সংবাদ ১০টি, মাঝারি সংবাদ ৩১টি এবং ছোটো সংবাদ সংখ্যা ছিল ১৬৭টি।

বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ সংবাদের পৃষ্ঠাগত অবস্থান (Page Location): বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ই মার্চের ভাষণের আধেয় উপস্থানের প্রেক্ষাপটে বলা যায়, ৮ মার্চ বাংলাদেশের সংবাদপত্রগুলোর বেশির ভাগই ছিল বড়ো সংবাদ (Large items). যেগুলোর শব্দসংখ্যা ছিল ৬০০-এর অধিক।

৫.১.৬ অসহযোগ আন্দোলন ও বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ সংক্রান্ত আধেয় পর্যালোচনা: আধেয়ের শিরোনামের ভিত্তিতে

সংবাদপত্রে শিরোনাম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সহজ করে বলতে গেলে–শিরোনামই পাঠককে আগ্রহান্বিত করে। শিরোনাম পাঠকের হৃদয়ে আঁচড় কাটে। শিরোনামের সঙ্গেই সংবাদপত্রের কাটতি, একই সঙ্গে ট্রিটমেন্ট বা গুরুত্বের বিষয়টি সংশ্লিষ্ট। যে কারণেই সংবাদের গুরুত্ব অনুধাবনে

হেডলাইন বা শিরোনামের প্রেক্ষাপটে সংবাদগুলো আলাদা করে নথিভুক্ত করা হয়েছে। যার ভিতিতে দেখা যায়, ৭৩৭টি সংবাদের মধ্যে ব্যানার শিরোনাম (Banner headline) ছিল ৩৯টি, সাত কলাম শিরোনাম (7 columns) ৬টি, ছয় কলাম শিরোনাম (6 columns) ২৪টি, পাঁচ কলাম শিরোনাম (5 columns) ১৪টি, চার কলাম শিরোনাম (4 columns) ৪০টি, তিন কলাম শিরোনাম (3 columns) ১১৫টি, দুই কলাম শিরোনাম (2 columns) ১৮০টি এবং এক কলাম শিরোনাম (1 column) ছিল ৩১৯টি।

১ আজাদ: আজাদের ১৮৯টি সংবাদের মধ্যে ব্যানার শিরোনাম ছিল ১২টি, ছয় কলাম শিরোনাম ১টি, পাঁচ কলাম শিরোনাম ২টি, চার কলাম শিরোনাম ৫টি, তিন কলাম শিরোনাম ২৯টি, দুই কলাম শিরোনাম ৫৩টি এবং এক কলাম শিরোনাম ৮৮টি।

২ দৈনিক ইত্তেফাক: এই সংবাদপত্রের মোট ৪৮টি নমুনাভুক্ত সংবাদের মধ্যে ব্যানার শিরোনাম ছিল ২টি, সাত কলাম শিরোনাম ১টি, ছয় কলাম শিরোনাম ২টি, চার কলাম শিরোনাম ৬টি, তিন কলাম শিরোনাম ১১টি, দুই কলাম শিরোনাম ১৭টি এবং এক কলামের শিরোনাম ছিল ৯টি।

৩ পূর্বদেশ: এই সংবাদপত্রটিতে ৮৫টি নথিভুক্ত সংবাদের মধ্যে ব্যানার শিরোনাম ৩টি, সাত কলাম শিরোনাম ২টি, ছয় কলাম শিরোনাম ৯টি, পাঁচ কলাম শিরোনাম ৩টি, চার কলাম শিরোনাম ৪টি, তিন কলাম শিরোনাম ১৩টি, দুই কলাম শিরোনাম ৩৩টি এবং এক কলামে শিরোনাম ছিল ১৮টি।

৪ দৈনিক পাকিস্তান: সংবাদপত্রটিতে ৪৩টি নথিভুক্ত সংবাদের মধ্যে ব্যানার শিরোনাম ৩টি, সাত কলাম শিরোনাম ০টি, ছয় কলাম শিরোনাম ৬টি, পাঁচ কলাম শিরোনাম ১টি, চার কলাম শিরোনাম ২টি, তিন কলাম শিরোনাম ৫টি, দুই কলাম শিরোনাম ১২টি এবং এক কলামে শিরোনাম ছিল ১৪টি।

৫ সংবাদ: সংবাদপত্রটিতে ৪২টি নথিভুক্ত সংবাদের মধ্যে ব্যানার শিরোনাম ছিল ৫টি, সাত কলাম শিরোনাম ২টি, ছয় কলাম শিরোনাম ২টি, পাঁচ কলাম শিরোনাম ১টি, চার কলাম শিরোনাম ১টি, তিন কলাম শিরোনাম ১১টি, দুই কলাম শিরোনাম ১২টি এবং এক কলামের শিরোনাম ৮টি।

৬ The Pakistan Observer: এই সংবাদপত্রটিতে ১৬৩টি সংবাদের মধ্যে ব্যানার শিরোনাম ছিল ৮টি, সাত কলাম শিরোনাম ১টি, ছয় কলাম শিরোনাম ১টি, পাঁচ কলাম শিরোনাম ৪টি, চার কলাম শিরোনাম ১২টি, তিন কলাম শিরোনাম ৮টি, দুই কলাম শিরোনাম ২৪টি এবং এক কলামের শিরোনাম ১০৫টি।

৭ The People: সংবাদপত্রটিতে ১৬৭টি সংবাদের মধ্যে ব্যানার শিরোনাম ৬টি, সাত কলাম শিরোনাম ০টি, ছয় কলাম শিরোনাম ৪টি, পাঁচ কলাম শিরোনাম ৩টি, চার কলাম শিরোনাম ১০টি, তিন কলাম শিরোনাম ৩৮টি, দুই কলাম শিরোনাম ২৯টি এবং এক কলামের শিরোনাম ছিল ৭৭টি।

৫.২ ৭ই মার্চের ভাষণের আধেয় পর্যালোচনা (৮ই মার্চ ১৯৭১ প্রকাশিত)

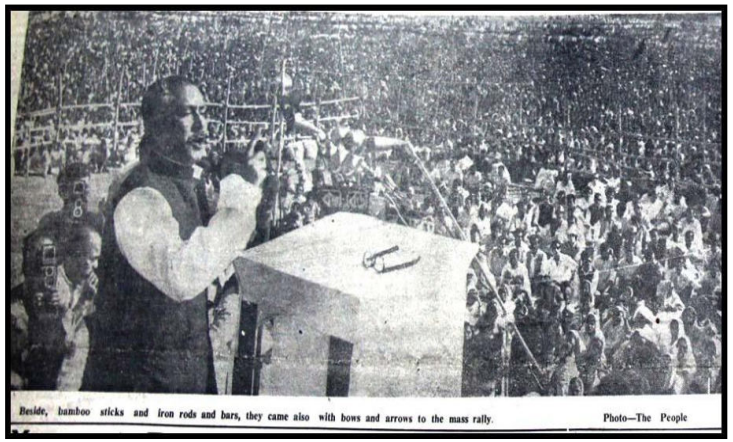
Beside, bamboo sticks and iron rods and bars, they came also with bows and arrows to the mass rally. Photo—The People

এই গবেষণার প্রধান প্রশ্ন ছিল জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ই মার্চের ভাষণের সংবাদ সম্পর্কে জানা। এই প্রধান প্রশ্নের প্রেক্ষাপটে সংগৃহীত উপাত্ত থেকে জানা যায়, ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চের ভাষণ নিয়ে ৮ই মার্চ প্রকাশিত সংবাদের সংখ্যা ছিল ৫২টি। ৭টি নমুনা সংবাদপত্রে এই ৫২টি সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল অত্যন্ত গুরুত্বসহকারে। আর নিশ্চিতভাবেই ৭ই মার্চের ভাষণবিষয়ক সংবাদ ও ছবি প্রকাশিত হয়েছিল সর্বোচ্চ গুরুত্বসহকারে।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের এই ভাষণ যথাযথভাবে প্রকাশ করার জন্য সংবাদপত্রগুলোর ভালো প্রস্তুতি ছিল। যে প্রস্তুতির কথা এই গবেষণার জন্য নেওয়া গভীরতর সাক্ষাৎকারে উঠে এসেছে।

এ বিষয়ে গবেষকের কথা হয় অভিজ্ঞ সাংবাদিক আবেদ খানের সঙ্গে। আবেদ খান ১৯৭১ সালে দৈনিক ইত্তেফাকে সাব-এডিটর হিসেবে কর্মরত ছিলেন। ৭ই মার্চের ভাষণের সার্বিক প্রস্তুতি (সংবাদপত্র ও জনমানুষের প্রস্তুতি) সম্পর্কে তিনি বলেন:

'৭ই মার্চে একটা বক্তৃতা হবে, এর জন্য সামগ্রিক প্রস্তুতি ছিল। সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ পল্টনে পতাকা উত্তোলন করল, সবকিছুই চলছে। ঘোষণা দেওয়া এবং না-দেওয়ার মধ্যে এক ধরনের দ্বন্দ্ব কাজ করেছে, বিশেষ করে আমরা যারা সাংবাদিক ছিলাম তাদের মাধ্যে। আমি তখন সাংবাদিক সমিতির এক্সিকিউটিভ কমিটির নির্বাচিত সদস্য। আমাদের মাঝে কথা চলছিল–বঙ্গবন্ধু সরাসরি স্বাধীনতার ঘোষণা দেবেন কি না? এই সরাসরি স্বাধীনতার ঘোষণা নিয়ে ইত্তেফাকের একটু কনজারভেটিভ রোল (ভূমিকা) ছিল। ৭ই মার্চের ঘটনার আগে আমরা যারা ডেস্কে ছিলাম, আমরা ভেবেছিলাম ৭ই মার্চের সমস্ত কিছু আমরা হুবহু কাভার করব। কিন্তু সিরাজ ভাই [সিরাজ উদ্দীন হোসেন, কার্যনির্বাহী ও বার্তা সম্পাদক, দৈনিক ইত্তেফাক] বলেছিলেন, স্বাধীনতার কথাটা যদি এখন বেশি উল্লেখ করো এবং জোর দিতে থাকো, তাহলে এটা আরেকটা প্রবলেম (সমস্যা) হবে। এটাকে বিচ্ছিন্নতাবাদ ধরে নিয়ে ভয়ংকর একটা ম্যাসাকার করে ফেলতে পারে। কাজেই স্বাধীনতা শব্দটা ব্যবহারের বিষয়ে আমরা একটু সাবধানই থাকব।' (সাক্ষাৎকার, আবেদ খান, ২০১৯)

৭ই মার্চের ভাষণ কাভার করা নিয়ে ১৯৭১ সালের মার্চের শুরুতে সংবাদপত্রগুলোরও বিশেষ প্রস্তুতি ছিল। অর্থাৎ কীভাবে কাভার করা হবে, কে কাভার করবেন, কীভাবে তা প্রকাশ করা হবে–সেই বিষয়গুলো নিয়ে সংবাদপত্র অফিসগুলোয় আলোচনা হয়েছে। যার একটি বর্ণনা পাওয়া যায় আবেদ খানের বক্তব্যে। আবেদ খান উল্লেখ করেছেন:

'আগের রাত্রে আমাদের মাঝে সিরাজ উদ্দিন হোসেনের রুমে বৈঠক হলো। বৈঠকে ছিলেন নিউজ এডিটর, জয়েন্ট নিউজ এডিটর, অন্য বিভাগের যারা চিফ তারাও বৈঠকে যোগ দিলেন। তারা বললেন, বঙ্গবন্ধু যদি স্বাধীনতার ঘোষণা দেন, সেই ঘোষণার রিপোর্টটা কী হবে। সিরাজ ভাই বললেন যে রিপোর্টটা কী হবে, সেইটা আমিই দেখে নেব। তিনি নিজেই তদারকি করবেন। মূলত তিনিই তদারকি করতেন, কারণ নিউজের ওপর তারই দখল। উনি বললেন যে কীভাবে হেডিং করতে হয়, সেটা আমরা করব। আমির হোসেন, আর সৈয়দ শাহজাহান (এখন তিনি জীবিত আছেন), দুজন রিপোর্টার ছিলেন, তাদের দেখার দায়িত্ব দেওয়া হলো। তারা দুজন কাভার করার জন্য অ্যাসাইনড হলেন। আমিতো অ্যাকটিভিস্ট হিসেবে সেখানে যাই। আমার কাজ হলো, যা যা দেখব, তা অফিসে এসে জমা দেব। আমার ডুয়াল রোল, আমি কাজও করছি, আবার একটিভিস্ট হিসেবে ভূমিকাও রাখছি। এর মাঝে আমাদের কাছে খবর এলো যে বিভিন্ন জায়গায় মেশিনগান তাক করা আছে। একটা কিছু হলেই অ্যাটাক হবে। বিভিন্ন জায়গায় আর্মি খুব অ্যালার্ট হয়ে আছে। তখন কে.এম. আহসানকে সরিয়ে টিক্কাখান দায়িত্বে ছিলেন।' (সাক্ষাৎকার, আবেদ খান, ২০১৯)

রিপোর্ট কাভার করার পরও অনেক আলোচনা ছিল। কীভাবে প্রকাশিত হবে, কীভাবে সংবাদটি লেখা হবে, হেডিংটা কী হবে–এ বিষয়গুলো নিয়ে সংবাদপত্র অফিসে অনেক আলোচনা হয়। সেই বিষয়ে আবেদ খান বিস্তারিত উল্লেখ করেছেন। তাঁর সেই বক্তব্য বেশ প্রাসঙ্গিক। তিনি উল্লেখ করেছেন:

'সিরাজ ভাই রিপোর্টটা তৈরি করলেন। ইন্ট্রোগুলো তিনিই করলেন, কোন জায়গায় কী কী হবে, সেগুলোও তিনিই করলেন। শোল্ডার, হেডিং-টেডিং সবই হলো। সবকিছুই উদ্দীপনামূলক। কিন্তু হেডিংটা হলো, *পরিষদে যাইবার পারি ... যদি* এ রকম। এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম, এই হেডিংটা বোধ হয় দৈনিক পূর্বদেশ দিয়েছিল। আরেকটা ভালো শিরোনাম দিয়েছিল দৈনিক পাকিস্তান। দৈনিক পাকিস্তানের হেডিংটা ও অন্যান্য কাজ করেছিলেন তোয়াব ভাই [তোয়াব খান, বার্তা সম্পাদক, দৈনিক পাকিস্তান]। তখনতো হাসান হাফিজুর রহমান দৈনিক পাকিস্তানে ছিলেন। যাই হোক এইটুকু করেছিল, এটা করার খেসারতও দিতে হয়েছিল। এদিকে সিরাজ ভাই আমাদেরটা সব দেখছেন। রিপোর্টটা হলো। হেডিংটা আর্টিস্ট দিয়ে আঁকা হতো। তাকে যখন দেওয়া হলো, তখন আমরা দেখলাম যে স্বাধীনতা শব্দটা সেখানে নাই। এটা দেখে আমরা সিরাজ ভাইকে ধরেছিলাম। সিরাজ ভাই বললেন এটা (স্বাধীনতা শব্দটা) আমি সাংবাদিকতার পরিপ্রেক্ষিত মাথায় রেখেই দেব না। এতে বৃহত্তর কোনো ঘটনা ঘটতে পারে, আশঙ্কা আছে, সেটার জন্যই দেব না। ইত্তেফাককে আমরা টার্গেট হতে দেব না। সবাই জানে যে ইত্তেফাক আওয়ামী লীগের মুখপত্র। এবং এই মুখপত্র যদি হয়, যে কোনো কিছুই ঘটতে পারে।

সিরাজ ভাইয়ের উপর তো আমরা কিছু বলতে পারি না। কারণ তিনি এক্সিকিউটিভ এডিটর, নিউজ এডিটর। তিনিই ছিলেন অল ইন অল। সিরাজ ভাইয়ের কথাই হলো সবকিছু। সিরাজ ভাই যখন বলছেন যে স্বাধীনতার কথাটা ব্যবহার করা যাবে না, ইভেন সংবাদের বডিতেও স্বাধীনতার কথা উল্লেখ করা যাবে না। সেটা আমাদের জন্য একটা শকিং ব্যাপার ছিল। ওই সময় ইত্তেফাকের পদক্ষেপগুলো খুব কনজারভেটিভ ছিল।' (সাক্ষাৎকার, আবেদ খান, ২০১৯)

৭ই মার্চের ভাষণের আধেয়: পরিমাণগত পর্যালোচনা

এই গবেষণায় মোট নথিভুক্ত সংবাদ নমুনা ৭৩৭টি। যার মধ্যে শুধু ৭ই মার্চের সংবাদ (৮ মার্চ ১৯৭১ প্রকাশিত) ছিল ৫২টি। এই ৫২টির মধ্যে আজাদে প্রকাশিত সংবাদের সংখ্যা ১০টি, যা শতাংশ হারে ১৯%; দৈনিক ইত্তেফাকে প্রকাশিত সংবাদের সংখ্যা ৩টি, যা শতাংশ হারে ৬%; পূর্বদেশের সংখ্যা ৪টি, শতাংশ হারে ৮%; দৈনিক পাকিস্তানের সংবাদ সংখ্যা ৭টি, শতাংশ হারে ১৩%; সংবাদে প্রকাশিত সংবাদের সংখ্যা ৭টি, শতাংশ হারে ১৩%; দ্য পাকিস্তান অবজারভারে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল ১৩টি, যা শতাংশ হারে ২৫% এবং দ্য পিপল-এ প্রকাশিত সংবাদের সংখ্যা ছিল ৮টি, যা শতাংশ হারে ১৫%।

৭ই মার্চের ভাষণের আধেয়: গুণগত পর্যালোচনা

১৯৭১ সালের ৮ মার্চ বাংলাদেশ তথা পূর্ব পাকিস্তানের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। পাকিস্তানি শাসন কাঠামো ছিল, ছিল কঠোর প্রেস সেন্সরশিপ; কিন্তু তারপরও ৭ই মার্চে শেখ মুজিবুর রহমানের

দেওয়া ঐতিহাসিক ভাষণের সংবাদ সংবাদপত্রগুলো প্রকাশ করেছিল সর্বোচ্চ গুরুত্বসহকারে। প্রায় সব সংবাদপত্রেই ছিল ব্যানার হেডলাইন। প্রকাশিত হয়েছে ব্যানার ছবি। ছিল ফটো ফিচারসহ অন্যান্য বিষয়। ৮ মার্চের সংবাদের গুণগত বিশ্লেষণে যাওয়ার আগে ওইদিন প্রকাশিত মূল সংবাদের একটি তালিকা নিচে দেওয়া হলো:

নমুনা সংবাদপত্রে ৭ই মার্চের ভাষণের প্রকাশিত প্রধান আধেয় (প্রধান দুটি সংবাদের শিরোনাম তুলে ধরা হলো, ৮ মার্চ ১৯৭১)	
১. আজাদ	• এবারের সংগ্রাম, মুক্তির সংগ্রাম • ক্ষমতা হস্তান্তর না করা পর্যন্ত, অহিংস অসহযোগ আন্দোলন চলিবে
২. দৈনিক ইত্তেফাক	• পরিষদে যাওয়ার প্রশ্ন বিবেচনা করিতে পারি, যদি– • আজ থেকে আমার নির্দেশ
৩. পূর্বদেশ	• শেখ মুজিবের ঘোষণা • সামরিক আইন প্রত্যাহার ও ক্ষমতা হস্তান্তর করুন
৪. দৈনিক পাকিস্তান	• সংগ্রাম চলবেই • বঙ্গবন্ধুর নির্দেশ
৫. সংবাদ	• এবার স্বাধীনতার সংগ্রাম: মুজিব • মুজিবের নির্দেশ
৬. The Pakistan Observer.	• Sheikh Mujib Speaks • Cautions about anti social elements
৭. The People.	• Mujib's call for fight for freedom • Bomb in Dhaka Radio Station.
সূত্র: সারণি গবেষক কর্তৃক প্রস্তুতকৃত।	

বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ বাংলাদেশের স্বাধীনতার ইতিহাসের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ। এই ভাষণের নানা দিক রয়েছে। আছে নানা ব্যঞ্জনা। জাতির পিতার ঐতিহাসিক এই ভাষণের সংবাদপত্রের প্রতিফলন নিয়ে পরিচালিত এই গবেষণায় দেখা গেছে, ৭ই মার্চের ভাষণ নিয়ে ওই সময়ের ৭টি সংবাদপত্র নজিরবিহীন গুরুত্বসহকারে সংবাদ পরিবেশন করে। এই ভাষণের গুরুত্ব এতটাই বেশি ছিল যে পাকিস্তানি রাষ্ট্রকাঠামোতে থেকে পাকিস্তানি মনোভাপন্ন অনেক সংবাদপত্রও গুরুত্বসহকারে সংবাদ প্রকাশে বাধ্য হয়েছে। আর ওইসব খবরে ছিল স্বাধীনতার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত।

এই গবেষণায় নমুনা হিসেবে ১৯৭১ সালের মার্চের ৭টি পত্রিকার আধেয়কে নেওয়া হয়েছিল। পরিসর ছিল ১৯৭১ সালের ১ থেকে ১৪ মার্চ। সংবাদপত্রগুলোর মধ্যে ৫টি ছিল বাংলা (আজাদ, দৈনিক ইত্তেফাক, পূর্বদেশ, দৈনিক পাকিস্তান ও সংবাদ) আর ২টি ছিল ইংরেজি দৈনিক (The Pakistan Observer ও The People).

আজাদ, ৮ মার্চ ১৯৭১

গবেষণায় ৭টি সংবাদপত্রের আধেয় পর্যবেক্ষণ করলে সহজেই বুঝতে পারা যায়, ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণের সংবাদ অত্যন্ত গুরুত্বসহকারে প্রকাশিত হয় পরদিন ৮ মার্চের সংবাদপত্রের প্রথম পাতায়। পাকিস্তান রাষ্ট্রকাঠামোর মধ্যে থেকে বাঙালি নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের রাজনৈতিক কর্মসূচির এমন প্রকাশ ছিল সত্যিই সাহসী ও অসাধারণ ঘটনাপ্রবাহ।

আর ৮ মার্চ প্রকাশিত পত্রিকার ভাষাও ছিল অনন্য, অসাধারণ। সংবাদপত্রগুলোর আধেয় বিশ্লেষণ করতে গিয়ে দেখা যায়, ভাষণের মূল বক্তব্যের পাশাপাশি একজন অবিসংবাদিত নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের অভিব্যক্তিও সংবাদপত্রে উঠে এসেছে খুবই গুরুত্বসহকারে।

আজাদের 'এবারের সংগ্রাম, মুক্তির সংগ্রাম' শিরোনামের প্রধান প্রতিবেদনের শব্দসংখ্যা ছিল ১২৭১, যা শব্দ বিবেচনায় অনেক বড়ো। অতি গুরুত্বপূর্ণ কোনো ঘটনা না হলে সাধারণত এত বড়ো প্রতিবেদন কখনো প্রকাশিত হয় না।

৮ মার্চের আজাদ পত্রিকার আধেয় বিশ্লেষণ করে প্রকাশিত প্রতিবেদনগুলোর অন্য এক রূপ পাওয়া যায়। যাতে যথাযথভাবেই উঠে এসেছে একজন শেখ মুজিবুর রহমানের রাজনৈতিক প্রভাব ও গুরুত্ব।
ওইদিন আজাদ-এর 'এবারের সংগ্রাম, মুক্তির সংগ্রাম' শিরোনামে প্রধান খবরে প্রকাশিত হয়:

"বিদ্রোহী বাংলার মহানায়ক বঙ্গ-বন্ধু শেখ মুজিবর রহমান গতকাল সাতই মার্চ জাতির উদ্দেশে শত্রুর হামলা মোকাবেলা করার জন্য সর্বাত্মক প্রস্তুতি গ্রহণের উদাত্ত আহ্বান জানান। বঙ্গ শার্দুল সিংহ গর্জনে ঘোষণা করেনঃ এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম; এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। জেনারেল ইয়াহিয়া কর্তৃক আহুত পঁচিশে মার্চে জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে যোগদান সম্পর্কে বাংলার অবিসম্বাদিত নেতা শেখ মুজিবর রহমান বলেন, 'শত শহীদের রক্তের উপর দিয়া পরিষদে যোগদান করা যায় না'।

তবে তিনি বলেন, 'সামরিক আইন প্রত্যাহার, গণহত্যার তদন্ত ও জনগণের প্রতিনিধির নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর করা হইলে পরিষদের অধিবেশনে যোগদানের প্রশ্ন বিবেচনা করা যাইতে পারে, তাহার পূর্বে নয়।' রমনা রেসকোর্সের উত্তাল জনসমুদ্রকে লক্ষ্য করিয়া বাংলার স্বাধিকার আন্দোলনের সর্বাধিনায়ক শেখ মুজিবর রহমান আরও বলেন, 'আর যদি একটিও গুলী বর্ষিত হয়, হে আমার সংগ্রামী দেশবাসী – ঘরে যাহা কিছু আছে তাহা দিয়াই শত্রুকে রুখিয়া দাঁড়াও। রাস্তা-ঘাটে গড়িয়া তোল দুর্ভেদ্য ব্যারিকেড। আর বাংলার প্রতি ঘরকে দূর্গে পরিণত কর।'

শেখ মুজিবর রহমান বলেন ঃ আমরা সংখ্যা গুরু, কিন্তু যখনই ক্ষমতায় যাওয়ার চেষ্টা করিয়াছি তখনই আমাদের উপর বর্ষিত হইয়াছে গুলী। ভাইয়ের বুকে ভাইয়ের এই গুলী কেন? বাংলার সাত কোটি মানুষের ট্যাক্সে অস্ত্র কেনা হয়, সে তো বাংলা দেশে নির্বিচারে গুলী চালানোর জন্য নয়! কুড়ি মিনিটকাল স্থায়ী ঐতিহাসিক ভাষণে বঙ্গবন্ধু বলেনঃ 'দুঃখ ভারাক্রান্ত মন লইয়া আমি আপনাদের সম্মুখে হাজির হইয়াছি। আপনাদের কি বলিব। আপনারা জানেন, সবই বুঝেন। আমার জীবন দিয়া চেষ্টা করিয়াছি দেশে গণতন্ত্র কায়েম হউক। কিন্তু দুঃখের বিষয় ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, রংপুর, খুলনা প্রভৃতি স্থান আমার ভাইয়ের রক্তে লাল হইয়া গিয়াছে।'

শেখ মুজিব বলেন, 'এই অবস্থা হইতে বাংলার মানুষ মুক্তি চায়; তাঁহারা বাঁচিতে চায়; আর চায় অধিকার।'

তিনি বলেন, 'কি অন্যায় আমরা করিয়াছিলাম? বাংলার সাত কোটি মানুষ নির্বাচনে আমাদের ভোট দিয়াছে। এখন আমরা দেশের জন্য শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করিব এবং এই দেশকে নূতন করিয়া গড়িয়া তুলিব। আশা ছিল এই পদ্ধতিতেই মানুষ পাইবে মুক্তির আস্বাদ।' বঙ্গবন্ধু বলেন, 'কিন্তু দুঃখের সহিত বলিতে হয়, বিগত ২৩ বৎসরের ইতিহাস বাংলার বঞ্চনার ইতিহাস, রক্ত-ঝরানোর ইতিহাস, মা-বোন ও ভাইয়ের আর্তনাদের ইতিহাস।' (৮ মার্চ ১৯৭১, আজাদ)

এই সংবাদটি বিশ্লেষণ করলে সহজেই জানতে পারা যায়, ৭ মার্চের ভাষণের প্রেক্ষাপটে শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন বাংলাদেশের স্বাধীনতার এক মহানায়ক। মুক্তি বা স্বাধীনতার যে স্বপ্ন বাঙালি জাতি শত শত বছর হৃদয়ে লালন করেছে, তার একমাত্র কাণ্ডারি শেখ মুজিবুর রহমান। যে কারণে অনেক যৌক্তিকভাবেই ৮ মার্চের প্রতিবেদনে শেখ মুজিবুর রহমানকে অভিহিত করা হয়েছে বঙ্গশার্দূল, প্রিয় নেতা, সংগ্রামী জনতার সিপাহসালার, বাংলার সর্বাধিনায়ক, বাংলার মহানায়ক এমন বিশেষণে। সংবাদপত্রের আদর্শ কাঠামোতে বিষয়টি খুব যৌক্তিক না মনে হলেও পরিস্থিতি বিবেচনায় বিষয়টি যথাযথ ছিল। কারণ ইতিহাসের পাতা থেকে জানা যায়, ওই সময় মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানীর মতো নেতা রাজনীতিতে সক্রিয় থাকলেও শেখ মুজিবুর রহমানই ছিলেন বাঙালি জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক। যার প্রতিফলন পাওয়া যায় সংবাদপত্রের পাতায়।
বড়ো পরিসরের এই প্রতিবেদনে আরও উল্লেখ করা হয়:

"তিনি বলেন, '৫৪ সালেও আমরা নির্বাচনে জয়যুক্ত হইয়াছিলাম, কিন্তু ক্ষমতায় যাইতে পারি নাই। আটান্ন সালে আইয়ুব খাঁর মার্শাল ল' জারী হইল। দশ বৎসর আমাদের গোলাম করিয়া রাখা হইয়াছে। ১৯৬৮ সালে আমাদের ভাগ্যে জুটলো গুলী। ১৯৬৯ সালে আইয়ুবের পতনের পর জেনারেল ইয়াহিয়া ক্ষমতা গ্রহণ করিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন– নির্বাচন ও গণতন্ত্র দিবেন। আমরা এই প্রতিশ্রুতি মানিয়া নিলাম।'

প্রিয় নেতা বলেন, 'ইহার পরের ঘটনা আপনারা সবই জানেন। প্রেসিডেন্টের সহিত দেখা করিয়া আমি ১৫ই ফেব্রুয়ারী পরিষদের অধিবেশন আহ্বানের প্রস্তাব দিলাম। সংখ্যালঘিষ্ঠ দলের নেতা জনাব ভুট্টো মার্চের প্রথম সপ্তাহের কথা বলিলেন। তাহার কথাই রাখা হইল। তবু আমি তাহা মানিয়া লইলাম। জনাব ভুট্টো পূর্বশর্ত্ত আরোপ করিলেন। জবাবে আমি এমন কি একথাও ঘোষণা করিলাম যে, কেহ ন্যায্য কথা বলিলে তাহা তিনি যদি দলের একমাত্র সদস্যও হন তবুও তাহা বিবেচনা করা হইবে। জনাব ভুট্টো বলিয়াছেন– আলোচনার দরজা বন্ধ হয় নাই। আমিও মওলানা নূরানী, মওলানা মুফতী মাহমুদ ও অন্যান্য পশ্চিম পাকিস্তানী নেতার সঙ্গে আলোচনা করিলাম। তাঁহাদের বুঝাইলাম– জনতা ৬-দফা ও ১১-দফার উপর আমাকে ভোট দিয়াছে। ইহা পরিবর্ত্তন করার ক্ষমতা আমার নাই।'

শেখ মুজিব বলেন, 'এই পরিপ্রেক্ষিতে জনাব ভুট্টো পরিষদে যোগদানের ব্যাপারে বিরূপ মন্তব্য শুরু করিলেন। তিনি বলিলেনঃ এই জাতীয় পরিষদ কসাইখানা। আমি 'ডাবল হোষ্টেজ' হইতে চাই না। অতঃপর, শুরু হইল জনাব ভুট্টোর হুমকি। বাংলা দেশে আসিলে মুণ্ডু কাটা যাইবে, পেশোয়ার হইতে করাচী পর্যন্ত বন্ধ হইয়া যাইবে ইত্যাদি।'

'ইহার পর হঠাৎ পহেলা মার্চ্চ পরিষদের অধিবেশন স্থগিত ঘোষণা করা হইলো। ৩৫ জন পশ্চিম পাকিস্তানী সদস্য এখানে আসিলেনও। কিন্তু তাহাদের ফিরিয়া যাইতে হইল।'

শেখ মুজিবর রহমান বলেন, 'দোষ দেওয়া হইল, বাংলা দেশের উপর।'

'বাংলা দেশে ইহার প্রতিবাদ হইল। আমি শান্তিপূর্ণ হরতালের ডাক দিলাম। জনতা এই ডাকে সাড়া দিল।'

বঙ্গবন্ধু বলেন, 'আর ইহার বিনিময়ে কি পাইলাম? আমার ট্যাক্সের পয়সায় শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই-এর জন্য যে অস্ত্র কেনা হইয়াছে, সেই অস্ত্রই ব্যবহৃত হইল বাংলার গরীব মানুষের বিরুদ্ধে।'

তিনি বলেন, 'আমরা সংখ্যাগুরু। কিন্তু যখনই আমরা ক্ষমতায় যাওয়ার চেষ্টা করিয়াছি, আমাদের মালিক আমরা হওয়ার চেষ্টা করিয়াছি– তখনই পাইয়াছি গুলী। আমরা ভাই ভাই। ভাইয়ের বিরুদ্ধে ভাইয়ের গুলী কেন? গুলী তো বহিঃশত্রু মোকাবেলার জন্য।'

সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা বলেন, 'প্রেসিডেন্ট তাঁহার বেতার ভাষণে বলিয়াছেন– আমি নাকি প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলাম পার্লামেন্টারী নেতৃ-সম্মেলনের বিরোধিতা করিবো না। প্রেসিডেন্টের সহিত আমার টেলিফোনে কথা হইয়াছে ঠিকই। আমি টেলিফোনে বলিয়াছিলামঃ আপনি ঢাকায় আসুন, দেখিয়া যান এখানে কিভাবে মানুষ হত্যা করা হইতেছে।'

বঙ্গ-শার্দুল জিজ্ঞাসা করেন, 'কিসের গোল-টেবিল বৈঠক? কাহার সহিত? যাহারা বুকের রক্ত দিয়াছে, তাঁহাদের রক্ত এখনও মুছিয়া যায় নাই!'

শেখ মুজিব বলেন, 'অতঃপর আমি পল্টনে গেলাম। আপনাদের আহ্বান জানাইলাম সব বন্ধ করুন। সবাই আমার কথা মানিয়া লইল। দরিদ্র মানুষের অসুবিধার জন্য হরতাল কিছু কিছু শিথিলও করিলাম। এইভাবে শান্তিপূর্ণ সংগ্রাম চলিতে থাকিল।" (৮ মার্চ ১৯৭১, আজাদ)

প্রতিবেদনটির উপরের অংশ পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায়, ২৩ বছরের শোষণ-বঞ্চনার এক ঐতিহাসিক বর্ণনার অনবদ্য উপস্থাপন। শেখ মুজিবুর রহমানের ভাষণকে কেন্দ্র করে সংবাদপত্রটি যা তুলে ধরে অধিক গুরুত্বসহকারে। যেখানে পুরো ইতিহাস বর্ণনা করা হয়েছে। এসেছে রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহের যথাযথ বর্ণনা। যে বর্ণনার কেন্দ্রীয় চরিত্র বা সূত্রধর শেখ মুজিবুর রহামান। সংবাদের পরের অংশে আরও উল্লেখ করা হয়:

"জলদগম্ভীর কণ্ঠে সংগ্রামী বাংলার সর্বাধিনায়ক বলেন, 'আমি বা আমার সহকর্মীরা আর যদি কোন নির্দেশ দেওয়ার সুযোগ না পাই তবুও আপনারা আপনাদের দায়িত্বের কথা মনে রাখিবেন। বুকের রক্ত দিয়া ফাঁসীর মঞ্চ হইতে আমাকে এই রেসকোর্সে ফিরাইয়া আনিয়াছেন, নিজের রক্ত দিয়া সেই রক্ত ঋণ শোধ করিব।' রেডিও-টেলিভিশন ও সংবাদপত্রের কর্মচারীদের প্রতি আমার আবেদন, এই গণ-আন্দোলনের খবর যদি যথাযথভাবে প্রচার না করিতে পারেন, তাহা হইলে অসহযোগিতা শুরু করুন। তিনি বলেন, 'ব্যাঙ্ক দুই ঘণ্টার জন্য খোলা থাকিবে। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানে একটি পয়সাও পাচার করিতে দেওয়া চলিবে না। টেলিফোন ও টেলিগ্রামও চলিবে। তবে অন্য কিছু হইলে বিপদ হইবে।'

'বাংলার মরণ বিজয়ী জনতার প্রতি আমার আবেদন, প্রত্যেক গ্রামে, মহল্লায়, ইউনিয়নে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে সংগ্রাম পরিষদ গঠন কর। ঘরে যাহা কিছু আছে তাহা দিয়াই শত্রুর মোকাবেলা করার প্রস্তুতি গ্রহণ কর। রক্ত দিয়াছি, আরও দেব। মনে রাখিবে– এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম–আরও মনে রাখিবে শৃঙ্খলা ছাড়া কোন জাতি জয়লাভ করিতে পারে না।' উপসংহারে

বাংলার মহানায়ক ঘোষণা করেন, 'হে আমার বাংলার ভাই-বোনেরা ঘরে ঘরে প্রস্তুত হও। আমি রক্ত দিবার জন্য প্রস্তুত।' (৮ মার্চ ১৯৭১, আজাদ)

প্রতিবেদনটির উপরের অংশের বর্ণনা বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। এখানে ৭ই মার্চের ভাষণের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ওপর দৃষ্টি দেওয়া হয়েছে। ওই ভাষণে শেখ মুজিবুর রহমান বলেছিলেন তিনি যদি নির্দেশ দিতে না পারেন, তারপরও যাতে প্রতিরোধ আন্দোলন অব্যাহত থাকে, ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলা হয়। একই সঙ্গে আর্থিক খাত নিয়ে ছিল কিছু জরুরি নির্দেশনা। যাতে পূর্ব পাকিস্তানের সম্পদ কেউ লুণ্ঠন বা পাচার করতে না পারে। আর ছিল সেই আত্মপ্রত্যয়ী শব্দযুগল: 'এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম'। যার প্রতিফলন দৈনিক আজাদে ছিল গুরুত্বসহকারে।

দ্য পিপল, ৮ মার্চ ১৯৭১

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ভাষণ নিয়ে অনেক সুযোগসন্ধানী রাজনীতিবিদ ও ইতিহাসবিদ ক্রমাগত অপপ্রচার চালিয়ে আসছে। যাদের অন্যতম মূল বক্তব্য বঙ্গবন্ধু সেদিন স্বাধীনতার ঘোষণার বিষয়টি উল্লেখ করেননি। এই অপপ্রচার আর ইতিহাস বিকৃতির মোক্ষম জাবাব ১৯৭১ সালের ৮ মার্চ প্রকাশিত দ্য পিপল সংবাদপত্রটির প্রধান সংবাদ। ৭ মার্চ শেখ মুজিবুর রহমান অত্যন্ত যৌক্তিকভাবেই সরাসরি স্বাধীনতার ঘোষণা দেননি–বিষয়টি সত্য; কিন্তু এই ভাষণে স্বাধীনতা ও সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের সম্পূর্ণ দিকনির্দেশনা ছিল। যার প্রতিফলন পাওয়া যায় দ্য পিপল-এর সংবাদে। ১৯৭১ সালের ৮ মার্চ প্রকাশিত দ্য পিপল-এর প্রধান শিরোনাম: 'Mujib's call for fight for freedom' আর সাব-হেড: '20 Lacs Attend Race Course Meeting'.

উল্লেখ্য, ১৯৭১ সালে প্রকাশিত প্রায় সব পত্রিকা ছিল ৮ কলাম কাঠামোর। দ্য পিপল ৮ কলামে 'Mujib's call for fight for freedom' শিরোনামের সংবাদটি প্রকাশ করে। যাতে ছিল মুক্তিসংগ্রামের সব ধরনের বর্ণনা। মূল শিরোনাম ছাড়াও সংবাদটিতে বেশকিছু সাব-হেড ছিল। যাতে ভাষণের চুম্বক অংশগুলো তুলে ধরা হয়। সেগুলো অনেকটা এ রকম:

'No Work in Govt. offices Until Demands Met', 'Shops To Open, Trains To Run, Buses To Ply And Banks To Work 2 Hours A-Day', 'Withdrawal Of Martial Law And Transfer Of Power Precondition For Attending N.A.'

ওই সংবাদের শুরুর অংশে বলা হয়:

> 'Bangabandhu Sheikh Majibur Rahman declared at Race Course Maidan yesterday that no government and semi-government offices including courts of law will function till the demands of the people of Bangal are met.
>
> The Bank will however, operate two hours a day for internal transaction; But not a single paisa will be allowed to go to West Pakistan, he advised. He, however, declared that the communication facilities shall be restored from tomorrow; shops and business establishments will also transact normal business.
>
> Addressing a sea of crowd to the tune of two million Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman demanded the withdrawal of Martial Law from the country before 25th March.
>
> Giving his reaction to the summoning of National Assembly on March 25, the redoubtable Sheikh put forward 4 pre-conditions for attending the session. Besides the withdrawal of Martial Law, another important demand was the handing over power to the elected representatives of the people. He further demanded that all army personnel should be sent back to the barracks. The fourth demand made by Sheikh was the institution of impartial inquiry into the killing of the innocent and unarmed civilians.' (8th March 1971, The People)

খুব সহজেই অনুধাবন করা যায় বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ একটি পরিপূর্ণ ঘোষণা, যার যথাযথ প্রতিফলন ছিল দ্য পিপলের সংবাদে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ভাষণ বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, ঐতিহাসিক এই ভাষণটির মূলত তিনটি ভাগ ছিল। ২৩ বছরের বঞ্চনার কথা, কর্মসূচি আর ভবিষ্যতের দিকনির্দেশনা। সংবাদপত্রগুলো পর্যালোচনা করে দেখা যায়, প্রতিটিতেই এই ভাষণের যথাযথ প্রতিফলন। আর শেখ মুজিবুর রহমানের জনসভাকে আখ্যায়িত করা হয়েছে জনসমুদ্র হিসেবে (sea of crowd)। দ্য পিপল-এর ৮ মার্চের প্রধান প্রতিবেদনের পরের অংশের সংবাদবর্ণনায় প্রকাশ করা হয়:

> 'If the President sincerely desirers that the National Assembly, as the sovereign body of elected representative of the people, should function then the following measures must immediately be adopted;
> (a) Immediate withdrawal of all military personal to their barracks;
> (b) Immediate cessation of firing upon civilians, so that not a single bullet is fired with Immediate effect;
> (c) Immediate cessation of military builds up and the heavy inflow of military personnel from the west wing.
> (d) No interference by the military authorities in the different branches of government functioning in Bangla Desh and directions of desist from victimization of government officers and employees;
> (e) Maintenance of law and order to left exclusively to the police and Bangali E.P.R. assisted, wherever necessary by Awami League volunteers;
> (f) Immediate withdraw of Martial Law.
> (g) Immediate transfer of power to the elected representation.' (8th March 1971, The People)

শেখ মুজিবুর রহমানের ভাষণে যেমন ছিল পাকিস্তানি সেনাদের ব্যারাকে ফিরিয়ে নেওয়ার আহ্বান, ঠিক তেমনই ছিল জনপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের আহ্বান। একই সঙ্গে সামরিক আইন প্রত্যাহারের আহ্বানও ছিল আওয়ামী লীগের সভাপতির ভাষণে। যার পুরো বিবরণ উঠে এসেছে দ্য পিপলের সংবাদে। এছাড়া বড়ো পরিসরের সংবাদে এই ভাষণের আরও বিস্তারিত বর্ণনা। যাতে সাড়ে সাত কোটি বাঙালির পরবর্তী করণীয় সম্পর্কে বিশদ বর্ণনা তুলে ধরা হয়েছিল সংবাদপত্রের সংবাদে। দ্য পিপলের প্রধান সংবাদের শেষের দিকে সেই আহ্বান। তাতে তুলে ধরা হয় মূল কর্মসূচি। যাতে দ্য পিপল বর্ণনা করেছে 'The programme of action' হিসেবে। যে কর্মসূচি ছিল মূলত ১০টি। দ্য পিপলের সংবাদ ভাষায়:

> 'The programme of action for the week commencing 8th March 1971 is as follows;
> 1) No tax campaign to continue.
> 2) The secretariat, government and semi government offices, High Courts and other courts through outs Bangla Desh should observe

hartals. Appropriate exemptions shall be announced from time to time.

3) Railways and ports may function, but railways workers and port workers should not cooperate if railways or port are used for mobilisations of forces for the purpose of carrying out repression against the people.
4) Radio, Televisions and newspapers shall give complete version of our statements and shall not suppress news about the people's movement, otherwise Bengalis working in these establishments shall not cooperate.
5) Only local and inter district trunk telephone communication shall function.
6) All educational institutions shall remain closed.
7) Banks shall not affect remittances to the western wing either through the State Banks or otherwise.
8) Black flags shall be hoisted on all buildings everyday.
9) Hartal is withdrawn in all other spheres, but complete or partial hartal may be declared at any moment depending upon the situation.
10) A Songram Parishad should be organised in each Union, Mahallah, Thana, Sub division and District under the leadership of the local Awami League Units'. (8th March 1971, The People)

উল্লেখ্য, যে ঐতিহাসিক এই ভাষণ নিয়ে দ্য পিপলের প্রধান প্রতিবেদনটি ছিল **১৩৭১** শব্দে, যা সংবাদ শব্দের বিবেচনায় অনেক বড়ো। ঐতিহাসিক বা অতি গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ ছাড়া সাধারণত সংবাদপত্রের পাতায় এত বড়ো সংবাদ প্রকাশিত হয় না। আর দ্য পিপলের চরিত্রও ছিল আলাদা। এই সংবাদপত্রটি অত্যন্ত নিষ্ঠা ও সাহসের সঙ্গে বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের সংবাদ প্রকাশ করে গেছে। ফলে **১৯৭১** সালের ২৫ মার্চের ক্র্যাকডাউনের পরপরই পত্রিকাটি আক্রান্ত হয়েছিল। সংবাদপত্র অফিসেই নিহত হয়েছিলেন কয়েকজন।

১৯৭১ সালে দ্য পিপলের ওপর পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর কতটা আক্রোশ ছিল, কীভাবে নৃশংসভাবে সংবাদপত্রটির অফিস পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল, সে বিষয়ে বিস্তারিত বর্ণনা পাওয়া যায় নির্মলেন্দু গুণের জবানিতে। গুণ তখন এই সংবাদপত্রে শিক্ষানবিশ সহ-সম্পাদক হিসেবে কর্মরত ছিলেন। নির্মলেন্দু গুণ তাঁর 'আত্মকথা: **১৯৭১**' গ্রন্থে সেই ধ্বংসযজ্ঞের বর্ণনা দিয়েছেন। সংবাদপত্রটির প্রতিবেদক আবু তাহেরের বরাত দিয়ে তিনি উল্লেখ করেছেন:

> 'অফিসটির শেডগুলিতে গান পাউডার ছিটিয়ে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয় এবং ঐ কালরাতে পিপল ও গণবাংলার চার-পাঁচজন কর্মচারী পাক সেনাদের নির্বিচার গুলিবর্ষণ ও শেলের আঘাতে নিহত হয়। কেউ কেউ ভিতরে জীবন্ত দগ্ধ হয়ে মারা যায়। তিনি [আবিদুর রহমান, দ্য পিপল এর সম্পাদক] তাঁর বাসায় বসে পুবাকাশে তাকিয়ে দীর্ঘ সময় ধরে আগুনের শিখা জ্বলতে দেখেন, কিন্তু তিনি তখনও বুঝতে পারেননি যে ঐ আগুনের লেলিহান শিখার উৎস ছিল তাঁরই প্রিয়

> পত্রিকা পিপল ও গণবাংলার অফিস। ঐ অফিসে সেই রাতে যারা মারা গিয়েছিলেন, তাদের কারও কারও মরদেহ কিছুদিন পর তাদের পরিজনরা নিয়ে যান। দুটো মরদেহ অফিসেই পড়ে ছিল। মরদেহগুলো সেখানে পড়ে থাকতে থাকতে ক্রমশ পচে গলে শুকিয়ে নরকংকালে পরিণত হয়।' (গুণ; ২০১৩:৩০)

দ্য পাকিস্তান অবজারভারের, ৮ মার্চ **১৯৭১**

এবার আসা যাক দ্য পাকিস্তান অবজারভার সংবাদপত্রের আধেয়তে। মনে রাখা প্রয়োজন, এই পত্রিকাটির চরিত্র ও মালিকানার ধরন একেবারেই আলাদা। দ্য পাকিস্তান অবজারভারের মালিক ছিলেন হামিদুল হক চৌধুরী। তিনি ছিলেন ডাকসাইটে মুসলিম লীগ নেতা। ছিলেন পাকিস্তানের প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। এই পত্রিকাটির কমিউনিস্ট-বিরোধী অবস্থান ছিল। **১৯৭১** সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে পত্রিকাটির মালিক হামিদুল হক চৌধুরী সরাসরি মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করেছেন। সংবাদপত্রটির অবস্থানও বাঙালির মুক্তিসংগ্রামের বিরুদ্ধে। তাই ৭ই মার্চের ভাষণে এই পত্রিকাটির আধেয় (৮ মার্চ প্রকাশিত) বিশেষভাবে বিবেচনার দাবি রাখে।

The Pakistan Observer, 8th March, 1971

THE PAKISTAN OBSERVER

No tax: boycott offices, courts, schools, colleges

Sheikh Mujib speaks

TRANSFER POWER TO PEOPLE'S REPRESENTATIVES

CAUTION AGAINST ANTI-SOCIAL ELEMENTS

Official figure 172 dead, 358 wounded

Radio silent

Rly. service resumes

Tikka Khan in city

No extension of ceasefire: Sadat

Ashura

Mobilisation in Ankara

দ্য পাকিস্তান অবজারভারের আধেয় বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, সংবাদপত্রটির প্রধান শিরোনাম: 'Sheikh Mujib Speaks'. প্রদিবেদনটি প্রকাশিত হয় ৩৩৮৫ শব্দে। এটি হয়তো বাংলাদেশের ইতিহাসের সবচেয়ে বড়ো সংবাদ প্রতিবেদন। গুরুত্ব বিবেচনায় এই সংবাদে প্রচুর সাব-হেড ব্যবহার করে আলাদা আলাদা অনুচ্ছেদে শেখ মুজিবুর রহমানের ভাষণের নানা গুরুত্বপূর্ণ দিক তুলে ধরা হয়েছে।

৮ মার্চ দ্য পাকিস্তান অবজারভারের প্রধান সংবাদের ছবি ব্যবহারের বিষয়টি বেশ গুরুত্বপূর্ণ। পত্রিকার ৮ কলামজুড়ে ছবি প্রকাশ করে অবজারভার। শেখ মুজিবুর রহমান তর্জনী উঁচিয়ে বক্তৃতা করছেন আর সামনে লাখো জনতা। দ্য পাকিস্তান অবজারভারের মতো সংবাদপত্র ৭ই মার্চের ভাষণ এভাবে প্রকাশ করবে, বিষয়টি সত্যিই অভাবনীয়। তবে ঘটনা বা ভাষণের গুরুত্ব বিবেচনায় পত্রিকার দায়িত্বরত সম্পাদক বা অন্য এডিটররা যে যথাযথ সিদ্ধান্তই নিয়েছিলেন তাতে কোনো সংশয় নেই।

সংবাদপত্রটির 'Sheikh Mujib Speaks' শিরোনামের প্রধান সংবাদটির সঙ্গে বুলেট আকারে তুলে ধরা হয়:

- Withdraw Martial Law.
- Transfer power to the elected representatives of the people.
- Send troops back to the barracks.
- Hold enquiry into the killing of unarmed people of Bangla Desh.

এরপর প্রধান এই সংবাদের সংবাদ-শীর্ষে লেখা হয়:

> 'The Awami League chief Sheikh Mujibur Rahman made these demands at a mammoth public meeting on Sunday at the Dacca Race Course. Only after these demands were fulfilled, he said, his party would consider whether they could attend the National Assembly session or not.' (8th March 1971, The Pakistan Observer)

দ্য পাকিস্তান অবজারভারের ৮ মার্চের প্রতিবেদনটি আরও কয়েকটি কারণে বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। এই প্রতিবেদনে ভাষণের অত্যন্ত খুঁটিনাটি বিষয়গুলো এসেছে। ভাষণের শুরু, মধ্যভাগের বর্ণনা আর শেষ অংশের নির্দেশনা–সবকিছুই এসেছে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণভাবে। বক্তব্যে নির্দেশনার (directives) বিষয়গুলো যথাযথভাবে আসার সঙ্গে সঙ্গে গুরুত্ব দিয়ে তুলে ধরা হয়েছে শেখ মুজিবুর রহমানের ভাষণের অন্য দিকগুলোও।

যেমন ওই প্রতিবেদনে সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তার বিষয়টি তুলে ধরা হয়েছে ভিন্নভাবে। শেখ মুজিবুর রহমানের বক্তব্যের একটি অংশকে উদ্ধৃত করে 'Minority group's view preferred' এই সাব-হেড ব্যবহার করে খবরের অংশে বলা হয়:

"It is said that the postponement of the national Assembly has been 'misunderstood'. I would like to ask the President whether or not this postponement was affected solely in response to the machinations of a single party-constituting a minority of the total members against the declared wishes of the majority party and also those of numerous from the western wing?

"We had suggested the 15th February as the date for the first sitting, while the minority group in question had indicated a preference for the first week of March. It was the minority group's view which was accepted and the Assembly was summoned on the 3rd March. But then the same minority group raised objections to participation in the National Assembly.

"First, it took up the highly objectionable position that its members would be in 'jeopardy' if they came to Dacca and that they would be 'double hostages'.

Thereafter, this party took up the position that it would only attend the National Assembly on the terms dictated by it. It then went on to strike another posture when its members recorded a decision to resign from the National Assembly. What was particularly surprising was that almost simultaneously an amendment appeared in the LFO enabling members to resign before the first sitting. But then they decided not to resign. This party's intransigence reached its climax when on the 27th February it declared that it would launch a mass movement if the National Assembly was to meet without its participation.

"It went so far as to say that people would take full revenge on those who chose to attend the Assembly session" and that 'if the people failed to take revenge' then that party 'would take action against them'. It further threatened that if any members of its own attended, "the party workers would liquidate him".

"By this time, our Parliamentary Party had assembled at Dacca and members had already begun to arrive from the different provinces of the western wing. The Chief Election Commissioner had reached Dacca and announced that the election of the women members was to be held on the 2nd March. The President himself was expected to arrive on the 1st March for the inaugural session. Our own position on Constitution-making had been clearly stated in our press statement on the 24th February when we reiterated our invitation to each and every member of the National Assembly from the all parts of Pakistan to co-operate with us in this historic task.

On the 27th February we went to the extent of affirming that if any member presents before the Assembly anything just and reasonable, we would accept it." But even this was ignored, it would appear deliberately and with motive.

"On the 1st March by a radio statement there was sudden and unwarranted postponement of the National Assembly sitting sine die. The reason given was that there should be more time for 'understanding' and it was said that there was 'political confrontation between the leaders of East Pakistan and those of the West.'

"Did the people of Bangla Desh not have sufficient reason to feel that their democratic rights had been grossly interfered with at the behest of an undemocratic minority? Were there not enough grounds for them to feel that a minority group had aligned itself with certain forces to obstruct the people of their rights? Indeed, these apprehensions were further fortified by the steady military build up which became evident." (8th March 1971, The Pakistan Observer)

৭ই মার্চের ভাষণ নিয়ে অবজারভারের প্রতিবেদনটি ছিল একটি বিশেষ বিস্তারিত প্রতিবেদন। যাতে সমসাময়িক ঘটনাপ্রবাহের সবকিছুই প্রকাশিত হয়। মুসলিম লীগ রাজনীতি করা পাকিস্তানপন্থি রাজনীতিবিদ হামিদুল হকের সংবাদপত্রে এমন কাভারেজ সত্যিই অপ্রত্যাশিত। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, ৮ মার্চ সংবাদ প্রকাশের ক্ষেত্রে দ্য পাকিস্তান অবজারভারের মালিকপক্ষের এজেন্ডা বাস্তবায়িত হতে পারেনি। এখানে জনগণের এজেন্ডা বা আলোচ্যসূচি সংবাদপত্রের এজেন্ডাকে প্রভাবিত করেছে। প্রবল গণজোয়ার আর জন-আকাঙ্ক্ষার প্রেক্ষাপটে সংবাদপত্রটি শেখ মুজিবুর রহমানকে প্রাধান্য দিতে, শেখ মুজিবুর রহমানকে প্রধান করে সংবাদ প্রকাশ করতে বাধ্য হয়েছে।

দৈনিক পাকিস্তান, ৮ মার্চ ১৯৭১

দৈনিক পাকিস্তান ৮ই মার্চ,১৯৭১

দৈনিক পাকিস্তান
DAINIK PAKISTAN

সংগ্রাম চলবেই

বঙ্গবন্ধুর নির্দেশ

লক্ষ কণ্ঠের বজ্র শপথ

ঢাকা বেতার নীরব

একই সঙ্গে দৈনিক পাকিস্তান সংবাদপত্রে শেখ মুজিবুর রহমানের ভাষণ প্রকাশিত হয় বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে। মনে রাখা প্রয়োজন, ১৯৭১ সালে 'দৈনিক পাকিস্তান' ন্যাশনাল প্রেস ট্রাস্টের গণমাধ্যম। তাই এই সংবাদপত্রের আধেয় নির্ধারিত হতো ভিন্ন প্রেক্ষাপটে। ৮ মার্চ দৈনিক পাকিস্তানে অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে প্রকাশিত হয় শেখ মুজিবুর রহমানের ভাষণের সংবাদ। এদিন দৈনিক পাকিস্তানের শিরোনাম: 'সংগ্রাম চলবেই'। মাত্র দুটি শব্দে ৮ কলামজুড়ে প্রকাশিত হয় শিরোনামটি। অন্যান্য শিরোনাম: 'বঙ্গবন্ধুর নির্দেশ', 'লক্ষ কণ্ঠের বজ্র শপথ', 'ঢাকা বেতার নীরব', 'নিরস্ত্র জনতার উপর গুলি চলতে পারে না: মুজিব', 'ক্ষমতা হস্তান্তর করুন'–এই সব শিরোনামের খবর।

পূর্বদেশ, ৮ মার্চ ১৯৭১

পূর্বদেশ ৮ই মার্চ, ১৯৭১

পূর্বদেশ

সামরিক আইন প্রত্যাহার কর ঃ জনপ্রতিনিধিদের ক্ষমতা দাও
সৈন্যদের ছাউনিতে ফিরিয়ে নাও ঃ নাগরিক হত্যার তদন্ত চাই

শেখ মুজিবের ঘোষনা

ঢাকা বেতার কাল স্তব্ধ ছিল

সামরিক আইন প্রত্যাহার ও ক্ষমতা হস্তান্তর কর

১৯৭১ সালে পূর্বদেশ পত্রিকার মালিকানাও পাকিস্তানের সাবেক কেন্দ্রীয় মন্ত্রী, মুসলিম লীগ নেতা হামিদুল হক চৌধুরীর। তারপরও পূর্বদেশ ৭ মার্চের ভাষণ অত্যন্ত গুরুত্বসহকারে প্রকাশ করে। পত্রিকাটির প্রধান শিরোনাম 'শেখ মুজিবের ঘোষনা'। সঙ্গে ৫ কলামজুড়ে সমাবেশের ছবি। এছাড়া ওইদিন ভাষণের অন্যান্য সংবাদও গুরুত্বসহকারে প্রকাশ করে পূর্বদেশ।

সংবাদ, ৮ মার্চ ১৯৭১

সংবাদ ৮ ই মার্চ, ১৯৭১

সংবাদ

SANGBAD

সামরিক আইন প্রত্যাহার ও গণপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা দিলেই পরিষদের অধিবেশনে যোগ দিব কিনা ঠিক করিব

এবার স্বাধীনতার সংগ্রাম : মুজিব

ঢাকা বেতার ও টেলিভিশন কেন্দ্র বন্ধ

মুজিবের নির্দেশ

১৯৭১ সালে অন্যতম প্রভাবশালী সংবাদপত্র ছিল সংবাদ। ১৯৭১ সালে পত্রিকাটির সম্পাদক ছিলেন জহুর হোসেন চৌধুরী। এই সংবাদপত্রটির অত্যন্ত সংবেদনশীল ভূমিকা ছিল ১৯৭১ সালের মুক্তিসংগ্রামে। বাঙালির স্বাধিকার আন্দোলনের প্রতিটি ঘটনাপ্রবাহে পত্রিকাটির বিশেষ ভূমিকা ছিল। ৮ মার্চ সংবাদ-এর প্রধান শিরোনাম: 'এবার স্বাধীনতার সংগ্রাম: মুজিব'। পুরো সংবাদটি ছাপা হয় ৬ কলামজুড়ে। আর সাব-হেড: 'সামরিক আইন প্রত্যাহার ও গণপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা দিলেই পরিষদের অধিবেশনে যোগ দিব কি না ঠিক করিব'। এদিন সংবাদ-এর প্রথম পাতার আরও দুটি শিরোনাম: 'ঢাকা বেতার ও টেলিভিশন কেন্দ্র বন্ধ' এবং 'মুজিবের নির্দেশ'। ৮ মার্চ সংবাদ-এর প্রথম পাতায় দুটি ছবি ছাপা হয়। একটি ছবি শেখ মুজিবুর রহমানের ক্লোজ, উদ্ধত তর্জনীসহকারে। অপরটি বাঁশের লাঠি হাতে হাজার হাজার জনতার ছবি। একই সঙ্গে শেষ পৃষ্ঠাতেও শেখ মুজিবুর রহমানের ভাষণের ছবি প্রকাশ করে সংবাদপত্রটি। সংবাদপত্রটির নমুনা বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, সংবাদ-এর সংবাদ ছিল অত্যন্ত স্পষ্ট ও সরাসরি। অর্থাৎ ৭ই মার্চে জাতির পিতা শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছেন, তারই প্রতিফলন ছিল সংবাদপত্রটিতে।

দৈনিক ইত্তেফাক, ৮ মার্চ ১৯৭১

৮ ই মার্চ, ১৯৭১

দৈনিক ইত্তেফাক

পরিষদে যাওয়ার প্রশ্ন বিবেচনা করিতে পারি, যদি—

আজ থেকে আমার নির্দেশ—

ঢাকা বেতার বন্ধ

এবার আসা যাক দৈনিক ইত্তেফাকের আধেয় বিশ্লেষণে। ১৯৭১ সালে ইত্তেফাকের সম্পাদক ছিলেন মঈনুল হোসেন। তবে ওই সময় সংবাদপত্রটি মূলত প্রকাশিত হতো সিরাজুদ্দীন হোসেনের তত্ত্বাবধায়নে। তিনি তখন সংবাদপত্রটির নির্বাহী সম্পাদকের দায়িত্বে ছিলেন। ১৯৭১ সালে দৈনিক ইত্তেফাক খুবই প্রভাবশালী সংবাদপত্র। আর দৈনিক ইত্তেফাকের সঙ্গে আওয়ামী লীগ বিশেষ করে জাতির পিতা শেখ মুজিবুর রহমানের বিশেষ সৌহার্দপূর্ণ সম্পর্ক ছিল। এই সম্পর্ক আরও গভীর হয় সংবাদপত্রটির নির্বাহী সম্পাদক সিরাজুদ্দীন হোসেনের জন্য। সিরাজুদ্দীন হোসেন ছিলেন শেখ মুজিবুর রহমানের খুব কাছের বন্ধু। তাঁরা দুজন একসঙ্গে কলকাতার ইসলামিয়া কলেজে (বর্তমানে মওলানা আজাদ কলেজ) পড়াশোনা করেছেন। আর দীর্ঘদিন ধরেই দৈনিক ইত্তেফাক যে আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক মুখপত্র হিসেবে কাজ করে, তা সবারই জানা।

৮ মার্চ দৈনিক ইত্তেফাকের শিরোনাম: 'পরিষদে যাওয়ার প্রশ্ন বিবেচনা করিতে পারি, যদি–'। দ্বিতীয় প্রধান শিরোনাম: 'ঢাকা বেতার বন্ধ' আর তৃতীয় প্রধান শিরোনাম: 'আজ থেকে আমার নির্দেশ'। ৮ কলামের মূল পত্রিকায় প্রধান শিরোনামটি ৮ কলামজুড়েই। যাকে সংবাদপত্রের ভাষায় বলা হয় ব্যানার হেডলাইন।

এছাড়া ছবি প্রকাশের ক্ষেত্রেও বিশেষ গুরুত্ব লক্ষণীয়। বাম পাশে তিন কলামব্যাপী প্রকাশিত ছবিতে ছিলেন বক্তৃতারত শেখ মুজিবুর রহমান। আর নিচে ৮ কলামজুড়ে সমাবেশের আরেকটি বড়ো ছবি।

তবে ৮ মার্চ প্রকাশিত দৈনিক ইত্তেফাকের শিরোনাম ও আধেয় নিয়ে একটু অন্য ধরনের বিশ্লেষণ আছে। কারণ পরিস্থিতি বিবেচনায় ইত্তেফাকের এই শিরোনামটি বেশ রক্ষণাত্মক বা রক্ষণশীল। এ নিয়ে সংবাদপত্রটির অন্য কর্মীদের মধ্যেও অসন্তোষ ছিল। ১৯৭১ সালে ইত্তেফাকের কর্মী আবেদ খান এ রকম রক্ষণশীল শিরোনামে মর্মাহত হয়েছিলেন। যে বর্ণনা আগের দিকে আলোচিত হয়েছে। শুধু সংবাদকর্মী আবেদ খানই নন, এমন শিরোনাম নিয়ে অসন্তোষ দেখা দেয় ছাত্রনেতাদের মধ্যেও। যার একটি বর্ণনা পাওয়া যায় তৎকালীন ছাত্রনেতা, ইতিহাস গবেষক মহিউদ্দিন আহমদের বর্ণনায়। তিনি উল্লেখ করেছেন, ছাত্রনেতারা ইত্তেফাকের শিরোনামে ক্ষুব্ধ ছিলেন। এমনকি ইত্তেফাকের কপিও পোড়ানো হয়েছে (মহিউদ্দিন: ২০১৬)।

উপরে উল্লিখিত আধেয় থেকে সহজেই বুঝতে পারা যায়, ৮ মার্চ দৈনিক ইত্তেফাক শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ভাষণটি গুরুত্বসহকারে ঠিকই প্রকাশ করেছিল; কিন্তু শিরোনামের বিষয়ে ছিল খুবই রক্ষণশীল। এ বিষয়ে অভিজ্ঞ সাংবাদিক ও প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)-এর মহাপরিচালক জাফর ওয়াজেদের বিশ্লেষণ বেশ প্রাসঙ্গিক। দৈনিক ইত্তেফাকের কাভারেজ নিয়ে এক প্রশ্নের জবাবে তিনি জানান:

"ইত্তেফাক হয়তো বঙ্গবন্ধুর মূল ভাষণটিকে উপলব্ধি করতে পারেনি। বঙ্গবন্ধু ৭ মার্চের ভাষণে যে চার দফা দাবি দিয়েছিলেন, তারা ওখানে অবস্থান নিয়েছিলেন। ইতোমধ্যে বঙ্গবন্ধু যে স্বাধীনতার কথা বলেছিলেন, এটা 'ইত্তেফাক' ঠিক উপলব্ধি করেনি। অথবা করে থাকলেও তা সেভাবে প্রকাশ করেনি। তখন ইত্তেফাকের বার্তা সম্পাদক ছিলেন সিরাজুদ্দীন হোসেন। পরে তার ছেলে জাহীদ রেজা নূরের কাছ থেকে আমি জেনেছি, শিরোনাম কী হবে, তা নিয়ে সিরাজুদ্দীন হোসেন বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে কথা বলেছিলেন। বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, ভাষণে উপস্থাপিত চার দফা দাবিকে হাইলাইট করতে। বঙ্গবন্ধুর দিক থেকে সেটিই ঠিক ছিল। কিন্তু সংবাদপত্রের দিক থেকে সেটি সঠিক ছিল না। কারণ চার দফা দাবি স্বাধীনতা ঘোষণাকে ছাপিয়ে নয়। কারণ স্বাধীনতার পথে এই চার দফা দাবি দরকার ছিল। কারণ সেনাবাহিনীকে ব্যারাকে ফিরে যাওয়া প্রয়োজন ছিল। বঙ্গবন্ধু যুদ্ধ চাননি। চেয়েছিলেন আলোচনার মাধ্যমে সমস্যার সমাধান করতে। যেহেতু বঙ্গবন্ধু একজন গণতান্ত্রিক নেতা, তিনি গণতন্ত্রের পথে যেতেই পছন্দ করেন। গোটা রাজনৈতিক জীবনে কোনো পিচ্ছিল পথ, গোপন পথ বা ষড়যন্ত্রের পথ বঙ্গবন্ধু অবলম্বন করেননি। ৭ই মার্চের ভাষণেও তিনি তা করতে চাননি। ভাষণে বঙ্গবন্ধু সুস্পষ্টভাবে সব দিকনির্দেশনা দিয়ে দিয়েছেন। এখন আমরা পর্যালোচনা করে বুঝতে পারি, বঙ্গবন্ধু কীভাবে গেরিলাযুদ্ধের পথ তৈরি করে দিয়েছিলেন। যারা বোদ্ধা, তারা হয়তো বুঝেছেন, যারা নির্বোধ, তারা হয়তো ভাষণ থেকে কিছুই বুঝতে পারেননি।" (সাক্ষাৎকার, জাফর ওয়াজেদ, ২০২০)

জাফর ওয়াজেদের এই মূল্যায়ন বেশি যুক্তিযুক্ত। কারণ ভাষণে বঙ্গবন্ধু শুধু সরাসরি স্বাধীনতার ঘোষণাটা দেননি; কিন্তু মুক্তির সংগ্রাম, চূড়ান্ত সংগ্রাম ও ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলার প্রস্তুতির কথা বলেছিলেন। আর দিয়েছিলেন চারটি শর্ত। যে শর্তগুলো মানলে পূরণ হয় বাঙালির স্বাধিকারের দাবি তথা স্বাধীনতা।

৫.৩ অসহযোগ আন্দোলন ও বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ সংক্রান্ত সংবাদ-ছবির আধেয় পর্যালোচনা

'Photo Journalists are one of the most important arms of the newspapers and television channels, who contribute positively to make the published reports more vivid, interesting and lively'. (Mukherjee; 2017: 73)

'Sometimes even a simple photograph accompanied by a good caption is good enough to tell the leaders about a news event. A good photograph tells the truth and record the evidence of an event.' (Mukherjee; 2017: 73)

ছবি সংবাদপত্রের অন্যতম অপরিহার্য উপাদান। ছবি সংবাদকে বিশ্বাসযোগ্য করে, ছবি সংবাদকে গ্রহণযোগ্য করে, ছবি সংবাদকে পাঠকের কাছে আকর্ষণীয় করে তোলে। সংবাদপত্রে ছবির আবেদনের বিষয়ে দ্বিমত প্রকাশের সুযোগ নেই। আর এ কারণেই একটি সংবাদপত্রের অত্যন্ত

গুরুত্বপূর্ণ সদস্য একজন ফটোসাংবাদিক। সংবাদপত্রে ছবির ব্যবহার ও গুরুত্ব নিয়ে এমন মূল্যায়নই তুলে ধরেছেন স্বপন কুমার মুখার্জি (Swapan Kumar Mukherjee). স্বপন কুমার মুখার্জি দীর্ঘ ৩৫ বছর ভারতের 'United News Agency of India-UNI'-তে কাজ করেছেন। এরপর তিনি তাঁর অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে ফটো সাংবাদিকতা নিয়ে উপরের কথাগুলো উল্লেখ করেছেন তাঁর 'A Textbook on Journalism (2017)' বইয়ে। স্বপন কুমার মুখার্জির এই মূল্যায়ন যে যথাযথ, তা নিয়ে সন্দেহ করার কোনো সুযোগ নেই।

সংবাদ-ছবি বা ফটোসাংবাদিকতা ডিজিটাল যুগে খুবই কার্যকর ও প্রয়োজনীয়, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। একটি সংবাদ-ছবি একটি বড়ো ঘটনার 'আইকন' বা প্রধান ভাব প্রকাশক মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হয়। যেমন, ২০১৫ সালে তোলা আলান কুর্দির (Alan Kurdi) ছবি। ডোগান নিউজ এজেন্সির জন্য কাজ করা তুর্কি ফটোসাংবাদিক নিলুফার ডেমির (Nilüfer Demir) এই ছবিটি তুর্কি এক সমুদ্র উপকূল থেকে তুলেছিলেন ২ সেপ্টম্বর ২০১৫। সিরিয়ার গৃহযুদ্ধে সর্বস্ব হারিয়ে আলান কুর্দির পরিবার ঝুঁকিপূর্ণ সমুদ্রপথে ইউরোপে প্রবেশের চেষ্টা করছিল। সমুদ্রে তাদের নৌকা ডুবে গেলে পানিতে ডুবে মৃত্যু হয় চার বছর দুই মাস বয়সি আলান কুর্দির। এরপর থেকেই সিরিয়ার গৃহযুদ্ধ সংকটের আইকনে পরিণত হয় এই ছবিটি। একটি ছবিই তুলে ধরে একটি পুরো ঘটনাপ্রবাহ।

সংবাদ-ছবি সময়ের ও সমাজের প্রতিচ্ছবি, ঐতিহাসিক উপাদান। যার মাধ্যমে মূর্ত হয়ে ওঠে মানুষের শোক, সাফল্য আর সংগ্রামের দৃঢ়প্রত্যয়। আনন্দ-বেদনার অভিব্যক্তি। হাজার শব্দের চেয়ে একটি ছবির আবেদন বেশি হওয়ায় একটি ছবি মানুষের মাঝে সঞ্চার করতে পারে অসীম সাহস, জোগাতে পারে নবোদ্যম। এক মুহূর্তে কোনো পাঠককে নিয়ে যেতে পারে অতীতে, ঐতিহাসিক কোনো সমাবেশ, ঘটনা, দুঃখজনক কোনো অধ্যায় অথবা আলোকোজ্জ্বল কোনো সাফল্যের মুহূর্তে। বাংলাদেশের ফটোসাংবাদিকরা উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান, সত্তরের প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড়, গৌরবোজ্জ্বল মুক্তিযুদ্ধসহ নানা ঐতিহাসিক মুহূর্তে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে বিপৎসংকুল বর্তমানকে ক্যামেরার ফ্রেমে বন্দি করেছেন আগামী প্রজন্মের জন্য। যাদের তোলা মূল্যবান ছবি বিশ্লেষণ করে তৈরি হতে পারে নতুন জ্ঞান। সামনে আসতে পারে নতুন কোনো ঘটনাবহুল সমীকরণ।

বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চ ভাষণের ঘটনাপ্রবাহ অত্যন্ত গুরুত্বসহকারে ক্যামেরাবন্দি করেছিলেন সেই সময়ের ফটোসাংবাদিকরা। পরের আলোচনায় বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক এই ভাষণের ছবি ও সংবাদপত্রে কীভাবে সেগুলো প্রকাশিত হয়েছিল, সেই বিষয়ে আলোচনা করা হলো।

১৯৭১ সালের অসহযোগ আন্দোলন এবং বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণের সংবাদ-ছবিঃ পরিমাণগত পর্যালোচনা

১৯৭১ সালের অসহযোগ আন্দোলন এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ই মার্চের ভাষণ সংক্রান্ত ছবি বিশ্লেষণে দেখা যায়, ৭টি সংবাদপত্রে এ বিষয়ে মোট ছবি প্রকাশিত হয়েছে ১৭৬টি। এর মধ্যে আজাদে প্রকাশিত ছবির সংখ্যা ছিল ৩৫টি, দৈনিক ইত্তেফাকের ছবি ১৩টি, পূর্বদেশে ৩৪টি, দৈনিক পাকিস্তানের ছবির সংখ্যা ২৩টি, সংবাদের ২৩টি, দ্য পাকিস্তান অবজারভারের ছবি ২৩টি, আর দ্য পিপল-এ প্রকাশিত ছবির সংখ্যা ছিল ২৫টি।

আর তথ্য নথিভুক্তকরণের ভাগ অনুযায়ী সংবাদ-ছবি (News photo) ১৭১টি, আর ছবি-গল্প (Photo Story) সংখ্যা ৬টি।

শুধু বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের সংবাদ-ছবি পরিমাণগত পর্যালোচনা

এই গবেষণার অন্যতম লক্ষ্য ছিল বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণের সংবাদ আধেয় যথাসম্ভব বিশ্লেষণ করা। উপাত্ত বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, ৭টি সংবাদপত্রে বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ সংক্রান্ত সংবাদ-ছবির সংখ্যা ছিল ২১টি। যার মধ্যে আজাদে প্রকাশিত সংবাদ-ছবি ২টি, দৈনিক ইত্তেফাকে ২টি, পূর্বদেশে ১টি, দৈনিক পাকিস্তানে ২টি, সংবাদে ৩টি, দ্য পাকিস্তান অবজারভারে ২টি এবং দ্য পিপল-এ বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণের ছবি ছিল ৩টি। এর মধ্যে সংবাদ-ছবি (News photo) ১৪টি আর ছবি-গল্প (Photo Story) ৭টি।

১৯৭১ সালের অসহযোগ আন্দোলন সংবাদ-ছবি গুণগত পর্যালোচনা

এই অংশে ৭টি সংবাদপত্রের ১ থেকে ১৪ মার্চের সংবাদপত্রের গুরুত্বপূর্ণ ছবির আলোচনা করা হয়েছে। যেহেতু এই গবেষণার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ৭ই মার্চের ভাষণ, সেই বিবেচনায় ৭ই মার্চের ভাষণের ছবি অর্থাৎ ৮ মার্চ প্রকাশিত ছবির আধেয় আলাদা করে আলোচনা করা হয়েছে।

নমুনা ৭টি সংবাদপত্রের ছবি উপস্থাপন ও পর্যালোচনা

এই অংশে গবেষণার প্রতিটি নমুনা সংবাদপত্রের গুরুত্বপূর্ণ ছবি দিন ভিত্তিক উপস্থাপন করা হয়েছে। উল্লেখ করা যেতে পারে, ছবি উপস্থাপনের ক্ষেত্রে গুরুত্ব বিবেচনায় যে পরিমাণ ছবি তুলে ধরা হয়েছে তার চেয়ে বেশি সংখ্যায় ছবি তুলে ধরার সুযোগ ছিল। কিন্তু নমুনা হিসেবে সংগ্রহ করা ঐ ছবিগুলোর মান যথাযথ না হওয়ায় ছবিগুলো এখানে তুলে ধরা সম্ভব হয়নি। তবে গুণগত আলোচনায় ছবিগুলোর বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

আজাদ, ১ মার্চ

আজাদ, ৩ মার্চ

আজাদ, ৪ মার্চ

আজাদ, ৬ মার্চ

আজাদ, ১০ মার্চ

আজাদ, ১২ মার্চ

দৈনিক ইত্তেফাক, ৭ মার্চ

দৈনিক ইত্তেফাক, ১১ মার্চ

পূর্বদেশ, ২ মার্চ

পূর্বদেশ, ৩ মার্চ

পূর্বদেশ, ৩ মার্চ

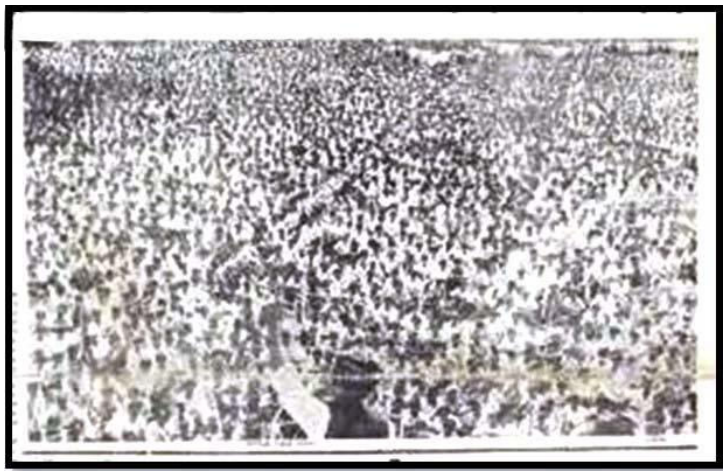

পূর্বদেশ, ৪ মার্চ

পূর্বদেশ, ১১ মার্চ

পূর্বদেশ, ১১ মার্চ

দৈনিক পাকিস্তান, ৪ মার্চ

সংবাদ, ১১ মার্চ

সংবাদ, ১২ মার্চ

দ্য পাকিস্তান অবজারভার, ২ মার্চ

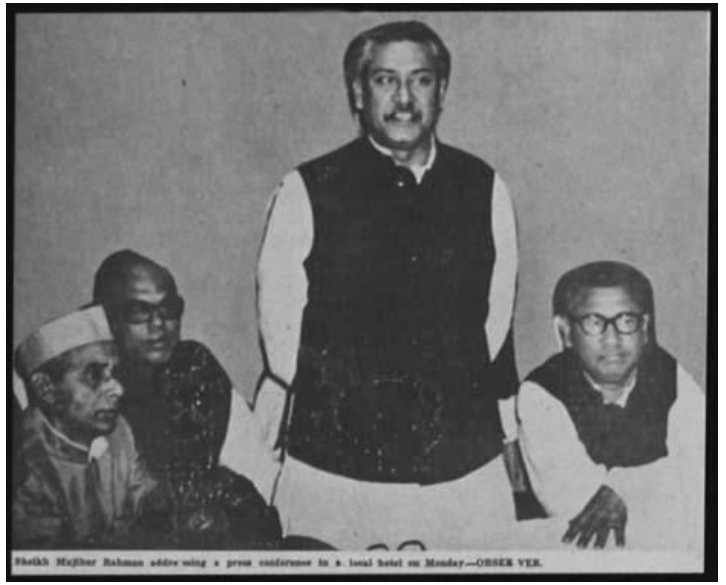

দ্য পাকিস্তান অবজারভার, ৩ মার্চ

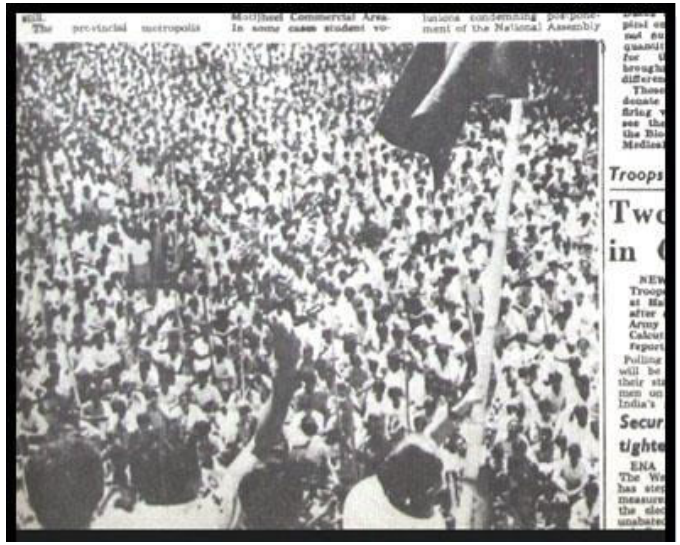

দ্য পাকিস্তান অবজারভার, ১০ মার্চ

দ্য পাকিস্তান অবজারভার, ১১ মার্চ

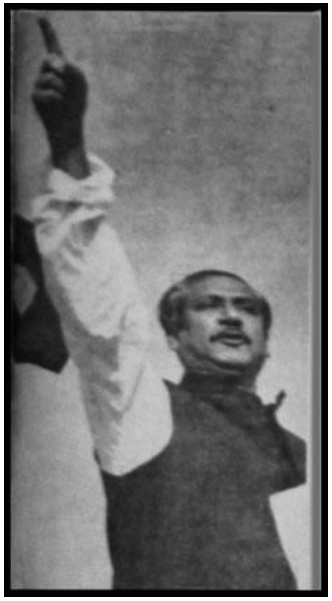

দ্য পাকিস্তান অবজারভার, ১৩ মার্চ

দ্য পিপল, ২ মার্চ

দ্য পিপল, ৫ মার্চ

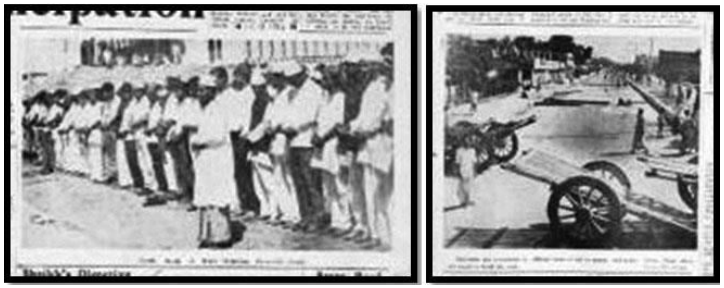

দ্য পিপল, ১৪ মার্চ

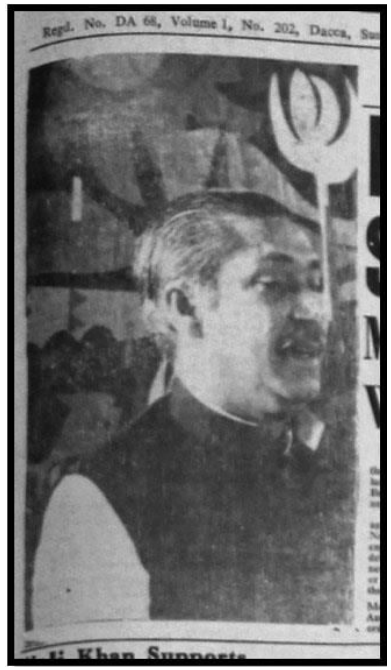

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে ১৯৭১ সালের বেশির ভাগ সংবাদপত্রের ভূমিকা ছিল বেশ ইতিবাচক। বাঙালি জাতির স্বাধিকার আন্দোলন তথা শেখ মুজিবুর রহমানের অসহযোগ আন্দোলনে সংবাদপত্রগুলোর অকুণ্ঠ সমর্থন ছিল। যার প্রতিফলন পাওয়া যায় ১ মার্চ থেকে ১৪ মার্চ পর্যন্ত প্রকাশিত ছবিতে। উপরে উল্লিখিত সংবাদপত্রগুলোর প্রথম পাতায় প্রধান কয়েকটি ছবির আধেয় বিশ্লেষণ করলেই দেখা যায়, বাঙালির স্বাধিকার আন্দোলনই ছিল মুখ্য প্রাধান্য। যার কেন্দ্রীয় চরিত্র, প্রধান চরিত্র ছিলেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। এছাড়া জনতার স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলন, আন্দোলন-সংগ্রামে সাধারণ প্রতিক্রিয়া–সবকিছুই সুনিপুণভাবে প্রকাশিত হয়েছে সংবাদপত্রটির পাতায় পাতায়।

১–১৪ মার্চ আন্দোলন-সংগ্রাম ও অসহযোগের নানা চিত্র ছবিগুলোয় উঠে এসেছে। আর এ ছবিগুলোর বেশির ভাগই প্রকাশিত হয়েছে প্রথম পাতায়। এই ছবিগুলোর একটি আলাদা ঐতিহাসিক মূল্য রয়েছে। প্রত্যেকটি ছবি পর্যবেক্ষণ করলেই বুঝতে পারা যায়, প্রতিটি ছবিই ছিল ইতিহাসের অনন্য, অমূল্য গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।

শুধু ৭ই মার্চের ভাষণ আধেয় ছবির গুণগত পর্যালোচনা

আজাদ, ৮ মার্চ

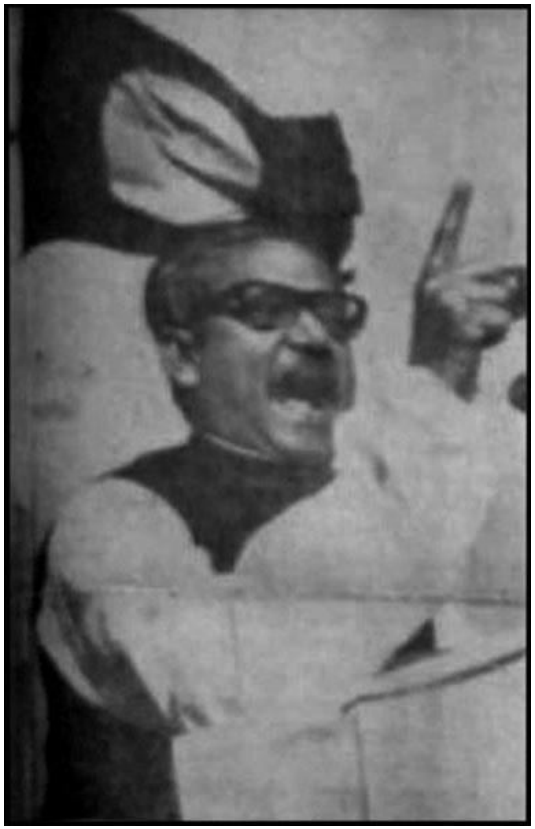

দৈনিক ইত্তেফাক, ৮ মার্চ

দৈনিক পাকিস্তান, ৮ মার্চ

সংবাদ, ৮ মার্চ

দ্য পাকিস্তান অবজারভার, ৮ মার্চ

A section of the cheering crow d at Race Course Maidan on th e arrival of the Awami League Chief. Sheikh Mujibur Rahman.
—OBSERVER.

দ্য পিপল, ৮ মার্চ

Sheikh Mujib addressing the sea of crowd at the Race Course Maidan yesterday. Photo—The People

A section of the ladies gather'ng at the Race Course yesterday. Photo—The People

- **শেখ মুজিবের তর্জনী ও সমাবেশের জনতাই ছিলেন ৮ মার্চের সংবাদ-ছবির উপাদান**

১৯৭১ সালের ৮ মার্চ প্রকাশিত সংবাদপত্রের ছবিগুলো ছিল ৭ই মার্চের ভাষণকেন্দ্রিক। লাখ লাখ জনতার ছবি যেমন ছিল, তেমনই উঠে আসে শেখ মুজিবুর রহমানের উদাত্ত আহ্বানের অভিব্যক্তি। বিশেষ করে হাতের তর্জনী উঁচিয়ে সংবাদ-এ প্রকাশিত ছবিটি ছিল বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। প্রায় সব সংবাদপত্রই শেখ মুজিবুর রহমানের তর্জনী তোলা ছবিটি প্রকাশ করে। সংবাদপত্রগুলোর প্রথম পাতায়ই প্রকাশিত হয় ছবিগুলো।

উল্লেখ করা যেতে পারে, ৮ মার্চ সংবাদপত্রে প্রকাশিত ছবিগুলোর মধ্যে রেসকোর্স ময়দানে উপস্থিত উত্তেজিত ছাত্র-জনতার যেসব ছবি প্রকাশিত হয়েছিল, সেগুলোর বেশির ভাগই ছিল পুরো ৮ কলামজুড়ে। যেগুলোকে বলা হয় ব্যানার ছবি।

ছবিগুলোয় আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ মুজিবুর রহমানের ছবি ছাপা হয়েছিল অনেকটা কর্তৃত্ব প্রকাশক ভঙ্গিমার। এ কথা সহজেই বোঝা যায়, ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের রাজনৈতিক মঞ্চের প্রধান নায়ক ছিলেন জাতির পিতা শেখ মুজিবুর রহমান। শেখ মুজিবুর রহমানের ছবি ছাপতে সেই সময়ের এই সাতটি সংবাদপত্র বিশেষভাবে গুরুত্ব দিয়েছিল। যে ছবিগুলো এখন বাংলাদেশ তথা বিশ্ব ইতিহাসের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসের আইকন।

তবে ৭ই মার্চের ভাষণের ছবির ক্ষেত্রে পূর্বদেশ একটু বিশেষ বিবেচনার গুরুত্ব রাখে। ৮ই মার্চ প্রকাশিত পূর্বদেশের আধেয় বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, শেখ মুজিবুর রহমানের ছবি প্রকাশিত হয়েছিল ৪ কলামজুড়ে।

এই ছবির আধেয়তে দেখা যায়, বিশাল সমাবেশের উপর তর্জনী উঁচিয়ে নির্দেশক অভিব্যক্তিতে অবস্থান করছেন শেখ মুজিবুর রহমান। ছবিটি মূলত দুটো ছবি সম্পাদনা করে একটি ছবি তৈরি করা হয়েছে, যা বর্তমান প্রেক্ষাপটের ফটোসাংবাদিকতার নীতি-নৈতিকতাবিরোধী। তারপরও পূর্বদেশের এই ছবিতে নান্দনিকতার অভাব ছিল, যা পত্রিকাটির মেক-আপ সম্পর্কে একটি নেতিবাচক ধারণা দেয়। তবে উল্লেখ্য যে পূর্বদেশ অনেক ক্ষেত্রেই তাদের প্রধান ছবিটি এ রকম কোলাজ (দুই বা তিন ছবি ব্যবহার করে একটা ছবি) তৈরি করে। ৭ই মার্চের আগের কয়েক দিনের সংবাদপত্রেও এ রকম ছবি প্রকাশিত হয়েছিল। তবে এই কোলাজ বা এ ধরনের ছবির ব্যবহার খুব একটা ইতিবাচক নয়।

৫.৩.১ দৈনিক পাকিস্তানের ঐতিহাসিক ফটোফিচারের (৮ মার্চ ১৯৭১) প্রেক্ষাপট পর্যালোচনা

৭ই মার্চের ছবিগুলো (৮ মার্চ ১৯৭১ প্রকাশিত) বিশ্লেষণ করলে একটি ফটোফিচার নজরে আসে। এই ফটোফিচারটি প্রকাশ করেছিল দৈনিক পাকিস্তান। ৭টি ছবির সমন্বয়ে এই ফিচারটি প্রকাশিত হয়েছিল দৈনিক পাকিস্তানের শেষ পৃষ্ঠায়। ন্যাশনাল প্রেস ট্রাস্টের সংবাদপত্র হিসেবে এই ফিচার প্রকাশ ছিল নিশ্চয় একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এই ফিচার সম্পর্কে সংগৃহীত গভীরতর সাক্ষাৎকারে (In-depth Interview) ১৯৭১ সালে দৈনিক পাকিস্তানের বার্তা সম্পাদক তোয়াব খান এই গবেষকের কাছে ওই ফিচারের পেছনের ঘটনা বর্ণনা করেছেন। তাতে তিনি জানান:

> 'সাংবাদিকতায় রিপোর্টিংয়ে একটা কথা আছে–'এক হাজার শব্দের চেয়েও একটি ছবি অনেক বেশি কার্যকর'। আর সেই কারণেই সারাবিশ্বের প্রথম সারির ও পাঠকপ্রিয় সংবাদপত্রগুলো তাদের সংবাদপত্রের পাতায় ফটোগ্রাফিক রিফ্লেকশন রাখার চেষ্টা করে। আমরাও সেই চেষ্টা করতাম। তবে এক্ষেত্রে

দৈনিক পাকিস্তানের একটা সুবিধা ছিল। ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানের সময় পত্রিকাটির অফিস পুড়ে যায় [১৯৬৯ সালের ২৪ জানুয়ারি গণবিরোধী এবং আন্দোলনবিরোধী ভূমিকার জন্য ন্যাশনাল প্রেস ট্রাস্ট ভবনে আগুন দিয়েছিলেন আন্দোলনকারী ছাত্র-জনতা]। এরপর পত্রিকা ছাপানোর জন্য আমরা নতুন যন্ত্রপাতি পাই। অধুনিক সুবিধা সংবলিত প্রেস। এতে আমরা ছবি ভালো করে ছাপাতে পারতাম। আগে সংবাদপত্রে ছবি ছাপা হতো ফ্ল্যাটব্যাক মেশিনে। পরে নতুন যন্ত্রপাতিতে রোটারি সিস্টেম এলে আমাদের অনেক সুবিধা হয়। আমাদের আগে বাংলাদেশের সংবাদপত্রের ইতিহাসে কেউ ছবি ছাপার ক্ষেত্রে এমন সুবিধাজনক অবস্থায় ছিল না।' (সাক্ষাৎকার, তোয়াব খান, ২০২০)

তোয়াব খান আরও জানান, এই প্রযুক্তিবিষয়ক সুবিধাজনক অবস্থানের কারণেই দৈনিক পাকিস্তান বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণের ওই ফটোফিচারটা তারা করতে পেরেছিলেন। সাথে ছিল সম্পাদকের সাহসী সিদ্ধান্ত।

৫.৪ সিদ্ধান্তসমূহঃ

১. গবেষণার জন্য নথিভুক্ত ৭টি সংবাদপত্রের ৭৩৭টি সংবাদ নমুনা পর্যলোচনা করে দেখা গেছে, ১৯৭১ সালের ১–১৪ মার্চের সংবাদের প্রধান বিষয় ছিল ১ মার্চ থেকে শুরু হওয়া অসহযোগ আন্দোলন আর ১৯৭০ সালের নির্বাচনে নিরঙ্কুশ জয় পাওয়া আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ মুজিবুর রহমান।

২. ১–১৪ই মার্চ শেখ মুজিবুর রহমানই ছিলেন সংবাদপত্রের প্রধান চরিত্র (The main Character), সংবাদের গতিপ্রকৃতি নির্ধারণের নিয়ামক (Controller) এবং প্রধান সংবাদ তৈরির ব্যক্তিত্ব (Newsmaker).

৩. ১১০ নম্বর সামরিক আদেশ জারি থাকলেও ১৯৭১ সালে সংবাদপত্রগুলো শেখ মুজিবুর রহমান তথা বাঙালির স্বায়ত্তশাসন অর্জনের অসহযোগ আন্দোলনের সংবাদ প্রকাশ করে স্বতঃস্ফূর্ত ও সর্বোচ্চ গুরুত্বসহকারে। সাংবাদিক কামাল লোহানীর ভাষায় কোনো অবস্থাতেই 'রক্তচক্ষু'কে আমলে নেয়নি সংবাদপত্র ও সাংবাদিকরা।

৪. ১–১৪ মার্চ সময়ে গণপরিষদের অধিবেশন স্থগিত করা, টঙ্গীতে গুলি, ৭ই মার্চের ভাষণ, মওলানা ভাসানীর জনসভা, দেশ পরিচালনার জন্য নির্বাচনে নিরঙ্কুশ বিজয়ী আওয়ামী লীগের নির্দেশনাসমূহ (Directives), বিভিন্ন জেলায় পাক সেনাবাহিনীর গুলিবর্ষণ ইত্যাদি বিষয়ে সংবাদ ও ছবি প্রকাশিত হয়েছে সর্বোচ্চ গুরুত্বসহকারে, যা বাংলাদেশের অসহযোগ আন্দোলনের ধারাবাহিক ইতিহাসের অনন্য উপাদান।

৫. ৭ই মার্চের ভাষণের সংবাদ (৮ মার্চ ১৯৭১ প্রকাশিত) বাংলাদেশ তথা পূর্ব পাকিস্তানের সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছিল নজিরবিহীন (Unprecedented) গুরুত্বসহকারে।

৬. ৮ মার্চ প্রকাশিত সংবাদ-ছবিতে শেখ মুজিবুরের তর্জনী ও সমাবেশের ছবিই ছিল সংবাদপত্রের প্রধান সংবাদ-ছবি। যেগুলোর বেশির ভাগই ছিল বড়ো আকারের ব্যানার ছবি। আর দৈনিক পাকিস্তান প্রকাশ করেছিল ফটোফিচার, যা ছিল এক অনন্য সংযোজন।

৭. ওই সময়ে সংবাদপত্রগুলোর প্রতিবেদনে শেখ মুজিবুর রহমানকে যেসব উপাধিতে বিশেষায়িত করা হয়েছে, সেগুলোর মধ্যে অন্যতম 'বঙ্গশার্দূল', 'প্রিয় নেতা', 'সংগ্রামী জনতার সিপাহসালার', 'বাংলার সর্বাধিনায়ক', 'বাংলার মহানায়ক' ইত্যাদি।

৮. ৭টি সংবাদপত্রের নমুনা পর্যালোচনা করে দেখা গেছে, ৭ই মার্চের ভাষণ শেষে শেখ মুজিবুর রহমান কোথাও 'জয় পাকিস্তান' শব্দযুগল উচ্চারণ করেননি। ভাষণে 'জয় বাংলা' ধ্বনিই ছিল শেখ মুজিবুর রহমানের শেষ ও প্রধান উদ্দীপনা জাগানো শব্দযুগল, যা মুক্তিযুদ্ধের নয় মাস ব্যবহৃত হয়েছে মূল স্লোগান হিসেবে।

৯. গবেষণার ৭টি নমুনা সংবাদপত্রের মধ্যে ইংরেজি দৈনিক দ্য পিপল-এর আধেয় (সংবাদ-ছবি-সম্পাদকীয়) ছিল নিরঙ্কুশভাবে বাঙালির স্বায়ত্তশাসনের সংগ্রাম তথা স্বাধীনতার পক্ষে।

১০. নমুনা সংবাদপত্রগুলোর মধ্যে দৈনিক ইত্তেফাকের আধেয় ছিল সবচেয়ে রক্ষণশীল। পাকিস্তানপন্থি নেতা হামিদুল হক চৌধুরীর পূর্বদেশ ও দ্য পাকিস্তান অবজারভার ১–১৪ মার্চ সংবাদ প্রকাশ করেছে জনগণের প্রত্যাশাকে গুরুত্ব দিয়ে।

৫.৫ সুপারিশসমূহঃ

১. মানবতাবিরোধী অপরাধের বিচারে গঠিত আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের নির্দেশ অনুযায়ী জব্দ থাকা ১৯৭১ সালের সংবাদপত্রগুলো গবেষকদের জন্য অবিলম্বে অবমুক্ত করা।

২. সংবাদপত্র ইতিহাস গবেষণার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। এই প্রেক্ষাপটে ১৯৭১ সালের সংবাদপত্রগুলো ডিজিটাল ভার্সনে যথাযথভাবে সংরক্ষণ করা।

৩. ১৯৭১ সালের ১ থেকে ১৪ মার্চ পর্যন্ত অসহযোগ আন্দোলন বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে খুবই গুরুত্বপূর্ণ সময়। এই সময়ের ওপর সংবাদপত্রের প্রতিবেদনের ভিত্তিতে ইতিহাস গ্রন্থ রচনা বা গবেষণার বিশেষ সুযোগ রয়েছে।

৪. বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ সংক্রান্ত সংবাদের বিষয়গুলো গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করা।

৫. ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ ভাষণের সংবাদ প্রতিবেদনগুলো যথাযথভাবে ডকুমেন্টশন করা।

ষষ্ঠ অধ্যায়

৬.১ উপসংহার

'আমরা যে বিশ্বে বাস করি, তার এক একটি দিনের ইতিহাস হলো সেই দিনটির সংবাদপত্র।' –জর্জ হর্নে, (ভট্টাচার্য; ২০১৯: ০১)

সংবাদপত্র চলমান জীবনের প্রতিচ্ছবি। একেকটি দিনের ইতিহাস। তাত্ত্বিক জর্জ হর্নে (George Horne) আরও একধাপ এগিয়ে ওপরের বাক্যটির মাধ্যমে সংবাদপত্রের গুরুত্ব আরও কার্যকরভাবে তুলে ধরেছেন।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ই মার্চের ভাষণের নতুন নানাদিক অনুসন্ধান করে এবং তা থেকে জ্ঞান সৃষ্টিই ছিল এই গবেষণার উদ্দেশ্য। এই গবেষণার প্রতিটি অধ্যায়ের প্রধান অনুষঙ্গ ছিল আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ মুজিবুর রহমান এবং বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাস। যে ইতিহাস আলোচিত হয়েছে সেই সময়ের প্রধান ৭টি (৫টি বাংলা ও ২টি ইংরেজি) সংবাদপত্রের আধেয়ের ভিত্তিতে।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ই মার্চের ভাষণের সংবাদ আধেয় সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে গিয়ে ১৯৭১ সালের ১–১৪ মার্চ সময়ের সংবাদ আধেয় বিশ্লেষণ করা হয়েছে। যার ফলাফলে দেখা যায়, এই সময়ের সংবাদপত্রের প্রধান আধেয় ছিল শেখ মুজিবুর রহমান-কেন্দ্রিক। তিনিই ছিলেন সংবাদের ক্ষেত্রে প্রধান চরিত্র (The main Character) আর রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহের ক্ষেত্রে গতিপ্রকৃতি নির্ধারণের নিয়ামক (Controller).

১ মার্চ এক বেতার বার্তার মাধ্যমে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত করার পর ২ মার্চ রাতে ঢাকা শহরে কারফিউ জারি করা হয়েছিল। আর সেন্সরশিপ দেওয়া হয় সংবাদপত্রে (ত্রিবেদী: ২০১২)। উল্লেখ্য, সেনা কর্তৃপক্ষের এই কড়া সেন্সরশিপ উপেক্ষা করেই ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণের সংবাদ অত্যন্ত গুরুত্বসহকারে প্রকাশ করে তখনকার সংবাদপত্র। আর সার্বিকভাবে ১ থেকে ১৪ মার্চের আধেয় বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, ওই সময়ের ঘটনাপ্রবাহের প্রধান নিয়ন্ত্রক বা ভরকেন্দ্র ছিলেন জাতির পিতা শেখ মুজিবুর রহমান। তাঁকে ঘিরেই প্রকাশিত হতো প্রধান সংবাদগুলো। তাঁর রাজনৈতিক কর্মসূচি, বক্তৃতা, বিবৃতি, প্রতিক্রিয়া বা যে কোনো সিদ্ধান্তই ছিল সংবাদপত্রের গুরুত্বপূর্ণ আধেয়। এক্ষেত্রে সংবাদপত্রগুলো যেমন কোনো ধরনের সেন্সরশিপ মানেনি, ঠিক তেমনই ৭ই মার্চের ভাষণের সংবাদ এবং

১–১৪ মার্চ সময়ের সার্বিক সংবাদ প্রকাশে সংবাদপত্রগুলো রাখে সাহসী ভূমিকা। এক্ষেত্রে বলাই বাহুল্য, ওই সময় সংবাপদত্রের প্রধান চরিত্র ছিলেন আওয়ামী লীগের সভাপতি, বাংলার অবিসংবাদিত নেতা শেখ মুজিবুর রহমান। এমনকি পাকিস্তান ভাবাপন্ন রাজনীতিবিদের সংবাদপত্রেও (পূর্বদেশ, দ্য পাকিস্তান অবজারভার ও অন্যান্য) প্রধান আধেয় ছিল শেখ মুজিবুর রহমান। ১৯৭১ সালে পূর্বদেশে কর্মরত সাংবাদিক কামাল লোহানীর ভাষায় 'রক্তচক্ষু' উপেক্ষা করে সংবাদ প্রকাশ করেছে সংবাদপত্রগুলো। যেগুলোর প্রধান কেন্দ্রীয় চরিত্রে শেখ মুজিবুর রহমান।

পরিশেষে বলা যায়, ১৯৭১ সালের অসহযোগ আন্দোলন, বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণের সংবাদ ও মুক্তিযুদ্ধের সংবাদ প্রকাশে ওই সময়ের সংবাদপত্র ও সংবাদিকরা অত্যন্ত সাহসী ও যুগান্তকারী ভূমিকা রেখেছেন। যার মাধ্যমে স্বাধীনতার পক্ষে গণজোয়ার তৈরি করা অনেক সহজ হয়েছিল শেখ মুজিবুর রহমানের পক্ষে। ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি স্বাধীন দেশে ফেরার পর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সেসব সাংবাদিকের অবদানের কথা বারবার স্বীকার করেছেন সংবেদনশীল হৃদয়ে। ওইদিন অন্যান্য শহিদ সাংবাদিকদের সঙ্গে দৈনিক ইত্তেফাকের কার্যনির্বাহী ও বার্তা সম্পাদক সিরাজুদ্দীন হোসেনের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের খবরে অঝোরে কেঁদেছেন জাতির পিতা। উল্লেখ্য, সাংবাদিক সিরাজুদ্দীন হোসেন শেখ মুজিবুর রহমানের সহপাঠী ছিলেন।

একাত্তরের উত্তাল দিনগুলোয় সামরিক বাহিনীকে তোয়াক্কা না করে ছয়-দফাভিত্তিক স্বায়ত্তশাসন এবং শেখ মুজিবুর রহমান-কেন্দ্রিক সংবাদ প্রকাশ করতে থাকায় সংবাদপত্রগুলোর ওপর ভীষণ ক্ষুব্ধ ছিল পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী। আর তাই যুদ্ধ বা সংঘাত পরিস্থিতিতে সাংবাদিক ও সংবাদমাধ্যমকে লক্ষ্যবস্তু না করার আন্তর্জাতিক নীতি-নৈতিকতা ও অঙ্গীকারকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে ২৫ মার্চের ক্র্যাকডাউনে সংবাদপত্রের ওপর নৃশংস তাণ্ডব চালায় পাকিস্তানি সেনারা। আক্রান্ত হয়েছিল প্রেসক্লাবও। প্রেসক্লাবে পাকিস্তানি সেনাদের গোলায় আহত হয়েছিলেন মধ্যরাতের অশ্বারোহীখ্যাত সাংবাদিক ফয়েজ আহমদ।

২৫ মার্চ কালরাত্রিতে পাকিস্তানি সেনাদের প্রধান টার্গেট ছিল দৈনিক ইত্তেফাক ও ইংরেজি দৈনিক দ্য পিপল। নির্বিচারে হামলায় ওইদিন ইত্তেফাকের একজন অফিস সহকারী ও দ্য পিপল অফিসে পাঁচ-ছয়জন কর্মচারী শহিদ হয়েছিলেন। কয়েকদিন পর ৩১ মার্চ পুরান ঢাকার বংশাল রোডের সংবাদের অফিসও পুড়িয়ে দেয় হানাদাররা। যে আগুনে পুড়ে মারা

যান সাংবাদিক একেএম শহীদুল্লাহ (শহীদ সাবের)। শুধু শহীদ সাবেরই নন, মুক্তিযুদ্ধের নয় মাসের নিধনযজ্ঞে শহিদ হন আরও বেশ কয়েকজন গুণী সাংবাদিক। যাদের মধ্যে সিরাজুদ্দীন হোসেন (দৈনিক ইত্তেফাক), শহীদুল্লা কায়সার (সংবাদ), খোন্দকার আবু তালেব (দৈনিক ইত্তেফাক), নিজামুদ্দীন আহমদ (পিপিআই, বর্তমান বিএসএস), এসএ মান্নান (লাডু ভাই) (দ্য পাকিস্তান অবজারভার), আ ন ম গোলাম মোস্তফা (পূর্বদেশ), সৈয়দ নাজমুল হক (দ্য পাকিস্তান অবজারভার), আবুল বাশার (মর্নিং নিউজ), শিবসাধন চক্রবর্তী (দ্য পাকিস্তান অবজারভার), চিশ্‌তী শাহ হেলালুর রহমান (আজাদ), মুহম্মদ আখতার (ললনা) ও সেলিনা পারভীন (শিলালিপি) অন্যতম। উল্লেখ করা যেতে পারে, বাংলা মায়ের এই বীর সাংবাদিকরা তাঁদের জীবনের শেষদিন পর্যন্ত স্বাধীন বাংলাদেশের জন্য মেধা-মনন-প্রজ্ঞা দিয়ে চালিয়ে গেছেন কলমযুদ্ধ। যে যুদ্ধ ও প্রাণ বিসর্জনের ইতিহাস চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে বাংলাদেশের রক্তাক্ত ইতিহাসের পাতায় পাতায়।

৬.২ তথ্যসূত্রঃ

আশরাফ, আলী খন্দকার (১৯৯৮), *ফিচার ম্যানুয়াল*, ঢাকা: প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)।

আহমেদ, তোফায়েল (২০১৬), *নিরস্ত্র বাঙালির সশস্ত্র জাতিতে রূপান্তর*, পৃ. ৭৭-৮১, স্বাধীনতার মহাকাব্য: সম্পাদনা মোহাম্মদ শাহাজাহান, ঢাকা: বাংলা প্রকাশনী।

আহমদ, মহিউদ্দিন (২০১৬), *আওয়ামী লীগ: উত্থান পর্ব*। ঢাকা: প্রথমা।

আহমদ, মহিউদ্দিন (২০১৭), *আওয়ামী লীগ: যুদ্ধ দিনের কথা ১৯৭১*। ঢাকা: প্রথমা।

আহমদ, মহিউদ্দিন (২০১৮), *এই দেশে একদিন যুদ্ধ হয়েছিল*। ঢাকা: প্রথমা।

আহমদ, মহিউদ্দিন (২০১৪), *জাসদের উত্থান পতন: অস্থির সময়ের রাজনীতি*। ঢাকা: প্রথমা।

ইমাম, জাহানারা (২০০৫), *একাত্তরের দিনগুলি*। ঢাকা: সন্ধানী প্রকাশনী।

ওয়াজেদ, জাফর (২০১৬), *বাঙালির জীবনে নয়া উন্মোচনের বার্তা ৭ মার্চ*, পৃ. ২৪৫-২৪৮, স্বাধীনতার মহাকাব্য: সম্পাদনা মোহাম্মদ শাহাজাহান, ঢাকা: বাংলা প্রকাশনী।

গুণ, নির্মলেন্দু (২০১৩), *আত্মকথা ১৯৭১*। ঢাকা: বাংলা প্রকাশ।

গুণ, নির্মলেন্দু (২০১৬), *নির্বাচিত ১০০ কবিতা*, ঢাকা: বিভাস।

চট্টোপাধ্যায়, পার্থ (২০১৮), *গণজ্ঞাপন তত্ত্বে ও প্রয়োগে*, কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং।

চমস্কি, নোয়াম (২০১৬), *গণমাধ্যমের চরিত্র*, কলকাতা: মনফকিরা।

চৌধুরী, মোহাম্মদ সাইফুল আলম (২০১৭), *পেশাদার সাংবাদিকরা চাকরি নিয়ে কতটা সন্তুষ্ট*, ঢাকা: পিআইবি।

ধর, সুব্রত শঙ্কর (১৯৮৬), *বাংলাদেশের সংবাদপত্র*। ঢাকা: বাংলা একাডেমী।

ধর, সুব্রত শঙ্কর (২০১৫), *বাংলাদেশের সংবাদপত্রের ইতিহাস*। ঢাকা: পিআইবি।

পাঞ্চ, মোরিস (১৯৯৪), *হ্যান্ডবুক অব কোয়ালিটেটিভ রিসার্চ*। থাওসেন্ট ওকস, সি এ: সেজ। পৃ. ৮৩-৯৭।

পেয়ারা, শামসুদ্দিন (২০১৯), *আমি সিরাজুল আলম খান: একটি রাজনৈতিক জীবন আলেখ্য*। ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স।

ফুকো, এম (১৯৮০), *পাওয়ার/ নলেজ*। ব্রাইটন: হার্ভেস্টার।

'*বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ ও বহুমাত্রিক বিশ্লেষণ*' (২০১৮), সম্পাদনা : শামসুজ্জামান খান, ঢাকা: বাংলা একাডেমি।

'বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ' (২০১৪), সম্পাদনা: আব্দুল ওয়াহাব, ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স।

বাংলাদেশের ইতিহাস (১৭০৪-১৯৭১) রাজনৈতিক ইতিহাস (২০১৭), সম্পাদক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি।

বাংলা ও বাঙালির ইতিহাস (২০১২), চতুর্থ খণ্ড, প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ পর্ব, ঢাকা : বাংলা একাডেমি।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে শহীদ সাংবাদিক (২০১৫), সম্পাদক: মো. শাহ আলমগীর, ঢাকা: প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)।

পথিকৃৎ (১৯৮৭), প্রকাশক: মহাপরিচালক পিআইবি, ঢাকা: প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)।

ভট্টাচার্য, ড. নন্দলাল (২০১৯) *সংবাদপত্রের ইতিবৃত্ত*, কলকাতা: লিপিকা।

মুরশিদ, গোলাম (২০১০), *মুক্তিযুদ্ধ ও তারপর*। ঢাকা: প্রথমা প্রকাশন।

মামুন, মুনতাসীর (২০১৬), *বঙ্গবন্ধু ৭ই মার্চ ও বাংলাদেশ*। ঢাকা: জার্নিম্যান বুকস্।

মিয়া, ওয়াজেদ (১৯৯৩), *বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে ঘিরে কিছু ঘটনা ও বাংলাদেশ*। ঢাকা: ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড।

মূসা, এবিএম (২০১২), *মুজিব ভাই*। ঢাকা: প্রথমা প্রকাশন।

রহমান, শেখ মুজিবুর (২০১২), *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*, ঢাকা: ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড।

রহমান, শেখ মুজিবুর (২০২০), *আমার দেখা নয়াচীন*, ঢাকা: বাংলা একাডেমি।

রায়, সুজিত (২০১৮), *সংবাদ সাংবাদিক সাংবাদিকতা*। কলকাতা: দ্য পাবলিকেশন্স

ত্রিবেদী, রবীন্দ্রনাথ (২০১২), *বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ, প্রাসঙ্গিক দলিলপত্র (মুক্তিযুদ্ধ পর্ব: ১৯৭১)*, ঢাকা: হাক্কানী পাবলিশার্স।

'*সংবাদপত্রে মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা' (২০১৩)*, প্রকাশক: মহাপরিচালক পিআইবি, ঢাকা: প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)।

হায়দার, জুলফিকার (২০১৭), *বাংলাদেশের সংবাদপত্র ও সাংবাদিকতা*। ঢাকা: নবযুগ প্রকাশনী।

হাসান, মঈদুল (১৯৮৬), *মূলধারা একাত্তর*। ঢাকা: ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড।

হাসান, মঈদুল (২০১৫), *উপধারা একাত্তর মার্চ-এপ্রিল*। ঢাকা: প্রথমা প্রকাশন।

সালাম, শেখ আবদুস (২০১১), *বাংলাদেশের গণমাধ্যম ও সাংবাদিকতায় আলোকিতজনরা*। ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স।

ম্যাককুয়েল, ডেনিস (১৯৯৪), *ম্যাককুয়েলস ম্যাস কমিউনিকেশন থিওরি*। লন্ডন: সেজ পাবলিকেশনস লিমিটেড।

হায়দার, শাওন্তী এবং সামিন, সাইফুল (২০১৪), *গণযোগাযোগ তত্ত্ব ও প্রয়োগ*। ঢাকা: প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)।

হল, স্টুয়ার্ট (১৯৯৭), *রেপ্রেজেন্টেশন: কালচারাল রেপ্রেজেন্টেশনস এন্ড সিগনিফাইং প্র্যাকটিসেস* । লন্ডন, নিউ দিল্লী: সেজ প্রকাশনী।

বিবিসি বাংলা, অনলাইন, (১২-১২-২০১৯)

https://www.bbc.com/bengali/in_depth/2011/12/111229_bangla_mag_sabir_mustafa (Retrieved on: 12-12-2019)

আজাদ (১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪ মার্চ ১৯৭১)

দৈনিক ইত্তেফাক (১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪ মার্চ ১৯৭১)

দৈনিক পাকিস্তান (১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪ মার্চ ১৯৭১)

সংবাদ (১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪ মার্চ ১৯৭১)

পূর্বদেশ (১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪ মার্চ ১৯৭১)

দ্য পিপল (১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪ মার্চ ১৯৭১)

দ্য পাকিস্তান অবজারভার (১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪ মার্চ ১৯৭১)

প্রথম আলো, ১ জুন ২০১৯

প্রথম আলো, ৮ মার্চ ২০১৭

প্রথম আলো, ২ মে ২০২০

দ্য ডেইলি স্টার, ৭ মার্চ ২০২০

নিরীক্ষা (আগস্ট ২০১৯, ২২৪তম সংখ্যা, ঢাকা: পিআইবি)

সাক্ষাৎকার, অধ্যাপক আ আ ম স আরেফিন সিদ্দীক (গণযোগাযোগ বিশেষজ্ঞ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়)

সাক্ষাৎকার, আবেদ খান (সাংবাদিক, দৈনিক ইত্তেফাক)

সাক্ষাৎকার, তোয়াব খান (সাংবাদিক, দৈনিক পাকিস্তান)

সাক্ষাৎকার, কবি নির্মলেন্দু গুণ (সাংবাদিক, দ্য পিপল)

সাক্ষাৎকার, অধ্যাপক সৈয়দ আনোয়ার হোসেন (ইতিহাসবিদ, গবেষক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়)

সাক্ষাৎকার, কামাল লোহানী (সাংবাদিক, পূর্বদেশ)

সাক্ষাৎকার, এবিএম মূসা (সাংবাদিক, দ্য পাকিস্তান অবজারভার)

সাক্ষাৎকার, সায়মন জন ড্রিং (সাংবাদিক, দ্য ডেইলি টেলিগ্রাফ, লন্ডন)

সাক্ষাৎকার, জাফর ওয়াজেদ [মহাপরিচালক, প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)]

তথ্য বাতায়ন, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর (নতুন করে দেখা: ৩ জুন ২০২০)

http://www.dfp.gov.bd/site/page/8ce312e2-1148-4be6-afcf-e12e5b6b46a9/%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A6%A8%E0%A6%95%E0%A7%83%E0%A6%A4-%E0%A6%AA%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%BE

Dary, David (1973), *How to Write News For Broadcast And Print Media,* TAB BOOKS: Blue Ridge Summit.

Hossain, Kamal (2013), *BANGLADESH Quest for freedom and Justice*, Dhaka: University Press Limited.

Krippendorff, K. (2004), *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology (2nd ed.)*, Thousand Oaks, CA: Sage

Mukherjee, Sawpan Kr. (2017), *A TEXT BOOK On Journalism,* West Bengal: ALPANA.

Salik, Siddiq (1997), *Witness to surrender*, Dhaka: University Press Limited.

Bangladesh Documents: (1999) Volume One & Volume Two, Bangladesh Edition, Dhaka: University Press Limited.

'Assignment Bangladesh '71' A Chronology of of Event as seen by the world press (1999). Edited by: Elahi, Moudood, Dhaka: Momin Publications.

Siebert, F., Peterson, T & Schramm, W. (1956). *Four Theories of the press.* Chicago: Illinois.

Smith, A. (1977). *Subsidies and the Press in Europe*. London: Pape.

Wimmer, Roger D. & Dominick, Joseph R. (2011), Mass Media Research, USA; Wadsworth

সপ্তম অধ্যায়
(পরিশিষ্ট)

৭.১ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণ

ভাষণ প্রদানের তারিখ : ০৭.০৩.১৯৭১ইং

[জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ মার্চের ভাষণের পূর্ণাঙ্গরূপ নিশ্চিত করা গেছে অবশেষে। প্রচলিত ভাষণটি হচ্ছে সম্পাদিত এবং সংযোজিত। সরকারের চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদফতরের ধারণ করা ভিডিওটি পূর্ণাঙ্গ নয়। গ্রামোফোন কোম্পানি যে রেকর্ড প্রকাশ করে, তা ছিল সম্পাদিত। ১৪ মিনিটের রেকর্ডটি গত পঞ্চাশ বছর ধরে বাজছে।

পঞ্চাশ বছর পর এসে মূল ভাষণটি নিশ্চিত করা গেছে। ভাষণটি নিশ্চিত করার জন্য বাংলাদেশ সরকারের তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় একটি কমিটি গঠন করে। কমিটি বাংলাদেশ বেতার, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদফতর, বঙ্গবন্ধু মেমোরিয়াল ট্রাস্টে সংরক্ষিত অডিও এবং ভিডিও থেকে ভাষণটি পূর্ণরূপ দান করে। শ্লোগানসহ ভাষণটি ২১ মিনিট আট সেকেন্ডের।

১৯৭১ সালের ৭ মার্চ রেসকোর্স ময়দান হতে ভাষণটি সরাসরি প্রচার করা হবে বলে ঢাকা বেতার কেন্দ্র একদিন আগে হতে প্রচার শুরু করে। কিন্তু পাকিস্তানি কর্তৃপক্ষ ভাষণ প্রচারে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে। ভাষণ চলাকালে বঙ্গবন্ধু তা শুনেন এবং ভাষণে বলেন, যদি রেডিও-টিভি আমাদের খবর প্রচার না করে, তবে কোনো বাঙালি রেডিও-টিভিতে যাবেন না। বেতার কর্মীরা অধিবেশন বন্ধ রেখে রাজপথে নামে। পরদিন ৮ মার্চ বেতারে ভাষণের রেকর্ড অংশ প্রচার করা হয়।

জাতিসংঘের অঙ্গ সংগঠন ইউনেস্কো এই ভাষণটিকে বিশ্ব ঐতিহ্যের অংশীদার হিসেবে স্থান দিয়েছে।]

॥ মূলভাষণ ॥

ভাইয়েরা আমার,

আজ দুঃখভারাক্রান্ত মন নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি। আপনারা সবই জানেন এবং বোঝেন। আমরা আমাদের জীবন দিয়ে চেষ্টা করেছি। কিন্তু দুঃখের বিষয় আজ ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, রংপুরে আমার ভাইয়ের রক্তে রাজপথ রঞ্জিত হয়েছে। আজ বাংলার মানুষ মুক্তি চায়। বাংলার মানুষ বাঁচতে চায়। বাংলার মানুষ তার ন্যায্য(অস্পষ্ট) অধিকার চায়। কী অন্যায় করেছিলাম? আপনারা নির্বাচনে গিয়ে নির্বাচনের পরে বাংলাদেশের মানুষ সম্পূর্ণভাবে আমাকে, আওয়ামী লীগকে আপনারা ভোট দেন। আমরা ভোট পাই।

আমরা দেশের একটা শাসনতন্ত্র তৈয়ার করবো। আমাদের ন্যাশনাল অ্যাসেম্ব্লি বসবে, আমরা সেখানে শাসনতন্ত্র তৈয়ার করবো এবং এই

দেশকে আমরা গড়ে তুলবো। এদেশের মানুষ অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক মুক্তি পাবে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আজ দুঃখের সঙ্গে বলতে হয়, তেইশ বৎসরের করুণ ইতিহাস, বাংলার অত্যাচারের, বাংলার মানুষের রক্তের ইতিহাস। তেইশ বৎসরের ইতিহাস, মুমূর্ষু নর-নারীর আর্তনাদের ইতিহাস। বাংলার ইতিহাস এদেশের মানুষের রক্ত দিয়ে রাজপথ রঞ্জিত করার ইতিহাস।

১৯৫২ সালে রক্ত দিয়েছি। ১৯৫৪ সালে নির্বাচনে জয়লাভ করেও আমরা গদিতে বসতে পারি নাই। ১৯৫৮ সালে আইয়ুব খান মার্শাল ল জারি করে দশ বৎসর পর্যন্ত আমাদের গোলাম করে রেখেছে। ১৯৬৬(অস্পষ্ট) সালে ছয় দফার আন্দোলনে ৭ই জুনে আমার ছেলেদের গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। ১৯৬৯-এর আন্দোলনে আইয়ুব খানের পতন হওয়ার পরে যখন এহিয়া (ইয়াহিয়া) খান সাহেব সরকার নিলেন, তিনি বললেন দেশে শাসনতন্ত্র দেবেন, গণতন্ত্র দেবেন। আমরা মেনে নিলাম।

তারপরে অনেক ইতিহাস হয়ে গেল, নির্বাচন হলো, আপনারা জানেন। দোষ কি আমাদের? আজকে তিনি, আমি প্রেসিডেন্ট এহিয়া (ইয়াহিয়া) খান সাহেবের সঙ্গে দেখা করেছি, আপনারা জানেন আলাপ-আলোচনা করেছি। আমি (পাক), শুধু বাংলা নয়, পাকিস্তানের মেজরিটি পার্টির নেতা হিসাবে তাকে অনুরোধ করলাম, ১৫ই ফেব্রুয়ারি তারিখে আপনি জাতীয় পরিষদের অধিবেশন দেন। তিনি আমার কথা রাখলেন না, তিনি রাখলেন ভুট্টো সাহেবের কথা। তিনি বললেন, প্রথম সপ্তাহে মার্চ মাসে হবে। তিনি মাইনা নিলেন। মাইনা নিলেন। তিনি তারপরে আমরা বললাম, ঠিক আছে আমরা অ্যাসেম্ব্লিতে বসবো। আমরা আলোচ(ফামলিং) আলোচনা করবো। আমি বললাম, বক্তৃতার মধ্যে অ্যাসেম্ব্লির মধ্যে আলোচনা করবো। এমন কী আমি এ পর্যন্তও বললাম, যদি কেউ ন্যায্য কথা বলে, আমরা সংখ্যায় বেশি হলেও একজন যদিও সে হয় তার ন্যায্য কথা আমরা মেনে নেবো।

তারপরে জনাব ভুট্টো সাহেব এখানে এসেছিলেন। আলোচনা করলেন। বলে গেলেন যে আলোচনার দরজা বন্ধ না, আরও আলোচনা হবে। তারপরে পশ্চিম পাকিস্তানের জামায়াতে ইসলামীর নেতা নূরানি সাহেবের সঙ্গে আলাপ হলো, মুফতি মাহমুদ সাহেবের সঙ্গে আলাপ হলো। তারপরে অন্যান্য নেতৃবৃন্দ তাদের সঙ্গে আলাপ করলাম, *আপনারা* আসুন, বসি। জনগণ আমাকে ভোট দিয়েছে ছয় দফা, এগারো দফার মাধ্যমে শাসনতন্ত্র করতে; এটার পরিবর্তন, পরিবর্ধন করার ক্ষমতা আমার নাই। আপনারা আসুন, বসুন আমরা আলাপ করে শাসনতন্ত্র তৈয়ার করি।

তিনি বললেন, পশ্চিম পাকিস্তানের মেম্বাররা যদি এখানে আসে তাহলে আমাদের, আমাদের উপরে তিনি দোষ দিলেন, এখানে আসলে কসাইখানা হবে অ্যাসেম্ব্লি। *তিনি বললেন, যে যাবে তাকে মেরে ফেলে দেওয়া হবে। যদি কেউ অ্যাসেম্ব্লিতে আসে তাহলে পেশোয়ার থেকে করাচি পর্যন্ত দোকান জোর করে বন্ধ করা হবে। তারপরেও যদি কেউ আসে তাহলে ছন্নছাড় করা হবে। আমি বললাম অ্যাসেম্ব্লি চলবে। তারপরে হঠাৎ এক তারিখে অ্যাসেম্ব্লি বন্ধ করে দেওয়া হলো।* তিনি বললেন, আমি ডাবল হোস্টেজ হতে চাই না। *এহিয়া (ইয়াহিয়া) খান সাহেব প্রেসিডেন্ট হিসাবে অ্যাসেম্ব্লি* ডেকেছিলেন। আমি বললাম যে আমি যাবো। ভুট্টো সাহেব বললেন, তিনি যাবেন না। পঁয়ত্রিশ জন সদস্য পশ্চিম পাকিস্তানের থেকে এখানে আসলেন। তারপরে হঠাৎ বন্ধ করে দেওয়া হলো, দোষ দেওয়া হলো বাংলার মানুষকে, দোষ দেওয়া হলো আমাকে যে আমার অনমনীয় মনোভাবের জন্য তিনি তা করতে পারলেন না। তারপরে বন্ধ করে দেওয়ার পরে এ দেশের মানুষ প্রতিবাদমুখর হয়ে উঠলো।

আমি বললাম, শান্তিপূর্ণভাবে আপনারা হরতাল পালন করেন। আমি বললাম, আপনারা কল-কারখানা সবকিছু বন্ধ করে দেন। জনগণ সাড়া দিল, আপন ইচ্ছায় জনগণ রাস্তায় বেরিয়ে পড়লো। তারা শান্তিপূর্ণভাবে সংগ্রাম চালিয়ে যাবার জন্য স্থির প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলো। কী পেলাম আমরা? আমাদের, যাদের অস্ত্র নাই আমাদের হাতে। *যা* আমার পয়সা দিয়ে অস্ত্র কিনেছি বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে দেশকে রক্ষা করার জন্য। আজ সেই অস্ত্র ব্যবহার হচ্ছে আমার দেশের গরিব-দুঃখী-নিরস্ত্র মানুষের বিরুদ্ধে। তার বুকের উপর হচ্ছে গুলি (জনতার স্লোগান–shame shame)।

আমরা পাকিস্তানের সংখ্যাগুরু। আমরা পাকিস্তানের সংখ্যাগুরু। আমরা বাঙালিরা যখনই ক্ষমতায় যাওয়ার চেষ্টা করেছি, যখনই এদেশের মালিক হবার চেষ্টা করেছি, তখনই তারা আমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। তারা আমাদের ভাই। আমি বলেছি তাদের কাছে এই কথা যে আপনারা কেন আপনার ভাইয়ের বুকে গুলি মারবেন? আপনাদের রাখা হয়েছে যদি বহিঃশত্রু আক্রমণ করে তার থেকে দেশটাকে রক্ষা করার জন্য।

তারপরে উনি বললেন যে আমার নামে বলেছেন আমি নাকি বলে স্বীকার করেছি যে ১০ই তারিখে রাউন্ড টেবিল কনফারেন্স হবে। আমি ওনাকে এ কথা বলে দেবার চাই, আমি তাকে তা বলি নাই। টেলিফোনে আমার সঙ্গে তার কথা হয়। তাকে আমি বলেছিলাম, জেনারেল এহিয়া (ইয়াহিয়া) খান সাহেব, আপনি পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট, দেখে যান, ঢাকায় আসেন, কীভাবে আমার গরিবের উপরে, আমার বাংলার মানুষের বুকের

উপরে গুলি করা হয়েছে। কী করে আমার মায়ের কোল খালি করা হয়েছে, কী করে মানুষকে হত্যা করা হয়েছে। আপনি আসুন, দেখুন, বিচার করুন, তারপরে আপনি ঠিক করুন, আমি এই কথা বলেছিলাম।

তিনি বললেন, আমি নাকি তাকে, তিনি নাকি(ফামলিং) খবর পেয়েছিলেন নাকি যে আমি তাকে আরটিসিতে বসবো। আমি তো অনেক আগে বলে দিয়েছি, কীসের আরটিসি? কার আরটিসি? কার সঙ্গে বসবো? যারা আমার মানুষের বুকের রক্ত নিয়েছে, তাদের সঙ্গে বসবো? আপনি আসুন, দেখুন। জাতীয় পরিষদের জন্য আমার নেতারা রক্ত দিয়েছে সত্য কথা কিন্তু তা কি আপনারা দেখেছেন?

তারপরে তিনি আজকে, আজকে আমার দেশ অ্যাসেম্ব্লির (বসেন, sitdown) অ্যাসেম্ব্লি(অস্পষ্ট)। তিনি ২৫ তারিখে অ্যাসেম্ব্লি (অস্পষ্ট)। এরপরে আপনারা জানেন, আমি গেলাম, আমি গেলাম পল্টন ময়দানে। আমি বললাম, সবকিছু বন্ধ। সরকারি অফিস বন্ধ। (আহা ভাইরা, আপনারা stop please)। আমি বললাম, আমার কথা সকলে মানলো। তখন আমাকে বললো এবং আপনারা আমাকে যে নেতৃত্ব দিয়েছেন–

আপনারা, আমি(ফামলিং) বললাম, কোনো সরকারি অফিস চলবে না, কোনো কিছু চলবে না। আমি, কিছু কিছু জনগণের কষ্ট হয় দেখে start করলাম যে এই এই জিনিস চলবে, ঠিক সেইভাবে চললো। হঠাৎ আমার সঙ্গে পরামর্শ না করে বা আমাদের সঙ্গে আলোচনা না করে পাঁচ ঘণ্টা গোপনে বৈঠক করে যে বক্তৃতা তিনি করেছেন এবং *যে বক্তৃতা করে অ্যাসেম্ব্লি করেছেন*, সমস্ত দোষ তিনি আমার উপরে দিয়েছেন, বাংলার মানুষের উপরে দিয়েছেন (জনতার স্লোগান–shame shame)। আমরা গুলি খাই, দোষ আমাদের। তিনি বাধা দিলেন যে আসতে পারবা না। গোলমাল হলো না পশ্চিম পাকিস্তানে, গুলি করে মারা হলো আমার বাংলার মানুষকে। আমি পরিষ্কার মিটিংয়ে বলেছি, এবারের সংগ্রাম আমার মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।

ভাইয়েরা আমার,

পঁচিশ তারিখে অ্যাসেম্ব্লি কল করেছে। রক্তের দাগ শুকায় নাই। আমি দশ তারিখে বলে দিয়েছি যে ওই শহিদের রক্তের উপর দিয়ে পাড়া দিয়ে আরটিসিতে মুজিবুর রহমান যোগদান করতে পারে না। অ্যাসেম্ব্লি কল করেছেন। অ্যাসেম্ব্লি কল করেছেন। আমার দাবি মানতে হবে প্রথম। সামরিক আইন মার্শাল ল উইদড্র করতে হবে। সমস্ত সামরিক বাহিনীর লোকদের ব্যারাকে ফেরত দিতে হবে। যেভাবে হত্যা করা হয়েছে তার তদন্ত করতে হবে। আর জনগণের প্রতিনিধির কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে।

তারপরে বিবেচনা করে দেখবো, আমরা অ্যাসেম্ব্লিতে বসতে পারবো, কি পারবো না। এর পূর্বে, এর পূর্বে অ্যাসেম্ব্লিতে বসা, আমরা অ্যাসেম্ব্লিতে বসতে আমরা পারি না। জনগণ সে অধিকার আমাকে দেয় নাই।

ভাইয়েরা আমার,

তোমরা আমার উপর বিশ্বাস আছে? আমি প্রধানমন্ত্রিত্ব, আমি প্রধানমন্ত্রিত্ব চাই না। আমরা এদেশের মানুষের অধিকার চাই। আপনারা জানেন, আমি পরিষ্কার অক্ষরে বলে দেবার চাই যে আজ থেকে এই বাংলাদেশে কোর্ট-কাচারি, আদালত-ফৌজদারি এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ থাকবে। গরিবের, গরিবের যাতে কষ্ট না হয়, গরিবের যাতে কষ্ট না হয়, যাতে আমার মানুষ কষ্ট না করে, সেইজন্য সমস্ত অন্যান্য যেসব জিনিসগুলো আছে সেগুলোর হরতাল, কাল থেকে চলবে না। রিকশা, ঠেলাগাড়ি(অস্পষ্ট) চলবে, রেল চলবে, সব চলবে, লঞ্চ চলবে। শুধু সেক্রেটারিয়েট, সুপ্রিম কোর্ট, হাইকোর্ট, জজকোর্ট, তারপরে আর কী, সেমি-গভর্নমেন্ট দপ্তরগুলো, ওয়াপদা *কোনো কিছু চলবে না*। আটাশ তারিখে কর্মচারীরা যেয়ে বেতন নিয়া আসবেন। এরপরে যদি বেতন দেওয়া না হয়, আর যদি একটা গুলি চলে, আর যদি আমার লোকদের উপর হত্যা করা হয়, তোমাদের(উপর) কাছে আমার অনুরোধ রইলো, প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলো। তোমাদের যা কিছু আছে, তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করতে হবে এবং জীবনের তরে রাস্তাঘাট যা-যা আছে সবকিছু, আমি যদি হুকুম দিবার নাও পারি, তোমরা বন্ধ করে দেবে। আমরা ভাতে মারবো, আমরা পানিতে মারবো। তোমরা আমার ভাই, তোমরা ব্যারাকে থাকো, কেউ তোমাদের কিছু বলবে না। কিন্তু আর আমার বুকের উপর গুলি চালাবার চেষ্টা কোরো না। ভালো হবে না। সাত কোটি মানুষকে দাবায়ে রাখতে পারবা না। আমরা যখন মরতে শিখেছি তখন কেউ আমাদের দাবাতে পারবে না। আজ, আর যে সমস্ত লোক শহিদ হয়েছে, আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে, আমরা আওয়ামী লীগের থেকে, আমাদের আওয়ামী লীগ অফিসে রিলিফ কমিটি করা হয়েছে, যদ্দূর পারি তাদের সাহায্য করতে চেষ্টা করবো। যারা পারেন আমার রিলিফ কমিটিতে সামান্য টাকা-পয়সা পৌঁছিয়ে দেবেন। আর এই সাতদিন হরতালে যে সমস্ত শ্রমিক ভাইয়েরা যোগদান করেছেন, সন্ধ্যা আইনের জন্য যোগদান করতে পারেন নাই, প্রত্যেকটা প্রত্যেকটা শিল্পের মালিক তাদের বেতন পৌঁছাইয়া দেবেন, মনে রাখবেন।

আর সরকারি কর্মচারীদের বলি, আমি যা বলি তা মানতে হবে। কাউকে যেন সেক্রেটারিয়েটে, হাইকোর্টে বা জজকোর্টে দেখা না হয়। দ্বিতীয় কথা, যে পর্যন্ত আমার এই দেশের মুক্তি না হয়ে, খাজনা-ট্যাক্স বন্ধ করে দেওয়া

হলো। কেউ দেবে না। আপনারা আমার উপর ছেড়ে দেন, আন্দোলন কী করে করতে হয়। তবে মনে রাখবেন একটা অনুরোধ আপনাদের কাছে, শত্রুবাহিনী ঢুকেছে, ফৌজ ঢুকেছে, নিজেদের মধ্যে আত্মকলহ সৃষ্টি করবে, লুটতরাজ করবে।

এই বাংলায় হিন্দু-মুসলমান, বাঙালি, নন-বাঙালি যারা আছে তারা আমাদের ভাই। তাদের রক্ষার দায়িত্ব আপনাদের উপরে, আমাদের যেন বদনাম না হয়, মনে রাখবেন। দ্বিতীয় কথা হলো এই যে, যদি আবার কোনো রকমের কোনো আঘাত আসে, আমি যদি হুকুম দিবার না পারি, আমার সহকর্মী যদি হুকুম দিবার না পারে, মনে রাখবেন, আর একটা কথা অনুরোধ করছি, রেলওয়ে চলবে সত্য কথা কিন্তু সামরিক বাহিনীর লোকদের কোনো জায়গার থেকে, এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায়(অস্পষ্ট) নেবার চেষ্টা করবেন না, তাহলে দুর্ঘটনা ঘটলে আমি দায়ী হবো না।

প্রোগ্রামটা বলছি আমি শোনেন, রেডিও, টেলিভিশন, নিউজপেপার। মনে রাখবেন রেডিও, টেলিভিশনের কর্মচারীরা, যদি রেডিওতে আমাদের কথা না শোনে তাহলে কোনো বাঙালি রেডিও স্টেশনে যাবেন না। যদি টেলিভিশন আমাদের নিউজ না দেয়, কোনো বাঙালি টেলিভিশনে যাবেন না। রেডিও যদি আমাদের নিউজ না দিবার দেয় কোনো বাঙালি রেডিও স্টেশনে যাবেন না। টেলিভিশন যদি আমাদের নিউজ না দেওয়া হয়, কোনো বাঙালি টেলিভিশনে যাবেন না। দুই ঘণ্টার মতো ব্যাংক খোলা থাকবে যাতে মানুষ তাদের মাইনাপত্র নেবার পারে। কিন্তু পূর্ব বাংলার থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে এক পয়সাও চালান হতে পারবে না। টেলিফোন, টেলিগ্রাম আমাদের এই পূর্ব বাংলায় চলবে এবং বিদেশির সঙ্গে(অস্পষ্ট) চালাবেন কিন্তু যদি এ দেশের মানুষকে খতম করার চেষ্টা করা হয়, বাঙালিরা বুঝে-শুনে কাজ করবেন। আমার কিছু বলার থাকবে না, দরকার হয় চাকা বন্ধ করে দেওয়া হবে।

ভাইয়েরা আমার,

আমার কাছে এখনই শুনলাম আমার এই বক্তৃতা রিলে করা বন্ধ করে দিয়েছে। আমি আপনারা আমার(অস্পষ্ট) চালাইয়া দেন। কারও হুকুম মানতে পারবেন না। আমি অনুরোধ করছি, আপনারা আমাদের ভাই, আপনারা দেশকে একেবারে জাহান্নামে ধ্বংস কোরে দিয়েন না। জীবনে আর কোনো দিন আপনাদের মুখ দেখাদেখি হবে না। যদি আমরা শান্তিপূর্ণভাবে আমাদের ফয়সালা করতে পারি তাহলে অন্তত পক্ষে ভাই-ভাই হিসাবে বাস করার সম্ভাবনা আছে। সেইজন্য আপনাদের অনুরোধ করছি, আমার এই দেশে আপনারা মিলিটারি শাসন চালাবার চেষ্টা করবেন না। দ্বিতীয় কথা

প্রত্যেক গ্রামে, প্রত্যেক মহল্লায়, প্রত্যেক ইউনিয়নে, প্রত্যেক সাবডিভিশনে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে সংগ্রামপরিষদ গড়ে তোলো এবং তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে প্রস্তুত থাকো। মনে রাখবা রক্ত যখন দিয়েছি রক্ত আরও দেবো, এ দেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো ইন্‌শাল্লাহ্‌। এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।
ভাইয়েরা আমার,
যেভাবে আপনাদের, আপনারা ঠান্ডা হবেন না, ঠান্ডা হয়ে গেলে জালেমরা(ফামলিং) অন্য কোথাও আক্রমণ করবে, আপনারা হুঁশিয়ার থাকবেন এবং প্রস্তুত থাকবেন। প্রসেশন চলবে কিন্তু মনে রাখবেন ডিসিপ্লিন সোলজার ছাড়া, ডিসিপ্লিন ছাড়া কোনো জাতি জিততে পারে না।

আপনারা আমার উপরে বিশ্বাস নিশ্চয়ই রাখেন, জীবনে আমার রক্তের বিনিময়েও আপনাদের সঙ্গে বেইমানি করি নাই। প্রধানমন্ত্রিত্ব দিয়ে আমাকে নিতে পারে নাই। ফাঁসিকাষ্ঠে আসামি দিয়েও আমাকে নিতে পারে নাই। যে রক্ত দিয়ে আপনারা আমায় একদিন জেল থেকে বাইর কোরে নিয়ে এসেছিলেন, এই রেসকোর্স ময়দানে আমি বলেছিলাম আমার রক্ত দিয়ে আমি রক্তের রক্তের(ফামলিং) ঋণ শোধ করবো, মনে আছে? আমি রক্ত দিবার জন্য প্রস্তুত। আমাদের মিটিং এইখানেই শেষ। আস্‌সালামু আলাইকুম। জয় বাংলা। (জনতার স্লোগান)

(অধ্যাপক শামসুজ্জামান খান)
সভাপতি
বাংলা একাডেমি
ও
সদস্য
৭ ই মার্চের ভাষণ নিশ্চিতকরণ কমিটি

(ড. মুনতাসীর উদ্দিন খান মামুন)
বিশিষ্ট ইতিহাসবিদ ও সাহিত্যিক
ও
সদস্য
৭ ই মার্চের ভাষণ নিশ্চিতকরণ কমিটি

(আশফাকুর রহমান খান)
সাবেক উপমহাপরিচালক
বাংলাদেশ বেতার
ও
সদস্য
৭ ই মার্চের ভাষণ নিশ্চিতকরণ কমিটি

(হোসনে আরা তালুকদার)
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ বেতার
ও
সদস্য
৭ ই মার্চের ভাষণ নিশ্চিতকরণ কমিটি

(জাফর ওয়াজেদ)
মহাপরিচালক
প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ
ও
সদস্য-সচিব
৭ ই মার্চের ভাষণ নিশ্চিতকরণ কমিটি

(স.ম. গোলাম কিবরিয়া)
মহাপরিচালক
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
ও
সদস্য
৭ ই মার্চের ভাষণ নিশ্চিতকরণ কমিটি

(ব্রিস. এম. হারুন-অর-রশীদ)
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ টেলিভিশন
ও
সভাপতি
৭ ই মার্চের ভাষণ নিশ্চিতকরণ কমিটি

৭.২ আজাদ ৮ মার্চ ১৯৭১, প্রথম পৃষ্ঠার সব সংবাদ

এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম

(স্টাফ রিপোর্টার)

বিদ্রোহী বাংলার মহানায়ক বঙ্গ-বন্ধু শেখ মুজিবর রহমান গতকাল সাতই মার্চ জাতির উদ্দেশে শত্রুর হামলা মোকাবেলা করার জন্য সর্বাত্মক প্রস্তুতি গ্রহণের উদাত্ত আহ্বান জানান। বঙ্গ শার্দুল সিংহ গর্জনে ঘোষণা করেনঃ এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম; এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।

জেনারেল ইয়াহিয়া কর্তৃক আহুত পঁচিশে মার্চে জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে যোগদান সম্পর্কে বাংলার অবিসম্বাদিত নেতা শেখ মুজিবর রহমান বলেন, "শত শহীদের রক্তের উপর দিয়া পরিষদে যোগদান করা যায় না"।

তবে তিনি বলেন, "সামরিক আইন প্রত্যাহার, গণহত্যার তদন্ত ও জনগণের প্রতিনিধির নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর করা হইলে পরিষদের অধিবেশনে যোগদানের প্রশ্ন বিবেচনা করা যাইতে পারে, তাহার পূর্বে নয়।"

আজাদ
THE AZAD
এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম
ক্ষমতা হস্তান্তর না করা পর্যন্ত
অহিংস ও অসহযোগ আন্দোলন চলিবে
পূর্ব পাকিস্তানের সহিত একাত্মতা ঘোষণা
ঢাকা বেতার

রমনা রেসকোর্সের উত্তাল জনসমুদ্রকে লক্ষ্য করিয়া বাংলার স্বাধিকার আন্দোলনের সর্বাধিনায়ক শেখ মুজিবর রহমান আরও বলেন, "আর যদি একটিও গুলী বর্ষিত হয়, হে আমার সংগ্রামী দেশবাসী – ঘরে যাহা কিছু আছে তাহা দিয়াই শত্রুকে রুখিয়া দাঁড়াও। রাস্তা-ঘাটে গড়িয়া তোল দুর্ভেদ্য ব্যারিকেড। আর বাংলার প্রতি ঘরকে দূর্গে পরিণত কর।"

শেখ মুজিবর রহমান বলেনঃ আমরা সংখ্যাগুরু, কিন্তু যখনই ক্ষমতায় যাওয়ার চেষ্টা করিয়াছি তখনই আমাদের উপর বর্ষিত হইয়াছে গুলী। ভাইয়ের বুকে ভাইয়ের এই গুলী কেন? বাংলার সাত কোটি মানুষের ট্যাক্সে অস্ত্র কেনা হয়, সে তো বাংলা দেশে নির্বিচারে গুলী চালানোর জন্য নয়!

কুড়ি মিনিটকাল স্থায়ী ঐতিহাসিক ভাষণে বঙ্গবন্ধু বলেনঃ "দুঃখ ভারাক্রান্ত মন লইয়া আমি আপনাদের সম্মুখে হাজির হইয়াছি। আপনাদের কি বলিব। আপনারা জানেন, সবই বুঝেন। আমার জীবন দিয়া চেষ্টা করিয়াছি দেশে গণতন্ত্র কায়েম হউক। কিন্তু দুঃখের বিষয় ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, রংপুর, খুলনা প্রভৃতি স্থান আমার ভাইয়ের রক্তে লাল হইয়া গিয়াছে।"

শেখ মুজিব বলেন, "এই অবস্থা হইতে বাংলার মানুষ মুক্তি চায়; তাঁহারা বাঁচিতে চায়; আর চায় অধিকার।"

তিনি বলেন, "কি অন্যায় আমরা করিয়াছিলাম? বাংলার সাত কোটি মানুষ নির্বাচনে আমাদের ভোট দিয়াছে। এখন আমরা দেশের জন্য শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করিব এবং এই দেশকে নূতন করিয়া গড়িয়া তুলিব। আশা ছিল এই পদ্ধতিতেই মানুষ পাইবে মুক্তির আস্বাদ।"

বঙ্গবন্ধু বলেন, "কিন্তু দুঃখের সহিত বলিতে হয়, বিগত ২৩ বৎসরের ইতিহাস বাংলার বঞ্চনার ইতিহাস, রক্ত-ঝরানোর ইতিহাস, মা-বোন ও ভাইয়ের আর্তনাদের ইতিহাস।"

তিনি বলেন, "৫৪ সালেও আমরা নির্বাচনে জয়যুক্ত হইয়াছিলাম, কিন্তু ক্ষমতায় যাইতে পারি নাই। আটান্ন সালে আইয়ুব খাঁর মার্শাল ল' জারী হইল। দশ বৎসর আমাদের গোলাম করিয়া রাখা হইয়াছে। ১৯৬৮ সালে আমাদের ভাগ্যে জুটলো গুলী। ১৯৬৯ সালে আইয়ুবের পতনের পর জেনারেল ইয়াহিয়া ক্ষমতা গ্রহণ করিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন– নির্বাচন ও গণতন্ত্র দিবেন। আমরা এই প্রতিশ্রুতি মানিয়া নিলাম।"

প্রিয় নেতা বলেন, "ইহার পরের ঘটনা আপনারা সবই জানেন। প্রেসিডেন্টের সহিত দেখা করিয়া আমি ১৫ই ফেব্রুয়ারী পরিষদের অধিবেশন আহ্বানের প্রস্তাব দিলাম। সংখ্যালঘিষ্ঠ দলের নেতা জনাব ভুট্টো মার্চের প্রথম সপ্তাহের কথা বলিলেন। তাহার কথাই রাখা হইল। তবু আমি তাহা মানিয়া লইলাম। জনাব ভুট্টো পূর্বশর্ত্ত আরোপ করিলেন। জবাবে আমি এমন কি একথাও ঘোষণা করিলাম যে, কেহ ন্যায্য কথা বলিলে তাহা তিনি যদি দলের একমাত্র সদস্যও হন তবুও তাহা বিবেচনা করা হইবে। জনাব ভুট্টো বলিয়াছেন– আলোচনার দরজা বন্ধ হয় নাই। আমিও মওলানা নূরানী, মওলানা মুফতী মাহমুদ ও অন্যান্য পশ্চিম পাকিস্তানী নেতার সঙ্গে আলোচনা করিলাম। তাঁহাদের বুঝাইলাম– জনতা ৬-দফা ও ১১-দফার উপর আমাকে ভোট দিয়াছে। ইহা পরিবর্ত্তন করার ক্ষমতা আমার নাই।"

শেখ মুজিব বলেন, "এই পরিপ্রেক্ষিতে জনাব ভুট্টো পরিষদে যোগদানের ব্যাপারে বিরূপ মন্তব্য শুরু করিলেন। তিনি বলিলেনঃ এই জাতীয় পরিষদ কসাইখানা। আমি 'ডাবল হোষ্টেজ' হইতে চাই না। অতঃপর, শুরু হইল জনাব ভুট্টোর হুমকি। বাংলা দেশে আসিলে মুণ্ডু কাটা যাইবে, পেশোয়ার হইতে করাচী পর্যন্ত বন্ধ হইয়া যাইবে ইত্যাদি।"

"ইহার পর হঠাৎ পহেলা মার্চ্চ পরিষদের অধিবেশন স্থগিত ঘোষণা করা হইলো। ৩৫ জন পশ্চিম পাকিস্তানী সদস্য এখানে আসিলেনও। কিন্তু তাহাদের ফিরিয়া যাইতে হইল।"

শেখ মুজিবর রহমান বলেন, "দোষ দেওয়া হইল, বাংলা দেশের উপর।"

"বাংলা দেশে ইহার প্রতিবাদ হইল। আমি শান্তিপূর্ণ হরতালের ডাক দিলাম। জনতা এই ডাকে সাড়া দিল।"

বঙ্গবন্ধু বলেন, "আর ইহার বিনিময়ে কি পাইলাম? আমার ট্যাক্সের পয়সায় শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই-এ জন্য যে অস্ত্র কেনা হইয়াছে, সেই অস্ত্রই ব্যবহৃত হইল বাংলার গরীব মানুষের বিরুদ্ধে।"

তিনি বলেন, "আমরা সংখ্যাগুরু। কিন্তু যখনই আমরা ক্ষমতায় যাওয়ার চেষ্টা করিয়াছি, আমাদের মালিক আমরা হওয়ার চেষ্টা করিয়াছি– তখনই পাইয়াছি গুলী। আমরা ভাই ভাই। ভাইয়ের বিরুদ্ধে ভাইয়ের গুলী কেন? গুলী তো বহিঃশত্রু মোকাবেলার জন্য।"

সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা বলেন, "প্রেসিডেন্ট তাঁহার বেতার ভাষণে বলিয়াছেন– আমি নাকি প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলাম পার্লামেন্টারী নেতৃ-সম্মেলনের বিরোধিতা করিবো না। প্রেসিডেন্টের সহিত আমার টেলিফোনে কথা হইয়াছে ঠিকই। আমি টেলিফোনে বলিয়াছিলামঃ আপনি ঢাকায় আসুন, দেখিয়া যান এখানে কিভাবে মানুষ হত্যা করা হইতেছে।"

বঙ্গ-শার্দুল জিজ্ঞাসা করেন, "কিসের গোল-টেবিল বৈঠক? কাহার সহিত? যাহারা বুকের রক্ত দিয়াছে, তাঁহাদের রক্ত এখনও মুছিয়া যায় নাই!"

শেখ মুজিব বলেন, "অতঃপর আমি পল্টনে গেলাম। আপনাদের আহ্বান জানাইলাম সব বন্ধ করুন। সবই আমার কথা মানিলয়া লইল। দরিদ্র মানুষের অসুবিধার জন্য হরতাল কিছু কিছু শিথিলও করিলাম। এইভাবে শান্তিপূর্ণ সংগ্রাম চলিতে থাকিল।"

বঙ্গবন্ধু বলেন, "এই পরিপ্রেক্ষিতে সংখ্যাগুরু দলের নেতা হিসাবে আমার সহিত কোন পরামর্শ না করিয়া জনাব ভুট্টোর সহিত পাঁচ ঘণ্টা গোপন বৈঠকের পর প্রেসিডেন্ট এক বক্তৃতা দিলেন এবং ২ শে মার্চ জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহ্বান করিলেন। সব চাইতে দুঃখের বিষয় যাহাদের জন্য এই পরিস্থিতির উদ্ভব হইল, তাহাদের সম্পর্কে কোন কথা না বলিয়া প্রেসিডেন্ট বাংলা দেশের জনগণ ও আওয়ামী লীগের উপর অন্যায় দোষারোপ করিলেন।"

বাংলার নেতা বলেন, "বাংলার সাত কোটি মানুষ এই অন্যায় দোষারোপ হইতে মুক্তি চায়। তাই শুরু হয় নূতন সংগ্রাম। এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম– মুক্তির সংগ্রাম।"

শেখ মুজিব বলেন, "প্রেসিডেন্ট অধিবেশন আহ্বান করিয়াছেন। কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত সামরিক আইন প্রত্যাহার না করা হয়, সেনা বাহিনী ছাউনীতে ফিরিয়া না যায়, গণহত্যার তদন্ত শুরু না করা হয় ও জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর করা না হয়– তাহার পূর্বে পরিষদে যোগদানের প্রস্তাব বিবেচনা করা সম্ভব নয়। জনগণ আমাকে সেই অধিকার দেয় নাই।"

বাংলার সংগ্রামী জনতার সিপাহসালার শেখ মুজিবর রহমান ঘোষণা করেন, "আমি প্রধানমন্ত্রীত্ব চাই না– অধিকার চাই।"

তিনি বলেন, "আমি পরিষ্কার করিয়া বলিয়া দিতে চাই– আজ হইতে বাংলা দেশের কোর্ট-কাচারী, অফিস আদালত, স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ থাকিবে। গরীবের যাহাতে কষ্ট না হয়, সেই জন্য রিক্সা, বেবী ট্যাক্সী, বাস প্রভৃতি যানবাহন চালু থাকিবে। ট্রেন চালু থাকিবে তবে সেই ট্রেনে জনতাকে হত্যা করার জন্য যদি সেনাবাহিনী পরিবহণের চেষ্টা করা হয় এবং তাহাতে যদি কোনো দুর্ঘটনা ঘটে তাহার জন্য আমরা দায়ী থাকিব না।"

সরকারী, আধা-সরকারী কর্মচারীদের উদ্দেশে তিনি বলেন, "এখন হইতে আমার নির্দেশ পালন করিতে হইবে। আপনারা কেহই অফিসে যাইবেন না। মাসের শেষে একদিন বেতন আনিতে যাইবেন। যদি বেতন দেওয়া না হয়– রুখিয়া দাঁড়াইবেন।"

শেখ মুজিব বলেন, "তারপর যদি গুলী চলে– হে আমার বাংলার স্বাধীনচেতা জনগণ, উদ্ধত ফণা তুলিয়া তাহার প্রতিরোধ কর। ঘরে যাহা

কিছু আছে, তাহা দিয়াই শত্রুর মোকাবেলা শুরু কর। রাস্তা ঘাট বন্ধ করে দাও। প্রয়োজন হইলে শত্রুদের ভাতে মারিব, পানিতে মারিব।"

সৈনিকদের উদ্দেশে তিনি বলেন, "তোমরা ভাই ব্যারাকে থাকিও। গুলী চালাইতে চেষ্টা করিও না। সাত কোটি বাঙ্গালীকে অস্ত্র দ্বারা দাবাইতে পারিবে না। আমরা মরিতে শিখিয়াছি, কেহই আমাদের জয়যাত্রা ঠেকাইতে পারিবে না।"

মিল মালিকদের উদ্দেশে তিনি বলেন, "পহেলা হইতে সাতই মার্চ পর্যন্ত এই সাত দিনের বেতন শ্রমিকদের ঘরে পৌঁছাইয়া দিবেন।"

শেখ মুজিব ঘোষণা করেন, "আজ হইতে খাজনা ট্যাক্স বন্ধ। যতদিন বাংলার মুক্তি না আসে ততদিন এক পয়সাও কাহাকেও দিব না।"

সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখার উদাত্ত আহ্বান জানাইয়া বঙ্গবন্ধু বলেনঃ আজ আর হিন্দু-মুসলমান বাঙ্গালী-অবাঙ্গালী নাই; বাংলার মাটিকে যাহারা গ্রহণ করিয়াছে, তাহারাই আমাদের ভাই। গণ-আন্দোলনের সুযোগ যাহারা সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্প ছড়ায়, লুঠ বা অগ্নিসংযোগে অংশগ্রহণ করে– বুঝিয়া লইতে হইবে তাহারা শত্রু পক্ষের চর।"

জলদগম্ভীর কণ্ঠে সংগ্রামী বাংলার সর্বাধিনায়ক বলেন, "আমি বা আমার সহকর্মীরা আর যদি কোন নির্দেশ দেওয়ার সুযোগ না পাই তবুও আপনারা আপনাদের দায়িত্বের কথা মনে রাখিবেন। বুকের রক্ত দিয়া ফাঁসীর মঞ্চ হইতে আমাকে এই রেসকোর্সে ফিরাইয়া আনিয়াছেন, নিজের রক্ত দিয়া সেই রক্ত ঋণ শোধ করিব।"

রেডিও-টেলিভিশন ও সংবাদপত্রের কর্মচারীদের প্রতি আমার আবেদন, এই গণ-আন্দোলনের খবর যদি যথাযথভাবে প্রচার না করিতে পারেন, তাহা হইলে অসহযোগিতা শুরু করুন।

তিনি বলেন, "ব্যাঙ্ক দুই ঘণ্টার জন্য খোলা থাকিবে। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানে একটি পয়সাও পাচার করিতে দেওয়া চলিবে না। টেলিফোন ও টেলিগ্রামও চলিবে। তবে অন্য কিছু হইলে বিপদ হইবে।"

বাংলার মরণ বিজয়ী জনতার প্রতি আমার আবেদন, প্রত্যেক গ্রামে, মহল্লায়, ইউনিয়নে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে সংগ্রাম পরিষদ গঠন কর। ঘরে যাহা কিছু আছে তাহা দিয়াই শত্রুর মোকাবেলা করার প্রস্তুতি গ্রহণ কর। রক্ত দিয়াছি, আরও দেব। মনে রাখিবে– এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম–আরও মনে রাখিবে শৃঙ্খলা ছাড়া কোন জাতি জয়লাভ করিতে পারে না।"

উপসংহারে বাংলার মহানায়ক ঘোষণা করেন, "হে আমার বাংলার ভাই-বোনেরা ঘরে ঘরে প্রস্তুত হও। আমি রক্ত দিবার জন্য প্রস্তুত।" **(শেষ)**

প্রদেশের নয়া গবর্ণর
জেনারেল টিক্কা খানের ঢাকা উপস্থিতি

ঢাকা, ৭ই মার্চ।– পূর্ব পাকিস্তানের নব নিযুক্ত গবর্ণর লেঃ জেনারেল টিক্কা খান আজ অদ্য অপরাহ্নে এখানে আসিয়া পৌঁছান,

'খ' এলাকার সামরিক আইন প্রশাসক লেঃ জেনারেল সাহেবজাদা ইয়াকুব খান এবং অন্যান্য পদস্থ সামরিক অফিসারবৃন্দ বিমান বন্দরে তাঁহাকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করেন। –এপিপি।

পাকিস্তানে নয়া জর্দানী রাষ্ট্রদূত

আম্মান, ৭ই মার্চ।– জর্দানের পররাষ্ট্র দফতর সুত্রে আজ বলা হইয়াছে যে, তাইওয়ানে নিযুক্ত জর্দানী রাষ্ট্রদূত জনাব কামেল আল শেরিফকে পাকিস্তানে জর্দানী রাষ্ট্রদূত পদে বদলী করা হইয়াছে।

জনাব শেরিফ পাকিস্তানে জনাব মোতাসেম আল বিল বেসির স্থলাভিষিক্ত হইয়াছেন। –এপিপি/রয়টার

লাহোরের জনসমাবেশে নূর খান
পূর্ব পাকিস্তানের সহিত একাত্মতা ঘোষণা

লাহোর, ৭ই মার্চ। – গতকাল এখানে বিভিন্ন ট্রেড ইউনিয়ন, সামাজিক ও রাজনৈতিক কর্মী, ছাত্র ও সুধী সমাবেশে পূর্ব পাকিস্তানী জনগণের সহিত একাত্মতা ঘোষণা করা হয়।

অবসরপ্রাপ্ত এয়ারমার্শাল নূর খান, ট্রেড ইউনিয়ন নেতা মীর্জা ইব্রাহিম ও সৈয়দ মঈনুদ্দীন ন্যাপ কর্মী জনাব আমিন মোগল, মিসেস নাসীম শাহীন মালিক, জনাব মোহাম্মদ হাফিস কোরেশী এডভোকেট, আওয়ামী লীগ নেতা মালিক হামিদ সরফরাজ এবং ছাত্র নেতা জনাব মুজতাবা হোসেন প্রমুখ নেতা সভায় বক্তৃতা দান করেন।

সভায় সম্প্রতি পূর্ব পাকিস্তানে নিহত শহীদানের আত্মার মাগফেরাতের জন্য দোয়া করা হয়।

সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে অবসরপ্রাপ্ত এয়ার মার্শাল নূর খান বলেন যে, আওয়ামী লীগের ৬-দফায় দেশের সংহতি ও ঐক্য রক্ষার উপায় রহিয়াছে বলিয়া তিনি বিশ্বাস করেন। –এ,পি,পি

মিসর যুদ্ধবিরতির মেয়াদ সম্প্রসারণে সম্মত নহে

বৈরুত, ৭ই মার্চ। – মিসরের প্রেসিডেন্ট আনোয়ার সাদত আজ রাত্রে কায়ারোতে এক বেতার ভাষণে বলেন যে, মিশর মধ্যপ্রাচ্য যুদ্ধ বিরতির মেয়াদ আর একবার সম্প্রসারণে সম্মত নহে।

তিনি আরও বলেন, 'আমরা গুলীবর্ষণ হইতে বিরত থাকিতে পারি না। – রয়টার

ঢাকা বেতার কেন্দ্র নীরব

(স্টাফ রিপোর্টার): ঢাকা বেতার কেন্দ্র গতকাল রবিবার সহশা স্তব্ধ হইয়া যায়। অপরাহ্ন তিনটা পনর মিনিট হইতে এই কেন্দ্র আর কোন অনুষ্ঠান প্রচার করে নাই। কবে আবার চালু হইবে– সংশ্লিষ্ট কোন মহলই গতকাল তাহা জানাইতে পারেন নাই।

গতকাল বেতারে 'বঙ্গবন্ধুর রেসকোর্সের ভাষণ প্রচারের কথা ছিল। তদনুযায়ী ব্যবস্থাও করা হয়। বঙ্গবন্ধু যখন রেসকোর্সের বক্তৃতা মঞ্চে আরোহণ করেন, তখন 'আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি।' এই গানটি প্রচার করা হয়। কিন্তু নেতার বক্তৃতা শুরু হওয়ার পর নাকি একটি মহল ইহা রিলে করিতে বাধা দেয়।

অতঃপর রেসকোর্সের ময়দান হইতে শেখ মুজিবর রহমান বেতারের বাঙ্গালী কর্মচারীদের অসহযোগ শুরু করার আহ্বান জানান।

সঙ্গে সঙ্গে কর্মচারীগণ নিজ নিজ দায়িত্ব ত্যাগ করিয়া রাস্তায় নামিয়া আসে এবং বেতারও স্তব্ধ হইয়া যায়। সারা রাত্রি এই স্তব্ধতা ভাঙ্গে নাই।

অধ্যাপক মোজাফফর বলেন
শেখ মুজিবের দাবী ন্যূনতম ও সঙ্গত হইয়াছে

ঢাকা, ৭ই মার্চ। – পূর্ব পাকিস্তান ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি প্রধান অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ এক বিবৃতিতে শেখ মুজিবের দাবীসমূহকে ন্যূনতম ও ন্যায়সঙ্গত বলিয়া অভিহিত করেন।

বিবৃতিতে তিনি বলেন যে, নির্বাচিত জন প্রতিনিধিদের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তরের দাবী জানাইয়া শেখ মুজিব তাঁহাদের দাবীরই পুনুরুক্তি করিয়াছেন।

তিনি বলেন যে, শেখ মুজিব যে শর্ত্ত আরোপ করিয়াছেন, তাহা ন্যুনতম ও ন্যায়সঙ্গত এবং সরকারের শুভেচ্ছা থাকিলে অবিলম্বে এই শর্ত্তগুলি মানিয়া লইয়া দেশে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরাইয়া আনিতে সহায়তা করা উচিত।

তিনি জনগণের প্রতি শান্তিপূর্নভাবে সংগ্রাম চালাইয়া যাওয়ার আহ্বান জানাইয়া বাঙ্গালী ও অবাঙ্গালীদের মধ্যে শান্তি বজায় রাখার আবেদন জানান। –এপিপি

জাতীয় পরিষদে যোগদানের ৭টি শর্ত

(১) অনতিবিলম্বে সামরিক বাহিনীর লোকজন ব্যারাকে ফিরাইয়া আনিতে হইবে।

(২) বেসামরিক লোকদের এখন হইতে যাহাতে আর কোন গুলীবর্ষিত না হয় তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(৩) সামরিক সংগঠন ও পশ্চিমাংশ হইতে বিপুলহারে সামরিক লোকজন আনয়ন অনতিবিলম্বে বন্ধ করিতে হইবে।

(৪) বাংলাদেশের কার্যরত সরকারের বিভিন্ন শাখায় সামরিক হস্তক্ষেপে বন্ধ করিতে হইবে এবং সরকারী অফিসার ও কর্মচারীদের চাকুরী হইতে বরখাস্ত করা চলিবে না।

(৫) আইন শৃংখলা রক্ষার দায়িত্ব সম্পূর্ণ পুলিশ ও ই,পি,আর এর বাঙ্গালীদের হাতে ছাড়িয়ে দিতে হইবে এবং প্রয়োজন বোধে আওয়ামী লীগের স্বেচ্ছাসেবকেরা উক্ত কার্যে সাহায্য করিবে।

(৬) অবিলম্বে সামরিক আইন প্রত্যাহার করিতে হইবে।

(৭) অবিলম্বে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর করিতে হইবে।

ঢাকা বেতারে বোমা

(স্টাফ রিপোর্টার): গতকাল রবিবার সন্ধ্যা সাড়ে ৭টায় একটি জীপগাড়ী হইতে ঢাকা বেতার কেন্দ্রের চত্বরে দুইটি হাতবোমা নিক্ষেপ করা হয়।

ইতিপূর্বে অপরাহ্ন সোয়া ৩টা হইতে ঢাকা বেতারের অনুষ্ঠান আকস্মিকভাবে বন্ধ হইয়া যায়।

উল্লেখ্য যে, গতকাল বেলা সোয়া ৩টায় রেসকোর্সের জনসভায় শেখ মুজিবের বক্তৃতা সরাসরি রীলে করার জন্য বেতার কর্তৃপক্ষ উদ্যোগ গ্রহণ করেন। কিন্তু তাঁহার সেই বক্তৃতাকে শেষ পর্যন্ত রীলে করিতে দেওয়া হয় নাই।

বোমা নিক্ষেপের ফলে বেতার ভবনের কোন ক্ষতি হয় নাই বলিয়া পুলিশ সূত্রে জানা গিয়াছে।

গতকাল সন্ধ্যা হইতে সমগ্র বেতার ভবনে কড়া সামরিক প্রহরা মোতায়েন করা হইয়াছে।

৭.৩ The Pakistan Observer ৮ মার্চ ১৯৭১ প্রথম পৃষ্ঠার সব সংবাদ

No tax: boycott offices, courts, schools, colleges

Sheikh Mujib Speaks
TRANSFER POWER TO PEOPLE'S REPRESENTATIVES

- **Withdraw Martial Law.**
- **Transfer power to the elected representatives of the people.**
- **Send troops back to the barracks.**
- **Hold enquiry into the killing of unarmed people of Bangla Desh.**

The Awami League chief Sheikh Mujibur Rahman made these demands at a mammoth public meeting on Sunday at the Dacca Race Course.

Only after these demands were fulfilled, he said, his party would consider whether they could attend the National Assembly session or not.

No other decision could be taken before these demands were met. "The people have not given me that right", he added.

Meanwhile the Sheikh gave directives to:

- boycott courts, government and semi-government offices and educational institutions for indefinite period.
- stop payment of revenue and taxes until emancipation.
- operate banks for internal transaction, from 2.30 p.m. to 4.30 p.m.
- maintain communal harmony.
- operate all transport services including railway, but not to run the trains if used for movement of troops.

Sheikh Mujibur Rahman described the present struggle as the "struggle for emancipation". He referred to this point twice in his speech.

He called on the people to have faith in him and said that he did not hanker after Prime Ministership what he was fighting for was the establishment of the rights of the people.

Refuting President Yahya's allegation that he had agreed to attend any R.T.C.- type conference which was proposed to be held in Dacca on March 10, Sheikh Mujibur Rahman said that when he had a telephonic conversation with the President. Sheikh Mujib

had only suggested that President should come to Dacca to see how people were being killed and judge the situation. Sheikh Mujibur Rahman said, "What for the R.T.C.? With whom to sit in the R.T.C.? with those who have taken our blood?"

Sheikh Mujibur Rahman said that he had not agreed to go to the conference by treading over the blood of the shaheeds. Referring to the convening of the National Assembly on March 25, Sheikh Mujib wondered how he could sit in the assembly when the blood of the shaheeds was yet to dry.

The Awami League President regretted that in his broadcast of Saturday which came after a five-hour meeting with Mr. Bhutto the President put the blame for the postponement of the session and the situation arising from it on "us".

Giving a call to the people for preparing themselves for further struggle he urged them to turn every house into a fort of resistance. He said that they would have to resist the enemies with whatever they could.

He said that if he or his colleagues were not in a position to issue instructions even then the people must block the roads to resist any attack.

Sheikh Mujibur Rahman advised the troops to remain in barracks. He said he would not be held responsible for anything that might happen to them if they came out. He said, "you must not target our chest."

He asked the ruling coteries not to destroy the country. "If you do so," he warned, "we would no longer see each other's' face." "There is still a chance of living as brothers," he said, and warned that the rulers should not "try to rule us by force" and by continuing with the martial Law.

Sheikh Mujibur Rahman urged the people to set up committee of action everywhere in Bangla Desh under the leadership of Awami League and be prepared for the struggle. He said that people had given their blood would have to be given.

He reminded the people that in his last speech at Race Course he had stated that he was ready to give his blood. He said, "You got me released by giving your blood. I shall repay the debt of blood with my blood."

He said that since the Bangalees had learnt how to give blood, none would be able to suppress them. He said that Awami League had formed a relief committee for helping the wounded and the families of those who had become shaheeds. He appealed to the

people to extend financial help to Awami League's relief committee.

Elaborating his programme of non-cooperation Sheikh Mujib said that the Secretariat, Supreme Court, High Court, Judges Court, such semi-government offices as WAPDA would remain closed. He, however, asked the employees to go to their respective offices on the 28th of the month to take their salaries.

He said that, all other services like rickshaws and vehicles, railway and launch would function so that the poor did not suffer. He also said that the banks would function for two hours daily for the purpose of chasing of salary cheques and also transaction within Bangla Desh. About telephones and telegrams, he said if those were used against the people of Bangla Desh "the wheels will stop."

He said, "If a single bullet is fired at any one of our people, you stop all supplies and set up barricades."

The Awami League President asserted that the government servants would have to obey his instructions. None must be seen at the Secretariat or High Court, he said.

He also directed mill owners to pay full wages to those workers who were on strike or could not join duties owing to curfew during the last one week.

A large number of flags were seen hoisted on the dais and other parts of the meeting place. The flags which were of a new type had a red sun in a bottle green background with the golden map of Bangladesh super scribed on the sun.

The meeting began with the recitation from the Holy Quran by Maulana Abdur Rashid Tarkabagish, MNA, Maulana Tarkabagish also conducted a special prayer for the eternal peace of the souls of those who were killed during the recent movement.

Sheikh Mujibur said: Between the 1st March when there was a sudden announcement of the postponement sine die of the sitting of the National Assembly and the 6th March, the people of Bangla Desh have been subjected to military confrontation. There has been widespread firing upon unarmed civilians (workers, peasants and students) who had stood up to protest against the sudden and un-warranted postponement of the National Assembly. Those who have lost their lives during the last week are martyrs who died protecting the democratic rights of the people against the arbitrary and unwarranted action of postponement sine die the National Assembly.

"It is indeed a travesty of the truth to term these martyrs as "destructive elements" when in fact the real destructive elements are those who are responsible for unleashing a veritable reign of terror against the people of Bangla Desh. It is highly regrettable that the president has not been able to find time to come to Dacca to see the horrors perpetrated during the last week. If what the President calls "minimum" use of force has resulted in thousands of casualties, are we to understand that what he calls "adequate" force would aim at extermination?

"I condemn such naked threats of force being held out against the unarmed civilian population of Bangla Desh. The armed forces have been armed at great cost to the nation in order to repel foreign aggressors and not for the purpose of mowing down civilian population. Today in Bangla Desh people require protection against the excesses being committed by the other wing, who are acting like an army of occupation.

Minority group's view preferred

"It is said that the postponement of the national Assembly has been "misunderstood". I would like to ask the President whether or not this postponement was effected solely in response to the machinations of a single party-constituting a minority of the total members against the declared wishes of the majority party and also those of numerous from the western wing?

"We had suggested the 15th February as the date for the first sitting, while the minority group in question had indicated a preference for the first week of March. It was the minority group's view which was accepted and the Assembly was summoned on the 3rd March. But then the same minority group raised objections to participation in the National Assembly.

"First, it took up the highly objectionable position that its members would be in "jeopardy" if they came to Dacca and that they would be "double hostages".

Thereafter, this party took up the position that it would only attend the National Assembly on the terms dictated by it. It then went on to strike another posture when its members recorded a decision to resign from the National Assembly. What was particularly surprising was that almost simultaneously an amendment appeared in the LFO enabling members to resign before the first sitting. But then they decided not to resign. This party's intransigence reached its climax when on the 27th February

it declared that it would launch a mass movement if the National Assembly was to meet without its participation.

"It went so far as to say that people would take full revenge on those who chose to attend the Assembly session" and that "if the people failed to take revenge" then that party "would take action against them". It further threatened that if any members of its own attended, "the party workers would liquidate him".

"By this time, our Parliamentary Party had assembled at Dacca and members had already begun to arrive from the different provinces of the western wing. The Chief Election Commissioner had reached Dacca and announced that the election of the women members was to be held on the 2nd March. The President himself was expected to arrive on the 1st March for the inaugural session. Our own position on Constitution-making had been clearly stated in our press statement on the 24th February when we reiterated our invitation to each and every member of the National Assembly from the all parts of Pakistan to co-operate with us in this historic task.

On the 27th February we went to the extent of affirming that if any member presents before the Assembly anything just and reasonable, we would accept it." But even this was ignored, it would appear deliberately and with motive.

"On the 1st March by a radio statement there was sudden and unwarranted postponement of the National Assembly sitting sine die. The reason given was that there should be more time for "understanding" and it was said that there was "political confrontation between the leaders of East Pakistan and those of the West."

"Did the people of Bangla Desh not have sufficient reason to feel that their democratic rights had been grossly interfered with at the behest of an undemocratic minority? Were there not enough grounds for them to feel that a minority group had aligned itself with certain forces to obstruct the people of their rights? Indeed these apprehensions were further fortified by the steady military build up which became evident.

Bengali Prime Minister dismissed

"Indeed, we had warned in our statement of the 24th February that dark conspiratorial forces had always intervened in our country whenever the people were to take over power through the democratic process. The microscopic minority which represented

the vested interests of the western wing, had by sabotaging democracy deprived the seventy-five million people of Bangla Desh, as they did the oppressed masses of the western wing, of their basic rights.

"In 1953 the Bengali Prime Minister was dismissed by a conspiracy of the Punjabi ruling clique. In 1954, the elected Government in East Bengal was dismissed and the Constituent Assembly itself was dismissed by the same clique. When general elections were to be held in early 1959, the vested interests of the Punjab once again struck and usurped power.

"Today the Punjabi ruling coterie is attempting to repeat this disgraceful history. But they should know that the awakened masses of Bangla Desh-as also the oppressed masses of the western wing-shall resist their foul conspiracies by every means possible.

"To set the record straight I should make it clear that I had never conveyed any impression that an R.T.C.-type of conference should be held. I had only conveyed to the President that he should come to Dacca in order to see the grave situation prevailing in Bangla Desh in order to end the wanton killing of unarmed civilians. As for the earlier meeting proposed by the President, we had made it clear that our pre-occupation without Working Committee and Parliamentary meetings which had been fixed several weeks in advances would not enable to travel to Rawalpindi at that time.

"Furthermore, we had pointed out that constitutional issues were best resolved within the National Assembly and its Committees rather than by secret negotiations, and that once a National Assembly had been brought into being there was no justification for any RTC or secret parleys.

"I have recounted all these facts in detail to repudiate the charge that the Awami League has in any way obstructed the transfer of power. The majority party is certainly not the party which would stand to gain by such obstruction. It is only too clear to the people of the country and indeed the world that it is a minority group of western wings which has obstructed and is continuing to obstruct the transfer of power.

"It would appear that the President has been considering it his "moral obligation" to submit to the dictation of this minority group. The democratic way of life cannot be established nor can power be transferred to the people if a minority group conspires

with the vested interests to frustrate the democratic process. If the democratic way of life be the ultimate casualty and if the proposed transfer of power is aborted, this minority group and those who colluded with it shall not escape responsibility.

"Are these very elements not the "handful of people" whose actions have struck grievous blows to the efforts of the elected representatives of the people to evolve a basis for living together?

"The question which every right-thinking person must ask today is: whether the Armed Forces can be said to be discharging their duty of ensuring "the integrity, solidarity and security of Pakistan" by shooting down unarmed civilians all over Bangla Desh? By so acting are they not in fact acting as the principal force of disintegration?

Legitimate source of authority

"Today after the elections the only legitimate source of authority in the country are the elected representatives of the people. No individual can claim authority superior to that of the elected representatives.

"We, as the representatives of the overwhelming majority of the people of Bangla Desh, assert that we are the only legitimate source of authority for the whole country. The events of the last seven days have shown that all branches of government functioning throughout Bangla Desh have accepted us as the source of legitimate authority and have carried out our directives.

"Today, The President and the government at Islamabad should acknowledge this basic fact. It would therefore be in consonance with the declared wishes of the people of Bangla Desh that no one should interfere with the exercise of authority by the elected representatives of the people.

"This brings us to the question of the sitting of the national Assembly announced for the 25th March. We had ourselves time and time again asserted the urgency in respect of an early sitting.

"But today a grave and abnormal situation has been created. A virtual reign of terror has been the policy of military confrontation of the civilian population of Bangla Desh. Casualties in thousands have been reported and the cry of "genocide must stop" has been raised on all sides, including the common people of West Pakistan and right-thinking people all over the world.

"The members of the National Assembly cannot be expected to discharge their duties in an atmosphere of terror. So long as this

state of confrontation as also the inflow of army personnel and arms from the western wing continues, so long as an atmosphere of repression is maintained, so long as there are daily reports of military firing upon Bangla Desh. the members from Bangla Desh could hardly be expected to contemplate participating in the National Assembly at gun-point.

"If the President sincerely desires that the National assembly, as the sovereign body of the elected representatives of the people, should function then the following measures must immediately be adopted:

a) Immediate withdrawal of all military personnel to their barracks;
b) Immediate cessation of firing upon civilians, so that not a single bullet is fired with immediate effect;
c) Immediate cessation of the military build up and the heavy inflow of military personnel from the western-wing.
d) Non-interference by the military authorities in the different branches of the Government functioning in Bangla Desh and direction to desist from victimization of Government officers and employees;
e) Maintenance of law and order be left exclusively to the police and Bangali E.P.R. assisted, whenever necessary by Awami League volunteers.
f) Immediate withdrawal of Martial Law
g) Immediate transfer of power to elected representatives of the people.

"If the military confrontation continues and our unarmed people continue to be mowed down by bullets, let there be no doubt that no National Assembly can ever function.

"Our people have already proclaimed to the world that they shall no longer allow themselves to be exploited as a colony or a market. They have expressed their determination to be the free citizens of a free country. Our economy must be saved from ruination. Our toiling masses are to be saved from starvation, disease and unemployment.

"The millions in the cyclone ravaged areas are yet to be rehabilitated. It the ruling coterie seeks to frustrate these aspirations; the people are ready for a long and sustained struggle for a long and sustained struggle for their emancipation.

"We pledge to lead this struggle and ultimately to attain for the people their cherished goal of emancipation, for which so many

martyrs have shed their blood and made the supreme sacrifice of their lives. The blood of these martyrs shall not go to vain.

"The first phase of our struggle has been launched. Our heroic masses have displayed indomitable courage and determination. They have braved bullets and violated curfew in a planned manner. I also congratulate our people and our Awami League volunteers who have frustrated the designs of agent-provocateurs and anti-social elements to create communal tension between different religious groups and between Bangalis and so-called "non-bangalis".

"I once again reaffirm that every person living in Bangla Desh is a Beangali and that his person, property and honour, are our sacred trust and must at any cost be protected. We are proud to note that since our volunteers have undertaken the task of vigilance and patrol there have been no untoward incidents.

"Our struggle must continue. The objective of the present phase of the struggle is the immediate termination of Martial Law and the transfer of power to the elected representatives of the people. Till this objective is attained, our non-violent, non-cooperation movement must continue.

Program of action

"The program of action for the week commencing 8th March, 1971 is as follows:

1) No-tax campaign to continue.
2) The Secretariat, government and semi-government offices, High Court and other court throughout Bangla Desh should observe hartals. Appropriate exemptions shall be announced from time to time.
3) Railway and ports may function, but railway workers and port workers should not cooperate if railways or ports are used for mobilization of forces for the purpose of carrying out repression against the people.
4) Radio, Television and newspapers shall give complete versions of our statements and shall not suppress news about the people's movement, otherwise Bengalis working in these establishments shall not co-operate.
5) Only local and inter-district trunk telephones communication shall function.
6) All educational institutions shall remain closed.
7) Banks shall not effects remittances to the western wing either through the State Bank or otherwise.

8) Black flags shall be hoisted on all buildings everyday.
9) Hartal is withdrawn in all other spheres, but complete or partial hartal may be declared at any moment depending upon the situation.
10) A songram Parishad should be organized in each union, mahalla, thana, subdivision and district under the leadership of the local Awami League units**. (END)**

CAUTION AGAINST ANTI-SOCIAL ELEMENTS
By A Staff Correspondent

The Awami League chief, Sheikh Mujibur Rahman cautioned the people in his race course rally on Sunday that the agent provocateurs and the anti-social elements have infiltrated the movement in disguise to sabotage the people's struggle by resorting to arson and loot.

He categorically directed the people and Awami League volunteers, in particular provocateurs and anti-social elements in all possible ways so that the Bengaless did not earn any bad name in their struggle for liberation.

The Awami League chief appealed to the people to maintain complete peace and harmony among all sections of people in their present movement.

He said, "It is our moral duty to safeguard and protect the person and property to everyone living in Bangla Desh, no matter whether he is a Bengalee or a non Bengalee, a Hindu or a Muslim.

Ashura

"Ashura" marking the great tragedy of Karbala will be observed throughout the province on Monday in a befitting manner, reports PPI

A mourning procession was brought out by the members the Shia community in Dacca on Sunday afternoon as part of the Muharram observance. The processionists beating their blood-stained chest paraded the main streets of the city.

Radio silent
By A Staff Correspondent

Dacca station of Radio Pakistan which was to relay the proceedings of the Race Course rally addressed by Sheikh Mujibur Rahman on Sunday afternoon suddenly went off the air minutes

after the Sheikh had arrived, at the dias. The radio had earlier made all arrangements to relay the speech of the Awami League chief.

According to an official of the Dacca Radio Station the engineers on duty at the Control Room received an instruction from the Martial Law Authority over the telephone at about 3 p.m. not to relay Sheikh Mujib's speech and accordingly they had switched off the transmitter.

After the Race Course rally was over the radio started its second transmission as usual at 4.30 p.m. A few minutes later it went off the air again as the Bengalee employees walked out in response to a call of the Sheikh at the public meeting.

(Sheikh had asked for boycott if news of the people's movement could not the faithfully broadcast.)

A hand bomb exploded at the broadcasting house premises at about 7.30 p.m. on Sunday. No damage was reported following the explosion.

Rly service resume
By A Staff Correspondent

The Railway services in different rail routes of the province resumed functioning on Sunday. Out of 16 scheduled train service 12 operated on the day. Four train services which did not function include two from Dacca to Akhaura and two from Dacca to Mymenshingh. The passengers of these trains were accommodated in the services which had functioned; an official of the Railway department told me.

The services of goods trains remained cut off till Sunday. No goods train left or reached Dacca during the day. The goods trains may resume operation from today, Monday.

Although inter-district coach services of the East Pakistan Road Transport Corporation (E.P.R.T.C.) did not operate till Sunday some buses of the corporation returned to Dacca city roads on the day. But the number of buses playing in the city was very few.

The river transport in various routes plied as usual Sunday.

A spokesman of the Civil Aviation Department told me that the inter-wing fights of the Pakistan International Airlines (P.I.A) were functioning as usual. He said that there were three scheduled flights between the two wings on the day.

Tikka Khan in city

Lt. General Tikka Khan, Governor-designate, East Pakistan arrived in Dacca on Sunday at afternoon, reports APP.

He was received at the airport by Lt. General Sahabzada Yaqub Khan, Martial Law administrator, Zone B and other senior military officers.

No extensions of ceasefire: Sadat

BEIRUT, Mar. 7:- Egyptian President Answer Sadat said in a broadcast in Cairo tonight that Egypt was no longer able to agree to an extended Middle East Ceasefire nor can we refrain from shooting, reports Reuter.

AFP Says: President Anwar Sadat visited the Soviet Union on March 1, for talks with Soviet leaders.

President Sadat made the announcement in a nation-wide radio-television broadcast.

Israeli troops alerted

Earlier, President Anwar El Sadat presided over a cabinet meeting today and had a separate talks with Premier Mahmoud Fawzi, a few hours before the UAR ceasefire agreement with Israel expires.

ENA says: Israeli troops reinforcements are pouring in the occupied Sinai area as the Middle East ceasefire is due to expire on Sunday semi-official newspaper Al Ahram said.

The Israelis have established ground to ground missile sites in the area. Israeli Air Force has also been placed on alert. All roads in the area have been closed for public traffic.

The UAR forces also concluded a 48-hour exercise with live ammunitions along the Suez Canal area yesterday in preparation for any eventually, the people said.

Another report adds: Situation on both sides of Suez Canal is reported tense as the seven months old ceasefire is due to expire in a few hours' time.

Mobilisation in Ankara

ANKARA, Mar. 7:- The search continues in Ankara on Saturday night for four U.S. airmen kidnapped on Thursday by terrorist, reports UPI.

The Government says it has mobilized 30,000 troops and police for the search. The group which seized the airmen had threatened to shoot them unless 4,00,000 US dollars ransom was paid to them by Friday (Yesterday).

Official figure

172 dead, 358 wounded

The following press note has been issued by the Martial Law authorities in Dacca on Sunday, reports APP.

To dispol the general impression that the law enforcing agencies have killed hundreds and thousands of people during the recent unfortunate disturbance, in East Pakistan, it is necessary to give the factual position for the satisfaction of the public who have naturally been subjected to rumors, horror stories and wild propaganda- natural phenomenon under such circumstance.

The president's announcement of March 1 postponing the National Assembly session evoked a spontaneous and sharp public reaction and the people came out on the streets. In difference to the wishes of Sheikh Mujibur Rahman, total hartal was observed form the morning of March 2.

At place, the demonstrating mob indulged in wanton acts of violence such as loot arson and stabbing. Taking under advantages of the situation anti-social elements started widespread aces of violence which soon grew both size and intensity. Expect, the Army detachments which were posted to protects vital installations from any possible act of sabotage, loot, arson, etc. troops remain in the barrack till they were called out in the morning of March 2 at the specific request and insistence of civil law enforcing agencies, who found themselves incapable of coping with the large-scale disturbances in Jinnah Avenue, Nawabpur road, The ari Bazar and other places in the Dacca city.

Imposition of curfew was announced in the same evening. The curfew was to be effective from 9 p.m. to 7 a.m. The troops did not move out of the cantonment till 9 p.m. to enforce the curfew in conjunction with police and EPR.

During the weeklong disturbance all over the province 172 persons lost their lives while 358 sustained in juries of these 78 people were killed and 205 injured between the rioters themselves at Pahartoli, Forozghah Colony, Wireless Colony in Chittagong.

Brigadier Mahmuder Rahman Majumder Sub-Administrator, Martial Law, Sector 6 (Chittagong) confirmed after personal investigation that only five person were killed and one injured by the army while two persons were killed and one wounded by EPR during the Disturbances in the locality.

He further confirmed that loss of human lives and properties was due to incidents of loot, arsons, stabbing and firing by the

rioters themselves who used shotgun and lethal weapons. Besides over 600 huts were gutted as a result of arsons by the rioters.

41 persons were killed due to police firing in the local and non-local clashes in Khulna on 3 and 4 March. They killed three persons and wounded 11 at Rangpur in efforts to quell the local disturbances. Four persons lost their lives and one sustained injuries due to police firing when a train was derailed near Khulna on March 4.

341 were convicts and under-trail tried to escape by breaking open Dacca Central Jail gate on March 6. The police had to resort to firing, which killed 7 persons and injured 30.

The violent mob attacked telephone exchange at Jessore, Khulna and Rajshahi on March 3 and 4. The Army troops guarding these vital installations had, perforce to resort to firing which resulted in 8 deaths and injuries to 19 persons. Three person were killed and some injured when troops had to fire while they were attacked by a mob on their way from Jessore to Khulna on March 5.

In discharge of their duties the law enforcing agencies also suffered casualties which included on officer killed and one wounded.

In the Nawabpur Thatari Bazar incident on night 2/3 March EPR killed six persons and injured 53 an EPR company was attacked by a mob in Tongi are on March 5. The EPR personnel fired in self-defense killing four persons and injuring three.

The province wide casualties by the army are 23 killed and 26 wounded. At these six persons were killed when a mob attacked on army at Sadarghat (Dacca) on night 2/3 March. One person was killed while army tried to protect the local T.V. station from violent mob on March 3.

৭.৪ The People, ৮ মার্চ ১৯৭১, প্রথম পৃষ্ঠার সব সংবাদ

20 Lacs Attend Race Course Meeting

MUJIB'S CALL TO FIGHT FOR FREEDOM

No Work in Govt. offices Until Demands Met

Shops To Open, Trains To Run, Buses To Ply And Banks To Work 2 Hours A-Day: Withdrawal Of Martial Law And Transfer Of Power Precondition For Attending N.A.

Bangabandhu Sheikh Majibur Rahman declared at Race Course Maidan yesterday that no government and semi-government offices including courts of law will function till the demands of the people of Bangal are met.

The Bank will however, operate two hours a day for internal transaction; But not a single paisa will be allowed to go to West Pakistan, he advised. He, however, declared that the communication facilities shall be restored from tomorrow; shops and business establishments will also transact normal business.

Addressing a sea of crowd to the tune of two million Bangabandhu Sheikh Majibur Rahman demanded the withdrawal of Martial Law from the country before 25th March.

Giving his reaction to the summoning of National Assembly on March 25, the redoubtable Sheikh put forward 4 pre-conditions for attending the session. Besides the withdrawal of Martial Law, another important demand was the handing over power to the elected representatives of the people. He further demanded that all army personnel should be sent back to the barracks. The fourth demand made by Sheikh was the institution of impartial inquiry into the killing of the innocent and unarmed civilians.

Sheikh Mujib said that without fulfilling these conditions, the question of his party attending the session does not arise. Bangabandhu Mujib's demands received unanimous approval from the vast multitude who raised full-throated slogan of "Joi Bangla"

The vast concourse also raised voice expressing full faith in the leadership of Sheikh Mujib.

Sheikh Mujibur Rahman who promised his future course of action in yesterday's meeting called upon the people to remain prepared for the total fight. If the government failed to fulfill these conditions by March 25, he will again call upon the entire Bangali nation to launch total movement.

The fight, he reiterated is the fight for emancipation of Bengalees who would never be found wanting in making highest sacrifice for achieving the goal.

He asked the industrialists to pay the salaries of the workers for the strike period.

Sheikh Mujib said, until our goal is achieved the people of Bangla Desh will not pay any tax to the Government.

He gave a clarion call to the people to make every home people of Bangla Desh, assert that we are the only legitimate source of authority for Bangla Desh. Indeed, by virtue of majority position we are the only legitimate source of authority for the whole country. The events of the last seven days have shown that all branches of government functioning throughout Bangla Desh have accepted us as the legitimate authority and have carried out our directives.

Today, the president and the government of Islamabad should acknowledge this basic fact. It would therefore in consonance with the declare wishes of the people of Bangla Desh that no one should interfere with the exercise of authority by the elected representatives of the people.

This bring us to the questions of the sitting of the National Assembly announced for 25 March. We had ourselves time and time again asserted the urgency in respect of an early sitting. But today a grave and abnormal situation has been created. A virtual region of terror has been created in pursuance of the policy of military confrontation of the civilian population of Bangla Desh.

Casualties in thousands have been reported and the cry of `Genocide must stop` has been a raised on all sides, including the common people of West Pakistan and right thinking people all over the world.

The member of National Assembly cannot be expected to discharge their duties in an atmosphere of terror. So long as this state of confrontation as also the inflow of army personal and arms from the wester wing continues, as long as an atmosphere of repression is maintained, so long as flee are daily report of military firing upon civilians in different part of Bangla Desh, The members from Bangla Desh could hardly be expected to content place participating in the National Assembly at gun point.

If the President sincerely desirers that the National Assembly, as the sovereign body of elected representative of the people,

should function then the following measures must immediately be adopted;

(a) Immediate withdrawal of all military personal to their barracks;
(b) Immediate cessation of firing upon civilians, so that not a single bullet is fired with Immediate effect;
(c) Immediate cessation of military build up and the heavy inflow of military personnel from the west wing.
(d) No interference by the military authorities in the different branches of government functioning in Bangla Desh and directions of desist from victimization of government officers and employees;
(e) Maintenance of law and order to left exclusively to the police and Bangali E.P.R. assisted, wherever necessary by Awami League volunteers;
(f) Immediate withdraw of Martial Law.
(g) Immediate transfer of power to the elected representation.

If the military confrontations continue and our unarmed people continues to be moved down by bullets. let there be no doubt that no Assembly can be function.

Our people have already proclaimed to the world that they shall no longer allow themselves to be exploited as a colony or a market. They have expressed their determination to be the free citizens of a free country. Our economy must be saved from ruination. Our toiling masses are to be saved from starvation, diseases and unemployment. The millions in the cyclone ravaged areas are yet to be rehabilitated. If the ruling coterie seeks to frustrate these ambitions, the people are ready for a long and sustained struggle for their emancipation. We pledge to this struggle and immediately to attain for the people their cherished goal of emancipation for which so martyrs have shed their blood and made the supreme sacrifice of their lives. The blood of these martyrs not go in vain.

The first phase of our struggle has been launched. Our heroic masses have displayed indomitable courage and determination. They have braved bullets and violated curfews in a planned manner. I also congratulated our people and our Awami League volunteers who have frustrated the design of agent provocateurs and anti-social elements to create communal tension between

Bangalee and so called non Bangalee. I once again re affirm that every person living in Bangla Desh is a Bangalee and that his persons, property and honour, are our sacred trust and must at any cost be protected. We are proud to note that since our volunteers have undertaken the task of vigilance and patrol there have been no unwanted incidents.

Our struggle must continue. The objective of the present phase of the struggle is the immediate termination of martial law and the transfer of power to the elected representatives of the people. Till this objective is attained our non-violent non-cooperation movement must continue.

The programme of action for the week commencing 8th March 1971 is as follows;

1) No tax campaign to continue.
2) The secretariat, government and semi government offices, High Courts and other courts through outs Bangla Desh should observe hartals. Appropriate exemptions shall be announced from time to time.
3) Railways and ports may function, but railways workers and port workers should not cooperate if railways or port are used for mobilisations of forces for the purpose of carrying out repression against the people.
4) Radio, Televisions and newspapers shall give complete version of our statements and shall not suppress news about the people's movement, otherwise Bengalis working in these establishments shall not cooperate.
5) Only local and inter district trunk telephone communication shall function.
6) All educational institutions shall remain closed.
7) Banks shall not affect remittances to the western wing either through the State Banks or otherwise.
8) Black flags shall be hoisted on all buildings every day.
9) Hartal is withdrawn in all other spheres, but complete or partial hartal may be declared at any moment depending upon the situation.
10) A Songram Parishad should be organised in each Union, Mahallah, Thana, Sub division and District under the leadership of the local Awami League Units. **(END)**

Bomb Blast In Dacca Radio Station
Sequel To Sudden Curb On Broadcasting Mujib's Speech!

Bombs were exploded in the compound of the Dacca Radio station at Shahbagh Avenue yesterday at about 7-30 in the evening. There was however no damage to the building or any other property of the Radio House due to the explosion.

Dacca Radio Station did not go to air from 3-20 P.M yesterday till the writing of this report 11-15 P.M. as the officials and employees abstained from duties in protest against the closure by the Government of the programme for the relay of Sheikh Mujib's speech delivered yesterday at the Race Course Maidan.

The 1st Transmission of the Radio continued till 3-20 P.M. yesterday and then the announcement for taking the listeners to Race Course Maidan for hearing the relay of Sheikh Mujib's speech was made. Then the announcement for the closure of the transmission was made but the routine programme of the playing of the National Anthem towards the close of a session was also not done.

All the officials and employees of Dacca Radio Station did not report to their duties as the speech of Sheikh Mujibur Rahman could not be allowed to relay, although a arrangement was made for the same.

The announcement regarding the cancellation of the relay of Sheikh's speech from the Maidan was made in the meeting, which caused a strong resentment in all.

At about 7-30 P.M. two bombs were thrown on the compound of the Radio Station from outside which were exploded.

A shop keeper near the Radio House informed this correspondent that the sound of the explosion was like a laud thunder. No damage was however made of the Building or any other property of the Radio House due to Bomb explosion.

Police investigation was going on in the matter and no arrest has been made in the matter.

It could not be ascertained whether Radio will go to air today (Monday) and whether the workers will resume their duties.

Many people enquired over telephone with newspapers offices about the reasons for the silence of the Radio Station, which has fine record of performance even during emergencies.

Radio Bangla Desh To Broadcast Mujib's Speech At 8-30 A.M. Today

All stations of Radio Bangla Desh will broadcast Sheikh Mujib's speech at 8-30 in the morning today.

It may be recalled here that the Radio Bangla Desh, Dacca announced yesterday that it would broadcast Sheikh's speech. Accordingly, they were prepared to broadcast the Leader's speech to millions of Bangla Desh. But it was reported that by a last-minute instruction received from certain quarter the Radio Dacca had to cancel the broadcast. The reasons for the abrupt & sudden cancellation were best known to the authority who instructed to stop the same.

Sheikh Mujib in his speech at Paltan Maidan on 3rd March asked the radio and TV to… (The rest part is missing).

Fire In Factory

The fire which broke out in Fazal Industries in the site area on Thursday morning was still smoldering till last reports came in.

The fire brigade authorities said this morning that the collapse of the roof had created a problem for them as a large number of cotton bales were buried under the debris and continued to smolder. ENA

Curfew Clamped On Moradabad

A curfew has been clamped down at Moradabad town in the Indian state of West Bengal, following violent clashes between rival groups of people in which at least two people are reported to have been killed. ─ ENA.

Why Attend NA This Time? Bhutto Asked

Prof. Golam Azam, Amir, Jamaat-E-Islami, East Pakistan in a statement yesterday in Dacca said, may I have the courtesy to ask Mr. Bhutto as to now he agreed to attend the National Assembly session of Mar. 25 without previous understanding from Sk. Mujibur Rahman.

Prof. Azam said, if he (Bhutto) is now ready to do so without any condition why he created deadlock earlier perhaps Mr. Bhutto will not be able to give any satisfactory reply ─APP.

Yahya Asked To Handover Power To Mujb Immediately

Air Marshal (retd.) Asghar Khan yesterday evening urged President Yahya Khan to handover power to Sheikh Mujibur Rahman and allow him to introduce an interim constitution for running the Government.

Addressing a crowded press conference, Air Marshal Asghar Khan said that the country could manage its affairs with an interim constitution. He said "This will not be difficult because it has been done in the past also". He said that prior to 1956 constitution, the governments functioned with an interim constitution.

Asked as to what in his opinion should be the basis of the interim.

Constitution, he said, "I leave this to the majority party to decide". He said "it is better to be ruled by the majority party than the armed forces".

Air Marshall Asghar Khan said that it was only through this process that we could live in partnership and freedom. He said, constitutional issues could not be solved through use of force. He said "use of force will invite reaction and sometime reactions are extreme".

Senior Citizens

The Pakistan Association for the Aged and Institute of Geriatric Medicine has appealed to President General Yahya Khan to forthwith transfer power to people's representatives, and allow them unfettered right to a constitution.

Tikka Khan Arrives Dacca

Lt. General Tikka Khan, Governor-designate, East Pakistan arrived in Dacca yesterday afternoon. He was received at airport by Lt. General Sahabzada Yaqub Khan, Martial Law Administrator, Zone B and other senior military officers. ─APP.

People's Representatives Must Frame Constitution West Wing Leaders Support Mujib

Various speakers at a meeting of Trade Unions, Social and Political workers, student and intellectuals here yesterday expressed their solidarity with the people of East Pakistan.

Those who addressed the meeting, included retired Air Marshal Nur Khan, Trade Union leaders, Mirza Ibrahim and Syed Mueenuddin, National Awami Party workers, Mr. Habib Jalib and

Mr. Ammen Moghul, Mrs. Nasim Shahim Malik, Mr. Mohammad Hafeez Qureshi Advocate, Awami League Leader Malik Hamid Sarfaraz and students' leader Mr. Mujtaba Hussain.

The meeting also offered Fateha for those killed recently in East Pakistan.

Addressing the meeting, retired Air Marshal Nur Khan said, he was confident that Six-Points of Awami League were flexible enough to keep the integrity and solidarity of the country intact. He said, he was also confident that Sheikh Mujibur Rahman too did not to disintegrate the country.

He was of the view that the differences between the Awami League and the Pakistan People's Party were not exactly at Six-Points and the real difference was over post-constitution politics. ─APP.

Mujib's Demands Just & Minimum
─ Prof M. Muzaffar Ahmed

Professor Muzaffar Ahmed, President, East Pakistan National Awami Party (Wali) in a statement said that conditions laid down by Sheikh Mujib are minimum and just.

He said, he reiterated our demand for transferring power to elected representatives of the people. The conditions given by Sheikh Mujibur Rahman are minimum and just, and the Government means business, it should immediately accept conditions laid down by him and thereby help restore normalcy in the country. We call upon the people to carry on struggle peacefully and out not to resort to violence and maintain peace, tranquility especially between the Bengalee and non-Bengalee people. ─APP.

10,000 Textile Workers On Strike In Mysore

About 10,000 Textile Workers of seven major factories in the south Indian's state of Mysore have gone on strike for higher wages and better working conditions.

The strike was called by the All Indian Trade Union Congress. ─Tass.

Election Violence
63 Killed In India So Far

At least nine people are reported killed and many others were injured in different parts of India in election violence in last 24 hours, bringing election deaths to 63 so far since Monday last.

According to All India Radio, more than 80 persons were arrested today in different parts of Calcutta and West Bengal in connection with several incidents.

Another report adds that a second member of the opposition Congress led by Mr. Nijlingappa, Mr. Pijush Chandra Ghose, was stabbed to death by a group of miscreants in front of his residence yesterday.

No More Extension Of Ceasefire ─ Sadat

Egyptian President Anwar Sadat said in a broadcast in Cairo last night that Egypt was no longer able to agree an extended Middle East ceasefire nor "can we refrain from shooting"

Situation Tense

Another report from Cairo say, situation on both sides of the Suez canal is reported tense as the seventh-months old ceasefire is due to expire in a few hours time.

The UAR and the Israeli cabinets are meeting today to review the latest situation.

President Anwar Sadat of the UAR is due to deliver an important address to the nation later today. Observed believed that the UAR will not allow further extension of the Middle East ceasefire.

Israel Reinforces Troops In Sinai

Another report from Cairo says Israeli troop reinforcements are pouring in the occupied Sinai area as the middle East ceasefire is due to expire today, semi official newspaper Al Ahram said today. The Israeli have established ground to ground missile sites in the area. Israeli air force has also been placed on alert. All roads in the area have been closed for public traffic.

The UAR forces also concluded a 48 hour exercise with live ammunitions along the Suez Canal area yesterday in preparation for any eventuality, the paper said. ─ Reuter. (END)

৭.৫ ১১০নং সামরিক আদেশ জারী

১১০নং সামরিক আদেশ জারী

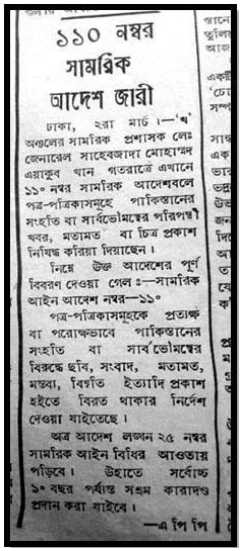
১১০ নম্বর
সামরিক
আদেশ জারী

ঢাকা, ২রা মার্চ।— 'খ' অঞ্চলের সামরিক প্রশাসক লেঃ জেনারেল সাহেবজাদা মোহাম্মদ এয়াকুব খান গতরাত্রে এখানে ১১০ নম্বর সামরিক আদেশবলে পত্র-পত্রিকাসমূহে পাকিস্তানের সহিত বা সার্বভৌমত্বের পরিপন্থী খবর, মতামত বা চিত্র প্রকাশ নিষিদ্ধ করিয়া দিয়াছেন।

নিম্নে উক্ত আদেশের পূর্ণ বিবরণ দেওয়া গেলঃ— সামরিক আইন আদেশ নম্বর—১১০

পত্র-পত্রিকাসমূহকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে পাকিস্তানের সংহতি বা সার্বভৌমত্বের বিরুদ্ধে ছবি, সংবাদ, মতামত, মন্তব্য, বিবৃতি ইত্যাদি প্রকাশ হইতে বিরত থাকার নির্দেশ দেওয়া যাইতেছে।

অত্র আদেশ লঙ্ঘন ২৫ নম্বর সামরিক আইন বিধির আওতায় পড়িবে। উহাতে সর্বোচ্চ ১০ বছর পর্য্যন্ত সশ্রম কারাদণ্ড প্রদান করা যাইবে।

—এ পি পি **(৩ মার্চ ১৯৭১, আজাদ)**

৭.৬ জনারণ্যে কয়েকজন

জনারণ্যে কয়েকজন

আহমেদ নূরে আলম প্রদত্ত

তাকে দেখলেই মনে হয় দুঃখিনী বাংলা বুঝি আমাদের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। রুক্ষ আগোছালো চুল। শীর্ণ শরীর। ময়লা কাপড়। তার টানা অস্থির-চোখ সব স্বদেশের অবয়ব হয়ে বুঝি দাঁড়িয়েছে আমাদের সামনে।

অদ্ভুত তার মিষ্টি কণ্ঠ। প্রথম তাকে যেদিন দেখি মনে করেছিলাম পাগল। কিন্তু একজন বললেন, না, পাগল নয়। সেদিন তিনি গাইছিলেন, "ফান্দে পড়িয়া আইয়ুব কান্দেরে।" আজাদ অফিসের বিপরীত রেষ্টুরেন্টের সামনে তিনি অনেকক্ষণ গান গেয়েছিলেন। রাজনৈতিক সচেতনতা ও সুমিষ্ট

কণ্ঠস্বরের জন্যই অনেক লোক জমায়েত হয়েছিলেন। দর্শকদের উৎসাহে মনোয়ারা বেগম একের পর একটি গান গেয়ে যাচ্ছিলেন। অবশেষে তার গলার অবস্থা এমন দাঁড়ালো যে, তার গলার শিরা ফুলে উঠেছিলো। এর চোখজোড়া যেনো গর্ত্ত থেকে লাফিয়ে বেরিয়ে পড়তে চাইছিলো। এমন অবস্থায় কয়েকজন তাকে রিক্সায় তুলে দিয়েছিলেন।

ঠিক স্বদেশ বাংলার মতোন মনোয়ারা বেগম আমার সামনে এসে দাঁড়ান। সেই শীর্ণ হাত। মুখ। আর অস্থির চোখে তাকান। বাঁশীর মতোন সরু গলায় গান শোনান। তাকে দেখেছি শহীদ মিনারে। রাস্তার মোড়ে। দোকানের সামনে। ছোট্টো খাট্টো ভীড়ের মধ্যে দেশ প্রেমের গান গেয়ে যান। তাঁর কিছু গান হয়তো নিজের রচিত। কিন্তু তাঁর অনেক গান ভাঙ্গা বা পল্লীগীতির প্যারডি জাতীয়।

ঠিক দুঃখিনী স্বদেশের মতোন মনে হয় তাকে। যে স্বদেশের মাটিতে একদিন ফলতো সোনা ধান। যে সোনার স্বদেশের মানুষের কোন দুঃখ ছিল না। অতীতের এসব ইতিহাস যখন বেদনা হয়ে আমার বুকে করুণ হাত রাখে, তখন মনে পড়ে নগরের অসংখ্য মুখের ভেতর একটি মুখ। মনে হয়, হয়তো কোনো নিভৃত গ্রামের নদী তীরে, সকালের পবিত্র সূর্য দেখে দেখে মনোয়ারা বেগম বড়ো হয়েছে। হয়তো কোনো সাধারণ একটি বাংলার মানুষের পতিগত প্রাণ। স্ত্রী ছিলো, হয়তো সন্তানকে আদরে আদরে দামাল করে তোলা আবহমান কালের জননী ছিলো।

কেনো জানি না, স্বদেশের কথা ভাবতে গেলেই মনোয়ারা বেগমের মুখ সর্বদা ভেসে ওঠে আমার মনে। কেনো জানি মনে হয় মাটির সব বেদনা বুকে তুলে নিয়ে আমাদের সামনে এসে দাঁড়ায় অভিমানিনী বঙ্গ জননীর প্রতিনিধি মনোয়ারা বেগম।

আবার সেদিন দেখলাম তাকে। রেসকোর্সের বিশাল জনসমুদ্রে লক্ষ লক্ষ মানুষের মতোন একটি বাসনা পূরণে তিনিও এসেছিলেন। শ্লোগানে আর মুষ্ঠি উত্তোলিত করে নয়। কণ্ঠে দারুণ সঙ্গীত নিয়ে মহিলাদের বসার যায়গাকে উষ্ণ করে রেখেছিলেন। সাংবাদিকদের জন্য পাতা আসন থেকে তাকে স্পষ্টভাবে শোনা যাচ্ছিল না। দেখছিলাম, সেই শীর্ণ-শ্যামল রংয়ের খাটো শরীরটা গান গাওয়ার সঙ্গে দুলছিলো। তার হাতে ধরা ছিলো একটি মোটা বাঁশের খণ্ড। আমার স্বদেশের মতোন করুণ হয়ে তিনি ভাসছিলেন আমার সামনে।

বাংলার সংগ্রামের সর্বাধিনায়ক বঙ্গবন্ধুকে তিনি অত্যন্ত ভালোবাসেন। নির্বাচনের আগেও মনোয়ারা বেগমের গান শুনেছিলাম–

"আমার সোনার ছেলে
মুজিব আইছে নাও লইয়া,
ওঠ তোরা সব একই নায়ে"

সভা শেষে একজন মহিলা বললেন। প্রাণের সবখান আবেগ দিয়ে গান গেয়ে ছিলেন মনোয়ারা বেগম। সেই দিনের বিশাল জনসমুদ্রের প্রতিটি মানুষ একটি দুর্গ হয়ে ঘরে ফেরার ভীড়ে মনোয়ারা বেগমকে অনেক খুঁজেছিলেন। হয়তো একটু কাছ থেকে দেখার জন্যে। হয়তো মনে মনে একটি কথা বলার জন্যে–আমার দেশ জননীর মতোন তুমি। তোমার মুখ দেখলেই আমি অনুভব করবো আমার স্বদেশের যন্ত্রনা। আমরা সবাই স্বদেশকে প্রাণের চেয়ে ভালোবাসি।

আবার তাকে দেখলাম। গত মঙ্গলবার পল্টন ময়দানের বিরাট জনসভায়। মওলানা ভাসানীর বক্তৃতা শেষ হওয়ায় প্রায় শেষ ক্ষণে এসেছিলেন। সেই উদভ্রান্ত চোখ, জট পাকানো চুল। হাতে ধরে আছেন একটি ছোট্টো কালো পতাকা। কি যেনো বললেন। তারপর ফিরে চললেন। কারণ, জনতা তখন সংগ্রামের শপথে দীপ্ত হয়ে ঘরে ফেরার জন্যে উঠে দাঁড়িয়েছিলো।

আমি তাকে আবার ভীড়ের মাঝে হারিয়ে ফেললাম।
অনেক–অনেকক্ষণ খুজলাম। তাকে পেলাম না।

(১১ মার্চ ১৯৭১, আজাদ)

৭.৭ একমাত্র পথ

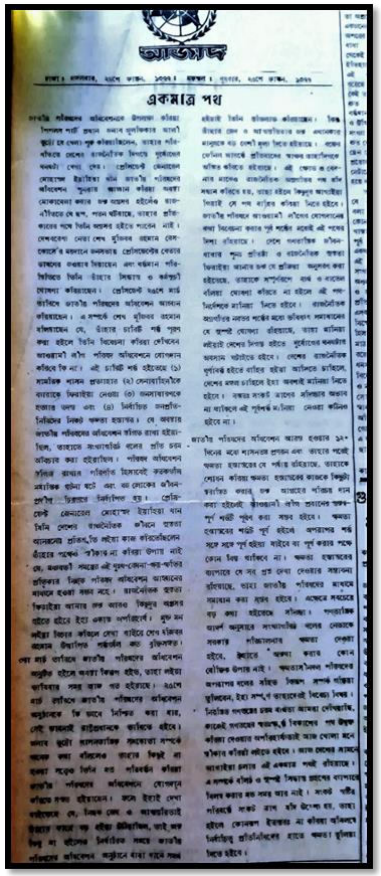
আজাদ

একমাত্র পথ

জাতীয় পরিষদের অধিবেশনকে উপলক্ষ্য করিয়া পিপলস পার্টি প্রধান জনাব জুলফিকার আলী ভুট্টো যে খেলা শুরু করিয়াছিলেন, তাহার পরিণতিতে দেশের রাজনৈতিক দিগন্তে দুর্যোগের ঘনঘটা দেখা দেয়। প্রেসিডেন্ট জেনারেল মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খান জাতীয় পরিষদের অধিবেশন পুনারায় আহ্বান করিয়া অবস্থা মোকাবেলা করার জন্য অগ্রসর হইলেও রাজনীতিতে যে ছন্দ পতন ঘটিয়াছে, তাহার প্রতিকারের পথে তিনি অগ্রসর হইতে পারেন নাই। দেশবরেণ্য নেতা শেখ মুজিবর রহমান রেসকোর্সের ময়দানে জনসভায় প্রেসিডেন্টের বেতার ভাষণের জওয়াব দিয়াছেন এবং বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে তিনি তাঁহার সিদ্ধান্ত ও কর্মসূচী ঘোষণা করিয়াছেন। প্রেসিডেন্ট ২৫শে মার্চ তারিখে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহ্বান করিয়াছেন। এ সম্পর্কে শেখ মুজিবর রহমান বলিয়াছেন যে, তাঁহার চারিটি শর্ত্ত পূরণ করা হইলে তিনি বিবেচনা করিয়া দেখিবেন আওয়ামীলীগ অধিবেশনে যোগদান করিবে কি না। এই চারিটি শর্ত্ত হইতেছে (১) সামরিক শাসন প্রত্যাহার (২) সেনাবাহিনীকে ব্যারাকে ফিরাইয়া নেওয়া (৩) জনসাধারণকে হত্যার তদন্ত এবং (৪) নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর। যে অবস্থায় জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত রাখা হইয়াছিল, তাহাতে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের প্রতি চরম অবিচার করা হইয়াছিল। পরিষদ অধিবেশন স্থগিত রাখার পরিণতি হিসাবেই কতকগুলি মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে এবং বহু লোকের জীবন

প্রদীপ চিরতরে নির্বাপিত হয়। প্রেসিডেন্ট জেনারেল মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খান যিনি দেশের রাজনৈতিক জীবনে সুস্থতা আনয়নের প্রতিশ্রুতি লইয়া কাজ করিতেছিলেন তাঁহার পক্ষেও স্বীকার না করিয়া উপায় নাই যে, মধ্যবর্তী সময়ের এই দুঃখ-বেদনা-ক্ষয়-ক্ষতির প্রতিকার নিছক পরিষদ অধিবেশন আহ্বানের মাধ্যমে হওয়া সম্ভব নহে। রাজনৈতিক সুস্থতা ফিরাইয়া আনার জন্য আরও কিছুদুর অগ্রসর হইতে হইবে ইহা একান্ত অপরিহার্য। মুক্ত মন লইয়া বিচার করিলে দেখা যাইবে শেখ মুজিবর রহমান উত্থাপিত শর্ত্তগুলি কত যুক্তিসঙ্গত।

৩রা মার্চ তারিখে জাতীয় পরিষেদের অধিবেশন অনুষ্ঠিত হইলে অবস্থা কিরূপ হইত, তাহা লইয়া ভাবিবার সময় আজ গত হইয়াছে। ২৫শে মার্চ তারিখে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন অনুষ্ঠানে কি ভাবে কি নিশ্চিত করা যায়, সেই ভাবনাই রাষ্ট্রপ্রধানকে ভাবিতে হইবে। জনাব ভুট্টো শাসনতান্ত্রিক সমঝোতা সম্পর্কে অনেক কথা বলিলেও তাহার কিছুই না হওয়া সত্ত্বেও তিনি মত পরিবর্ত্তন করিয়া জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে যোগদান করিতে সম্মত হইয়াছেন। ফলে ইহার দেখা যাইতেছে যে, নিছক জেদ ও আত্মম্ভরিতাই তাহার কাছে বড় হইয়া উঠিয়াছিল, তাই অন্য কিছু না হইলেও নির্ধারিত সময়ে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন অনুষ্ঠানে বাধা দানে সমর্থ হইয়াই তিনি তৃপ্তিলাভ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার জেদ ও আত্মম্ভরিতার জন্যই এখানকার মানুষকে বড় বেশী মূল্য দিতে হইয়াছে। রক্তের ফেনিল আবর্ত্তে প্রতিবাদের স্বাক্ষর তাহাদিগকে অঙ্কিত করিতে হইয়াছে। এই ক্ষোভ ও বেদনার মাঝেও রাজনৈতিক অগ্রগতির পথ যদি সন্ধান করিতে হয়, তাহা হইলে কিছুদূর আগাইয়া গিয়াই সে পথ বাহির করিয়া নিতে হইবে। জাতীয় পরিষদে আওয়ামী লীগের যোগদানের কথা বিবেচনা করার পূর্ব শর্ত্তের মধ্যেই এই পথের দিশা রহিয়াছে। দেশে গণতান্ত্রিক জীবন ধারার পুনঃ প্রতিষ্ঠা ও রাজনৈতিক সুস্থতা ফিরাইয়া আনার জন্য যে প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হইতেছে, তাহাকে সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ ও বাতিল বলিয়া ঘোষণা করিতে না হইলে এই পথ নির্দেশকে মানিয়া নিতে হইবে। রাজনৈতিক অগ্রগতির নবতর শর্ত্তের মধ্যে ভবিষ্যৎ সমাধানের যে সুস্পষ্ট ঘোষণা রহিয়াছে, তাহা মানিয়া লইয়াই দেশের দিগন্ত হইতে দুর্যোগের ঘনঘটার অবসান ঘটাইতে হইবে। দেশের রাজনৈতিক ঘূর্ণাবর্ত্ত হইতে বাহির হইয়া আসিতে চাহিলে, দেশের মঙ্গল চাহিলে ইহা অবশ্যই মানিয়া নিতে হইবে। বস্তুতঃ সংকট ত্রাণের সদিচ্ছার অভাব না থাকিলে এই পূর্বশর্ত্ত মানিয়া নেওয়া কঠিনও হইবে না।

জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আরম্ভ হওয়ার ১২০ দিনের মধ্যে শাসনতন্ত্র প্রণয়ন এবং তাহার পরেই ক্ষমতা হস্তান্তরের যে পর্যায় রহিয়াছে, তাহাকে শোধন করিয়া ক্ষমতা হস্তান্তরের কাজকে কিছুটা ত্বরান্বিত করার জন্য আগ্রহের পরিচয় দান করা হইলেই আওয়ামী লীগ প্রধানের গুরুত্বপূর্ণ শর্ত্তটি পূরণ করা সম্ভব হইবে। ক্ষমতা হস্তান্তরের শর্ত্তটি পূর্ণ হইলে অপরাপর শর্ত্ত সঙ্গে সঙ্গে পূর্ণ হইয়া যাইবে বা পূর্ণ করার পক্ষে কোন বিঘ্ন থাকিবে না। ক্ষমতা হস্তান্তরের ব্যাপারে যেসব প্রশ্ন দেখা দেওয়ার সম্ভাবনা রহিয়াছে, তাহা জাতীয় পরিষদের মাধ্যমে সমাধান করা সম্ভব হইবে। এক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় কথা হইতেছে সদিচ্ছা। গণতান্ত্রিক আদর্শ অনুসারে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতাকে সরকার পরিচালনার ক্ষমতা দেওয়া হইবে, ইহাতে অন্যথা করার কোন যৌক্তিক উপায় নাই। ক্ষমতাসীন পরিষদের অপরাপর দলের সহিত কিরূপ সম্পর্ক গড়িয়া তুলিবেন, ইহা সম্পূর্ণ তাহাদেরই বিবেচ্য বিষয়। নিয়ন্ত্রিত গণতন্ত্রের চরম ব্যর্থতা আমরা দেখিয়াছি, কাজেই গণতন্ত্রের স্বতঃস্ফুর্ত্ত বিকাশের পথ উন্মুক্ত করিয়া দেওয়ার অপরিহার্য্যতাই আজ খোলা মনে স্বীকার করিয়া লইতে হইবে। আজ দেশের সামনে আগাইয়া চলার এই একমাত্র পথই রহিয়াছে। এ সম্পর্কে বলিষ্ঠ ও সুস্পষ্ট সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যাপারে বিলম্ব করার মত সময় আর নাই। সংকট সৃষ্টির পরিবর্ত্তে সংকট ত্রাণ যদি উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে কোনরূপ ইতস্ততঃ না করিয়া অবিলম্বে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা তুলিয়া দিতে হইবে। **(৯ মার্চ ১৯৭১, আজাদ)**

৭.৮ বিধিনিষেধ প্রত্যাহার না করিলে লঙ্ঘন করা হইবে

সংবাদ প্রকাশ প্রসঙ্গে ই পি ইউ জে'র সিদ্ধান্ত
বিধিনিষেধ প্রত্যাহার না করিলে লঙ্ঘন করা হইবে
(ষ্টাফ রিপোর্টার)

পূর্ব পাকিস্তান সাংবাদিক ইউনিয়ন 'পূর্ব বাংলার জনসাধারণের সার্বিক মুক্তি আদায়ের গণ আন্দোলন'-এর সহিত একাত্মতা ঘোষণা করেন এবং অবিলম্বে সামরিক শাসন প্রত্যাহারের দাবী জানান।

সংবাদ প্রকাশ প্রসঙ্গে ই পি ইউ জে'র সিদ্ধান্ত

বিধিনিষেধ প্রত্যাহার না করিলে লঙ্ঘন করা হইবে

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

পূর্ব পাকিস্তান সাংবাদিক ইউনিয়ন 'পূর্ব বাংলার জনসাধারণের সার্বিক মুক্তি আদায়ের গণ-আন্দোলন'-এর সহিত একাত্মতা ঘোষণা করেন এবং অবিলম্বে সামরিক শাসন প্রত্যাহারের দাবী জানান।

গতকাল বৃহস্পতিবার প্রেসক্লাবে অনুষ্ঠিত সাংবাদিক ইউনিয়নের এক জরুরী সভায় এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ইউনিয়নের সভাপতি জনাব আলী আশরাফের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ই-পি-ইউ-জে'র এই সভায় আগামীকাল শনিবার বেলা তিনটায় প্রেসক্লাব হইতে সাংবাদিকদের বিক্ষোভ মিছিল ও পরে বায়তুল মোকাররম প্রাঙ্গণে গণ-সমাবেশের আয়োজনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সভার শুরুতে বর্ত্তমান মার্চ-আন্দোলনের বীর শহীদানের আত্মার মাগফেরাত কামনা করিয়া এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। গৃহীত এক শোক প্রস্তাবে বলা হয় যে, এই সভা বর্ত্তমান মার্চ গণ-আন্দোলনে সংগ্রামী মানুষের দাবী প্রতিষ্ঠার প্রয়াসকে বে-পরোয়া গুলীবর্ষণ ও সাধারণ মানুষ হত্যার মাধ্যমে নস্যাৎ করিয়া দেওয়ার চক্রান্তের বিরুদ্ধে চরম ঘৃণা প্রকাশ করিতেছে এবং এই চক্রান্তের বিরুদ্ধে রুখিয়া দাড়াইবার আহ্বান জানাইতেছে।

সভায় এই মর্মে প্রস্তাব গ্রহণ করা হয় যে, সার্বিক ও বস্তুনিষ্ঠ তথ্য পরিবেশনের ব্যাপারে সাংবাদিক ইউনিয়নের ঘোষিত মৌলিক নীতি পালন করিতে যাইয়া সাংবাদিকদের সম্মুখে যে বিধি-নিষেধ, নির্দেশ উপদেশ আরোপ করা হইয়াছে— তাহা অনতিবিলম্বে প্রত্যাহার করা হউক। সঙ্গে সঙ্গে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতেছে যে, সরকারী বিধি-নিষেধ বা মালিক পক্ষের নির্দেশ দ্বারা বস্তুনিষ্ঠ তথ্য পরিবেশনের পথে যদি কোন অন্তরায় সৃষ্টি হয় তাহা হইলে সাংবাদিকগণ তাহা সুস্পষ্ট ভাবে লংঘন করিবেন।

প্রস্তাবে সঠিক মতামত প্রকাশের অধিকার না দেওয়া হইলে সাংবাদিকগণ বেতার ও টেলিভিশনের অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করিবেন না।

সভায় ভাষা-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল প্রকার সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখার জন্য দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানান হয়। **(৫ মার্চ ১৯৭১, আজাদ)**

৭.৯ ১৯৭১ সালের সংবাদপত্রের প্রথম ও অন্য কয়েকটি পৃষ্ঠার কপি

(আজাদ, দৈনিক ইত্তেফাক, দৈনিক পাকিস্তান, পূর্বদেশ, সংবাদ,
The Pakistan Observer, The People)

আজাদ, ১লা মার্চ ১৯৭১

আজাদ

THE AZAD

বিবর্তনের মাধ্যমে সমাজতন্ত্র কায়েম করিব ঃ মুজিব

শাসনের নামে আর লুঠ নয়

ষড়যন্ত্র প্রতিহত করার আহ্বান

ভুট্টোর স্বরূপে আত্মপ্রকাশ

সমৃদ্ধির আর এক ধাপ

যুক্তি থাকিলে গ্রাহ্য হইবে- আসিবেন না কেন?"

আজাদ, ২রা মার্চ ১৯৭১

আজাদ

THE AZAD

জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত

আজ ঢাকায় হরতাল

পল্টনে জনসভা

স্বাধিকার অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত সংগ্রাম চলিবে

সাংবাদিক সম্মেলনে শেখ মুজিব

ত্যাগের জন্য প্রস্তুত হউন

শেখ সকাশে নেতৃবর্গ

নেতৃবৃন্দের ক্ষোভ ও নিন্দা

আগে-পরামর্শ পরে বিবৃতি

আজাদ, ৩ মার্চ ১৯৭১

আজাদ
THE AZAD

শেখ মুজিব কর্তৃক সামরিক শাসন প্রত্যাহার দাবী

সংগ্রাম চলিতে থাকিবে

রাজধানীতে ১০ ঘণ্টা কারফিউ

আহতদের জন্য রাড ব্যাঙ্কে রক্ত দিন

জাতীয় লীগের জনসভা

আহত সাতশ ব্যক্তিকে হাসপাতালে ভর্তি করা হইয়াছে

ঢাকায় সর্বাত্মক হরতাল

হরতালের আওতামুক্ত

কারফিউ ভঙ্গ

নূর খানের বক্তব্য

পর্বতের গ্রুপের উদ্যোগে বিশাল জনসভা

বটতলায় ঐতিহাসিক ছাত্রসভা

আহত আরও কয়েকজন

ক্ষতি কিছু হয় নাই

আজাদ, ৪ মার্চ ১৯৭১

আজাদ
THE AZAD

পল্টনের জনসমুদ্রে শেখ মুজিবঃ শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখুন

অবিলম্বে ক্ষমতা হস্তান্তর দাবী

আবার কারফিউ লঙ্ঘন

চট্টগ্রামে ৭১ ব্যক্তি নিহতঃ বহু আহত

সংগ্রামী কর্মসূচী

১০ই মার্চ ঢাকায় নেতাদের বৈঠক আহ্বান

মুজিব কর্তৃক প্রেসিডেন্টের আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান

ভয়াবহ বিপর্যয় হইতে দেশকে রক্ষার আহ্বান

প্রতিরোধের নগরী ঢাকা

আজাদ, ৫ মার্চ ১৯৭১

আজাদ
THE AZAD

হরতাল সম্পর্কে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের বিবৃতি

অফিস ও ব্যাঙ্কের সময়সূচী ঘোষণা

কারফিউ প্রত্যাহার

বহুরূপী ভুট্টো

আহতদের সাহায্য করুন

সকল মহলের দাবী: সামরিক শাসন প্রত্যাহার কর

স্বাধিকারের সংগ্রাম চলবে

অদ্যকার কর্মসূচী

আপোষের বিরুদ্ধে ভাসানীর হুঁশিয়ারী

আহতদের জন্য রক্ত দিন

স্বাধিকার আন্দোলনের ৪র্থ দিবস

হরতাল অব্যাহত: ঢাকা শান্ত

আহসানের ঢাকা ত্যাগ

SUZUKI
সুজুকি
বিশ্ববিখ্যাত মোটর সাইকেল
নিপ্পন মোটরস লিঃ

আজাদ, ৬ মার্চ ১৯৭১

আজাদ
THE AZAD

অন্যূন ৪জন নিহত

৩০ ব্যক্তি আহত

টঙ্গীতে গুলীবর্ষণ

চট্টগ্রামে অবস্থার উন্নতি

গুলীবর্ষণের তীব্র নিন্দা

ব্যাঙ্কের প্রতি নয়া নির্দেশ

শহীদের মিছিলে আরও একটি রক্তগোলাপ

স্বাধিকার আন্দোলনের পঞ্চম দিবস

বাংলাদেশব্যাপী হরতাল

তবে কে দায়ী?

আজকের কর্মসূচী

বাংলার মানুষ স্বাধীন দেশের নাগরিক হিসাবে বাঁচিতে চায়

রাজশাহী ও রংপুরে সান্ধ্য আইন

আজাদ, ৭ মার্চ ১৯৭১

রবিবারের আজাদ
THE AZAD

জুলুমের জিঞ্জির ভাঙ্গবোই

ছাত্রসভায় সংগ্রাম অব্যাহত রাখার আহ্বান

শিল্পীদের স্বার্থহীন ঘোষণা

অধিকার সংগ্রামে শিক্ষকরা একাত্ম থাকিবে

সংগ্রামের সহিত সাংবাদিকদের একাত্মতা ঘোষণা

বঙ্গবন্ধুর ভাষণ

সংগ্রামের কর্মসূচী ঘোষণার জন্য বঙ্গবন্ধুর প্রতি আহ্বান

আওয়ামী লীগ ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক

২৫শে মার্চ জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহ্বান

দেশের অখণ্ডতা রক্ষা সশস্ত্র বাহিনীর দায়িত্বঃ ইয়াহিয়া

বঙ্গবন্ধুর রেসকোর্স ভাষণ রিলে করার দাবী

মহিলাদের বিক্ষোভ মিছিল

জেল হইতে সোয়া তিনশত কয়েদীর পলায়ন

মুজিব সকাশে আসগর খান

টিক্কা খান গবর্ণর নিযুক্ত

আজাদ, ৮ মার্চ ১৯৭১

আজাদ
THE AZAD

এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম

ক্ষমতা হস্তান্তর না করা পর্যন্ত
অহিংস ও অসহযোগ আন্দোলন চলিবে

ঢাকাবেতারে বোমা

জাতীয় পরিষদে যোগদানের ৭ টি শর্ত

পূর্ব পাকিস্তানের সহিত একাত্মতা ঘোষণা

ঢাকা বেতার কেন্দ্র নীরব

আজাদ, ৯ মার্চ ১৯৭১

আজাদ
THE AZAD

তাজুদ্দিনের বিবৃতি ঃ শেখ মুজিবের কর্মসূচী কার্যকরী করায় সন্তোষ প্রকাশ

জনগণ ইতিহাস সৃষ্টি করিয়াছে

নয়া নির্দেশাবলী

আজ মওলানা ভাসানীর জনসভা

শেখ মুজিবের নির্দেশ পালন করার আহ্বান

সমগ্র সিংহলে সেনাবাহিনী তলব

শেখ মুজিবের বক্তৃতা বেতারে প্রচার

আজাদ, ১০ মার্চ ১৯৭১

আজাদ
THE AZAD

পল্টনের জনসমুদ্রে মওলানা ভাসানীর ঐতিহাসিক ঘোষণা

মুজিবের সহিত একযোগে

মুক্তি সংগ্রাম করিব

প্রেসিডেন্টের শীঘ্রই ঢাকা সফর

জাতীয় সরকার গঠনের আহ্বান

মুজিব আমার ছেলের মত—

দেওয়ালের লিখন পাঠ করার অনুরোধ

○ রাজনৈতিক নেতৃবর্গের বিবৃতি ○

মুজিবের ঘোষণার প্রতি অভিনন্দন

সমগ্র বাংলাদেশে হরতাল অব্যাহত

আজাদ, ১১ মার্চ ১৯৭১

আজাদ, ১২ মার্চ ১৯৭১

আজাদ, ১৩ মার্চ ১৯৭১

আজাদ
THE AZAD
প্রেসিডেন্টের প্রতি আসগর খানের পরামর্শ
ঢাকায় যাইয়া ক্ষমতা হস্তান্তর করুন
ক্যাপ্টেন মনসুর আলী কর্তৃক রিপোর্ট প্রকাশ দাবী
স্বাধিকার আন্দোলনে শিল্পীর তুলি ও লেখনী
আন্দোলনকে সাফল্যমণ্ডিত করার আহ্বান
মুক্তি সংগ্রাম ব্যতীত শোষণের অবসান সম্ভব নহে
১জন হাজতী গুলীবর্ষণে নিহত ঃ ১৬জন আহত

দৈনিক ইত্তেফাক ১লা মার্চ, ১৯৭১

দৈনিক ইত্তেফাক
সংঘর্ষ অব্যাহত
আরও পূর্ব পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সামরিক উস্কানি সৃষ্টি করিয়াছে
সংকটের এখনও নিরসন সম্ভব হবে, অবাধ কর্তৃত্ব চাই
সেনাবাহিনীর প্রতি পূর্ণ সমর্থন ঘোষণা
বৃহত্তর প্রয়োজনের সময় পাকিস্তানকে অবশ্যই সাহায্য করিবে

দৈনিক ইত্তেফাক ২ মার্চ,১৯৭১

দৈনিক
ইত্তেফাক
THE DAILY ITTEFAQ
দর্শনা ও শমসেরনগর আক্রান্ত
পাকিস্তান এখনও পূর্ণাঙ্গ যুদ্ধ পরিহারের পক্ষপাতী
পাকিস্তান ভূখণ্ড হইতে সৈন্য অপসারণের আহ্বান
সবার সেরা
চানদা
বাটারী সেল

দৈনিক ইত্তেফাক ৩ মার্চ,১৯৭১

দৈনিক
ইত্তেফাক
THE DAILY ITTEFAQ
বর্তমান সংঘর্ষে পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন সেক্টরে প্রচণ্ডতম আক্রমণ
সাতটি ফ্রন্টে আরও তিন ডিভিশন ভারতীয় সৈন্য
যথার্থ গণপ্রতিনিধিদের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তরই দেশের অখণ্ডতা রক্ষার একমাত্র উপায়
সেনা প্রত্যাহারের ভারতীয় দাবী অগ্রাহ্য
পিটুনী কর
দু-টাকার চারার কি আশ্চর্য বৃদ্ধি

দৈনিক ইত্তেফাক ৭মার্চ, ১৯৭১

দৈনিক
ইত্তেফাক

...জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহ্বান
...য়ামীলীগ কর্মটির জরুরী বৈঠক

ঢাকা সেন্ট্রাল জেলের গেট ভাঙ্গিয়া সাড়ে তিন শতাধিক কয়েদীর পলায়ন

'আইনতঃ শেখ মুজিবই দেশের শাসন পরিচালনার অধিকারী'

দৈনিক ইত্তেফাক ৭ মার্চ, ১৯৭১

ইত্তেফাক

এই জটিল পরিস্থিতির সমাধান কোথায় ?

চিঠিপত্র

৮ ই মার্চ, ১৯৭১

দৈনিক ইত্তেফাক ৯ মার্চ,১৯৭১

দৈনিক ইত্তেফাক ১১ মার্চ, ১৯৭১

দৈনিক ইত্তেফাক

জাতিসংঘ সেক্রেটারী জেনারেলের দায়িত্বের ওখানেই শেষ নয়....

বাংলার সর্বশেষ পরিস্থিতি সম্পর্কে শেখ মুজিব

বিপুল ভোটে ক্ষমতাসীন কংগ্রেস অগ্রগামী

চট্টগ্রাম বন্দরে ৮৩ হাজার টন খাদ্যশস্য আটকা পড়িয়া আছে

রাজশাহীতে কারফিউ প্রত্যাহার

ওয়ালী খান বলেন—

নারায়ণগঞ্জ জেলের ৪০ জন কয়েদীর পলায়ন

পূর্ব পাকিস্তানের সাম্প্রতিক ঘটনাবলীতে জাতিসংঘের হস্তক্ষেপ কামনা

অবিলম্বে পূর্ব পাকিস্তানে গিয়া শেখ মুজিবের সঙ্গে আলাপ করুন

চূড়ায় চূড়ায় কালো পতাকা

দৈনিক ইত্তেফাক ১২ মার্চ, ১৯৭১

দৈনিক ইত্তেফাক

ভুট্টোর প্রাণ কাঁদিতেছে তবু—

আঁতে ঘা!

কঠোর শৃংখলা রক্ষা করিতে হইবে

কুর্মিটোলা মার্শাল ল' অফিস ছাড়া কোথাও পাকিস্তানী পতাকা দেখি নাই

বরিশাল জেলের ২৪জন কয়েদীর পলায়ন

'সাত কোটি বাঙ্গালীর নেতা শেখ মুজিবের নির্দেশ পালন করুন'

দৈনিক ইত্তেফাক ১৩ মার্চ, ১৯৭১

দৈনিক ইত্তেফাক

'আমি আরবারে এই হুশিয়ারীই উচ্চারণ করিয়া যাইব....'
—আসগর খান

তুর্কী মন্ত্রিসভার পদত্যাগ

মুজিব সকাশে

কোন দেশপ্রেমিকই মুজিবের পূর্ব শর্তের বিরোধিতা করিতে পারে না

মিথ্যা

অসহযোগ আন্দোলন

মিঃ ভুট্টো—

ভারতের নির্বাচনের সর্বশেষ ফলাফল

তাঁহারা উধাও!

বগুড়া জেল হইতেও—

দৌনক পাকস্তান ১মার্চ, ১৯৭১

দৈনিক পাকিস্তান

DAINIK PAKISTAN

উত্তম প্রস্তাব গ্রহণ করা হবে

ভুট্টোর নয়া শর্ত আরোপ

জাতীয় পরিষদে পশ্চিম পাকিস্তানের মহিলা আসনে নির্বাচন স্থগিত

আওয়ামী লীগ পার্লামেন্টারী পার্টির প্রস্তুতি অব্যাহত

নির্বাচনের রায়কে বানচালের অপচেষ্টার বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারী

১। পূর্ব বাংলার ভাষা ও রচনা

2. NEW METHOD ENGLISH GRAMMAR, TRANSLATION & COMPOSITION

দৈনিক পাকিস্তান ২মার্চ, ১৯৭১

দৈনিক পাকিস্তান

DAINIK PAKISTAN

বঙ্গবন্ধুর ডাক

আজকের কর্মসূচী

আজ ঢাকায় হরতাল: কালবাংলায়

বিমান চলাচল ব্যাহত

অনির্দিষ্টকালের জন্য জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত

বিক্ষোভ: মিছিল

ভারতে নির্বাচন শুরু: কতিপয় এলাকায় সংঘর্ষ

দৈনিক পাকিস্তান ৪ মার্চ, ১৯৭১

দৈনিক পাকিস্তান

DAINIK PAKISTAN

সারা বাংলায় হরতাল: গুলিবর্ষণ

ঢাকায় ১৬ জন নিহত

ইয়াহিয়ার প্রস্তাব: মুজিবের প্রত্যাখ্যান

ট্যাক্স দেয়া বন্ধ রাখুন: মুজিব

আজকের কর্মসূচী

সাদ্ধ্য আইন

দৈনিক পাকিস্তান

DAINIK PAKISTAN

সংগ্রাম চলবেই

বঙ্গবন্ধুর নির্দেশ

লক্ষ কণ্ঠের বজ্র শপথ

ঢাকা বেতার নীরব

নিরস্ত্র জনতার উপর গুলি চললে পরিষদ চলতে পারে না ঃ মুজিব

হাতবোমা বিস্ফোরণ

নিহতের সংখ্যা জানান হোক

শেষের পাতা

বঙ্গবন্ধুর জনসভায় লক্ষ কণ্ঠের বজ্র শপথ

পরিষদ না রাজপথ ?
রাজপথ
রাজপথ ।।

দৈনিক পাকিস্তান ১০ই মার্চ, ১৯৭১

দৈনিক পাকিস্তান
DAINIK PAKISTAN

মুজিব ভাসানী এক হবে

কর্মসূচী

আজকের

ছাত্র লীগের আহ্বান

চট্টগ্রাম

ফ্রেজারের কাছে মোহাম্মদ আলী পরাজিত

ঢাকার বাইরেও

অফিস আদালত চলছে না

গতকালের ঢাকা নগরী

দৈনিক পাকিস্তান ১২ই মার্চ, ১৯৭১

দৈনিক পাকিস্তান
DAINIK PAKISTAN

কায়েমী স্বার্থের চক্রান্ত ব্যর্থ করুন

ভারতীয় নির্বাচন

ইন্দিরা কংগ্রেসের নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা

কর্মসূচী

আজকের

এখনও সময় আছে চার দফা দাবী মেনে নিন

মুজিব সকাশে

হাইজ্যাক সম্পর্কে বিচার বিভাগীয় তদন্তের সিদ্ধান্ত

স্বেচ্ছাসেবী বাহিনীর সমাবেশ

গত কালের ঢাকা

স্টেট ব্যাংকের ক্লিয়ারিং হাউস বর্জন

দৈনিক পাকিস্তান ১৩ই মার্চ, ১৯৭১

সংবাদ ১ মার্চ, ১৯৭১

সংবাদ ৭ মার্চ, ১৯৭১

সংবাদ

২৫শে মার্চ জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহ্বান

দেশের অখণ্ডতা নিশ্চিত করিব : ইয়াহিয়া

১৪জন নিহত

কেন্দ্রীয় কারাগার ভাঙ্গিয়া ৩২৫ জন কয়েদীর পলায়ন

'বাংলা বন্ধ' সমাপ্ত

মুক্তির জন্য যে কোন ত্যাগস্বীকারে প্রস্তুত

রমনা
সিগারেট
Ramna
CIGARETTES

সংবাদ ৮ ই মার্চ, ১৯৭১

সংবাদ

সামরিক আইন প্রত্যাহার ও গণপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা দিলেই পরিষদের অধিবেশনে যোগ দিব কিনা ঠিক করিব

এবার স্বাধীনতার সংগ্রাম : মুজিব

ঢাকা বেতার ও টেলিভিশন কেন্দ্র বন্ধ

মুজিবের নির্দেশ

সংবাদ ৮ই মার্চ, ১৯৭১
ব্যবস্থাই যুক্তিসঙ্গত
ঢাকা বেতার ও টেলিভিশন কেন্দ্র বন্ধ
এবার স্বাধীনতার সংগ্রাম
গতকালের রেসকোর্স ময়দান
শেখ মুজিবের বিবৃতির পূর্ণ বিবরণ
শেখ মুজিবের নির্দেশ

সংবাদ ১০ই মার্চ, ১৯৭১
সংবাদ
২৫ তারিখের মধ্যে না দিলে
মুজিবের সঙ্গে একযোগে আন্দোলন করিব : ভাসানী
বেবী ট্যাক্সির ভাড়া কমাও
পশ্চিমবঙ্গে আজ নির্বাচন
অসহযোগ আন্দোলনের প্রতি বিভিন্ন মহলের সমর্থন

সংবাদ ১১ই মার্চ, ১৯৭১

সংবাদ

SANGBAD

মুক্তি অর্জনে বাংলার মানুষ অটল থাকিবে : মুজিব

অসহযোগ চলছেই

নারায়ণগঞ্জে জেল ভাঙিয়া ৪০ জন কয়েদী পলায়ন

পাবনায় অসহযোগ আন্দোলন শুরু

সংবাদ ১২ই মার্চ, ১৯৭১

সংবাদ

SANGBAD

সংগ্রামের সঙ্গে অর্থনীতিকে সক্রিয় রাখার আহ্বান

অসহযোগ অব্যাহত

বাঙ্গালীর মুক্তি সংগ্রাম সমর্থন করুন

শোষণমুক্ত বাংলা কংগ্রেসের আন্দোলন জোরদার কর

ক্ষমতাসীন কংগ্রেসের নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ

বিদেশী পত্রিকার দৃষ্টিতে বাংলাদেশের পরিস্থিতি

বলপ্রয়োগ বিপজ্জনক পন্থা

কুমিল্লা বরিশালেও জেলের তালা ভাঙিয়াছে

সংবাদ ১৩ই মার্চ, ১৯৭১

সংবাদ ১৪ই মার্চ,১৯৭১

পূর্বদেশ ১ মার্চ, ১৯৭১

পূর্বদেশ

সময়সীমা তুলে নিলে ঢাকা যাব

সাধারণ নির্বাচন শুরু

ন্যায়সঙ্গত হলে মেনে নেব

কূটনীতিক ও পরিষদ সদস্যরা ঢাকায় ছুটে আসছেন

মুজিব-আহসান বৈঠক অনুষ্ঠিত

সমৃদ্ধির আর এক ধাপ...

পূর্ব বাংলার দাবী প্রতিষ্ঠিত না হলে জনগণ নিজস্ব পথ বেছে নেবে

পূর্বদেশ ২ মার্চ, ১৯৭১

পূর্বদেশ

অধিবেশন অনির্দিষ্টকাল স্থগিত

প্রতিক্রিয়া

মুজিবের তীব্র প্রতিবাদ

হরতাল

বিক্ষোভ

শেখ মুজিব উদ্ভূত পরিস্থিতি নিয়ে সবার সাথে আলোচনা করবেন

পূর্বদেশ ৩ মার্চ, ১৯৭১

পূর্বদেশ

বিক্ষুব্ধ পূর্ব বাংলা

সামরিক আইন প্রত্যাহার ও শান্তি বজায় রাখার আহ্বান

দিনে রাতে মিছিল আর মিছিল

ঢাকায় ৬৮ জন আহত

প্রতিবাদ

জাতীয় শোক পালন করুন

শেখ মুজিবের আহ্বান

সান্ধ্য আইন জারী হয়েছে

পূর্বদেশ ৪ মার্চ, ১৯৭১

পূর্বদেশ

ঢাকা ও চট্টগ্রামে ১৯৩ জন নিহত বহু আহত

ক্ষমতা হস্তান্তর ছাড়া খাজনা-ট্যাক্স দে'য়া হবে না

এই আমন্ত্রণ ক্রুর পরিহাস মাত্র

প্রদেশব্যাপী হরতাল

অহিংস ও অসহযোগ আন্দোলন চালিয়ে নিন

প্রতিরোধ করুন

ইয়াহিয়া বৈঠক ডেকেছেন

খুলনা-রংপুর-সিলেটে সান্ধ্য আইন

বৃটিশ সৈন্য প্রত্যাহার করা হবে নাঃ হীথ

পূর্বদেশ ৫ই মার্চ, ১৯৭১

পূর্বদেশ

দু'ঘন্টার জন্য অফিস-ব্যাঙ্ক খোলা থাকবে

পাহাড়তলী ও খুলনায় গুলীতে নয়জন নিহত

পরিষদের অধিবেশন শীঘ্রই বসবে ঃ ভুট্টো

হরতালের তৃতীয় দিবস

শিল্পীদের বেতার ও টিভি বর্জনের সিদ্ধান্ত

সাত কোটি বাঙ্গালী যে কোন মূল্যে তাদের স্বাধিকার আদায় করবে ঃ ভাসানী

পূর্বদেশ ৬ই মার্চ, ১৯৭১

হরতালের চতুর্থ দিনঃ টঙ্গীতে গুলী বর্ষণ

সৈন্যদের ব্যারাকে ফিরিয়ে নিয়েছে

রাজশাহী রংপুরে কারফিউ

বিভিন্ন স্থানে এ পর্যন্ত ১৮৮ জন নিহত

হত্যার বিরুদ্ধে জনতার সোচ্চার কন্ঠ

শেখ মুজিব ছাড়া সন্মেলন অনুষ্ঠান অর্থহীন

পরিস্থিতির অবনতি হলে ওরাই দায়ী হবে

রবিবারের পূর্বদেশ

স্বাধিকারের দাবীতে-

২৫ তারিখে পরিষদের অধিবেশন

আওয়ামী লীগের জরুরী আলোচনা

কয়েদীরা জেল ভেঙ্গে বেরিয়েছে

খুলনায় ১৮ জন নিহত

শেখ মুজিবের প্রতি আহ্বান

হরতালের পাঁচদিন অতিবাহিত

পূর্বদেশ

সামরিক আইন প্রত্যাহার কর ঃ জনপ্রতিনিধিদের ক্ষমতা দাও
সৈন্যদের ছাউনিতে ফিরিয়ে নাও ঃ নাগরিক হত্যার তদন্ত চাই

শেখমুজিবের ঘোষনা

শেখ মুজিবের বিবৃতি

ঢাকা বেতার কাল ছুটি ছিল

সামরিক আইন প্রত্যাহার ও ক্ষমতা হস্তান্তর করুন

পূর্বদেশ ৯ই মার্চ, ১৯৭১

পূর্বদেশ

পূর্ণ কর্মসূচী ঘোষণা

ক্ষমতা হস্তান্তর প্রশ্নে মুজিবের সাথে বসুন

বাংলা দেশের বীর জনতা অভিনন্দিত

শেখ মুজিবের ঘোষণা অভিনন্দিত

রাজশাহীতে সান্ধ্য আইন প্রত্যাহৃত

কালো পতাকার শহর

শিল্পীদের কর্মসূচী ঘোষণা

কারবালার শহীদদের স্মরণে আশুরা উদযাপিত

পূর্বদেশ ১০ই মার্চ, ১৯৭১

পূর্বদেশ

মুজিবের প্রতি ভাসানীর দ্ব্যর্থহীন সমর্থন

জন প্রতিনিধিদের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তরের দাবী

অফিস আদালত স্কুল কলেজে হরতাল

রাজশাহী পরিস্থিতি–

খুলনায় এ যাবত ৩৩ জনের মৃত্যু

বিদেশীদের ঢাকা ত্যাগ প্রসঙ্গে—

পূর্বদেশ ১১ই মার্চ, ১৯৭১

পূর্বদেশ

জনগনের ইচ্ছাই চূড়ান্ত

পশ্চিমাঞ্চলের নেতাদের নীতিগত সমর্থন

শেখ মুজিবের প্রতি সমর্থন

১১৪ নং সামরিক আদেশ

ক্ষমতাসীন কংগ্রেস এগিয়ে রয়েছে

নারায়ণগঞ্জ জেলের ৩৭ জন আসামী পালিয়ে গেছে

অফিস আদালত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পূর্ণ হরতাল চলছে

গুলীবর্ষণে কমপক্ষে আঠারোজন নিহত

রাজশাহীতে সান্ধ্য আইন প্রত্যাহার

পূর্বদেশ ১২ই মার্চ, ১৯৭১

পূর্বদেশ

ইন্দিরা কংগ্রেসের নিরঙ্কুশ বিজয়

ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের কয়েকটি নির্দেশ

বিক্ষুব্ধ বাংলার সর্বত্র হরতাল চলছে

স্বার্থবাদীর চক্রান্ত ভাঙ্গবেই

মুজিবের নিকট ভুট্টোর তার

পিআই এ'র টাকা জমা দেয়া হচ্ছে না

অসহযোগ আন্দোলনের প্রতি সমর্থন

বরিশাল ও কুমিল্লায় কয়েদীরা জেল ভেঙেছে : দু'জনের মৃত্যু

জাহাজটি করাচী গেল কেন?

সাহেবজাদা ফিরে গেছেন

পূর্বদেশ ১৩ই মার্চ, ১৯৭১

পূর্বদেশ

ডেমিরেল সরকারের পতন

কালো পতাকার জন্য—

প্রয়োজনীয় দ্রব্য মজুতের বিরুদ্ধে কঠোর হুঁশিয়ারি

ইয়াহিয়া কড়া প্রস্তাব নিয়ে আসছেন?

ইন্দিরা লোকসভায় দুই তৃতীয়াংশ আসন পাচ্ছেন

শাসনতন্ত্র নয় স্বাধিকার আদায়ের জন্যেই বাঙ্গালী আজ ঐক্যবদ্ধ

ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের টি টি ডিসকাউন্ট করবে

বগুড়া জেল ভেঙ্গে ২৭জন পালিয়েছে: ১জন নিহত

পূর্বদেশ ১৪ই মার্চ, ১৯৭১

রবিবারের পূর্বদেশ

নির্দেশ দিলেও সংগ্রাম চলবে

১১৫নং সামরিক নির্দেশ জারী

শেখ মুজিবের শর্ত মেনে নেয়ার দাবী

এখন আর স্বাধীনতার শ্লোগানের দরকার নেই : ভাসানী

ব্যাঙ্কের কর্তৃত্ব আঞ্চলিক বোর্ডকে অর্পণের দাবী

পশ্চিম বাংলাতেও ইন্দিরা কংগ্রেস এগিয়ে আছে

হরতালের দ্বাদশ দিবস

পূর্বদেশ ১৪ই মার্চ, ১৯৭১

ঢাকা বেতার স্তব্ধ

সামরিক আইন প্রত্যাহার কর

দ্যা পিপল ১ মার্চ, ১৯৭১

THE PEOPLE

Bhutto Threatens Mass Movement If N.A. meets

PPP MNA's Attending Session To Be Liquidated?

Demand For Extending 120-Day Limit For Constitution Making

Bhutto Prepared To Sit For 7 Years To Frame Const.?

Socialist Economy: A Must For 70 Million Bengalees

Holiday Crowd Get Their Cricket "Cocktail"

Four-Party Alliance Challenges Indira

দ্যা পিপল ২ মার্চ, ১৯৭১

THE PEOPLE

Mujib's Call For Emancipation Of Bengalees

United Fight To Be Put Up For Ending Colonial Treatment

Hartal Today And Tomorrow: Race Course Rally On March 7

Waves Of Protests

Yahya's Announcement

N.A. Session Put off

Leaders Deplore

Weather

দ্যা পিপল ৩ মার্চ, ১৯৭১

THE PEOPLE

MUJIB STRONGLY CONDEMNS FIRING

Bangladesh Cannot Be Suppressed As Colony Any More

Firing At Farm Gate

Two Killed, Five Wounded

11-Hour Curfew In City Last Night

COMPLETE HARTAL OBSERVED

Ominous Imposition Of Curfew Again

New Tune In Bhutto's Old Song

Again He Says : He Is Prepared To Meet Mujib !

দ্যা পিপল ৪ মার্চ, ১৯৭১

NOT FOR SALE

THE PEOPLE

Mujib Rejects RTC

TALKS AT GUN-POINT: A "CRUEL JOKE"

Meeting With Dubious Elements Meaningless

Curfew Also At Rangpur, Sylhet

Mujib Says His Soul Would Be Happy To See Bangla Desh "Independent"

Editorial Will This Blood Go In Vain ?

8-Hour Curfew In City

Guns Meant For Enemies Kill Unarmed Bengalees

50 Killed : 300 Wounded ?

Mujib Demands At Paltan Send Army Back To Barracks

Yahya's Call For RTC

Bengalees Shocked

দ্যা পিপল ৫ই মার্চ, ১৯৭১

THE PEOP

DUL User1 (duluser1)

Mujib's Call To Bengalees

Be Prepared To Continue Struggle For Emancipation

Extreme Sacrifice Alone Can Attain Freedom

President In Dacca ?

This Is How They Behaved

M. P. A. Beaten: Shopkeepers Assaulted : Shops Looted.

Banks & Govt. Offices To Open From 2-30 P.M. To 4-30 P.M.

State Bank Accepts Mujib's Directive

China Launches 2nd Satellite

Bhutto's Press Conference A Fresh Trap For The Bengalees!

Curfew Withdrawn

Bhutto: A Murderer of Bengalees Should not come to Bangla Desh

Complete Hartal Observed

Nurul Amin Declines To Attend RTC

Implement lahore Resolution Or We Meet Arms With Arms
—Bhashani

Ahsan Leaves For Karachi

দ্যা পিপল ৬ই মার্চ, ১৯৭১

THE PEOPLE

Mujib In Effective Control Of Govt.

Administrative And Coercive Forces Including Communication And Other Essential Sectors At His Absolute Command

Bhashani Pledges Blank Support To Any Move For Bengal's Freedom

Yahya's Broadcast Today

Stop Genocide
—Tajuddin

Curfew Extended At Rajshahi And Rangpur

Stop Killing

Special Prayers Offered In City Mosques

Ruthless Massacre At Tongi

Many Killed: Many More Wounded: Police Unarmed: Officer-In-Charge Beaten

Donate Blood To Save Injured Persons

List Of Injured Persons At DMC Hospital

Congress Leader Stabbed To Death

Procession & Rallies Mark 4th Day Of Hartal

Sheikh Denies AFR Report

Disburse Salary Cheque

Bhutto Shedding Crocodile Tears

Disowns Responsibility For Extreme Reaction In East Wing

Lift All Press Curbs

Heavy Rush In Banks

দ্যা পিপল ৭ই মার্চ, ১৯৭১

NOT FOR SALE

THE SUNDAY PEOPLE

Mujib speaks at Race Course today

Momentous Decision On The Fate Of Bangladesh To Be Announced

Yahya Summons N.A. Session On March 25

AL Working Body Talks Adjourned For Today

Complete Support To Mujib

Women, Artists, Politicians, Newsmen, Hold Rallies And Processions

Big Four Fail To Reach Any Consensus

Hand Over Power To Elected Representatives

Dacca Jail Broken By Prisoners: 341 Escape

Police Firing Causes 7 Deaths

No Power Can Suppress Bengalees' Struggle For Emancipation
—Bhashani

Bhutto Now Agrees To Attend NA Session

Tikka Khan Made E. Wing Governor

Violence In Belfast: Many Killed

Ban On Overflights By Pakistan to Continue
—Jagjivan Ram

দ্যা পিপল ৮ই মার্চ, ১৯৭১

THE PEOPLE

20 Lacs Attend Race Course Meeting

MUJIB'S CALL TO FIGHT FOR FREEDOM

No Work In Govt. offices Until Demands Met

Shops To Open, Trains To Run, Buses To Ply And Banks To Work 2 Hours A-Day: Withdrawal Of Martial Law And Transfer Of Power Precondition For Attending N.A.

No More Extension Of Curfew

Bomb Blast In Dacca Radio Station

Sequel To Sudden Curb On Broadcasting Mujib's Speech?

Why Attend NA This Time? Rouson Asked

Fire In Factory

Yahya Asked To Handover Power To Mujib Immediately

Tikkah Khan Arrives Dacca

People's Representatives Must Frame Constitution

Radio Bangla Desh To Broadcast Mujib's Speech At 8-30 A. M. Today

On Other Pages

10,000 Textile Workers On Strike In Mysore

দ্যা পিপল ১০ই মার্চ, ১৯৭১

THE PEOPLE

Meeting At Paltan

BHASHANI PLEDGES HIS UNFETTERED SUPPORT TO MUJIB

Ready To Launch Movement If Sheikh's Demands Not Met

Paltan Resolutions

Curfew Reimposed At Rajshahi

Mujib's Demand Legitimate

Mujib's House: Real Base Of Govt. Power

No Judge Available For Administering Oath-Taking Of New Governor

West Bengal Goes To Polls Today

Bhashani Leaves For Santosh: Meeting At Tangail Today

History Will Not Forgive Them

Nation Solidly Behind Mujib

Yahya Asked To Transfer Power

'Ashura' Observed

Demand To Re-broadcast Mujib's Speech

State Of Emergency In Suez

UAR Alert On Eastern Front

On Other Pages

The People, 11th March, 1971

THE PEOPLE

Emancipation Of Bangla Desh

Mujib Reaffirms Determination To Fight To The Last

No force can foil ultimate victory

Indira Congress Leads In Indian Polls

Socialists Back To Power In Norway

A New Nation Is Born In Bangla Desh

'Slow But Sure' Talk On Berlin

40 Prisoners Escape From Narayanganj Jail

Hectic Protest In City

US Suspends Underground Nuclear Test

Lift Martial Law: Handover Power Call From Everywhere

US Rushes 360 Planes To S. Korea

Kamruzzaman Leaves For Rajshahi

No More War: Nixon's Hope

McMahon New Australian Prime Minister

On Other Pages

দ্যা পিপল ১২ই মার্চ, ১৯৭১

THE PEOPLE

Tajuddin Asserts

Struggle Must Continue

Rigorous Discipline In Economic Activities Imperative

Revised Directives Issued

22 Prisoners Escape From Barisal Jail

France Plunges Into Street Violence Again

Bhutto - The Master Actor Appears In New Mask

Protests Against Atrocities Of Occupation Army In Bangladesh

Use Of Force Against Bengalees Can Not Keep Pakistan United

Factors For Integrity Proved Artificial

Landslide Victory For Indira

Time Is Running Out Even For Dialogue

গণবাংলা

দ্যা পিপল ১৩ই মার্চ, ১৯৭১

THE PEOPLE

Bhashani Says At Mymensingh Rally

Bangla Desh Already 'Achieved Freedom'

Call To Organise People's Army At All Level

Demirel Resigns

Student Leaders Warn Against Price Hike

Non-Cooperation Movement A Success

Road Link To Depot Supplying Petrol To Army Cut Out!

Tajuddin Refutes Rumours

Bhutto's Telegram Not Under Study

Excursion Train Derails: 15 Injured

Americans Are Not Being Evacuated

Why Ship Load Of Wheat Meant For Bangla Desh Diverted To Karachi?

Yahya In Karachi

Ataur Rahman Calls On Mujib

Jail Break In Bogra: 15 Injured, 27 Escape

U.S Directly Supports Israeli Occupation

High Govt. Officials Lend Active Support

Ex. P Ms Renounces 'Sitara'

Concede Mujib's Demands: Shed No More Blood, Yahya Told

The People, 14th March, 1971

THE SUNDAY PEOPLE

Mujib's Reaction To MLO 115

NO INTIMIDATION CAN SUBDUE BENGALEES

Martial Law Authority Should Wake Up To Reality

Communal Riot 4 Killed In Police Firing At Madhya Pradesh

Indira Leading In W. Bengal

Wali Khan Supports

Lifting Of Martial Law And Transfer Of Power

4 Roasted Alive At Thakurgaon

Civilian Employees Under Defence

Attendance In Office At Gun-Point?

Engineers' Assoc. Renamed After Bangla Desh

2000 Yr. Old Civilisation Discovered

New Border For Israel

No Withdrawl Says Golda Meir

Night Of People Prevails In Laos: Mercenaries To Pull Back

USA To Break Up Two Battalions

Nawab Of Pataudi Defeated In Polls

Ganabangla

Our Bengali Weekly

Is Soon Appearing As A Daily

On Popular Demand

GANABANGLA

A Daily For Bengal's National Rights

The People Group of Publications

Dacca Turning Into A City Of Shahid Minars

Bhashani Says At Bhairab

Bangla Desh Already Independent : Only A Govt. To Be Formed

Syrians Confirm Hafeez Al Assad As Head Of State

On Other Pages

The Pakistan Observer, 1st March, 1971

THE PAKISTAN OBSERVER

AL examines draft for second day

WOMEN SEATS

Deferred for WP : on due date for EP

Bhutto's terms for attending NA

Waive time limit or shift date

Mujib urges West Pak MNAs to attend session

Good suggestions will be acceptable

Six points can't be changed

US re-thinking

Normalisation with China a necessity

Elections today

ANTI-INDIRA FRONT

Sinn Fein member kidnapped

Jamaat MNAs leave Karachi for Dacca today

US envoy calls on Mujib

Kamruzzaman seeks newsmen's cooperation

Ahsan-Mujib discussion

Foreign aid issue : report contradicted

Dacca weather

On other pages

ROYAL INSURANCE GROUP

ROYAL INSURANCE CO. LTD.

THE LONDON & LANCASHIRE INSURANCE CO. LTD.

take pleasure in announcing the opening of their DACCA BRANCH with effect from 1st MARCH 1971 at

66, Motijheel C/A. Dacca-2

Telegrams: ROYAL Phone: 244665

(APPROVED)

১। পূর্ব বাংলার ভাষা ও রচনা

2. NEW ATHOD ENGLISH GRAMMAR, TANSATION & COMPOSITION

The Pakistan Observer, 2nd March, 1971

THE PAKISTAN OBSERVER

WE WON'T LET IT GO UNCHALLENGED : SHEIKH MUJIB

NA postponed sine die

Protest hartal March 2, 3

Governors replaced by MLAs

President's statement

Nurul Amin stunned

Demonstrations

Constitution-making

Genesis of successes, failures

MLR No. 110

NEW PAK ENVOY

On other pages

NEW Binaca ECONOMY PACK

To give BINACA consumers more for their moneys worth, the Cosmetics & Consumer Goods Division of CIBA (Pakistan) Ltd. takes pleasure in introducing from 15th March 1971 a 90 Grams PACK OF NEW QUALITY BINACA DENTAL CREAM for Rs. 5.00 only, thereby replacing the 75 Grams pack presently being sold for Rs. 4.50

"YOU NOW GET 15 Grams MORE FOR JUST 0.50 PAISA"

The Pakistan Observer, 3rd March, 1971

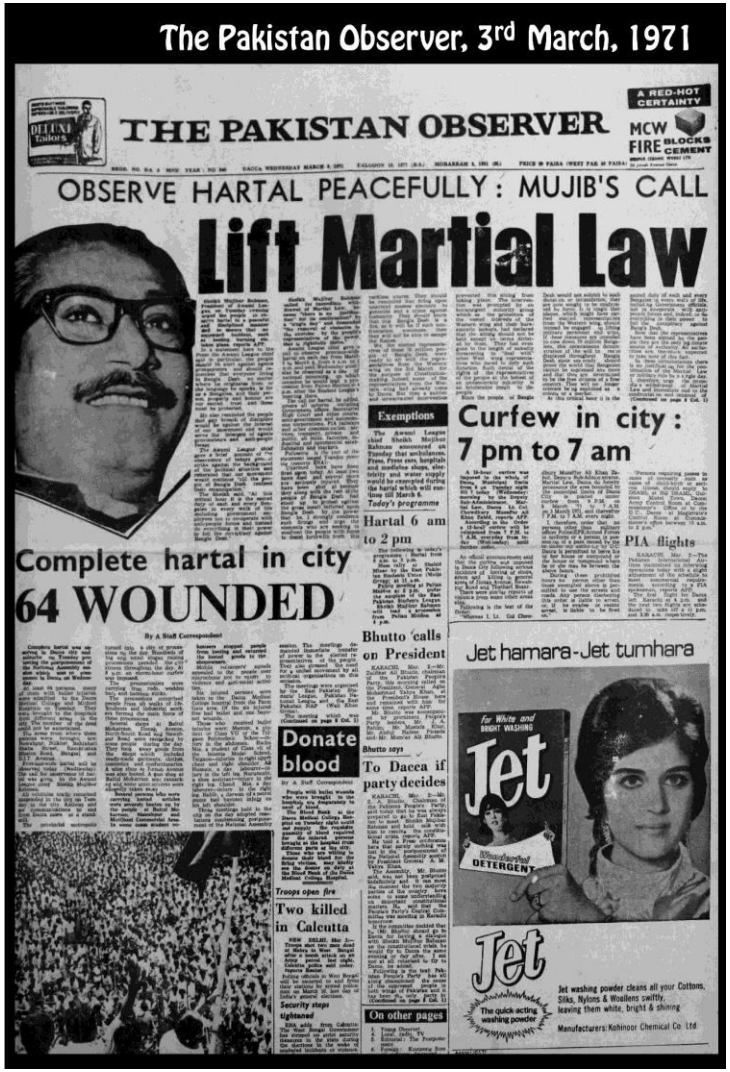

THE PAKISTAN OBSERVER

OBSERVE HARTAL PEACEFULLY : MUJIB'S CALL

Lift Martial Law

Complete hartal in city

64 WOUNDED

Exemptions

Curfew in city : 7 pm to 7 am

Hartal 6 am to 2 pm

PIA flights

Bhutto calls on President

Donate blood

To Dacca if party decides

Two killed in Calcutta

On other pages

The Pakistan Observer, 4th March, 1971

THE PAKISTAN OBSERVER

PRESIDENT INVITES NA LEADERS TO DACCA ON MARCH 10

Mujib says No

Bhutto will attend RTC

Bhashani's telegram to Yahya

Carry on non-violent non-cooperation movement

ARSON, LOOT MUST STOP

National mourning day

Complete hartal

CTG. CLASHES

AL leaders' call for peace

Donate blood

Prices go up

Mujib visits hospital

CURFEW

15 detained in Karachi for defying Sec. 144

16 dead in Dacca

Wilson's East Asian policy reversed

Don't belittle Chinese threat of intervention

The Pakistan Observer, 5th March, 1971

THE PAKISTAN OBSERVER

SHEIKH'S DIRECTIVE TO BANKS, GOVT. OFFICES

Disburse salaries (2-30pm—4-30pm)

Resolute people congratulated

By A Staff Correspondent

Overflight issue

India wants diplomatic talks

02 killed in two days t Pahartali

Banks will open today

Ahsan leaves for Karachi

Nurul Amin's no to RTC

SUMMON N.A.

persons led in ulna

55 DU teachers angry with Observer

CURFEW

Lifted in Dacca, Sylhet:reimposed in Rangpur, Khulna

By A Staff Correspondent

Peaceful complete hartal observed

None in Govt offices

By A Staff Correspondent

Editor's note

MLO 112

New MLSA for Chittagong

n other pages

The Pakistan Observer, 6th March, 1971

THE PAKISTAN OBSERVER

MCW FIRE BRICK

Mischievous

MUJIB BLASTS A.I.R. NEWS

Death toll now 132 in Chittagong

Tongi crowd fired on

4 killed, 14 wounded

By A Staff Correspondent

THOUSANDS BEING MOWED DOWN BY MILITARY BULLETS

Genocide must stop

CURFEW

Hartal in city : killings by forces condemned

Banks, offices function as per Sheikh's directives

By A Staff Correspondent

City situation improves

One killed in Rajshahi

President's broadcast today

Directive to banks

Payment beyond Rs. 1500 may be made

Bhutto calls on Yahya

British Council library set on fire

Don't donate to unauthorised persons

Narayanganj

Ataur Rahman

On other pages

The Pakistan Observer, 7th March, 1971

SUNDAY PAKISTAN OBSERVER

Yahya summons NA March 25

Tikka Khan appointed Governor

Yahya visits Peshawar

Dy. MLAs for five zones appointed

Awami League in session

Text of broadcast

5-day hartal concludes

Mujib speaks at Race Course today

By A Staff Correspondent

Ban on overflights will continue

18 KILLED IN KHULNA

Army back to barrack

Women's rally

Church-Govt. talks in Warsaw satisfactory

Convicts, UT prisoners break jail

325 escape, 7 killed

Saigon troops capture Techpone town

Tongi victims improving

EPUJ procession

Appeal to World Press

Canada still trying to get ICC investigation

The Pakistan Observer, 8th March, 1971

THE PAKISTAN OBSERVER

No tax: boycott offices, courts, schools, colleges

Sheikh Mujib speaks

TRANSFER POWER TO PEOPLE'S REPRESENTATIVES

By A Staff Correspondent

CAUTION AGAINST ANTI-SOCIAL ELEMENTS

Official figure

172 dead, 358 wounded

Radio silent

Rly. service resumes

Tikka Khan in city

No extension of ceasefire: Sadat

Mobilisation in Ankara

Ashura

HOLIDAY NOTICE

On other pages

The Pakistan Observer, 9th March, 1971

THE PAKISTAN OBSERVER

None to go to offices, courts, etc.

Dacca-a city of black flags

By A Staff Correspondent

NURUL AMIN URGES YAHYA CONSULT MUJIB FOR POWER TRANSFER

Clarifications; exemptions

Ashura observed

Clash in Karachi

Prince Sadruddin arrives in Pindi

London rally

Tajuddin thanks people

CONTENTS OF PRESS NOTE DEPLORED

Sadat made secret trip to Moscow

Foreigners start leaving

Adopt Act of 1947

Dacca Betar Kendra back on the air

Artists to join radio, TV on condition

Rift with army: Defence Minister of Australia resigns

Contribute directly to AL office

Washington silent

Another battalion wiped out

Saigon troops pull back

The Pakistan Observer, 10th March, 1971

THE PAKISTAN OBSERVER

MCW FIRE BRICK

Bhashani supports Mujib

By A Staff Correspondent

Yahya due in city soon

Tikka Khan made MLA Zone B

Wali Khan will visit Dacca soon

State of emergency along Suez

Exemptees function: Full compliance with Mujib's directives

None attend offices, courts

Bhashani has telephonic talks with Mujib

Apprehend those who take away your car

No PIA ticket from Karachi

Death toll rises to 33 in Khulna

Evacuation of UN staff from Dacca

West Bengal elections today

Bomb blast at Chandpur Dak Bungalow

On other pages

Curfew reimposed in Rajshahi

RED CROSS APPEAL

FOR BLOOD

With a view to help hospitals to get life saving blood in times of emergency, Red Cross is preparing a list of volunteer-donors who will donate blood on call. Please contact the undersigned any day between 2 P. M. and 4 P. M. to enlist YOUR name.

(M. FAKHRUL HUSSAIN)
Secretary
Red Cross
3/1, Segunbagicha, Dacca-2.
Phone: 246334, 243726

The Pakistan Observer, 11th March, 1971

THE PAKISTAN OBSERVER

SHEIKH MUJIB ON THANT'S CONCERN OVER U.N. PERSONNEL

What about 75m Bengalees?

By A Staff Correspondent

Curfew in Rajshahi goes

McMahon replaces Gorton

Indira Congress bags 85 out of 111 seats

By A Staff Correspondent

Demonstration before UN

MLO 114 ISSUED

Warning against stoppage of military supplies

Punjab AL chief calls on Yahya

Oath of office issue

B.A. Siddiky's stand lauded

One killed: 31 injured

40 escape from N'ganj jail

Facilitate home-ward journey

Non-cooperation continues

By A Staff Correspondent

The Pakistan Observer, 12th March, 1971

THE PAKISTAN OBSERVER

Tajuddin calls for economic discipline

Fresh directives to banks, others

By A Staff Correspondent

Yahya due in Karachi today

INDIRA GETS ABSOLUTE MAJORITY

Agricultural activity

Flood control, town protection

Punjab AL chief meets Sk. Mujib

Non-cooperation enters 11th day

STOLEN CAR ABANDONED

Dacoity committed at petrol pump

Sellers in West suffer!

UN experts should stay, says Mujib

Jail-break in Comilla, Barisal

6 killed, 120 injured, 24 escape

Curfew in Rangpur goes

Gen Yakub back in Pindi

Hijacking issue

Court of enquiry to be set up

Discard titles, decorations: SBCSP's call

The Pakistan Observer, 13th March, 1971

THE PAKISTAN OBSERVER

W. Pak leaders, journalists support Mujib's call

Lift Martial Law, transfer power

Provincial governments soon ?

Demirel resigns under military pressure

Indira 19 short of two-thirds majority

Gold transfer to W. Wing feared

Pakistan Day ceremonies cancelled

Karachi Stock Market nervous

Crackers blast at Adamjee Court

CPM leads in W.B. polls

UN officials evacuating families

US food ship diverted to Karachi ?

27 escape from Bogra jail

Exemptees help promote production

CSP, EPCS officers join movement formally

UAR-Israel formal talks begin at UN

US citizens will not be evacuated

Don't supply oil to enemies

Clearing House

Ataur Rahman meets Mujib

One more succumbs to injuries

The Pakistan Observer, 15th March, 1971

THE PAKISTAN OBSERVER

Struggle will continue

Sheikh's fresh directives

Transfer power to two parties

SWEARING-IN SOON

Indira Congress gets two-thirds majority

No change in Indian decision save direct talks

Jyoti Basu beats Ajoy Mukharjee

Mujib ready to meet Yahya

When is he coming ?

None of UN staff left so far

PIAC employees will not work in a 'concentration camp'

Najiullah, Doha released

Sunay confers with military leaders

Brezhnev confers with Ulbricht

Check-posts set up

Non-cooperation enters 3rd week

Quasi-Arc FERROSPEED Electrodes for mild steel welding
PAKISTAN OXYGEN LIMITED

৭.১০ East Pakistan leader could declare UDI

EAST PAKISTAN LEADER COULD DECLARE UDI
PETER HAZELHURST

Karachi. East Pakistan leader Sheikh Mujibur Rahman is left with two courses of action as the country totters on the edge of disintegration: he can make a unilateral declaration of independence or he can call his own session of the Constituent Assembly and invite leaders of both East an West Pakistan to attend. Mr. Z. A. Bhutto, the West Pakistan leader, would definitely refuse to attend the assembly session but it is likely that many other leaders from the minority provinces of West Pakistan would be prepared to join hands with Sheikh Mujibur.

The Punjab province in West Pakistan which has wielded military, economic and political power for two decades, realizes that if the nation's two wings are to stay together on peaceful terms, they will have to submit to the rule of the Bengali's who have a large majority in the National Assembly by virtue of their larger population. There can be no doubt that the doves in the Administration who believe that the Bengalis must be given their just share of power, have lost and President Yahya Khan's latest moves have, perhaps, been motivated by advice form the Punjabi chauvinists and strengthened by fears within the Army the defence machine will be cut down to size if the Bengalis come to power.

After being dominated and suppressed by the Army for a decade, Shikh Mujibur and his Awami league have promised to drain it of its power if they come to power. So it is clear why elements from the Punjabi-led Army are advising the President to take measures to frustrate the process of the Constituent Assembly. It is understood that the President was assured earlier this week that Bengal would submit to military might if the Assembly session was called off. The popular Governor of East Pakistan, Vice-Admiral S.M Ahsan, who subsequently resigned, advised the President against his decision to postpone the Assembly earlier this week. But President Yahya apparently acted on the advice of the

hawks in his own Cabinet. The upsurge of trouble in Bengal has proved Admiral Ahsan to be right and the President has now had to back down and announce a new date for the Assebmly session.

Military observers within Yahya Khan's own Administration admit that it would be impossible to suppress the strong wave of Bengali nationalism or hold down the 75 million Pakistanis in the economically backward eastern wing by force. In the present crisis, much depend on what Mr. Bhutto decides to do. If he refuses to accept the President's new invitation to attend the Assembly session, there could be a serious regional conflict in Pakistan, with the Punjab aligned against a regional combination of East Pakistan and the minority Provinces of West Pakistan-the North-West frontier, Baluchistan and the Sind who could frame the constitution without the Punjabi's consent.

But in the final analysis, it is difficult to see how Sheikh Mujibur and Mr. Bhutto could resolve their differences in the Constituent Assembly and frame a constitution which would not ratify a document which was unacceptable to Mr. Bhutto, the powerful Punjab and subsequently the Army. And here lies the point of no return for, if the President should refuse to ratify such a constitution, framed by the Bengalis with all the power of their majority behind them, the Sheikh would perhaps have no other option but to declare that the West had seceded from the rest of Pakistan and the two provinces would company for ever.

(*The Times*, *6th march 1971*, Page:70, 'Assignment Bangladesh '71' A Chronology of of Event as seen by the world press (1999). Edited by: Elahi, Moudood, Dhaka: Momin Publications.)

৭.১১ Pakistan hesitates before making the final choice between compromise and head-on collision

PAKISTAN HESITATES BEFORE MAKING THE FINAL CHOICE BETWEEN COMPROMISE AND HEAD-ON COLLISION

PAUL MARTIN

Dacca, March 8. The crisis in Pakistan moved into a new phase today as both sides faced the choice of political compromise still existed was shown in yesterday's long-awaited speech by Sheikh Mujibur Rahman, the East Pakistan leader. He set out four demands which must be met by the military regime before he will agree to enter the Constituent Assembly with other political leaders on March 25. Although much of the tension which has prevailed in Dacca and the rest of East Pakistan for the past week remains, there is no doubt that a breathing space has arrived. The danger is that the militants on both sides and particularly the radical students who stand with the Sheikh, may attempt to push the crisis to the brink again.

A measure of the uncertainty about the future in East Pakistan is the fact that plans are already under way to allow all foreign nationals who so desire to leave the country. The first batch of Germans- dependents of embassy staff and others working in East Pakistan- were flown to Bangkok today. A BOAC VC 10 airliner is expected in Dacca tomorrow to fly out all Britons who wish to leave. Neither plan has been called an evacuation, but is clear that the respective governments have felt it prudent to take precautions. None of the massive demonstrations of the past week saw the foreign community or foreign interests as a target, but in the absence of law and order there can be no guarantee that this mood will not change.

For the Bengalis the issue is clear: either Sheikh Mujibur and his Awami League, who won a clear majority in the country's general election, are afforded the power they are entitled to or the election becomes a farce. A it stands the Sheikh is the only

effective power in East Pakistan. This, of course, could change should the Army decide to risk the outcome of an attempt to regain control by force. But for the present the sheikh's position is formidable. Dacca, which observed strictly the strike called by the Awami League in Protest against the postponement of the Constituent Assembly meeting of March 3, has again answered the sheikh's call for a continued partial strike.

Although essential services have been restored throughout the province, all Government and private offices, schools and universities will remain closed. Tax payments will be suspended, banking transaction between the two wings of Pakistan are stopped and West Pakistan accounts in the east wing will be blocked until further notice. The Sheikh has embarked upon economic warfare with the west wing since these economic measures will cause a serious disruption of the east-west commerce. East Bengalis believe that, as most of their manufactured goods come from West Pakistan, the effects of such disruption will be felt there.

The Sheikh achieved another victory in his civil disobedience campaign today when the radio station in Dacca agreed to broadcast the speech he delivered to yesterday's rally. The fact that the speech was not broadcast at the time led to a protest and an incident in which a home-made bomb was thrown at the station.

(*The Times*, 8th *march 1971*, Page:75-76, 'Assignment Bangladesh '71' A Chronology of of Event as seen by the world press (1999). Edited by: Elahi, Moudood, Dhaka: Momin Publications.)

৭.১২ Mujib gives 10-point programme

MUJIB GIVES 10-POINT PROGRAMME

Statement by Sheikh Mujibur Rahman on March 7, 1971

Sheikh Mujibur Rahman, Chief of the Awami League today announced a week-long programme from to-morrow.

In a statement, the Awami League Chief said the non-violent and non-co-operation movement would continue till the objectives-- the immediate termination of Martial Law and transfers of power to the elected representatives-- were achieved. He said our struggle must continue.

The porgramme would be:

1. No-tax campaign to continue.
2. The secretariat, Government, officers, High courts and other courts throughout Bangladesh Should observe hartals. Appropriate exemption shall be announced from time to time.
3. Railway and ports may function, but railway workers and port workers should not co-operate if railways or ports are used for mobilization of forces for the purpose of carrying out repression the people.
4. Radio, Television and newspapers shall give complete versions of our statements and shall not suppress news about the people's movement, otherwise Bangalees working in these establishments shall not co-operate.
5. Only local and inter-district trunk telephone communication shall function.
6. All educational institutions shall remain closed.
7. Banks shall not affect remittances to the Western Wing either through the State Bank or otherwise.
8. Black flags shall be hoisted on all building every day.
9. Hartal is withdrawn in all other spheres but complete or partial may be declared at any moment depending upon the situation.
10. A Sangram Parishad (Council of Action) should be organized in each union, mahallah, thana, sub-division, and district under the leadership of the local Awami League units.

Announcing the programme, of action, Sheikh Mujib said the transport service would be allowed to function. In this connection referred to railway, rickshaw and transports.

He said the banks could remain open for two hours for cash transactions for disbursing salaries, but "not a single farthing can be transferred to West Pakistan." The factory owners must pay off the salaries of their workers.

Sheikh Mujib asked the Radio, Television and newspapers to faithfully report the events and the movements. "If our news are not reported, Bengalis should not attend to their duties." **(8th March 1971, THE DAWN)**

৭.১৩ Mujib asks people to obey his companions during his absence

MUJIB ASKS PEOPLE TO OBEY HIS COMPANIONS DURING HIS ABSENCE

MEETING AT RAMNA RACE COURSE ON MARCH 7, 1971

Special Prayers held for Martyrs

Special prayer was offered at the historic Ramna Race Course today for the people of the souls of the martyrs who laid down their lives in the current movement for the realization of their rights.

The prayer was led by Maulana Abdur Rashid Tarkabagish, MNA-elect and former President of East Pakistan Awami League, before Sheikh Mujibur Rahman had announced the action programme on the struggle of seven crore Bengalis for their economic political and social rights.

Sheikh Sahib arrived at the meeting wearing his usual dress--Punjabi pajama and Bangla Bandhu coat.

The processing of the meeting began with the recitation of verses from the Holy Quran. Student leaders, a few prominent party MNAs of both East Pakistan Student League and the Dacca University Central Students Union and two sons of Sheikh Sahib (Mustafa Jamal and Mustafa Kamal) sat on the dais.

Sheikh Sahib looked very grave and in his 18-minute speech his voice was choked with emotion.

A hush fell as soon as Sheikh Sahib stood up to deliver his speech. The vast gathering listened to his speech in pin-drop silence with great expectation to know what he would ask them to do. The silence of the meeting was broken frequently by slogans.

The vast gathering raised their hands in unison to signify their support and approval when the Sheikh wanted to know whether they were ready to make sacrifice for the achievement of their rights.

Sheikh Sahib appealed to Bengalis to obey the directive to his companions if they did not find him (Sheikh Mujib) in their midst during the movement.

His 18-minutes speech began exactly at 3.20 p.m.

(**THE DAWN,** Karachi, March 8, 1971)

৭.১৪ Pakistan plunges into civil war

NEWSWEEK, April 5, 1971
PAKISTAN PLUNGES INTO CIVIL WAR

The man and his party are enemies of Pakistan. This crime will not go unpunished. We will not allow some power-hungry and unpatriotic people to destroy this country and play with the destiny of 120 million people.

–President Mohammed Yahya Khan.

Come out of your houses with whatever weapons you have. Resist the enemy forces at any cost.....until the last enemy soldier is vanquished, and save the country from the ruthless dictatorship of West Pakistanis.

–Sheikh Mujibur Rahman

Until the very last moment, it looked as if the two proud men entrusted with Pakistan's destiny might still be able to avert a head-on clash. From the East Pakistani capital of Dacca came optimistic reports that President Mohammed Yahya Khan and Mujib as the leader of secessionist-minded East Pakistan is known-were about to reach a compromise. But then, with stunning suddenness, the pieces of Pakistan's complicated political puzzle flew apart. In the East Pakistan cities of Rangpur and Chittagong, federal troops poured machine-gun fire into mobs of demonstrating Bengali nationalists. Swiftly, Yahya issued orders to his army to “crush the movement and restore the full authority of the government”. In his turn, Mujib proclaimed East Pakistan the “sovereign, independent People's Republic of Bangla Desh (Bengali Nation).” And with that, Pakistan was plunged into civil war.

Thus, in the 24th year of Pakistan's existence the bond that had held the eastern and western sectors of the country in tenuous union snapped. Because Pakistan's central government immediately imposed strict censorship on communications in and out of East Pakistan, early reports were sketchy. Still, even the fragmentary dispatches from neighboring India provided a dismal picture of bloody fighting that pitted a modern, professional army against rebels who were often armed with little more than passion and pitchforks. Hopelessly outgunned, the East Pakistani guerrillas

reportedly suffered thousands of casualties. But although by the end of the week it appeared that the federal army-largely composed of fierce Punjabis- had dealt its Bengali adversary a devastating blow, few people thought that the widely separated wings of Pakistan could ever be effectively reunited again.

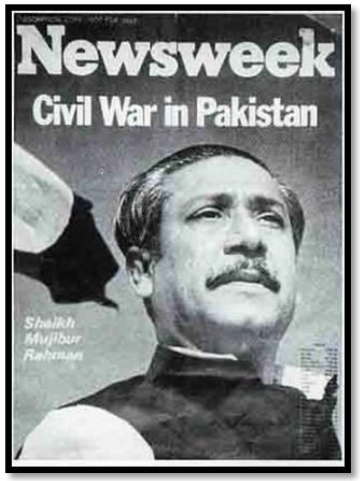

What made the Pakistani upheaval so unexpected was that it occurred even as Yahya and Mujib were in the midst of private negotiations. On hearing the reports of "massacres" in Rangpur and Chittagong, an enraged Mujib accused the army of unleashing a reign of terror. Yahya's response was to quiet the talks in huff and leave Dacca unannounced to return to West Pakistan. Back in his home region, the President took to national radio to ban Mujib's Awami League, East Pakistan's dominant political organization. Sheikh Mujib's action of starting his non-cooperation movement is "an act of treason" the President declared.

Shortly after Yahya left Dacca, the army's tough martial law administrator Lt-Gen. Tikka Khan slapped tight censorship over East Pakistan. All foreign correspondents were restricted to their hotels and then, after federal troops seized their notes and films, the reporters were expelled form the country. Amount the correspondents forced to leave was NEWSWEEK'S Loren Jenkins, who filed this report:

From our windows in Dacca's modern Intercontinental Hotel, we watched a jeepful of soldiers roll up to a shopping centre and taking aim with a heavy machine-gun open fire on a crowd. While the firing was still going on some fifteen young Bengalis appeared in the street about 200 yards away and shouted defiantly at the soldiers. The youths seemed to be empty-handed, but the soldiers turned the machine-gun on them anyway. Then, the federal soldiers moved down an adjacent alley leading to the office of a pro-Mujib daily newspaper that had strongly denounced the army. The troops shouted In Urdu, a language which few Bengalis

understand_ warning anyone inside to surrender or be shot. No one emerged. So they blasted the building and set it afire. And when they emerged, they waved their hands in triumph and shouted "Pakistan Zindabad" ("Long Live Pakistan")

By late in the week, firing throughout the city was heavy and flashes of 105-mm. howitzers in the night preceded the heavy crump of incoming shells which seemed to be landing on the sound of six Chinese-made T-54 light tanks clanging down Airport Road. A grey pall of smoke hung low over the muggy sky. Soon new artillery blasts were heard and new fires were seen in the region of old Dacca, a warren of narrow, open-sewered streets where most of the capital's population lives in cramped one-room homes.

The West Pakistani troops in Dacca showed all the signs of having the jitters. Many shot off random bursts of automatic weapons fire at the slightest noise. And when some of the reporters in the Intercontinental Hotel ventured outside and asked to tour the city, an army captain stationed in front of the hotel threatened to shoot us. Ordering us back inside, he shouted angrily: "If I can kill my own people, I can kill you".

At the outset of the crackdown, the army ordered striking government workers curfew. Meanwhile, a truckload of soldiers moved through the city, stopping in front of any house flying the new green, red and yellow banner of Bangla Desh. At every such building, the troops ordered to pull down the flags. In the area around the hotel, their first stop was a three-storey brick house-where a woman in a sari slowly mounted to the roof and, under the menacing gaze of the soldiers, reluctantly lowered her flag.

With Jenkins and other foreign reporters expelled from East Pakistan, the world was left to the mercy of conflicting radio reports for its information. The official government radio in Karachi announced that the army had arrested Mujib. But a clandestine radio in Dacca, identifying itself as the Voice of Independent Bangl Desh, proclaimed that Mujib was still safe in his underground headquarters. Under his leadership, said a rebel radio announcer: "The People of Bangla Desh will shed more blood..."

If Pakistan was disintegrating in division violence, it had, in a sense, only moved full circle in its quarter-century history. For Pakistan emerged as a nation in 1947 out of divisions and strife. Propelled by Mohammad Ali Jinnah's driving vision of a Moslem

homeland in south Asia, Pakistan was assembled from the predominantly Moslem areas of British India. But the partitioning of India touched of a six-month blood-bath between Hindus and Moslems in which an estimated half million people perished. And it created a Pakistan with two distant wings separated by 1.100 miles of Indian territory.

This geographical handicap was serious enough. But to further complicate matters, their shared devotion to Islam is virtually all that the two sectors of Pakistan have in common. West Pakistan is a land of desert and mountains and generally arid climate: the far more densely populated eastern wing is a humid land of jungles and alluvial plains. And the differences in racial personality between the Punjabis of West Pakistan and the Bengalis of the East are extreme. A proud, martial people, the Punjabis look down upon the Bengalis and over the years have consistently exploited their countrymen in the east.

Clean Sweep

Ironically, President Yahya was the first West Pakistani leader to openly admit that East Pakistan had never received its first national elections conducted strictly on a one-man, one-vote basis. But the results of last December's voting turned out to be something of a shocker. In the east, Mujib's Awami League all but swept the boards clean. And because the more populous east had a larger allotment of seats in the Naional Assembly, Mujib's forces came up with a clear parliamentary majority as well.

During the campaign, Mujib proclaimed a six-point programme aimed at diminishing the powers of Pakistan's central government while granting virtual autonomy to each province. Not surprisingly, it was a plan that the top vote-getting politician in West Pakistan, the mercurial, left-leaning ex-Foreign Minister, Zulfiqar Ali Bhutto, found totally unacceptable. When Bhutto's supporters refused to take part in the new National Assembly, Yahya was forced to postpone its opening. This, in turn, prompted Mujib to launch a civil disobedience campaign which virtually destroyed federal authority in East Pakistan and made him the region's effective ruler. And in the end that left Yahya no choice but to grant the Bengali demands or to resort to force.

In branding Mujib an outlaw, Yahya slammed shut the door to further negotiations and opted intimated for military solution to his dilemma. But although the federal force in East Pakistan (whose

size is variously estimated at anywhere from 20,000 to 70,000 men) was far superior in training and equipment to its enemy, it faced some severe problems. Lacking direct land links between West and East Pakistan, and banned from flying over India, federal army commanders had to move their men the long way around the southern tip of India by way of Ceylon. “For the short term,” said a U.S. Analyst, “Pakistan's army should be able to tear hell out of the Bengali landscape. But for the long term, they have terrible logistic problems.”

Guerrilla Haven

Against the federal forces, the Bengalis could muster barely 15,000 troops, most of them militiamen armed with obsolete World war II weapons. But while the Bengalis were no match for the federal army in the cities, military observers noted that the surrounding countryside, where 90 percent of East Pakistan's population lives, is a virtual haven for guerrilla warfare. A maze of sunken rice fields, tea plantations, jute fields and banana groves, it is an ideal ambush country reminiscent of South Vietnam's Mekong Delta. As a result, most foreign military analysis believe that prolonged military occupation of the east would put an intolerable strain on the Pakistani Army.

Nonetheless, if Yahya chose to indulge in wholesale slaughter, it was probable that he could stamp out the rebellion in East Pakistan, at least for the time being. And if the reports of Mujib's capture proved true, that would surely be a severe blow to the cause of Bangla Desh. But no matter how harsh the federal crackdown, Bengali resistance whether in the form of civil disobedience or a Viet Cong-style guerrilla struggle appeared likely to continue. Yahya, in fact, was seemingly faced with the ugly prospect of being a colonial ruler in his own country. For when the federal army opened up with tanks and automatic weapons in Dacca last week, it mortally wounded any remaining chance that the two disparate wings of Pakistan could ever live in harmony again.

A people: The Complex Bengalis

To anyone acquainted with the character of the Bengalis, it seemed almost inevitable that someday they would try to form their own independent nation. Despite their incorporation into India and pakistan when the British Raj left the subcontinent in 1947, some 120 million Bengalis (70 Millions of whom live in East Pakistan

and most of the rest in India's West Bengal) still consider themselves a race apart from and above their neighbors. Emotional and talkative, the dark-skinned Bengalis have more in common with each other than with their co-religionists, Hindu or Moslem, or with their compatriots, Indian or Pakistani, Says one Western expert: “They consider themselves to be Bengalis first, Moslems or Hindus second, and Pakistanis or Indians a poor third.”

Culturally, ethnically, linguistically and spiritually, the Bengalis are different from their countrymen in Pakistan and India. For one thing, as Bengali scholars will inform all who pause to listen, the name Bengal is derived from the ancient kingdom of Bangla, which goes back at least to the third century B.C. One of the oldest literary streams in Asia also flows in Bengal, whose Indo-Aryan language and recorded history date back at least a thousand years. Boastful of this long literary heritage, intellectual Bengalis were most eloquent on the subject of Rabindranath Tagore, their greatest modern literary figure. In his combination of mysticism and lyricism, Tagore may have been the quintessential Bengali poet, novelist and dramatist, he was awarded the Nobel Prize for Literature in 1913.

Talk

If the written language is one of the Bengali's glories, the spoken one in one of its burdens. In the cafes of Calcutta and Dacca, Bengalis palaver endlessly, spinning out airy intellectual concepts and political schemes. An Indian joke goes like this: “Every committee must have four members: a Mukherjee, a Bannerje, a Chattered (all Bengali names) noted for their action, and the implication is that the lone Sikh is the fellow who sill executes the programme.

A people who have suffered hundreds of invasions and conquests, including that of the British in the eighteenth century, the Bengalis long ago learnt to cultivate the arts of accommodation. Unlike the proud Punjabis his opponent in the current strife, the Bengali knew how to bow and scrape. Dressed in his dhoti, spouting flowery language, armed only with an umbrella, the Bengali was regarded by all as a reliable, efficient Clark. Fighting was best left to more martial people.

The other main cliché about the Bengalis portrays them as crafty fellows ready to outsmart you if given half a chance. “Watch it”, a question is not only clever but possibly also capable of a little sharp practice.

And yet, despite their reputation as a guileful, docile people, the Bengalis have more than once demonstrated a dark, explosive side. The most ruthless, dedicated terrorist during the fighting against the British came from Bengal. And since partition the Bengali regions of both India and Pakistan have been the scene of constant political turmoil and near revolution. “They may seem docile” says one American scholar, “but they are capable of violence when sparked the wrong way.” And then, in words that may prove to be all too perceptive, he adds: “There is a side to the Bengali mentality that thrives on chaos.”

POET OF POLITICS

When Sheikh Mujibur Rahman proclaimed the independence of Bangla Desh last week some of his critics declared that he was merely yielding to the pressure of his extremist, seeking to ride the crest of a wave in order to avoid being engulfed by it. But in a sense Mujib's emergence as the embattled leader of a new Bengali “nation” is the logical outcome of a lifetime spent fighting for Bengali nationalism. Although Mujib may be riding the crest of a wave, his presence there is no accident. Born just 51 years ago to a well-to-do landowner in a village near Dacca, Mujib went through his early schooling without distinguishing himself by intellectual accomplishment. He was outgoing and popular as a boy, fond of talk and people and sports- and by the time he went to Calcutta's Islamia College for a liberal Arts degree he had come to the attention of his elders as a Muslim League activist. His mentor then was H.S Suhrawardy, Prime Minister of Bengal under British Raj, who, later, served one year as Prime Minister of Pakistan. Mujib studied law, but unlike Suhrawardy, a moderate, he soon developed a penchant for direct action. In the late 40s both men realised that their native state of Bengal was getting less than its due in the new nation of Pakistan. Surawardy, in 1949, founded a new party, the Awami League, dedicated to united “Bengal for the Bengalis.” Mujib took to the streets and was twice arrested and jailed for leading illegal strikes and demonstrations.

Tall for a Bengali (he stands 5 feet 11 inches), with a shock of graying hair, a bushy mustache and alert black eyes, Mujib can attract a crowd of a million people to his rallies and hold them spell-bound with great rolling waves of emotional rhetoric. “Even when you are talking alone with him,” says a diplomat, “he talks like he's addressing 60,000 people.” Eloquent in Urdu, Bengali and

English, three languages of Pakistan, Mujib does not pretend to be an original thinker. He is a poet of Poet of politics, not an engineer, but the Bengalis tend to be more artistic than technical, anyhow, and so his style may just what was needed to unite all the classes and ideologies of the region.

A month ago, at a time when he was still publicly refraining from proclaiming independence Mujib privately told NEWSWEEK'S Loren Jenkins that “there is no hope of salvaging the situation. The country, as we know it, is finished. “We are the majority, so we cannot secede. They, the Westerners, are the minority, and it is up to them to secede.”

Two weeks later as the crisis deepened, hundreds of Bengalis crowded the yard and hallways of Mujib's home in suburban Dacca, and puffing on a pipe (“the only foreign thing I use”), he cheerfully spoke to them all, After addressing one enthusiastic gathering Sheikh Mujibur Rahman turned to Western newsmen and said: “I have this sort of thing from 5 a.m. on. Do you think anyone can suppress this spirit with machine guns?” A few days later someone was trying.

(Newsweek, April 5, 1971, Page: 56-63, 'Bangladesh Genocide and World Press (2013). Compiled and Edited by: Fazlul Quader Quaderi, Dhaka: Songha Publications.)

৭.১৫ তথ্য সংগ্রহ প্রক্রিয়া (Coding Sheet)

বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণের সংবাদ সংক্রান্ত গবেষণা

চলক ১: পত্রিকার নাম

১.	আজাদ	৫.	সংবাদ
২.	দৈনিক ইত্তেফাক	৬.	দ্য পাকিস্তান অবজারভার
৩.	পূর্বদেশ	৭.	দ্য পিপল
৪.	দৈনিক পাকিস্তান		

চলক ২: তারিখ

০১-০৩-১৯৭১	০৮-০৩-১৯৭১
০২-০৩-১৯৭১	০৯-০৩-১৯৭১
০৩-০৩-১৯৭১	১০-০৩-১৯৭১
০৪-০৩-১৯৭১	১১-০৩-১৯৭১
০৫-০৩-১৯৭১	১২-০৩-১৯৭১
০৬-০৩-১৯৭১	১৩-০৩-১৯৭১
০৭-০৩-১৯৭১	১৪-০৩-১৯৭১

চলক ৩: শিরোনামসমূহ

১.	৬.
২.	৭.
৩.	৮.
৪.	৯.
৫.	১০.

চলক ৪: সংবাদের ধরন ও চরিত্র

১.	সংবাদ	৫.	চিঠিপত্র (সম্পাদকের কাছে)
২.	সম্পাদকীয়	৬.	সাক্ষাৎকার
৩.	ফিচার	৭.	অন্যান্য
৪.	মতামত		

চলক ৫: সংবাদ ট্রিটমেন্ট/গুরুত্ব– (পত্রিকার পাতায় অবস্থান অনুসারে)

১.	প্রথম পৃষ্ঠা
২.	শেষ পৃষ্ঠা
৩.	ভিতরের পৃষ্ঠা
৪.	অন্যান্য

চলক ৬: সংবাদ ট্রিটমেন্ট/গুরুত্ব– (সংবাদের আকার অনুসারে)

১.	বড়ো সংবাদ (৬০০ শব্দের অধিক)
২.	মাঝারি সংবাদ (৩০০–৬০০ শব্দ)
৩.	ছোট সংবাদ (৩০০ শব্দের নিচে)

চলক ৭: সংবাদ ট্রিটমেন্ট/গুরুত্ব– (শিরোনাম অনুসারে)

১.	ব্যানার হেডলাইন
২.	৪ কলাম
৩.	৩ কলাম
৪.	২ কলাম
৫.	১ কলাম

চলক ৮: সংবাদ উৎস

১.	স্টাফ রিপোর্টার
২.	সংবাদ সংস্থা
৩.	আন্তর্জাতিক সংবাদ সংস্থা
৪.	ডেস্ক রিপোর্ট
৫.	বৈদেশিক (অন্যান্য প্রাতিষ্ঠানিক উৎস)
৬.	অন্যান্য আন্তর্জাতিক মিডিয়া/গণমাধ্যম
৭.	অন্যান্য

চলক ৯: সংবাদ প্রাসঙ্গিকতা

১.	৭ মার্চ সম্পর্কে ঘটনাবলি (পূর্ব ও পর)
২.	বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে
৩.	৭ মার্চের ঘটনাবলি
৪.	অন্যান্য রাজনৈতিক ঘটনাবলি
৫.	অন্যান্য

চলক ১০: সংবাদের প্রভাব/বার্তা

১.	ক্ষমতা হস্তান্তর
২.	স্বাধীনতা
৩.	সেনা প্রত্যাহার
৪.	৬-দফা ভিত্তিক

চলক ১১: ছবি

১.	সংবাদের ছবি
২.	ফিচার ছবি
৩.	ফটো সংবাদ

৭.১৬ গবেষণা তথ্য সংগ্রহ প্রক্রিয়া গভীরতর সাক্ষাৎকার প্রশ্নপত্র

গবেষণা তথ্য সংগ্রহ প্রক্রিয়া গভীরতর সাক্ষাৎকার
(In-depth Interview questionnaire)

(নোট: সাক্ষাৎকারে ব্যক্তিবিশেষের ক্ষেত্রে প্রশ্নের তারতম্য হয়েছে)

১. ১৯৭১ সালে আপনার বয়স কত ছিল? আপনি কোন পেশায়, কোন পদে নিযুক্ত ছিলেন?

২. ৭ই মার্চের ভাষণের আগের দিনগুলোয় ঢাকার পরিস্থিতি কেমন ছিল?

৩. আপনি ব্যক্তিগতভাবে বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ কীভাবে শুনেছেন বা এ সংক্রান্ত অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন?

৪. ৭ই মার্চের ভাষণ সংক্রান্ত সংবাদ পরের দিন ৮ই মার্চ কীভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। অর্থাৎ সংবাদপত্রগুলোর ট্রিটমেন্ট কেমন ছিল?

৫. সংবাদপত্রে প্রকাশিত ছবিগুলো কেমন ছিল?

৬. এ বিষয়ে সংবাদপত্রগুলোয় কোনো ফিচার প্রকাশিত হয়েছিল কি না? যদি প্রকাশিত হয় তাহলে সেগুলোর পরিধি, বিষয়বস্তু ও গুণগণ মান কেমন ছিল?

৭. ৭ই মার্চের ভাষণ কাভারের জন্য সংবাদপত্রগুলোর বিশেষ কোনো ধরনের প্রস্তুতি ছিল কি না?

৮. ৭ই মার্চের ভাষণের পর কীভাবে নিউজগুলো তৈরি করা হয়েছিল?

৯. সম্পাদকীয় ও অন্য বিষয়গুলো কীভাবে প্রকাশিত হয়েছিল?

১০. ১১০ নম্বর সামরিক বিধি ও অন্যান্য বিধি জারি ছিল। তারপরও কীভাবে সাংবাদিকরা ৭ই মার্চের সংবাদ প্রকাশ করেছিলেন?

১১. ১ মার্চ থেকে বাংলাদেশ বা পূর্ব পাকিস্তানের সংবাদপত্রগুলোয় সংবাদ প্রকাশে কোনো গুণগত পরিবর্তন এসেছিল কি না?

৭.১৭ আমি কেন স্বাধীনতার ঘোষক নই
মেজর জেনারেল (অব.) সুবিদ আলী ভূঁইয়া

আমার লেখার শিরোনাম দেখে অনেকেই হয়তো আঁতকে উঠবেন। অবশ্য বর্তমানে যেভাবে স্বাধীনতার ইতিহাস বিকৃতি হচ্চে–তাতে আঁতকে ওঠাটাই স্বাভাবিক। স্বাধীনতার প্রায় তিন যুগ পর আমি কেন নিজেকে স্বাধীনতার ঘোষক হিসেবে দাবি করতে চাই–তার জন্য আমাকে হয়তো হাজারও প্রশ্ন এবং নানান সমালোচনার মুখে পড়তে হবে। বিশেষ করে ঘটনার ৩৪ বছর পর আমার এই দাবি স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন ওঠার মতো। আসলে আমি স্বাধীনতার ঘোষকের দাবিদার হিসেবে এই লেখাটি লিখছি না। লেখাটির প্রকৃত উদ্দেশ্য হলো সাধারণের মধ্যে অর্থাৎ স্বাধীনতার উত্তরসূরি বর্তমান প্রজন্মের কাছে যেভাবে স্বাধীনতার বিকৃত ইতিহাস উপস্থাপনের চেষ্টা চলছে, তার সত্য রক্ষার খাতিরেই স্বাধীনতাযুদ্ধের একজন যোদ্ধা এবং প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে সঠিক ঘটনার উপস্থাপন করার উদ্দেশ্যে আমার এই প্রয়াস।

১৯৭১ সালে দেশমাতৃকাকে শত্রুর কবল থেকে রক্ষা করতে, একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে আমার সক্রিয় অংশগ্রহণ করার সুযোগ হয়েছিল। একজন মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে দেশমাতৃকার জন্য যুদ্ধ করতে পারার জন্য আমি গর্বিত। আমি বিনয়ের সঙ্গে বলছি, আমার এই লেখার জন্য আমাকে কেউ ভুল বুঝবেন না। এই লেখার মাধ্যমে স্বাধীনতার ঘোষক হিসেবে প্রতিষ্ঠা পাওয়ার আমার কোনো ক্ষুদ্র ইচ্ছা মানসিকতাও নেই। তবে পাঠকের মধ্যে অবশ্যই প্রশ্ন আসবে কেন এবং কী উদ্দেশ্যে আমার এই লেখার অবতারণা।

স্বাধীনতার ঘোষণা এবং প্রকৃত ঘোষক নিয়ে গত কয়েক বছর ধরে বহু লেখালেখি ও তর্কবিতর্ক হয়েছে এবং হচ্ছে। বিশেষ করে সাবেক রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের মৃত্যুর অনেক পরে একটি মীমাংসিত বিষয়কে সামনে এনে এই বিতর্কের অবতারণা করা হয়েছে। এ নিয়ে বিভিন্ন সময়ে আমি আমার মতামত পত্রপত্রিকার মাধ্যমে ব্যক্ত করেছি। বিষয়টি নিয়ে দেশের স্বনামধন্য বুদ্ধিজীবীরাও অনেক লেখালেখি করেছেন। সম্প্রতি প্রকাশিত স্বাধীনতার দলিলপত্র পুনর্মুদ্রণে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ: দলিলপত্রে (৩য় খণ্ড) মেজর জিয়ার 'প্রথম স্বাধীনতা ঘোষণা'–নামে একটি বিতর্কিত অধ্যায় সংযুক্ত করা হয়েছে। প্রকাশিত 'প্রথম স্বাধীনতা ঘোষণা' প্রসঙ্গটি পড়ে আমি বিস্মিত ও মর্মাহত হয়েছি। স্বাধীনতার ৩৩ বছর পর কোন উদ্দেশ্যে রক্তে রঞ্জিত আমাদের গৌরবময় এই ইতিহাসকে বিকৃত করে উপস্থাপন করা হচ্ছে এবং

সেটা আবার রাষ্ট্রীয়ভাবে। বিষয়টি নিয়ে মন্তব্য করার আগে নতুন সংযোজিত অধ্যায়ে কী সংযোজন করা হয়েছে তা হুবহু তুলে ধরছি; সেখানে বলা হয়েছে–"মেজর জিয়া তার 'প্রথম স্বাধীনতা ঘোষণা'য় (সংযোজনকারীদের ভাষ্যানুযায়ী!) বলেন–'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম, প্রিয় সহযোদ্ধা ভাইয়েরা, আমি, মেজর জিয়াউর রহমান, বাংলাদেশের প্রভিশনাল প্রেসিডেন্ট ও লিবারেশন আর্মি চিফ হিসেবে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করছি এবং যুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য আবেদন জানাচ্ছি। বাংলাদেশ স্বাধীন। আমরা স্বাধীনতাযুদ্ধে নেমেছি। আপনারা যে যা পারেন সামর্থ্য অনুযায়ী অস্ত্র নিয়ে বেরিয়ে পড়েন। আমাদেরকে যুদ্ধ করতে হবে এবং পাকিস্তানি বাহিনীকে দেশছাড়া করতে হবে। ইনশাল্লাহ, বিজয় আমাদের সুনিশ্চিত।"

স্বাধীনতার দলিলপত্রে এই অংশটি সংযোজনের পর বিষয়টি আমার নজরে আসলে আমি এর প্রতিবাদ করি। এই পরিস্থিতি এবং মিথ্যা ভাষ্য কোনো অবস্থাতেই মেনে নেওয়া যায় না। কেননা এর ফলে সমকাল তথা অনাগত প্রজন্ম বিভ্রান্ত হতে পারে। ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে সমাজ ও সভ্যতা। তাই বিষয়টি নিয়ে কয়েক মাস ভেবেছি, এরই মধ্যে দেশপ্রেমিক এবং আমাদের স্বাধীনতাযুদ্ধের সঙ্গে বিভিন্ন ব্যক্তি ও মহল থেকে প্রকৃত ঘটনা বিবৃত করার জন্য আমাকে জোর তাগিদ দেওয়া হয়। কারণ আমি স্বাধীনতাযুদ্ধ শুরু করেছিলাম চট্টগ্রাম থেকে। যেখান থেকে মেজর জিয়াউর রহমানও যুদ্ধ শুরু করেছিলেন। যাদের বয়স বর্তমানে ৪০-এর নিচে কিংবা যারা মুক্তিযুদ্ধ প্রত্যক্ষ করেনি এবং আমাদের আজকের প্রজন্ম, যাদের মধ্যে সঠিক ইতিহাস জানার গভীর আগ্রহ রয়েছে, তাদের জানার উদ্দেশ্যে আমি প্রকৃত ইতিহাস তুলে ধরার জন্য আমার আজকের এই লেখা। এ অবস্থা গ্রহণ দুঃখজনক হলেও এর আর কোনো বিকল্প নেই। কেননা বিকৃত ইতিহাস নিয়ে একটি জাতি গৌরবের আসনে অধিষ্ঠিত হতে পারে না। আমার দৃঢ়বিশ্বাস, এই লেখা নতুন প্রজন্মকে সঠিক ইতিহাস জানতে বহুলাংশে সহায়তা করবে।

আমরা জানি সেনাবাহিনী একটি সুশৃঙ্খল বাহিনী, যা তার নিজস্ব ঐতিহ্য ও প্রথার ওপর ভিত্তি করে চলে থাকে। এ বাহিনীর প্রথা ও নিয়মের ব্যতিক্রম খুব কমই হয়। এটা ছিল উদ্ভূত পরিস্থিতির ওপর ভিত্তি করে দরবারে দেওয়া একটি বক্তব্য (আদৌ যদি এ ধরনের সাজানো-গোছানো বক্তব্য রেখে থাকেন!)। উল্লিখিত বাক্যগুলোকে আলাদা আলাদাভাবে বিশ্লেষণ করলে দাঁড়ায়–'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম'–হ্যাঁ, সেনাবাহিনীতে দরবারে বিসমিল্লাহ বলে শুরু করার রেওয়াজ আছে। তিনি জওয়ানদের

সম্বোধন করেছেন 'প্রিয় সহযোদ্ধা ভাইয়েরা'–না, সেনাবাহিনীতে অফিসাররা জওয়ানদের ভাই বলে সম্বোধন করেন না। 'আমি, মেজর জিয়াউর রহমান'–না, এটাও ঠিক নয়। কারণ যেহেতু তিনি তার অধীনস্থদের সাথে কথা বলছেন, সেখানে তার নিজের পরিচয় দেওয়ার কোনো প্রশ্নই উঠে না। কারণ, তার অধীনস্থ জওয়ানরা তাকে আগে থেকেই ঘনিষ্ঠভাবে চিনেন এবং জানেন।

'বাংলাদেশের প্রভিশনাল প্রেসিডেন্ট ও লিবারেশন আর্মি চিফ হিসেবে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করছি'–না, এটাও ঠিক নয়, কারণ তিনি জওয়ানদের সঙ্গে কথা বলছেন বিদ্রোহ করার বিষয় নিয়ে, এ সময় স্বাধীনতা ঘোষণার প্রসঙ্গ আসবে কেন? আর ইংরেজি লিবারেশন ও প্রভিশনাল শব্দ দুটির অর্থ সাধারণ জওয়ানদের বোঝারও কথা নয়। 'যুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য আবেদন জানাচ্ছি'–যুদ্ধ তখনও শুরুই হয়নি, অংশগ্রহণের কথা আসছে কেন? আর ঊর্ধ্বতন অফিসার হিসেবে জিয়াউর রহমানের যুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য আবেদনের স্থলে নির্দেশ দেওয়ার কথা। 'বাংলাদেশ স্বাধীন'–ওই মুহূর্তে এটা কোন অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে, তা বোধগম্য নয়। 'আমরা স্বাধীনতাযুদ্ধে নেমেছি'–হ্যাঁ, বিদ্রোহ করার প্রস্তুতির সময় এ ধরনের বাক্য বলা কিছুটা প্রাসঙ্গিক। 'আপনারা যে যা পারেন সামর্থ্য অনুযায়ী অস্ত্র নিয়ে বেরিয়ে পড়েন'–না, এটা ঠিক নয়, কারণ অধীনস্থ জওয়ানরা তাঁর সামনেই রয়েছেন, তাই এভাবে আহ্বান করবেন কেন?

শুধু তা-ই নয়, পাঠ্যপুস্তকের মাধ্যমেও ইতিহাস বিকৃতির দৃষ্টান্ত রয়েছে ইতিহাস বিকৃতকারী এই সরকারের। নবম ও দশম শ্রেণির সামাজিক বিজ্ঞান বইয়ে সংশোধিত সংকলন ২০০১ পুনর্মুদ্রণ, জানুয়ারি ২০০৫ (অসহযোগ ও প্রতিরোধ আন্দোলন) লেখা হয়েছে–'... ২৬ মার্চ সন্ধ্যাবেলায় উক্ত কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে মেজর জিয়াউর রহমান স্বাধীনতা ঘোষণা করেন।' (পৃ. ৮৪)

বিপ্লবী বেতার কেন্দ্রে (কালুরঘাট) প্রথম অনুষ্ঠান শুরু হয় ২৬ মার্চ সন্ধ্যা ৭টা ৪০ মিনিটে। 'আমি বিজয় দেখেছি' এম আর আখতার মুকুল এবং 'একাত্তরের রণাঙ্গন' শামসুল হুদা চৌধুরীর বইয়ে একই তথ্য পাওয়া যায়। সুতরাং মেজর জিয়া ২৬ মার্চ সন্ধ্যায় ঘোষণা/বক্তব্য দেওয়ার সুযোগ পেলেন কীভাবে?

মুক্তিযুদ্ধের প্রথমদিকে অষ্টম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের অনেক অফিসার মেজর জিয়াউর রহমানের সাথে সরাসরি যুদ্ধে জড়িত ছিলেন; তাদের কয়েকজন আজ রাজনীতিক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। স্বাধীনতার এই ইতিহাস

বিকৃতিতে তারা মুখ খুলছেন না কেন? তাছাড়া কালুরঘাট বিপ্লবী বেতার কেন্দ্র খোলার সময় যারা সক্রিয় ভূমিকা রেখেছেন, তাদেরও আজ এ ব্যাপারে এগিয়ে আসা উচিত।

প্রিয় পাঠক, এই বুদ্ধিজীবীরা বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ: দলিলপত্র (৩য় খণ্ডে) ফুটনোটে বলেছেন, '২৬ মার্চ ১৯৭১ রাত্র ২.১৫ মিনিটে (২৫শে মার্চ মধ্যরাতে) তৎকালীন মেজর জিয়াউর রহমানের নেতৃত্বে ৮ম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট বিদ্রোহ ঘোষণা করে এবং মেজর জিয়া ৮ম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের কমান্ডিং অফিসার লে. কর্নেল জানজুয়াকে গ্রেফতার করেন। এরপর তিনি ৮ম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের ব্যাটালিয়ন অফিসার, জেসিও এবং জওয়ানদের একত্রিত করে স্বাধীনতার ঘোষণা দেন।' অন্যদিকে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক প্রকাশিত নবম ও দশম শ্রেণির সামাজিক বিজ্ঞান বইয়ে লেখা হয়েছে–'২৬ মার্চ সন্ধ্যাবেলায় উক্ত কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে মেজর জিয়াউর রহমান স্বাধীনতার ঘোষণা করেন।' এভাবে মেজর জিয়াকে স্বাধীনতার ঘোষক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার বিশেষ মহলের প্রাণপণ চেষ্টা, পাঠকরাই এসব অসলগ্ন তথ্যাদি বিচার বিশ্লেষণ করে দেখুন এগুলো বস্তুনিষ্ঠ কি না। আসলে কোনটা সত্য!

প্রকৃত ঘটনা হচ্ছে, ২৫ মার্চ '৭১ জিয়াউর রহমান তার ঊর্ধ্বতন কমান্ডিং অফিসার লে. কর্নেল জানজুয়ার নির্দেশে সোয়াত জাহাজ থেকে অস্ত্র খালাস করার জন্য বন্দরে যাচ্ছিলেন। রাস্তায় গিয়ে দেখেন ব্যারিকেড। তখন ক্যাপ্টেন খালেকুজ্জামান আগ্রাবাদ নামক স্থানে জিয়াকে পাকিস্তানি আর্মিরা কীভাবে বাঙালি সেনাদের অত্যাচার, নির্যাতন ও হত্যা করছে, তা তাকে অবহিত করেন। এমনই অবস্থায় খালেকুজ্জামান জিয়ার কাছে জানতে চান আমরা কী করব? মেজর জিয়া তখন বললেন, আমরা বিদ্রোহ করব। জিয়াউর রহমান খালেকুজ্জামানকে ফিরে গিয়ে ক্যাপ্টেন অলি আহমদকে ব্যাটালিয়ন তৈরির নির্দেশের কথা জানাতে বলেন। সেদিন গভীর রাতে আড়াই শ সৈন্যের সাথে সমবেত হয়ে পাকিস্তানিদের দুরভিসন্ধির কথা তিনি বলেন। মেজর জিয়া সমবেত সৈন্যদের বিদ্রোহে শরিক হওয়ার আহ্বান জানান।

সেনাবাহিনীর প্রথা অনুযায়ী এটা হলো উদ্ভূত পরিস্থিতির জন্য দরবারে বসে পরিস্থিতি পর্যালোচনা। সেই দরবারে সৈন্যদের উদ্দেশে তিনি মোটিভেশনমূলক বক্তব্য রাখেন। কিন্তু আজ পরিতাপের বিষয় এই যে, মেজর জিয়ার জওয়ানদের উদ্দেশে মোটিভেশনমূলক এই বক্তব্যকে 'প্রথম স্বাধীনতা ঘোষণা' হিসেবে চালিয়ে দেওয়ার প্রয়াস চলছে।

আমার এই বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে পাঠকের কাছে জিয়াউর রহমানেরই স্মৃতিচারণমূলক লেখার কিছু অংশবিশেষ তুলে ধরছি।

মেজর জিয়ার স্মৃতিকথামূলক একটি রচনা ১৯৭২ সালের ২৬ মার্চ দৈনিক বাংলা ও গণবাংলায় প্রকাশিত হয়, যা 'একটি জাতির জন্ম' শিরোনামে ১৯৭৪ সালে সাপ্তাহিক বিচিত্রার স্বাধীনতা দিবস সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। সেলেখায় তিনি বলেছিলেন, 'আমরা বন্দরের পথে বেরুলাম। আগ্রাবাদে আমাদের থামতে হলো। পথে ছিল ব্যারিকেড। এই সময়ে সেখানে এলো মেজর খালেকুজ্জামান চৌধুরী। ক্যাপ্টেন অলি আহমদের কাছ থেকে এক বার্তা এসেছে। আমি রাস্তায় হাঁটছিলাম। খালেক আমাকে একটু দূরে নিয়ে গেল। কানে কানে বলল, তারা ক্যান্টনমেন্ট ও শহরে সামরিক তৎপরতা শুরু করেছে। বহু বাঙালিকে ওরা হত্যা করেছে। এটা ছিল একটা সিদ্ধান্ত গ্রহণের চূড়ান্ত সময়, কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই আমি বললাম–আমরা বিদ্রোহ করলাম। তুমি ষোলশহর বাজারে যাও। পাকিস্তানি অফিসারদের গ্রেফতার করো। অলি আহমদকে বলো ব্যাটালিয়ন তৈরি রাখতে। আমি আসছি।'

তিনি আরও লিখেছেন, 'আমি ব্যাটালিয়নের অফিসার, জেসিও, আর জওয়ানদের ডাকলাম। তাদের উদ্দেশে ভাষণ দিলাম। তারা সবই জানত। আমি সংক্ষেপে বললাম এবং তাদের নির্দেশ দিলাম সশস্ত্র সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে।' মেজর জিয়ার এই উক্তি থেকেই বোঝা যায়, এটা বিদ্রোহ করার পূর্বমুহূর্তের মোটিভেশন লেকচার।

শামসুল হুদা চৌধুরী কর্তৃক লিখিত ও আহমদ পাবলিশিং হাউস কর্তৃক প্রকাশিত 'একাত্তরের রণাঙ্গন' বইয়ে মেজর জিয়াউর রহমানের লেখা একটি ডায়েরির কিছু প্রয়োজনীয় অংশের উদ্ধৃতি দিচ্ছি–'ব্যাটালিয়নের সব অফিসার আর জওয়ানদের এক জায়গায় একত্র করে সংক্ষিপ্ত ভাষণ দিলাম। বললাম আমরা স্বাধীনতা যুদ্ধে নেমেছি। রাত তখন ২টা ১৫ মিনিট ২৬ মার্চ ৭১।' (পৃ. ১৮)

সুপ্রিয় পাঠক, আত্মপ্রচারের জন্য নয়, বরং আপনাদের অবগতির জন্য জানাচ্ছি, আহমদ পাবলিশিং হাউস কর্তৃক প্রকাশিত আমার স্মৃতিচারণমূলক মুক্তিযুদ্ধের প্রথম বই 'মুক্তিযুদ্ধে নয় মাস' প্রকাশিত হয় (জুন, ১৯৭২)।

সেই বইয়ে মুক্তিযুদ্ধের প্রথম লড়াইয়ের (কুমিরার লড়াই) বিস্তারিত বর্ণনা আছে। সেই যুদ্ধে শত্রুপক্ষের কমান্ডিং অফিসার লে. কর্নেল শাহপুর খান এবং একজন লেফটেন্যান্টসহ বিভিন্ন পদের ১৫২ জন পাকিস্তানি সৈন্য নিহত হয়। কুমিরার যুদ্ধের এই সাফল্যই ছিল স্বাধীনতাযুদ্ধে আমাদের টার্নিং পয়েন্ট। এই লড়াইটা ছিল পাকিস্তানি বাহিনীর জন্য একটা বিরাট বিপর্যয়। শত্রুপক্ষের ক্ষয়ক্ষতির দিক থেকে মুক্তিযুদ্ধকালে এটাই ছিল সবচেয়ে বেশি। সেই কুমিরার যুদ্ধে যাওয়ার আগে একটা খোলা ট্রাকের উপর দাঁড়িয়ে (২৬

মার্চ ১৯৭১ বিকাল ৪টা) সমবেত পুলিশ, ইপিআর এবং ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের ৬ শতাধিক সৈনিকের উদ্দেশে একটি মোটিভেশন লেকচারে আমি বলেছিলাম, যা নিম্নরূপ:

'বাঙালি ভায়েরা আমার!

বাঙালি জাতি আজ এক মহাপরীক্ষার সম্মুখীন। ইয়াহিয়া সরকারের লেলিয়ে দেওয়া পশ্চিমা সৈনিকেরা গতকাল রাতের অন্ধকারে আমাদের ক্যান্টনমেন্ট দখল করে নিয়েছে। তারা বাঙালির রক্তে সেখানে রক্তগঙ্গা প্রবাহিত করে দিয়েছে। আমাদের সাথে পশ্চিমাদের এ এক চরম বিশ্বাসঘাতকতা। এতদিন আমরা তাদের ভাই বলে মনে করেছিলাম; কিন্তু তারা আজ আমাদের বুকে মরণাঘাত হেনে সেই বিশ্বাসকে ধুলায় লুটিয়ে দিয়েছে। এই বিশ্বাসঘাতকতার সমুচিত জবাব আমাদের দিতে হবে।

আজ থেকে আমরা আর বিশ্বাসঘাতক ইয়াহিয়া সরকারের অধীনস্থ কর্মচারী নই। আমরা আজ স্বাধীন। আমাদের মাতৃভূমি বাংলার স্বাধীনতা অক্ষুণ্ন রাখতে হলে পশ্চিমা হানাদার দস্যুদের বিতাড়িত করতেই হবে। বাংলার অন্যান্য জায়গায় কী ঘটেছে, আমরা তা এখনো জানি না। কিন্তু আমি বিশ্বাস করি, যেসব বাঙালি ভাই পশ্চিমা দস্যুদের হাত থেকে বেঁচে থাকবেন, তারা অবশ্যই আমাদের সাথে এই স্বাধীনতাসংগ্রামে যোগ দেবেন। কিন্তু মনে রাখতে হবে, স্বাধীনতা রক্ষার এই অগ্নিপরীক্ষায় আমরা যদি উত্তীর্ণ না হতে পারি, তাহলে বাঙালি জাতির স্বকীয় সত্তা অন্তত শতবছরের জন্যে বিলুপ্ত হয়ে যাবে। পশ্চিমারা আমাদেরকে দাসে পরিণত করবে। বাঙালি জাতির ওপর পাশবিক অত্যাচার চালাবে। তাদের ধনসম্পদ সব লুট করে নেবে, বাড়িঘর, গ্রাম-জনপদ জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে ছাই করে দেবে। মা-বোনদের ইজ্জত নষ্ট করবে।

অতএব, আমরা যদি আমাদের দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হই, হানাদার দস্যুদের বিতাড়ন করতে না পারি, তাহলে ভবিষ্যৎ বংশধরেরা আমাদের কিছুতেই ক্ষমা করতে পারবে না। ইতিহাসে বাঙালি জাতির এক কলঙ্কময় অধ্যায় রচিত হবে।

শাসনতান্ত্রিক উপায়ে যখনই আমরা আমাদের সব অধিকার আদায়ের চেষ্টা করেছি, তখনই পশ্চিমা শাসকচক্র আমাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করেছে। তারা বাংলাদেশকে উপনিবেশ হিসেবে শোষণের কৌশল অব্যাহত রেখেছে। আমরা পশ্চিমা শাসকদের বহু অত্যাচার নিপীড়ন সহ্য করেছি। কিন্তু তাদের বর্তমান বিশ্বাসঘাতকতা সবকিছু ছাড়িয়ে গেছে। অতএব, আর নয়। বাঙালি জাতি আর কোনো অত্যাচার-নিপীড়ন সহ্য করবে না। বাঙালি নতুন ইতিহাস রচনা করবে।'

খোলা ট্রাকে দাঁড়িয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখলাম একটি হেলিকপ্টার উড়ে আসছে। সমবেত সৈনিকদের উদ্দেশে বললাম, আকাশে একটি হেলিকপ্টার দেখা যাচ্ছে। আমার মনে হয়, দু-একদিনের মধ্যেই শহরে বোমাবর্ষণ শুরু হবে, ফলে আগুন জ্বলবে, বহু মানুষ প্রাণ হারাবে। কিন্তু এতে পিছপা হলে চলবে না। আমরা সংখ্যায় অল্প; কিন্তু মনোবল আমাদের সুদৃঢ়। বাংলার সাড়ে সাত কোটি মানুষকে আমরা দাসত্বের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করবই। জয় আমাদের অবশ্যম্ভাবী।

আমাদের হাতে সময় কম। এক্ষুনি সংবাদ পাওয়া গেল শত্রুবাহিনী শুভপুর ব্রিজ অতিক্রম করে এগিয়ে আসছে। অতএব আমরা শপথ গ্রহণ করছি যে, আমাদের শেষ সৈনিক জীবিত থাকা পর্যন্ত আমরা শত্রুর বিরুদ্ধে বীরবিক্রমে লড়াই করে যাব। শত্রুসৈন্যের সংখ্যাধিক্যে আমাদের মনোবল হারাবার কোনো কারণ নেই, মনে রাখতে হবে, এই ন্যায় ও সত্যের সংগ্রামে আল্লাহ আমাদের সহায়। আসুন, আমরা বীরবিক্রমে সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ি।

'খোদা হাফেজ। জয় বাংলা।'

আমার এই মোটিভেশন লেকচারে বিশেষ যে কথাগুলো এসেছিল–'ইয়াহিয়া সরকারের লেলিয়ে দেওয়া পশ্চিমা সৈনিকরা গতকাল রাতের অন্ধকারে আমাদের ক্যান্টনমেন্ট দখল করে নিয়েছে। আমাদের সাথে পশ্চিমাদের এ এক চরম বিশ্বাসঘাতকতা। এই বিশ্বাসঘাতকতার সমুচিত জবাব আমাদের দিতেই হবে। আজ থেকে আমরা আর বিশ্বাসঘাতক ইয়াহিয়া সরকারের অধীনস্থ কর্মচারী নই। আমরা আজ স্বাধীন। বাঙালি নতুন ইতিহাস রচনা করবে। বাংলার সাড়ে সাত কোটি মানুষকে আমরা দাসত্বের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করবই। আসুন, আমরা বীরবিক্রমে ঝাঁপিয়ে পড়ি।'

এই ভাষণে যে বিষয়গুলো গুরুত্ব পেয়েছিল তা হলো–শত্রুচিহ্নিত, প্রকাশ্য বিদ্রোহ, প্রচণ্ড ক্ষোভ, প্রতিশোধ স্পৃহা, দেশ স্বাধীনের দীপ্ত শপথ, যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার প্রেরণা জোগানোর কথা এবং 'আমরা আজ স্বাধীন'–মানেই প্রকাশ্য স্বাধীনতা ঘোষণা করা। এখানে একটি কথা উল্লেখ না করলেই নয়, আমি যখন এই বক্তব্যটি রাখি, তখন আমার বয়স ছিল ২৫ বছর ৮ মাস। আর চাকরির বয়স ছিল মাত্র ৫ বছর ৩ মাস।

শুধু তা-ই নয়, সেসময় কালুরঘাটস্থ বিপ্লবী বেতার কেন্দ্র থেকে ২৯ মার্চ '৭১ আমার নামে একটা ঘোষণা বারবার প্রচারিত হয়েছিল। ঘোষণাটি সংক্ষেপে ছিল এরকম–'যার যার অস্ত্র নিয়ে লালদীঘির ময়দানে ক্যাপ্টেন ভূঁইয়ার কাছে রিপোর্ট করুন।'

এখানে ঘোষণায় স্থান, অস্ত্র এবং ব্যক্তির কথা উল্লেখ ছিল। সেদিনের পরিস্থিতিতে এ ধরনের ঘোষণা কতটা ঝুঁকিপূর্ণ ছিল, তা পাঠককুল

আপনারাই অনুধাবন করুন। সেই বিদ্রোহ যদি অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়ে যেত, তাহলে আমাদের ভাগ্যে কী ঘটত, তা আজ বলার অপেক্ষা রাখে না।

পাঠকরা অবশ্য অবগত আছেন, হাসান হাফিজুর রহমান সম্পাদিত বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ: দলিলপত্র (১৫ খণ্ড) আমাদের একটি ঐতিহাসিক অমূল্য সম্পদ (১৯৮২ সালে এটি প্রথমবারের মতো মুদ্রিত হয়)। উল্লেখ্য, এই প্রকল্পটির কাজ শুরু হয় জিয়াউর রহমান যখন রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় ছিলেন তখন। আমার ধারণা, জিয়াউর রহমান নিজ অবদানের বাইরে কোনো বাড়তি সুবিধা নিয়ে ইতিহাসকে বিতর্কিত করতে চাননি। তাই তিনি এই দলিলপত্রে সংযোজিত তথ্যাদি সংযোজনের ক্ষেতে কোনোরূপ হস্তক্ষেপ করেননি। অথচ আজকে তার দল, দলের অনুগত কতিপয় বুদ্ধিজীবী, যারা জিয়াউর রহমানকে বাড়তি সম্মান দেখাতে গিয়ে অসত্য তথ্য সংযোজন করে তার প্রতি প্রকৃতপক্ষে অসম্মানই দেখাচ্ছেন।

তবে এ কথা অনস্বীকার্য যে, মেজর জিয়া ২৭ মার্চ সন্ধ্যায় কালুরঘাটস্থ বিপ্লবী বেতার কেন্দ্র থেকে একটি ঘোষণা দিয়েছিলেন। বঙ্গবন্ধুর পক্ষে সেই ঘোষণা ৩০ মার্চ ওই কেন্দ্রে পাকিস্তানি বোমারু বিমান আঘাত হানার আগ পর্যন্ত বারবার প্রচারিত হয়েছিল। মুক্তিযুদ্ধের প্রথমদিকে বঙ্গবন্ধুর পক্ষে জিয়াউর রহমানের সেই ঘোষণা বিশেষ ভূমিকা রেখেছিল, যা আজ ইতিহাসের অংশবিশেষ। এ নিয়ে কারও কোনো বিতর্ক নেই। কিন্তু তথাকথিত দলীয় ভাবধারায় শিক্ষিত বুদ্ধিজীবীরা অতি উৎসাহী হয়ে এই ঘোষণাকে পুঁজি করে জিয়াউর রহমানকে দিয়ে 'প্রথম স্বাধীনতা ঘোষণা'র যে দাবি তুলেছেন, এর বাস্তবসম্মত কোনো ভিত্তি নেই।

আসলে জিয়াউর রহমান দরবারে মোটিভেশনমূলক যে কথাবার্তা বলছিলেন, এর হুবহু ভাষ্য বা প্রমাণ নেই। তবে এর প্রমাণ হচ্ছে যারা তখন উপস্থিত থেকে তার ভাষ্য শুনেছিলেন। আজ স্বাধীনতার ৩৪ বছর পর এসব তথাকথিত বুদ্ধিজীবী তাদের মনগড়া শব্দাবলির মাধ্যমে গুছিয়ে গুছিয়ে অসত্য প্রকাশের আশ্রয় নিয়েছেন। গত ৩৪ বছর এই ভাষণ/ঘোষণা সম্পর্কে কোথাও কেউ কিছু বলেনি, কোথাও কোনো রেফারেন্স হিসেবে আসেনি, জিয়াউর রহমান তার লেখায়ও এইরূপ কোনো দাবি কখনো প্রকাশ করেননি। তাহলে আজকের জ্ঞানতাপস বুদ্ধিজীবীরা এত সুন্দর গুছাল শব্দমালা বা বাক্যগুলো পেলেন কোথায়? সত্যি করে বলতে গেলে বলতে হয় স্বাধীনতার দলিলপত্র (৩য় খণ্ড)-এ যা সংযোজন করা হয়েছে, তা একটা ফরমায়েশি ভাষণ।

আমার লেখা শেষ করার আগে নতুন প্রজন্মের উদ্দেশে বলছি–তোমরা ভ্রান্ত ইতিহাসের অনুগামী হইও না। গুটিকয়েক তথাকথিত বুদ্ধিজীবী ও নেতাকর্মী ছাড়া কেউ এ ফরমায়েশি তথ্য বিশ্বাস করবে না। বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ দলিলপত্র (৩য় খণ্ড)-এ এবং নবম ও দশম শ্রেণির সামাজিক বিজ্ঞান বইয়ে যে তথ্য দেওয়া আছে, তা সত্যি নয়। বাংলাদেশের স্বাধীনতা দলিলপত্রে যখন ওই মিথ্যা তথ্যটি সংযোজন করা হয়, তখন আমি এর প্রতিবাদ করেছিলাম। সেসময় এই তথ্য সত্য নয় বলে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছিলাম; কিন্তু কেউ আমার এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেননি।

প্রিয় পাঠক, মেজর জিয়ার সেদিনের দরবারের বক্তব্যকে যদি আজ 'প্রথম স্বাধীনতার ঘোষণা' বলে চালিয়ে দেওয়ার চেষ্টা চলে, তাহলে কুমিরার যুদ্ধে যাওয়ার পূর্বে আমি জওয়ানদের উদ্দেশে যে প্রেরণামূলক বক্তব্য বা লেকচার রেখেছিলাম সে বক্তব্য আজ কোথায় স্থান দেবেন এইসব তথ্য বিকৃতকারী বুদ্ধিজীবীরা?

আসলে মেজর জিয়াউর রহমান কর্তৃক ২৬ মার্চে ঘোষণা একটি রাজনৈতিক ধূম্রজাল সৃষ্টির অপচেষ্টা ছাড়া আর কিছুই নয়। সত্য চিরকালই সত্য। আর মিথ্যা অনেক মিথ্যারই জন্ম দেয়। হিটলারের তথ্যমন্ত্রী অপপ্রচারের মাধ্যমে মিথ্যাকে সত্যে পরিণত করার চেষ্টা করেছিলেন; কিন্তু পারেননি। কালের পরিক্রমায় এটাও উত্তীর্ণ হবে না। সত্যই টিকে থাকবে।

তর্কের খাতিরে যদি জিয়ার এই বক্তব্যকে সত্য বলে ধরেও নিই, তাহলে ইতিহাসে আমার স্থান কোথায়? আমিও কি নিজেকে স্বাধীনতার ঘোষক হিসেবে দাবি করতে পারি না! আমি কেন স্বাধীনতার ঘোষক নই?

সূত্র: মেজর জেনারেল (অব.) সুবিদ আলী ভূঁইয়া, আমি কেন স্বাধীনতার ঘোষক নই, আহমদ পাবলিশিং হাউস, ঢাকা, ২০১২, পৃষ্ঠা: ৯-১৮

৭.১৮ সাক্ষাৎকার: বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চ ভাষণের সংবাদ

'ওই সময় অনেক সংবাদপত্র বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ ঠিকঠাক বুঝতে পারেনি। ভাষণে বঙ্গবন্ধু চার দফা দাবির মধ্য দিয়ে স্পষ্টভাবে স্বাধীনতার কথা বলেছিলেন, এটা অনেক সংবাদপত্র ঠিক উপলব্ধি করতে পারেনি। তবে সার্বিকভাবে বড়ো বড়ো ছবির সঙ্গে ভালোভাবেই সংবাদপত্রগুলো ৭ই মার্চের ভাষণের সংবাদ প্রকাশ করেছিল' –জাফর ওয়াজেদ

জাফর ওয়াজেদ প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)-এর মহাপরিচালক। একুশে পদকপ্রাপ্ত সাংবাদিক, কবি ও সাংবাদিক সংগঠক। দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে তিনি বিভিন্ন সংবাদপত্রে নানা পদে দায়িত্ব পালন করেছেন। পেশাগত সাংবাদিকতা শুরু দৈনিক সংবাদে। বিভিন্ন সময়ে তিনি দৈনিক সংবাদের জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক, বাংলাবাজার পত্রিকা ও দৈনিক মুক্তকণ্ঠের প্রধান প্রতিবেদক হিসেবে কাজ করেছেন। সর্বশেষ দৈনিক জনকণ্ঠের সহকারী সম্পাদক ছিলেন। জাফর ওয়াজেদের কর্মমুখর সাংবাদিকতা জীবন বহুমাত্রিকতায় পরিপূর্ণ। সাংবাদিকতার প্রথম পর্যায়ে তিনি ব্যতিক্রমী বিভিন্ন প্রতিবেদন ও ফিচার লিখে খ্যাতি অর্জন করেন। পরে সংবাদপত্রে কলাম লিখে জনপ্রিয়তা লাভ করেন। প্রতিকূল, চরম বৈরী পরিবেশে তাঁর কলম মুক্তিযুদ্ধের চেতনার কথা বলেছে, অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশের কথা বলেছে।

সাংবাদিক ইউনিয়ন নেতা হিসেবেও তাঁর খ্যাতি রয়েছে। বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়ন (বিএফইউজে), ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়ন (ডিইউজে) ও ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটি (ডিআরইউ)-এর বিভিন্ন পর্যায়ে নেতৃত্ব দিয়েছেন। তিনি বিএফইউজের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি ছিলেন। জাফর ওয়াজেদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা সাহিত্যে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালে ছাত্ররাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। বাংলাদেশ ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় কমিটিতে বিভিন্ন পদে দায়িত্ব পালন করেছেন। পাশাপাশি সাবেক এই ছাত্রনেতা দুই মেয়াদে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের (ডাকসু)-এর সদস্য ও সাহিত্য সম্পাদক ছিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সিনেটে ছাত্র প্রতিনিধির দায়িত্ব পালন করেছেন। পিআইবি'র মহাপরিচালকের দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি জাফর ওয়াজেদ বর্তমানে সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্টের ব্যবস্থাপনা পরিচালকের দায়িত্বেও নিয়োজিত রয়েছেন।

সাংবাদিকতায় গৌরবজনক বিশেষ অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে জাফর ওয়াজেদকে ২০২০ সালের 'একুশে পদক'-এ ভূষিত করা হয়েছে।

মিনহাজ: ১৯৭১ সালে আপনার বয়স কত ছিল? বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণের আগের বাংলাদেশের সার্বিক পরিস্থিতি সম্পর্কে জানতে চাই?

জাফর ওয়াজেদঃ ১৯৭১ সালে আমি নবম শ্রেণির ছাত্র। আমার বয়স তখন ১৩ বছরের কিছু কম। ১৯৭১ সালের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত আমাদের স্কুলে ক্লাস হয়েছে। ১ মার্চের পর সব ক্লাস বন্ধ হয়ে যায়। ৭ই মার্চের জনসভার প্রচার-প্রচারণা আগে থেকেই জোরেশোরে হয়েছিল। বঙ্গবন্ধু ৭ই মার্চ রেসকোর্স ময়দানে ভাষণ দেবেন এবং গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রাখবেন–এ বিষয়টি সবাই মুখে মুখে জেনেছেন। দেশবাসী এই ভাষণের জন্য অপেক্ষা করছিল। জনগণ মনে করেছিল বঙ্গবন্ধু এ ভাষণে গুরুত্বপূর্ণ নীতিনির্ধারণী সিদ্ধান্ত দেবেন। যে সিদ্ধান্তে বাঙালি একটি স্বাধীন জাতি হিসেবে স্বাধীন সত্তা লাভ করবে। এর আগে পাকিস্তানের সামরিক জান্তা শাসক ইয়াহিয়া খান ১ মার্চ পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত ঘোষণা করে। তখন সারা বাংলাদেশ গর্জে ওঠে। এই গর্জে ওঠাটা কেউ আলোড়িত করেছে বলে নয়, স্বতঃস্ফূর্তভাবে জনগণের মাঝে ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছিল এবং ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশে জনগণ ঘর থেকে রাজপথে নেমে আসে। বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন কর্মসূচি দ্রুত বদলে গেল। স্টেডিয়ামে খেলা হচ্ছিল, সেই খেলা বাতিল। সারাদেশের মানুষের মনে এক ধরনের উৎকণ্ঠা। মানুষের সামনে সেদিন স্পষ্ট হলো, পাকিস্তানিরা চায় না বাঙালিরা কোনো অবস্থাতেই ক্ষমতায় আসুক। এমনকি প্রত্যন্ত গ্রামেও এই খবর বেতার মারফত দ্রুত ছড়িয়ে পড়ল। গণপরিষদের অধিবেশন স্থগিত করে ইয়াহিয়া খান যে বক্তব্য রাখলেন এবং যে ঘোষণা দিলেন, তা ছিল বাঙালির আশা-আকাঙ্ক্ষার সম্পূর্ণ বিপরীত।

মিনহাজঃ কিন্তু একটি জাতিকে স্বাধীনতা অর্জনের চূড়ান্ত পর্যায়ে নিয়ে আসা খুব সহজ কাজ ছিল না? বঙ্গবন্ধু কীভাবে পারলেন। তাঁর রাজনৈতিক প্রজ্ঞার কোন বিষয়টি এ সময় কাজে এসেছিল?

জাফর ওয়াজেদঃ ১৯৭০-এর নির্বাচনে এদেশের মানুষ ভোট দিয়েছিল ছয়-দফার ভিত্তিতে। কারণ ছয়-দফা নিয়ে বঙ্গবন্ধু এ দেশের মানুষের কাছে গিয়েছিলেন। ভোটে জনগণ ছয়-দফার পক্ষে সমর্থন দেয়। জনগণ স্পষ্ট করেছিল তারা স্বাধিকার চায়। বঙ্গবন্ধু সেই ১৯৬৪ সাল থেকেই স্বাধিকারের জন্য আন্দোলন করে এসেছেন। স্বাধিকার আন্দোলনের জন্য বঙ্গবন্ধু একা একাই এগিয়েছেন। এখানে শেখ মুজিবুর রহমান অন্য বড়ো বড়ো রাজনৈতিক দল থেকে সমর্থন পাননি। এমনকি আওয়ামী লীগ থেকেই কিছু জাঁদরেল নেতা দল ছেড়ে বেরিয়ে আলাদা পার্টি করলেন। তাঁদের মধ্যে প্রধান ছিলেন আতাউর রহমান (১৯৬৯ সালে জাতীয় লীগ নামে একটি দল গঠন করেন), আব্দুস সালাম ও অন্য নেতারা। শাহ আজিজুর রহমানও

বেরিয়ে গেলেন। তখনই বঙ্গবন্ধু বুঝলেন, পথটা তাঁকে একাই চলতে হবে। রবীন্দ্রনাথের সেই বিখ্যাত গান, 'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে, তবে একলা চলো রে'–এই গানটির মতো তাঁকে একা চলতে হবে। গানটি বঙ্গবন্ধুরও খুব প্রিয় ছিল। গানটি মহাত্মা গান্ধীও পছন্দ করতেন। বঙ্গবন্ধু সেই একলা চলো নীতি অবলম্বন করলেন।

মিনহাজঃ কিন্তু এতে বঙ্গবন্ধুর বিরোধিতা বেশি হওয়ার কথা। আমরা যতদূর জানতে পারি, অনেক রাজনৈতিক দল বঙ্গবন্ধুর সেই সময়ের রাজনীতি এমনকি ছয়-দফা মানতে চাননি?

জাফর ওয়াজেদঃ সত্তরের নির্বাচনে বঙ্গবন্ধু স্বাধিকারের জন্য কোনো জোট করলেন না। ছয়-দফার পক্ষে তিনি এককভাবে আওয়ামী লীগকে নিয়ে লড়াই করলেন। বিদেশি সাংবাদিকরা বঙ্গবন্ধুকে প্রশ্ন করেছিলেন–'আপনি যখন স্বাধিকারের দাবি করছেন, তখন তো আপনি জোটবদ্ধভাবে নির্বাচন করতে পারতেন। আপনি কেন জোট করলেন না?' বঙ্গবন্ধু উত্তরে বলেছিলেন, 'জোটবদ্ধ নির্বাচন করতে আমি আগ্রহী নই। কারণ অতীতে অনেক তিক্ত অভিজ্ঞতা রয়েছে।' এটা তো সত্যিই। ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্ট সরকার টিকতে পারেনি। পরবর্তীকালে যেসব ফোরাম হয়েছিল, সেগুলো টিকতে পারেনি। তিনি এ কথা বললেন যে, জোট করে ক্ষমতায় এলে অন্য দলের দাবিদাওয়া পূরণ করতে গিয়েই মূল কর্মসূচি পালন করা যায় না। এসব তিক্ত অভিজ্ঞতার কারণেই বঙ্গবন্ধু কোনো জোট করতে চাননি। এটা বাস্তব সত্যি যে, সেসময় অনেক রাজনৈতিক দলই বঙ্গবন্ধুর সহগামী হতে চায়নি এবং অধিকাংশই ছয়-দফার বিরোধিতা করেছিল। ভাসানী ন্যাপ, ওয়ালী ন্যাপ ছয়-দফার সারাসরি বিরোধিতা করেছিল। তারা সভা-সমাবেশে বলত, 'ছয়-দফা মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা সিআইএ-এর প্রণীত দলিল'।

মিনহাজঃ ১ মার্চ ১৯৭১ যখন গণপরিষদের অধিবেশন স্থগিত হলো, তখন তো ঢাকার অগ্নিগর্ভ অবস্থা। তখন কিছু পত্রপত্রিকা ছিল সরকারপন্থি আবার কিছু স্বাধিকার আন্দোলনের পক্ষে কাজ করছিল। একাডেমিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে সেই সময় পাবলিক এজেন্ডা মিডিয়ার এজেন্ডা ঠিক করে দিচ্ছিল। আবার কিছু কিছু পত্রিকা ঝুঁকি থাকার পরও স্বতঃপ্রণোদিত হয়েই স্বাধিকার আন্দোলনের পক্ষে অবস্থান নিয়েছে। ওই সময়ে সাংবাদিকতা ও সংবাদপত্রের ভূমিকা আপনি কীভাবে মূল্যায়ন করবেন?

জাফর ওয়াজেদঃ ১ মার্চের পরেই আমাদের সংবাদপত্রগুলোর অবস্থানে গুণগত পরিবর্তন আসে। প্রকৃতপক্ষে পরিবর্তনটা ১ মার্চের পর থেকেই

পুরোপুরি নয়, শুরু হয়েছিল ১৯৭০-এর নির্বাচনে আওয়ামী লীগের বিপুল বিজয়ের পর থেকেই। তখনকার সংবাদপত্রগুলোয় বাঙালি জাতীয়তাবাদ, বাঙালির স্বাধিকার আন্দোলন ইত্যাদি বিষয়গুলো পত্রিকার পাতায় প্রতিফলিত হচ্ছিল। আমরা দেখলাম সরকারের ট্রাস্টের পত্রিকা দৈনিক পাকিস্তান, মর্নিং নিউজ এগুলোর পলিসিতেও বেশ বড়ো পরিবর্তন এসেছে। দৈনিক পাকিস্তান সরকারের ট্রাস্টের পত্রিকা হলেও তারা বাঙালির অধিকার আন্দোলনের সংবাদগুলো যথাযথভাবেই ছেপেছে। তবে মর্নিং নিউজ কোনো কোনো ক্ষেত্রে খুব বিরূপ ভূমিকা পালন করেছে। ১৯৬৯ সালে মর্নিং নিউজের কার্যালয় জনগণ একবার পুড়িয়ে দিয়েছিল। তবে দৈনিক পাকিস্তানের ক্ষেত্রে তা হয়নি। তারা মোটামুটি জনগণের সঙ্গে সম্পৃক্ত বিষয়গুলোকে সামনে এনেছে। পাকিস্তান সরকারের বক্তব্যও ছেপেছে আবার বাঙালির অধিকারের বিষয়ের যে ঘটনাগুলো ছিল, সেগুলোও ছেপেছে। আবার পাকিস্তানি প্রভাবশালী অন্য ব্যক্তিদের পত্রিকাগুলো যদি আমরা দেখি, তাহলে দেখতে পাই পূর্বদেশ, অবজারভার–এই পত্রিকাগুলোও বাঙালির জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে তখন থেকেই সমর্থন করা শুরু করেছে। বিশেষত বাংলা সংবাদপত্র পূর্বদেশ তখন থেকেই প্রচুর ফিচার নিউজ করেছে। তুলনায় মুজাফফর ন্যাপের পত্রিকা বা ওয়ালী ন্যাপের কাগজ দৈনিক সংবাদের অবস্থান আবার শেখ মুজিবুর রহমানের পক্ষে ছিল না।

মিনহাজঃ আপনার মূল্যায়নে সংবাদপত্রগুলোর চরিত্র পরিবর্তনের কথা জানলাম। কিন্তু সংবাদপত্রগুলোয় ঠিক কী ধরনের পরিবর্তন এসেছিল, তা যদি একটু উল্লেখ করতেন?

জাফর ওয়াজেদঃ আসুন শুরু করি সংবাদ দিয়ে। আন্দোলন-সংগ্রামের অনেক গুরুত্বপূর্ণ খবর-সংবাদ সংবাদপত্রটি ছাপেনি। এখানে মূল কারণ ছিল, সংবাদ তখন মুজাফফর ন্যাপ-ওয়ালী ন্যাপের মুখপত্র। আবার ১৯৭০-এর নির্বাচনে তারা আওয়ামী লীগের বিরোধিতা করেছিল। বহু জায়গায় শেখ মুজিবুর রহমানের সমালোচনা করেছিল। পত্রিকাটি সে অবস্থান থেকে সরে আসার সময়টি ততদিনেও পায়নি। যে কারণে সংবাদের ভূমিকাটা সেরকম দেখতে পাইনি আমরা। আবার ৭ই মার্চের পরে সংবাদের মাধ্যেও গুণগত পরিবর্তন এসে গেল। কারণ তখন শেখ মুজিবের আন্দোলন-সংগ্রামের প্রতি ওয়ালী ন্যাপের সমর্থন তৈরি হতে থাকে। যেসব পত্রিকা ফেব্রুয়ারিতেও একটু ধীরগতিতে এগোচ্ছিল, তারাও ১ মার্চে পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত করা হলে পুরো জাতির জেগে ওঠার পরিপ্রেক্ষিতে সংবাদপত্রগুলোর গুণগত পরিবর্তন দেখা যায়। অনেক সংবাদপত্রই জনমানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন হয়ে দাঁড়ায়। বিশেষ করে ২ মার্চের পর পাকিস্তানি সেনাবাহিনী এবং অবাঙালিরা বিভিন্ন স্থানে বাঙালির ওপর হামলা চালায়। ১ মার্চ থেকে ২৫ মার্চ পর্যন্ত বহু বাঙালিকে হত্যা করা হয়। ঢাকা, সৈয়দপুর, চট্টগ্রাম ইত্যাদি বিভিন্ন জায়গায় চলে এই হত্যাকাণ্ড। বিক্ষোভ মিছিলে আর্মিরা গুলি চালিয়েছে, মানুষ মারা গেছে। বঙ্গবন্ধু তাঁর ৭ই মার্চের ভাষণে সেসব শহিদের কথা বলেছিলেন।

৭ই মার্চের ভাষণের আগে সংবাদপত্রের বিজ্ঞাপনের ভাষাও পালটে গেল। ৩ বা ৪ মার্চ থেকে দেখা গেল, পত্রিকার পাতায় ব্যাংকের যে বিজ্ঞাপন দেওয়া হতো, সেই বিজ্ঞাপনের ভাষায় বাঙালি স্বাধিকার, বাঙালির অধিকার, বাঙালির জাতীয়তাবাদ, শেখ মুজিব– এসব প্রসঙ্গ চলে আসে। এমনকি রবীন্দ্রনাথের কবিতাও বিজ্ঞাপনে উদ্ধৃত হতে দেখা যায়। 'বাংলার মাটি, বাংলার জল পুণ্য হউক'- এই কবিতা দিয়েও অনেক বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়েছে। বিজ্ঞাপনের পাশাপাশি দেখা গেল বাংলাদেশে পাকিস্তান ওরিয়েন্টেড প্রতিষ্ঠানগুলোর যেসব শাখা রয়েছে, তারাও তাদের বিজ্ঞাপনগুলোয় বাঙালির জাতীয়তাবাদের পক্ষে অবস্থান নিচ্ছে। সংবাদপত্রগুলোর সম্পাদকীয় ভাষাও পালটে যায়। সম্পাদকীয়তে বাঙালির করণীয়, শেখ মুজিবের নির্দেশ, শেখ মুজিবের করণীয় ইত্যাদি বিষয়গুলো উঠে এসেছে। একই সঙ্গে আওয়ামী লীগের নির্দেশনাবলি গুরুত্বের সঙ্গে প্রথম পৃষ্ঠায়ই ছাপা হয়েছে। আবার যারা উপসম্পাদকীয় লিখেছেন, তারা পাকিস্তানের সামরিক জান্তা শাসকের বিরোধিতা করেছেন। কী কারণে এবং কেন পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত করা হলো, সে বিষয়ে লেখালেখি হয়েছে। যে আজাদ পত্রিকা মুসলীগ লীগের পত্রিকা হিসেবে চিহ্নিত ছিল এবং বিভিন্ন সময়ে রক্ষণশীল ভূমিকা পালন করেছে, সেই আজাদ পত্রিকা ১৯৭১ সালে বাঙালির স্বাধিকারের পক্ষে অবস্থান নেয়।

মিনহাজঃ দৈনিক সংগ্রাম বা অন্যান্য কট্টর পাকিস্তানপন্থি সংবাদপত্রগুলোর কী অবস্থান ছিল ?

Sheikh Mujib addressing the sea of crowd at the Race Course Maidan yesterday. Photo—The People

জাফর ওয়াজেদঃ সাবেক গভর্নর মোনায়েম খানের পত্রিকা 'পয়গম'। যেটি ১৯৬৯ সাল থেকেই চরিত্র কিছুটা পালটাচ্ছিল। ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানে মোনায়েম খানের ছাত্র সংগঠন বিভক্ত হয়ে যায়। একটি অংশ কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের সঙ্গে অন্তর্ভুক্ত হয়। ১৯৭১-এর ওই সময়টায় পয়গম পত্রিকার চেহারাও পালটে যায়। জামায়াতে ইসলামীর মুখপত্র 'সংগ্রাম', যাতে জামায়াতে ইসলামীর বিবৃতিগুলো বড়ো করে ছাপা হতো। শেখ মুজিবের সংবাদও থাকত, আবার পাকিস্তানি জান্তা শাসকদের সংবাদও থাকত। তারা একটা ব্যালেন্স করার চেষ্টা করত। তারা দেখছে, বাঙালির জাতীয়তাবাদের বিকাশ ঘটছে এবং স্বাধিকার আন্দোলন তীব্র হচ্ছে। জামায়াত এই আন্দোলনের ঘোর বিরোধী হলেও প্রকাশ্যে এই আন্দোলনের বিরুদ্ধে অবস্থান নিতে পারেনি। বিশেষ করে জামায়াতের যে বিবৃতিগুলো ছিল সে সময়, অবিলম্বে শেখ মুজিবের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের দাবি তোলা হয়েছে। অস্তিত্ব রক্ষার জন্য তারা সেটা দিয়েছে। এমনকি নুরুল আমিন যিনি ১৯৭০-এর নির্বাচনে পিডিএফ (পাকিস্তানি ডেমোক্রেটিক পার্টি) থেকে নির্বাচিত হয়েছিলেন, তিনিও শেখ মুজিবের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের দাবি তুলেছিলেন। যদিও পরে তারা পাকিস্তানের পক্ষে কাজ করেছেন। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীকে সহযোগিতা করেছে। যখন জনগণের ক্ষোভ-বিক্ষোভ হয়েছে, তখন সংবাদপত্রগুলো গণবিরোধী ভূমিকা নিতে সাহস করেনি। মওলানা ভাসানী 'ভোটের আগে ভাত চাই, ব্যালট বাক্সে লাথি মারো' বলে পাকিস্তানি শাসক জান্তার পক্ষে অবস্থান নিয়েছিলেন ১৯৭০-এর নির্বাচনে তার দলের প্রার্থী ঘাটতির কারণে ক্যান্ডিডেট দিতে পারেননি, সেই তিনি একাত্তরে এসে পল্টন ময়দানে সমাবেশ করে বললেন শেখ মুজিবের হাতে দ্রুত ক্ষমতা ছেড়ে দিতে হবে। ২ থেকে ৬ মার্চ প্রায় সব পত্রিকা, সম্পাদকীয়র ভাষা ছিল শেখ মুজিবের হাতে ক্ষমতা ছেড়ে দেওয়ার জন্য।

মিনহাজঃ এই উত্তাল সময়টাতে দেশে ঠিক আর কী কী গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটছিল। আর সেসব ঘটনাপ্রবাহে সংবাদপত্রগুলো কি তাদের আধেয় পরিবর্তনে বাধ্য হয়েছিল?

জাফর ওয়াজেদঃ উত্তাল সেই সময়ে ছাত্র সংগঠনগুলো ইতোমধ্যে সামরিক প্রশিক্ষণ নেওয়া শুরু করে দিয়েছে। তারা রাজপথে মিছিল করছে। সারাদেশে একটা উত্তাল অবস্থা। এর পাশাপাশি ক্রমশ পেশাজীবীরাও রাস্তায় নেমে আসেন। সেনাবাহিনীদের সাবেকদের একটি সংগঠন, তারাও রাস্তায় এসে বঙ্গবন্ধুর পক্ষে অবস্থান নিয়েছে এবং বঙ্গবন্ধুর পক্ষে ক্ষমতা ছেড়ে দেওয়ার দাবি তুলতে থাকে। পরবর্তীকালে দেখা গেল, পূর্ব পাকিস্তান পুলিশ এবং পূর্ব পাকিস্তান রাইফেলস (ইপিআর) তারাও শেখ মুজিবের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেছে এবং শেখ মুজিবের নির্দেশকে বাস্তবায়নে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। এমন পরিস্থিতিতে সংবাদপত্রগুলোর বাঙালি জাতীয়তাবাদের আন্দোলনবিরোধী অবস্থান নেওয়ার কোনো সুযোগ ছিল না।

মিনহাজঃ ইত্তেফাক, আজাদ, সংবাদ, পূর্বদেশ, দৈনিক পাকিস্তান, দ্য পিপল এবং পাকিস্তান অবজারভার পত্রিকাগুলোয় ১৯৭১-এর ৭ই মার্চের ভাষণ নিয়ে আপনার মূল্যায়ণ কী? বিশেষ করে ইত্তেফাকের কথা যদি বলেন।

জাফর ওয়াজেদঃ ৭ই মার্চের জনসভার বিষয়ে সব সংবাদপত্র ও ঢাকা বেতার থেকে আগেই ঘোষণা দেওয়া হয়েছিল। সেই খবরগুলোয় বলা হয়েছিল, আগামীকাল ৭ই মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান বিকেল ৩টায় রেসকোর্স ময়দান থেকে ভাষণ দেবেন, সেই ভাষণ রেডিয়োতে সরাসরি সম্প্রচার করা হবে। সারাদেশের মানুষ ভাষণ শোনার জন্য উদ্‌গ্রীব। প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষজন যারা সমাবেশে সরাসরি ভাষণ শুনতে আসতে পারেননি, তারাও রেডিয়োতে ভাষণ শোনার অপেক্ষায় ছিলেন। বেলা আড়াইটা পর্যন্ত রেডিয়োতে ঘোষণা আসছিল যে ভাষণ প্রচার করা হবে। কিন্তু যখন ভাষণ শুরু হলো, তখন দেশের মানুষ হতবাক হয়ে গেল। রেডিয়ো ডেড সাইলেন্ট। কোনো সাড়াশব্দ নেই। এতে করে মফস্বল অঞ্চলের মানুষের মধ্যে দুশ্চিন্তা বেড়ে গিয়েছিল। তাদের চিন্তা ছিল, কী হলো? রেডিয়ো বন্ধ

কেন? তাহলে কি জনসভা হচ্ছে না? বঙ্গবন্ধুর উপর কি আক্রমণ হলো? মোট কথা, সারাদেশে একটা অস্থির অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল। নানা রকম গুজবের ডালপালা ছড়িয়ে যাচ্ছিল। পাকিস্তান টেলিভিশন এই সমাবেশ রেকর্ড করেনি। টেলিভিশন এ সংক্রান্ত কোনো কিছু সম্প্রচারও করেনি। ভিডিয়ো করেছিল পাকিস্তান সরকারের ডিএফপি ও ঢাকার একটি রেকর্ড কোম্পানি। বেতার রেকর্ডিং করেছে; কিন্তু সরাসরি সম্প্রচার করতে পারেনি। এদিকে যখন বঙ্গবন্ধু শুনলেন তাঁর ভাষণ রেডিয়োতে প্রচার হচ্ছে না, তখন তিনি ঘোষণা দিলেন, যদি বেতার ও টিভিতে এই ভাষণ ও আমাদের খবর প্রচার না করে, তাহলে আপনারা বেতার ও টিভিতে যাবেন না। তিনি কিন্তু এ কথা জনসভায় ভাষণের মধ্যেই বলেছেন। আমরা দেখলাম এরপর বেতার-টিভি থেকে কর্মচারীরা বেরিয়ে গেলেন। তারা অনুষ্ঠান সম্প্রচার বন্ধ করে দিলেন। এতে পাকিস্তানি শাসকদের মধ্যে এক ধরনের আতঙ্ক তৈরি হয়েছিল। তারা চেষ্টা করতে থাকে কীভাবে আবার রেডিয়ো চালু করা যায়। শেষ পর্যন্ত সমঝোতা হলো। পরের দিন (৮ মার্চ ১৯৭১) সকালে বঙ্গবন্ধুর ভাষণ সম্প্রচার করা হলো। রেডিয়ো কর্মচারীরা এর মাধ্যমে কাজে ফিরলেন। এটা আমাদের জন্য বিশাল অর্জন ছিল। কারণ আমি মনে করি, ওই বিদ্রোহটাই বাংলাদেশের জন্য বড়ো ঘটনা ছিল।

ঢাকা বেতারের এই পরিবর্তন সাধারণ মানুষের মনে এক ধরনের আশার আলো দেখায়। বাংলাদেশ স্বাধীন হতে যাচ্ছে–এমন ধারণা আরও জোরালো হয়। রেডিও পাকিস্তান ঢাকা বেতার থেকে রেডিও পাকিস্তান নামটা মুছে গেল। ৩ মার্চ থেকে নতুন নাম হলো 'ঢাকা বেতার কেন্দ্র'। চট্টগ্রাম বেতারও তাই করল। অন্য আঞ্চলিক বেতারগুলোও যার যার নামে চলে গেল। পাকিস্তান নামটা থাকল না। শুধু রাত ৮টার খবর, পাকিস্তান থেকে সম্প্রচার করা হতো, সেটিই কেবল প্রচার হতো। সম্ভবত ৩ মার্চের পরে সেটিও বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। পাকিস্তানি শাসকরা রেডিয়োর ওপর আর নিয়ন্ত্রণ নিতে পারল না। ইতোমধ্যে ৩ মার্চের পর থেকে সারাদেশে অসহযোগ আন্দোলন চলছিল।

মিনহাজ: বেতারের কথা তো জানালাম। সংবাদপত্রগুলোর ট্রিটমেন্ট?

জাফর ওয়াজেদ: সংবাদপত্রগুলো কিন্তু আগেই অসহযোগ আন্দোলনের পক্ষে নেমে গেছে। সাংবাদিক ইউনিয়ন থেকে আনুষ্ঠানিক ঘোষণাও দেওয়া হয়েছে। তবে ৭ই মার্চের ভাষণের পর ৮ মার্চ ঢাকা থেকে যে পত্রিকাগুলো বের হলো, তাতে আমরা দেখি যে, অনেক পত্রিকাই বঙ্গবন্ধুর ভাষণ ঠিকঠাক বুঝতে

পারেনি। 'সংবাদ' শিরোনাম করেছিল, '*এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম*'। যেটা খুবই যথাযথ ছিল। আবার 'আজাদ'ও ভালো ট্রিটমেন্ট দিয়েছিল। কিন্তু 'ইত্তেফাক' হেডিংটা করেছিল এমন, '*পরিষদে যাইবার পারি যদি...*'।

ইত্তেফাক হয়তো বঙ্গবন্ধুর মূল ভাষণটিকে উপলব্ধি করতে পারেনি। বঙ্গবন্ধু ৭ মার্চের ভাষণে যে চার দফা দাবি দিয়েছিলেন, তারা ওখানে অবস্থান নিয়েছিলেন। ইতোমধ্যে বঙ্গবন্ধু যে স্বাধীনতার কথা বলেছিলেন, এটা 'ইত্তেফাক' ঠিক উপলব্ধি করেনি। অথবা করে থাকলেও তা সেভাবে প্রকাশ করেনি। তখন ইত্তেফাকের বার্তা সম্পাদক ছিলেন সিরাজুদ্দীন হোসেন। পরে তাঁর পুত্র জাহীদ রেজা নূরের কাছ থেকে আমি জেনেছি শিরোনাম কী হবে, তা নিয়ে সিরাজুদ্দীন হোসেন বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে কথা বলেছিলেন। বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন ভাষণে উপস্থাপিত চার দফা দাবিকে হাইলাইট করতে। বঙ্গবন্ধুর দিক থেকে সেটিই ঠিক ছিল। কিন্তু সংবাদপত্রের দিক থেকে সেটি সঠিক ছিল না। কারণ চার দফা দাবি স্বাধীনতা ঘোষণাকে ছাপিয়ে নয়। কারণ স্বাধীনতার পথে এই চার দফা দাবি দরকার ছিল। কারণ সেনাবাহিনীকে ব্যারাকে ফিরে যাওয়া প্রয়োজন ছিল। বঙ্গবন্ধু যুদ্ধ চাননি। চেয়েছিলেন আলোচনার মাধ্যমে সমস্যার সমাধান করতে। যেহেতু বঙ্গবন্ধু একজন গণতান্ত্রিক নেতা, তিনি গণতন্ত্রের পথে যেতেই পছন্দ করেন। গোটা রাজনৈতিক জীবনে কোনো পিচ্ছিল পথ, গোপন পথ বা ষড়যন্ত্রের পথ বঙ্গবন্ধু অবলম্বন করেননি। ৭ই মার্চের ভাষণেও তিনি তা করতে চাননি। ভাষণে বঙ্গবন্ধু সুস্পষ্টভাবে সব দিকনির্দেশনা দিয়ে দিয়েছেন। এখন আমরা পর্যালোচনা করে বুঝতে পারি, বঙ্গবন্ধু কীভাবে গেরিলাযুদ্ধের পথ তৈরি করে দিয়েছিলেন। যারা বোদ্ধা, তারা হয়তো বুঝেছেন, যারা নির্বোধ, তারা হয়তো ভাষণ থেকে কিছুই বুঝতে পারেননি। কারণ অনেকেই বলেছিলেন, কেন বঙ্গবন্ধু ঘোষণা করলেন না, আজ থেকে বাংলাদেশ স্বাধীন? মুক্তিযুদ্ধের একজন সেক্টর কমান্ডার, বীর মুক্তিযোদ্ধা আবু ওসমান চৌধুরী ১৯৯৪ সালে প্রকাশিত তার এক বইয়ে লিখেছেন, কেন সেদিন শেখ মুজিব ক্যান্টনমেন্ট আক্রমণ করলেন না? আরেকজন আহমেদ রেজা যিনি পাকিস্তান বিমানবাহিনীতে ছিলেন, পরবর্তীকালে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন, তিনিও লিখলেন, সেদিন ৭ই মার্চ যদি ক্যান্টনমেন্টে আক্রমণ করা হতো, দেশ তখনই স্বাধীন হয়ে যেত। কিন্তু তাদের বোধে এটা কাজ করেনি, শেখ মুজিব একটি জাতির নির্বাচিত প্রতিনিধি। তিনি এরকম হত্যার পথ বেছে নিতে পারেন না। আর ক্যান্টনমেন্টে শুধু পাকিস্তানিই ছিল না, অনেক বাঙালি সেনা কর্মকর্তা-সেনা সদস্য ও তাদের পরিবারের সদস্যরা ছিলেন।

মিনহাজঃ ওই সময় 'দ্য পিপলের' ইতিবাচক ভূমিকা আমরা দেখতে পাই। ৭ই মার্চের ভাষণের সংবাদে তারা বলেছে, Mujib Calls for emancipation. আবার শেষের দিকে যখন আলোচনা চলছিল, তখন ' দ্য পিপল' বাংলাদেশের স্বাধীনতার পক্ষে দুর্দান্ত সব প্রতিবাদী কার্টুন ছেপেছিল। এই বিষয়ে আপনার মূল্যায়ন জানতে চাই?

জাফর ওয়াজেদঃ 'পিপল' পত্রিকাটি তখন নতুন এসেছে, শেরাটন হোটেলের (বর্তমান ইন্টারকন্টিনেন্টাল, ১৯৭১ সালেও হোটেলটির নাম ইন্টারকন্টিনেন্টাল ছিল) উলটোদিকে ছিল পিপল পত্রিকার অফিস। পিপলের সম্পাদক ছিলেন আবিদুর রহমান। তিনি বঙ্গবন্ধুর খুব কাছের লোক ছিলেন। তাঁর গাড়ির ব্যবসা ছিল। তিনি জাপান থেকে গাড়ি আমদানি করে বিক্রি করতেন। নিপ্পন মটরসের মালিক। বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে তাঁর ভালো সম্পর্ক ছিল। 'পিপল' পত্রিকাটি তখন জনগণের মুখপত্র হয়ে গেল। ইংরেজি দৈনিক 'দ্য পাকিস্তান অবজারভার' হামিদুল হকের পত্রিকা। স্বভাবতই এটি পাকিস্তানপন্থি সংবাদপত্র। 'মর্নিং নিউজ' ছিল পাকিস্তান সরকারি ট্রাস্টের পত্রিকা। সেখানে পিপল এসেই প্রো-পিপল অর্থাৎ পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের পক্ষে সংবাদ প্রকাশ শুরু করে। এ রকম একটি পত্রিকা বের করার জন্যই বঙ্গবন্ধু আবিদুর রহমানকে বলেছিলেন। মূলত বঙ্গবন্ধুর প্রেরণাতেই আবিদুর রহমান 'দ্য পিপল' বের করেন। যেহেতু বিদেশিদের কাছে চলমান আন্দোলন-সংগ্রামের প্রকৃত খবর পৌঁছানো দরকার, সেজন্য পিপল পত্রিকা ওই সময় বাংলার যৌক্তিক স্বাধিকার আন্দোলন নিয়ে প্রচুর আর্টিকেল ছেপেছিল। নিবন্ধগুলোয় বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ, শেখ মুজিবের ছয় দফা ইত্যাদি বিষয় ছিল। আমরা দেখেছি রেহমান সোবহানের লেখাও পিপল ছাপত।

এ সময় আবিদুর রহমানের 'সাপ্তাহিক গণবাংলা' নামে আরেকটি পত্রিকা ছিল। যেটি পিপল ভবন থেকে বের হতো। ওই কাগজটিতে কবি নির্মলেন্দু গুণ কাজ করতেন। ওই কাগজটি বাঙালির স্বাধিকার ও স্বাধীনতার বিষয়ে অনেক লেখা ছেপেছিল। পত্রিকাটি বিশেষ ক্রোড়পত্রও বের করেছিল। ১৯৭২ সালে বঙ্গবন্ধু যেদিন মুক্তি পান, আবিদুর রহমান দুটি গান লিখেছিলেন। তার একটি গান পশ্চিমবঙ্গের প্রখ্যাত শিল্পী সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের গাওয়া 'বঙ্গবন্ধু তুমি ফিরে এলে, তোমার স্বাধীন সোনার বাংলায়'। গানটি সুরকার ছিলেন সুজেন দাশগুপ্ত। অপরদিকে হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের সুর করা একটি গানও

আছে। গানটি আবিদুর রহমান নিজের অর্থেই রেকর্ড করিয়েছিলেন। ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চে রাতেই পিপল অফিস পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। যাতে সংবাদপত্রটির কয়েকজন স্টাফ মারা যান। এরপর সংবাদপত্রটির সাংবাদিক ও সম্পাদক কলকাতায় পালিয়ে গিয়ে প্রাণ রক্ষা করেছিলেন। এদিকে ক্র্যাকডাউনের কয়েকদিন পর 'সংবাদ' অফিস পুড়িয়ে দেওয়া হলে আগুনে সাংবাদিক শহীদ সাবের শহিদ হন।

মিনহাজঃ বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ সংবাদপত্রে প্রকাশ নিয়ে আপনার আরও যদি আর কিছু বলার থাকে...

জাফর ওয়াজেদঃ ৭ই মার্চের ভাষণ সংবাদপত্রের স্টাফ রিপোর্টাররা নিজেদের ভাষায় প্রকাশ করেছে। পুরো ভাষণটি কেউ ছাপেনি। কারণ তখন এত সুবিধা ছিল না। পরদিন পত্রিকায় আলাদা আলাদাভাবে অনেক আইটেম হয়েছিল ভাষণ নিয়ে। কিন্তু পরবর্তীকালে আমরা ভাষণটি পত্রিকায় যেভাবে পুরোটা ছাপতে পারি, তখন সেটি সম্ভব হয়নি। সেদিনের পত্রিকায় 'তিনি বলেন, আরও বলেন' এভাবে রিপোর্ট ছাপা হয়েছিল। পুরো ভাষণটি ছিল আঠারো মিনিটের বেশি। রেডিয়ো পুরো ভাষণটি রেকর্ড করেছিল, যেটি এডিট হয়নি। কিন্তু গ্রামোফোন রেকর্ড সম্পাদনা করে। যার টাইমিং ছিল ১৪ মিনিটের কাছাকাছি। বাকি অংশ তারা ফেলে দিয়েছিল। যেমন ওখানে আছে, আমাদের সংগ্রাম, মুক্তির সংগ্রাম। এই কথাটি মূল ভাষণে দুইবার আছে। বক্তৃতার মাঝখানেও একবার আর শেষের দিকে একবার।

ওই সময় আরেকটি কথার সমালোচনা হতো, 'আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে পাড়া-মহল্লায় সংগ্রাম পরিষদ গড়ে তোলো' অথবা 'আমার আওয়ামী লীগের তহবিলে আপনারা দান করে আসবেন'। কেন তিনি শুধু আওয়ামী লীগের কথা বললেন, অন্য দলগুলোকে আনলেন না–এ রকম প্রশ্ন স্বাধীনতার পর অনেক শুনতে হয়েছে। এটি স্পষ্ট–১৯৭০-এর নির্বাচনে বঙ্গবন্ধু অন্য দলকে নিয়ে জোট করেননি তার পূর্ববর্তী তিক্ত অভিজ্ঞতার কারণে। ডিসেম্বর-জানুয়ারি পর্যন্ত এই দলগুলোর সঙ্গে এক ধরনের বিরোধিতা ছিল। মার্চে এসে এই দলগুলোর সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করার সুযোগই ছিল না, যেহেতু দলগুলো ছয় দফার বিরোধী ছিল। আর যেহেতু আওয়ামী লীগের নেতৃত্বেই আন্দোলন সংগ্রাম গড়ে উঠেছিল। আবার কেন্দ্রীয় ছাত্র নেতৃত্বে ছিল ডাকসু এবং ছাত্রলীগ। অথচ ১৯৬৯ সালে আমরা দেখি, দেশের সব ছাত্র সংগঠন একটা জায়গায় ছিল। এমনটি মোনেম খানের এনএসএফ পর্যন্ত ভাগ হয়েছিল। একটা অংশ ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল।

মিনহাজঃ ৮ মার্চের পত্রিকার সংবাদ নিয়ে, ছবি নিয়ে, কনটেন্ট নিয়ে আপনার যদি আরও কিছু উল্লেখ করার থাকে ...।

জাফর ওয়াজেদঃ ৭ই মার্চের পর পত্রিকার চেহেরা তো এমনিতেই অনেক পরিবর্তিত হলো। সংবাদপত্র তখন নিজেরাই আন্দোলনকে অনেকটা এগিয়ে নিয়ে গেল। ন্যাশনাল ট্রাস্টের পত্রিকা 'দৈনিক পাকিস্তান'-এর ভূমিকাটা খুব প্রগতিশীল ছিল বলে আমি মনে করি। তারা পাকিস্তানি সামরিক জান্তাদের নিউজ ছাপার পাশাপাশি বাঙালিদের নিউজও ছেপেছে। তুলনায় 'মর্নিং নিউজ', 'দ্য পাকিস্তান অবজারভার'– এদের অবস্থা খুব খারাপ ছিল। আর পূর্বদেশে যেহেতু বেশ কিছু প্রগতিশীল সংবাদকর্মী ছিল, তাই তাদের কলামে, সম্পাদকীয়তে অন্তত বাংলাদেশের স্বাধিকার, স্বাধীনতা নিয়ে লেখা হতো।

■ সমাপ্ত ■

গবেষকের পরিচিতি

মো. মিনহাজ উদ্দীনের জন্ম উত্তরবঙ্গের বগুড়া শহরে। কৃতিত্বের সঙ্গে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পাস করে মো. মিনহাজ উদ্দীন ভর্তি হন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগে। ২০০৩-২০০৪ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী মিনহাজ প্রথম শ্রেণিতে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। শিক্ষাজীবন থেকেই যুক্ত ছিলেন সাংবাদিকতায়। কাজ করেছেন দেশের প্রথম ২৪ ঘণ্টার সংবাদভিত্তিক স্যাটেলাইট চ্যানেল সিএসবি নিউজ। এরপর তিনি কাজ করেছেন চ্যানেল ওয়ান, এটিএন বাংলা ও যমুনা টেলিভিশনে। প্রদায়ক ও অতিথি লেখক হিসেবে কাজ করেছেন মিডিয়াওয়াচ, সাপ্তাহিক কাগজ-এ। সাংবাদিকতায় বিশেষ অবদানের জন্য পেয়েছেন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের বজলুর রহমান স্মৃতি পদক (২০১৩) ও প্রথম আলো মাদকবিরোধী সাংবাদিকতা পুরস্কার (২০১৩)। এছাড়া পেয়েছেন সিএসএফ-ফ্রেড হলোস ফাউন্ডেশন সেরা প্রতিবেদক পুরস্কার (২০১৫) ও আবুল মনসুর আহমদ প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা পুরস্কার (২০১৮)।

২০১৬ সালের মে মাসে মিনহাজ জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগে প্রভাষক হিসেবে যোগদান করেন। বর্তমানে সহকারী অধ্যাপক পদে কর্মরত আছেন। এছাড়া প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)-তে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন পরিচালিত সাংবাদিকতা ডিপ্লোমা কোর্সে বিভিন্ন কোর্স পড়িয়েছেন।

প্রতিষ্ঠানটির সাংবাদিকতাবিষয়ক বিভিন্ন প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষক হিসেবেও কাজ করেছেন। পাশাপাশি তিনি খণ্ডকালীন সংবাদ উপস্থাপক হিসেবে কাজ করেছেন যমুনা টেলিভিশনে। ২০১৮ সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেন্টার ফর জেনোসাইড স্টাডিজ থেকে কৃতিত্বের সঙ্গে স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমা ডিগ্রি অর্জন করেন।

মিনহাজের প্রকাশিত বইসমূহ *'সায়মন ড্রিং ও অন্যান্যের একাত্তর (২০১৭)'*, *'বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ড: কী চেয়েছিল ভুট্টোর পাকিস্তান' (২০১৯)*, *'১৯৭১: তাজউদ্দীন মুজিববাহিনী ও অন্যান্য' (২০১৯)*, *'সাংবাদিকতা: প্রতিবেদন লেখার প্রথম পাঠ' (২০১৮)*, *'মাধ্যম সাক্ষরতা: সাংবাদিকতার প্রথম পাঠ' (২০১৯)*, *নভেম্বর ক্যু '৭৫: অন্ধকার সময়ের সংবাদচিত্র (২০২১)*। মো. মিনহাজ উদ্দীন সাংবাদিকতা ও সাহিত্য অঙ্গনে রাহাত মিনহাজ নামে পরিচিত।